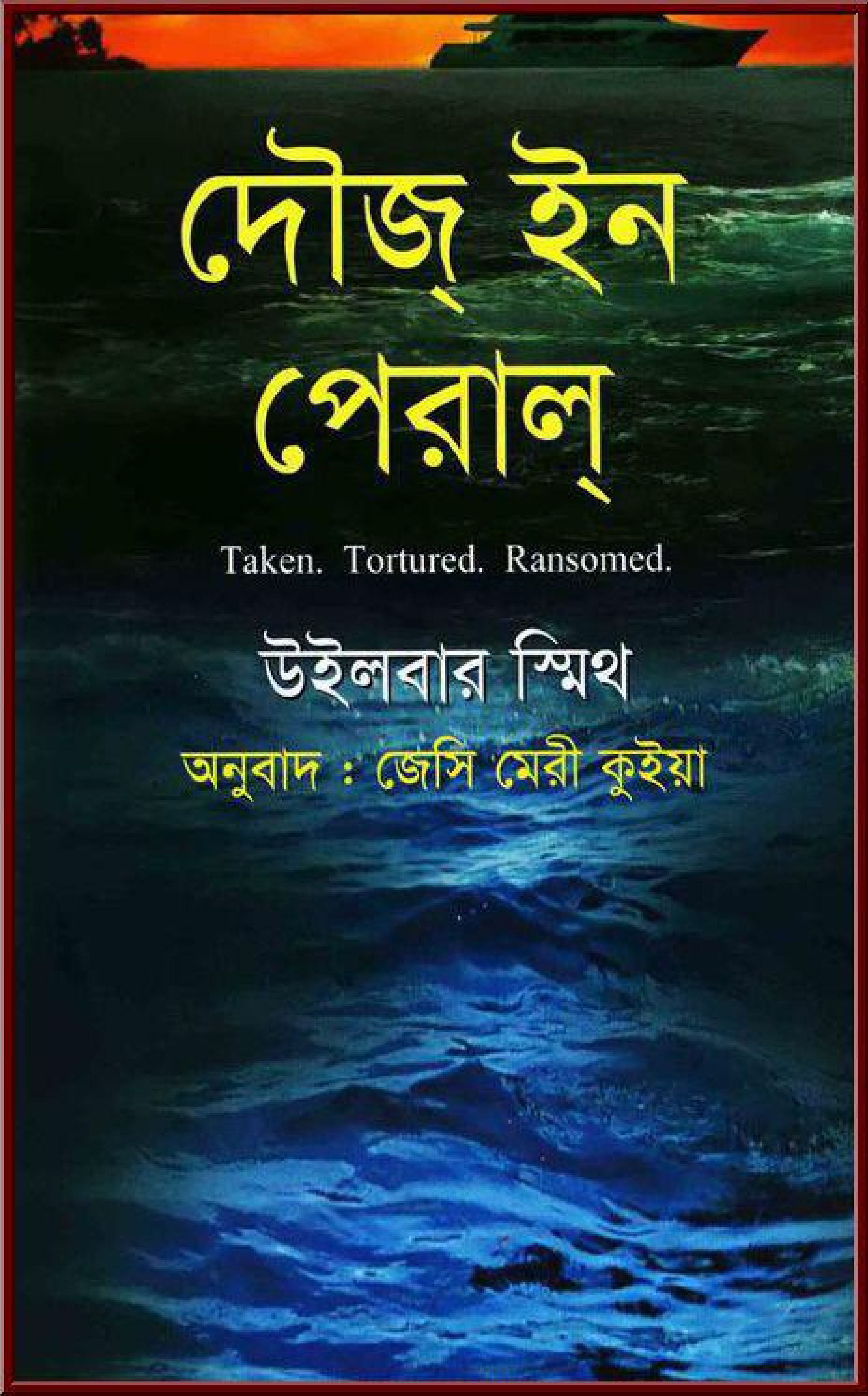
দৌজ্ ইন
পেরাল্
Taken. Tortured. Ransomed.
উইলবার স্মিথ
অনুবাদ : জেসি মেরী কুইয়া

হ্যাজেল বেনক হলেন 'বেনক অয়েল কর্পোরেশনের' স্বত্বাধিকারী। এটা বিশ্বের প্রধান তৈল উৎপাদনকারী সংস্থা। হ্যাজেলের তৈলবাহী নৌযানটি ইন্ডিয়ান মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় সোমালিয়ান জলদস্যুদের কবলে পড়ে। তারা নৌযানসহ তার ১৯ বছরের কন্যা কায়লাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। 'বেনক অয়েল কর্পোরেশনকে' মুক্তিপণ দিতে বাধ্য করার জন্য। এ ভয়ানক জিম্মি দশা থেকে উদ্ধারের জন্য মরণপণ সংগ্রামে নামে একটি 'সিকিউরিটি সংস্থা।'

ISBN 978 984 906 32 2 3

9 789849 063223

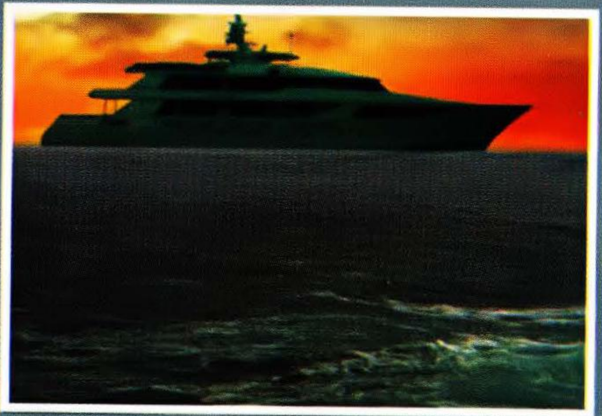

মেজর হেক্টর ক্রস 'এসএএস'-এর একজন সাবেক পরিচালক এবং *Cross Bow Security*-এর একজন কর্মকর্তা। তার এ সংস্থাটি 'বেনক অয়েল কর্পোরেশনের' সাথে নিরাপত্তা দানকারী হিসেবে চুক্তিবদ্ধ এবং 'বেনক পরিবারের' প্রতি আনুগত্যই তাদের কর্তব্য।
জলদস্যুরা কায়লাকে মুক্তির জন্য নির্যাতনের মাধ্যমে মুক্তিপণ দাবি করে এবং তারা সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মাধ্যমে রাজনৈতিক ও কুটনৈতিক অবস্থাকে জটিল করে তোলে। ইতোমধ্যে কায়লাসহ নৌযানের নাবিকদের ওপর রোমহর্ষক নির্যাতনের প্রমাণ মেজর হেক্টরের গোয়েন্দা নজরদারিতে চলে আসে। তারা প্রমাণ সাপেক্ষে হ্যাজেল বেনকের সাথে তার কন্যাকে উদ্ধারে সাহায্য করার জন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়। তারা কায়লাকে উদ্ধারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। প্রয়োজনে আইন নিজের হালে তুলে নেওয়ার জন্য মনস্থির করে।এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার মধ্যে পতিত হয় মেজর হেক্টর ও তাঁর সঙ্গীরা। হ্যাজেলসহ মরণপণ লড়াইয়ে নামে গোয়েন্দা সংস্থার সকল সদস্য। বে-কায়দায় পড়ে যায় জলদস্যুদের সকল আয়োজন। অবশেষে শিথিল হয়ে আসে উদ্ধার পরিকল্পনা।

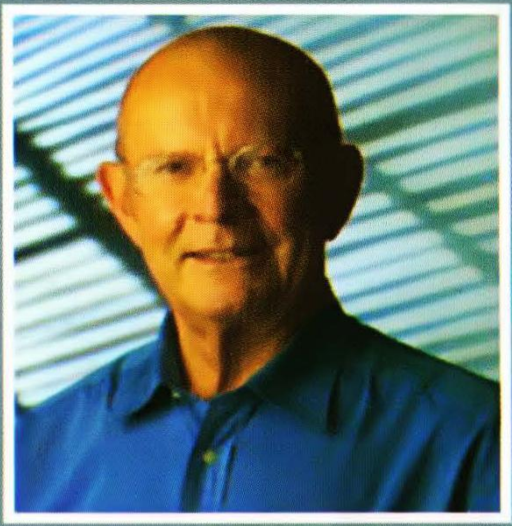

উইলবার স্মিথ ১৯৩৩ সালে মধ্য আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি *'Michaelhouse and Rhodes University'* থেকে শিক্ষালাভ করেন। তিনি *'When the Lion Feeds'* নামক গ্রন্থের সফল প্রকাশের পর ১৯৬৪ সাল থেকে একজন ফুলটাইম রাইটার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তখন থেকে ৩০টিরও বেশি উপন্যাস লিখে তিনি আলোচনায় আসেন। এরপর থেকে তাঁর যত্নশীল ও গবেষণাধর্মী লেখনিগুলো তাঁকে বিশ্বব্যাপি খ্যাতি এনে দেয়। বর্তমানে তাঁর বই ২৬টি ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বব্যাপি প্রচারিত হয়ে আসছে।

অনুবাদক

জেসি মেরী কুইয়া পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিভাগ থেকে শেষ করেছেন স্নাতকোত্তর।

মূলত বই পড়ার আনন্দ থেকেই লেখালেখি করার আগ্রহ।

প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থসমূহ– দ্য শারলোকিয়ান, দি অটোমান সেঞ্চুরিস্, দৌজ্ ইন পেরাল্। এছাড়াও ভবিষ্যতে মৌলিক রচনা লেখার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।

jasy_1984@yahoo.com

দৌজ্ ইন পেরাল্

Taken. Tortured. Ransomed.

উইলবার স্মিথ

অনুবাদ : জেসি মেরী কুইয়া

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দৌজ্ ইন পেরাল্
উইলবার স্মিথ

অনুবাদস্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৪

রোদেলা ৩০৬

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
মূল বই অবলম্বনে অনন্ত আকাশ

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭ ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৩৬০.০০ টাকা মাত্র

THOSE IN PERIL By Wilbur Smith
Transllated by Jasy Mary Quiya
First Published Ekushe Book Fair 2014
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100
E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price: Tk. 360.00 only US $ 10.00
ISBN: 978-984-90632-2-3 Code: 306

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

স্বর্গীয় পিতা, ত্রাণকর্তা
যাঁর বাহু বেঁধে ফেলে দুঃসাহসী প্রবাহকে
গভীর সমুদ্র ও যাঁকে মান্য করে নিজেকে রাখে সীমাবদ্ধ
আমাদের আর্তি শ্রবণ করো
সমুদ্রে বিপদগ্রস্তদের নিরাপদ রাখো।

GOLDEN GOOSE

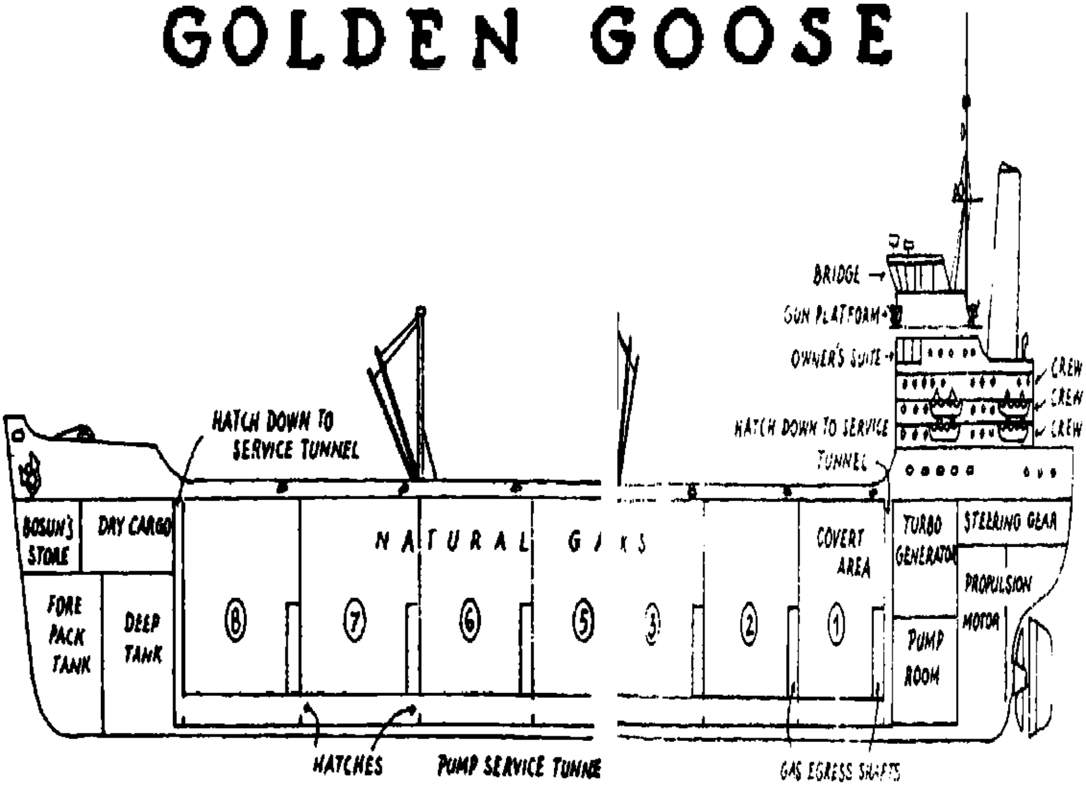

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পাঁচদিন ধরে একনাগাড়ে বয়ে চলেছে খামসিন। মরুভূমির আকাশজুড়ে ধুলার মেঘ ধেয়ে আসছে তাদের দিকে। হেক্টর ক্রস কাঁধের চারপাশে ডোরাকাটা নকশার কাপড় পেঁচিয়ে চোখে পড়েছে মরুভূমির গগলস। যদিও তার ঘন দাড়ি মুখের বেশির ভাগটাই রক্ষা করছে, কিন্তু অনাবৃত অংশে বালির কণা যেন সুচ ফোটাচ্ছে। এর পরও বাতাসের গর্জন ভেদ করে কাছে এগিয়ে আসা হেলিকপ্টারের শব্দ কান এড়াল না ক্রসের। চারপাশে জড়ো হওয়া মানুষদের দিকে না তাকিয়েও বেশ বুঝতে পারল যে কেউই হেলিকপ্টারের শব্দ সম্পর্কে অবগত নয়। তাদের বেশির ভাগের চেয়ে হেক্টর অন্তত বছর দশেকের বড়ো। এছাড়া দলনেতা হিসেবেও তাকে অবশ্যই তীক্ষ্ণ এবং দ্রুতগতির হতে হবে। এরপর উথম্যান ওয়াদ্দা দৃষ্টি বিনিময় করল ক্রসের সাথে। হেক্টর প্রায় অন্যদের অগোচরে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। হেক্টরের বিশ্বস্ত সহচরদের একজন উথম্যান। এই অটুট বন্ধুত্ব শুরু হয়েছে বহু বছর আগে। যখন বাগদাদের রাস্তায় স্নাইপার বৃষ্টির মাঝে জ্বলন্ত গাড়ির নিচ থেকে ধাক্কা দিয়ে হেক্টরকে রক্ষা করেছিল উথম্যান। সে সময় সুন্নি মুসলিম হিসেবে হেক্টর উথম্যানকে সন্দেহের চোখে দেখলেও সময়ের সাথে সাথে উপম্যান তার নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করেছে। এখন দুজনে প্রায় অবিচ্ছেদ্য। অন্য গুণাবলির সাথে সাথে হেক্টরকে আরবি ভাষাও শিক্ষা দিয়েছে উথম্যান। ফলে হেক্টর যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করেছে মৌখিক আরবিতে। তাই একজন সুদক্ষ ব্যক্তির পক্ষেই কেবল সম্ভব হবে হাতে নাতে ধরা যে আরবি হেক্টরের মাতৃভাষা নয়।

অনেক ওপরে সূর্যমামার কারসাজিতে হেলিকপ্টারের দানবীয় ছায়াকে মনে হলো মেঘের ফাঁকে জাদুর লণ্ঠনের মতো। লাল রঙে অঙ্কিত বিশাল রাশান এমআই এল-২৬ ও সাদা অক্ষরে লেখা ব্যানক অয়েল ল্যান্ডিং প্যাডের মাত্র ৩০০ ফুট উচ্চতায় পৌছালে পরিষ্কারভাবে দৃষ্টি গোচর হলো। সিডি এল রাজিগো কোম্পানির হেডকোয়ার্টারে বসে হেলিকপ্টারের একমাত্র আরোহী গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত হেক্টর রেডিওর মাধ্যমে পাইলন্টের সাথে

যোগাযোগ করতে তৎপর হয়ে উঠল। উপকূলের এই অংশে তেলের পাইপ ভেঙে গেছে। তাই পাইলটকে এ অবস্থায় উড্ডয়ন না করার নির্দেশ দিল হেক্টর। কিন্তু বিশেষ আরোহী, নারী এই নির্দেশের কোনো তোয়াক্কাই করল না। যদিও অস্বীকৃত হওয়া হেক্টরের ধাতে নেই।

পরস্পরের সাথে এখনো মিলিত না হলেও এই নারী আর হেক্টরের মাঝের সম্পর্ক একটু নাজুক প্রকৃতির। এখানে স্পষ্ট করে বলা ভালো যে হেক্টর তার কর্মচারী নয়। হেক্টর "ক্রস বো সিকিউরিটি লিমিটেডের একমাত্র মালিক। আর ব্যানক অয়েলের স্থাপনা ও লোকবলের দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে ক্রস বো। বৃদ্ধ হেনরি ব্যাক অসংখ্য সিকিউরিটি কোম্পানি থেকে হেক্টরকেই বেছে নিয়েছে এ দায়িত্ব পালনের জন্য।

টলোমেলো পায়ে ল্যান্ডিং প্যাডে থেমেছে হেলিকপ্টার। আর ফিউজিলাজের দরজা হালকা খুললেই প্রথমবারের মতো হেক্টর আর এই বিশেষ নারী পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেল। দরজার কাছে আবির্ভূত হয়ে খানিক থেমে গেল নারী মূর্তি। হেক্টরের মনে পড়ে গেল মারুলা গাছের ওপর চড়ে বসা শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়ার আগ মুহূর্তে চিতা বাঘের ভারসাম্য রক্ষার দৃশ্য। যদিও তার সম্পর্কে হেক্টর আগে থেকেই যথেষ্ট জানে তার পরও প্রথম দেখাতে এ নারীর আভিজাত্য ও দীপ্তিময় অভিব্যক্তিতে বিস্মিত হয়ে উঠল সে।

নিজের রির্সাচের অংশ হিসেবে এ নারীর শত শত ছবি দেখেছে হেক্টর। নানা ধরনের সংবাদ পড়ার পাশাপাশি ভিডিও ফুটেজও দেখেছে। উইম্বলডনের সেন্টার কোর্টে কঠিন কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে নাভ্রাতিলোভার কাছে পরাজিত হওয়া অথবা তিন বছর পরে সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে উইমেন সিংগেলের ট্রফি হাতে নেয়া। এরপর বছরখানেক পরে হেনরি ব্যানকের সাথে বিয়ে, তার চেয়ে একত্রিশ বছরের বড় হেনরি বিলিওনিয়ার ধনকুবের আর ব্যানক ওয়েলের প্রধান। এরপর আসে আরো ছবি, স্বামীর সাথে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে হাস্যরত অথবা সিনেমার নায়ক-নায়িকা ও শো-বিজনেসের ব্যক্তিদের সাথে ছবি, সান্ড্রিনহামে মহারানি ও প্রিন্স ফিলিপের অতিথি বেশে ছবি, ক্যারিবীয় সাগরে নিজেদের ইয়ট আমোরাস ডলফিনে অবকাশ যাপনের ছবি। কোম্পানির বার্ষিক মিটিংয়ে স্বামীর পাশে প্রধান 'মঞ্চে বসে থাকার ছবি'; টক শোতে ল্যারি কিংয়ের সাথে আলাপচারিতার ছবি। এরপর বেশ কিছুদিন পরে বিধবা বেশে ছোট্ট কন্যার হাত ধরে থাকা ছবি প্রকাশিত হয়। মা ও মেয়ে কলোরাডো পর্বতমালার মাঝে অবস্থিত নিজস্ব র‍্যাঞ্চের জমকালো সমাধিস্থানে হেনরি ব্যানকের প্রস্তর নির্মিত শবাধার স্থাপনের দিকে তাকিয়ে আছে।

BanglaBook.org

এরপর শেয়ারহোল্ডার, ব্যাংক আর বিশেষ করে বিষধর সৎ পুত্রের সাথে যুদ্ধ নিয়ে মুখরোচক কাহিনী তৈরি হতে থাকে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়ীদের মহলে। বিজনেস সাপ্তাহিকীগুলো ভরে উঠতে থাকে এসব সংবাদে। এরপর অবশেষে মুষ্টিযুদ্ধে জয়ী হওয়ার মতো করে সৎ পুত্রের নখর থেকে সম্পত্তি রক্ষা করে ব্যানক ওয়েলের প্রধান হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর এর শেয়ারমূল্য কমে যায় তর তর করে। বিনিয়োগকারীরা সরে পড়ে। ব্যাংকঋণ শুকিয়ে যায়। কেউই একদা টেনিস খেলোয়ার ও গ্ল্যামার গার্লের তেল সম্রাজ্ঞী হিসেবে আবির্ভূত হওয়াকে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু তার ব্যবসায়িক ক্ষুরধার বুদ্ধি আর হেনরি ব্যানকের সাথে এত বছরের সংস্রবে অর্জিত শিক্ষা যা শত এমবিএ ডিগ্রিকেও হার মানায়। আমল দেয়নি কেউই। রোমান সার্কাসের ন্যায় ভিড়ের জনতা অপেক্ষা করতে থাকে সিংহের হাতে এ নারীর পরাজিত হওয়ার দৃশ্যের জন্য। অথচ সবার বিরক্তি উৎপাদন করে জারা নাম্বার এইট নিয়ে আসে ব্যানক অয়েলের প্রধান নারী।

ফোর্বস ম্যাগাজিনের ফ্রন্ট কাভারে ছাপা হয় সাদা টেনিস কিট পরনে আর ডান হাতে র‍্যাকেট ধরে রাখা হ্যাজেল ব্যানকের ছবি। হেডলাইনে লেখা হয় 'হ্যাজেল ব্যানক হারিয়ে দিয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বীদের। গত ষাট বছরের মাঝে সবচেয়ে ধনী তেলের আঘাত স্বামী, মহান হেনরির প্রথম স্থান গ্রহণ করেছে হ্যাজেল। প্রধান আর্টিকেল শুরু হয়েছে এভাবে :

> আমিরাতের অনাবৃত পশ্চাভূমি ও দরিদ্রতম অঞ্চল আবু জারাতে একটি তেলক্ষেত্র পড়ে আছে। কোনো একসময় এটি শেল-এর মালিকানাধীন ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই এর খননকাজ বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ষাট বছর ধরে এর কথা সবাই একপ্রকার ভুলেই গিয়েছিল। এরপরই দৃশ্যপটে আগমন ঘটে মিসেস হ্যাজেল ব্যানকের। কয়েক মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে এই তেলের খনি ক্রয় করে নিলে পণ্ডিতেরা সমালোচনায় ভ্রূ-কুচকানো শুরু করে দেয়। উপদেষ্টাদের অগ্রাহ্য করে আরো কয়েক মিলিয়ন অর্থ ব্যয় করে খনির উত্তরাংশে খননকাজ শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে হ্যাজেল। ষাট বছর পূর্বে ভূ-তত্ত্ববিদগণ এ ব্যাপারে একমত হন যে এ অঞ্চলের সমস্ত তেল প্রধান রিজার্ভারে জড়ো হওয়ায় ও উত্তোলন করে ফেলায় পুরো খনিই শুকিয়ে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।
>
> যাই হোক, মিসেস ব্যানকের ড্রিল মেশিন অভেদ্য লবণাক্ত গম্বুজে আঘাত হানার সাথে সাথে মাটির নিচে চেম্বারে তেল জমে থাকায় বিষাক্ত গ্যাস প্রায় ৮ কিলোমিটারব্যাপী স্টিলের ড্রিল মেশিনকে গলিয়ে ফেলে। মনে হয় যেন টিউব থেকে টুথপেস্ট বের হয়েছে। আর সাথে সাথে ঘটে বিস্ফোরণ। বাতাসের শত মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে উচ্চ মানের অশোধিত তেল। অবশেষে এটি

BanglaBook.org

প্রমাণিত হয় যে পুরাতন জারাতে শেল-এর ফেলে যাওয়া ১ থেকে ৭ নং পর্যন্ত খনি মূল রিজার্ভের ভগ্নাংশ মাত্র। নতুন রিজার্ভ পাওয়া যায় ২১,৮৬৬ ফুট গভীরে; যেখানে প্রায় ৫ বিলিয়ন ব্যারেল মিষ্টি এবং হালকা অশোধিত তেল মজুদ রয়েছে।

হেলিকপ্টার মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথে ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার নেমে আসার মই ফেলে বিশেষ অতিথিকে নামিয়ে আনতে যায়। কিন্তু তার বাড়িয়ে দেয়া হাত উপেক্ষা করে প্রায় লাফিয়ে চার ফুট নিচে মাটিতে পা রাখে হ্যাজেল ব্যানক। একটা চিতা বাঘের মতোই দ্রুত ও হালকা পায়ে স্বচ্ছন্দে স্থির হয় নারীমূর্তি। খাকি সাফারি স্যুট ও মরুভূমির সাথে মানানসই বুট জুতা পরিহিত হ্যাজেলের গলায় ঝুলছে উজ্জ্বল হারামিজ স্কার্ফ। হ্যাজেলের প্রধান আকর্ষণ ঘন সোনালি রঙা চুল বন্ধনহীন হয়ে খামসিনের প্রবাহে ঢেউ খেলছে। হেক্টর অবাক হয়ে ভাবছে এই নারীর বয়স কত? নিশ্চিতভাবে কেউই জানে না। যদিও ত্রিশের ঘরে দেখাচ্ছে; কিন্তু অন্তত বছর চল্লিশ হওয়ার কথা। করমর্দনের জন্য হেক্টরের বাড়িয়ে দেয়া হাতে হাত মিলালো হ্যাজেল। পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে এই হস্ত টেনিস কোর্টে শত ঘণ্টা পার করেছে।

"৮ নং জারাতে স্বাগতম ম্যাম!" মাত্র এক নজরে দেখল হ্যাজেল, হেক্টরকে। নীল নয়নাকে দেখে মনে হলো বরফের গুহার মাঝে ছোট্ট ফুটো ভেদ করে চুইয়ে নামা সূর্যের আলো। ছবিতে যতটা না তার চেয়েও বেশি লাবণ্যময় হ্যাজেল।

ঠাণ্ডা স্বরে স্বীকৃতি জানিয়ে উত্তর দিল হ্যাজেল, 'মেজর ক্রস'।

আবারো হেক্টর বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগল যে এই নারী তার নাম পর্যন্ত জানে। সাথে সাথে এটাও মনে পড়ে গেল যে এই সব বিষয়ে এই নারীর যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। নিশ্চয় তেলের খনিতে আসার পূর্বে নিজের ডজনখানেক সিনিয়র কর্মচারী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েই তবে এসেছে হ্যাজেল ব্যানক।

এক্ষেত্রে সে নিশ্চয় জানে যে আমি আমার সামরিক পদবি ব্যবহার করি না, হেক্টর ভাবল। এরপর মনে হলো হয়তো হ্যাজেল ইচ্ছে করেই এমনটা করেছে হেক্টরকে জব্দ করার জন্য। ঠোঁটের কাছে আসা হাসি গিলে ফেলল হেক্টর।

কোনো কারণে সে আমাকে পছন্দ করে না আর এটা লুকানোর কোনো চেষ্টাও করছে না, হেক্টর আবারো মনে মনে ভাবল। এই নারী তার ড্রিল মেশিনের মতোই, পুরোটাই হীরক আর লৌহনির্মিত।

ইতিমধ্যে হেক্টরের কাছ থেকে সরে গিয়ে বড়সড় ধুলা রঙের হামভি থেকে নামা তিনজন ব্যক্তির দিকে ঘুরে গেছে হ্যাজেল। ত্রি ব্যক্তি হ্যাজেলের পাশে

BanglaBook.org

ব্রেক কষা হামভি থেকে নেমে বংশবদ কুকুরছানার ন্যায় গাইগুই করছে। জেনারেল ম্যানেজ বার্ট সিম্পসনের সাথে করমর্দন করল হ্যাজেল।

'আমার আসতে দেরি হওয়ায় আমি দুঃখিত' মি. সিম্পসন। আমি অফিসে ব্যস্ত ছিলাম।' দ্রুত বুদ্ধিদীপ্ত হাসি উপহার দিলেও প্রতি উত্তরের অপেক্ষা করল না হ্যাজেল। একই ভাবে দ্রুত তালে প্রধান ইঞ্জিনিয়ার আর সিনিয়র ভূ-তত্ত্ববিদের সাথে করমর্দন শেষ করল।

'ধন্যবাদ, ভদ্রমহোদয়গণ। এখন চলুন এই মাতাল হাওয়ার বাইরে যাই। পরে পরিচিত হওয়ার আরো সময় পাওয়া যাবে।' কণ্ঠস্বর যথেষ্ট মোলায়েম হলেও তীক্ষ্ম ও পরিষ্কার দক্ষিণ আফ্রিকান টান রয়েছে তাতে। হেক্টর জানে যে হ্যাজেল কেপটাউনে জন্মগ্রহণ করলেও বিবাহের পরে হেনরি ব্যানকের বদৌলতে আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করেছে। বার্ট সিম্পসন হামভির প্যাসেঞ্জার দরজা খুলে দিলে আসন গ্রহণ করে হ্যাজেল। বার্ট হুইলে গিয়ে বসতে না বসতেই তার পিছু পিছু দ্বিতীয় হামভিতে চড়ে বসল হেক্টর। তৃতীয় হামভিও যাত্রা শুরু করল। প্রতিটি বাহনের দরজাতেই মধ্যযুগীয় আড়ধনুকের লোগো আঁকা রয়েছে। প্রথমটিতে রয়েছে উথম্যান। আর ছোট্ট বহরটিকে সেই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। পাশাপাশি রয়েছে সুবিশাল রুপালি পাইথনের ন্যায় পাইপলাইন। যার মধ্য দিয়ে শত মাইলব্যাপী মূল্যবান কাদা গিয়ে পড়ছে অপেক্ষারত ট্যাঙ্কারে।

উথম্যানের নির্দেশিত পথ এগিয়ে গিয়ে থেমেছে প্রধান বিল্ডিং কমপ্লেক্সের সামনে। দুজনে ক্রস বো প্রহরী গেইট খুলে দিলে পর পর প্রবেশ করে হামভি ত্রয়। এরপর হ্যাজেল ব্যানককে বহনকারী হামভি সাজানো চত্বরে গিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত জমকালো এক্সিকিউটিভ স্যুইটের সামনে থামে। বার্ট সিম্পসন ও অর্ধডজন উর্দিধারী ভৃত্য এসে নিয়ে যায় হ্যাজেল ব্যানককে। ভারি দরজা আবারো বন্ধ হয়ে যায়। হেক্টরের কাছে মনে হলো শূন্য হয়ে গেল চারপাশ এই নারীর অনুপস্থিতিতে। এমনকি মরুঝড় খামসিনের দাপাদাপিও কমে গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে হেক্টর দেখতে পেল ধুলার মেঘ ভেঙে গিয়ে ঝরে পড়ছে।

নিজের কোয়ার্টারে এসে গগলস্ খুলে রেখে ঘাড়ের কাপড়ও সরিয়ে রাখল হেক্টর। এরপর মুখ আর হাত থেকে ধূলিকণা পরিষ্কার করে চোখে পানির ঝাপটা দিয়ে দেয়াল আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের মুখমণ্ডল পরীক্ষা করতে লাগল। খাটো ঘন দাড়ির কল্যাণে জলদস্যুসুলভ একটা ভাব এসেছে চেহারাতে; এর ওপরের চামড়া মরু সূর্যের তাপে পুড়ে ট্যান হয়ে গেছে। শুধু ডান চোখের ওপরের রুপালি কাটা চিহ্নটি অক্ষত রয়ে গেছে। বহু বছর পূর্বে বেয়নেটের আঘাতে মাথার খুলির হাড় বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

BanglaBook.org

হেক্টরের নাক কিন্তু লম্বা আর বেশ রাজকীয়। চক্ষুদ্বয় ঠাণ্ডা আর সবুজাভ। আর হিংস্র শিকারির ন্যায় আছে সাদা দন্তের সারি।

'হেক্টর, আমার বাছা, এই চেহারাই তোমার পাওয়ার কথা। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তোমার একে ভালোবাসতেই হবে।' আপন মনে বিড়বিড় করে উঠল হেক্টর। এরপর নিজেকেই প্রতি উত্তরে বলে উঠল, 'কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেসব কম খুঁতখুঁতে স্বভাবের নারীদের জন্য।' মোলায়েম হেসে সিচুয়েশন রুমে ঢুকল হেক্টর। তার প্রবেশের সাথে সাথে অপেক্ষারত মানুষদের গুঞ্জন থেমে গেল। মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে সকলের দিকে তাকিয়ে দেখল হেক্টর। এই দশজন তার স্কোয়াড লিডার। এদের প্রত্যেকেই আবার দশজনের একেকটি দলকে নেতৃত্ব দান করে। খানিকটা গর্বের ভাব এলো মনে। তারা প্রত্যেকেই সত্যিকারের কঠোর যোদ্ধা। পুরোনো দুষ্ট পৃথিবীর সর্বত্র কঙ্গো থেকে আফগানিস্তান, পাকিস্তান থেকে ইরাক– চষে বেড়িয়েছে তারা। অনেক সময় ব্যয় করে এদের সকলকে জড়ো করেছে হেক্টর আর এরা পুরোপুরিভাবে পাপাত্মার দল আর জঘন্য খুনির। নিজের ভাইয়ের মতোই ভালোবাসে এদের হেক্টর।

'নখের আঁচড় আর দাঁতের কামড় কোথায় বস? এটা বলবেন না যে আপনি তার কাছ থেকে বেঁচে ফিরেছেন।'

তাদের একজন বলে উঠল। হেক্টর হেসে তাদের শান্ত হওয়ার সময় দিল। তারপর মিনিটখানেক পরে হাত তুলল।

'জেন্টেলম্যান, আমরা এমন এক নারীকে পেয়েছি আমাদের মাঝে—যার কারণে কিনশাসা থেকে বাগদাদ, কাবুল থেকে মোগাদিসু পর্যন্ত সকলের ঘুম হারাম হয়ে যাবে। যদি এই নারীর কোনো ক্ষতি হয় তবে আমি নিজ হাতে সেই পুরুষের ডিম্ব কেটে ফেলতে দ্বিধা করব না। আমি এ ব্যাপারে শপথ নিলাম তোমাদের কাছে।' সকলে বুঝে গেল এটি কোনো হালকা হুমকি নয়। হাস্যরস থেমে গেল। সকলে চোখ নামিয়ে নিল। নীরবতা নেমে এলে অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টি বুলাল সকলের ওপর হেক্টর। অবশেষে নিজের সামনের ডেস্ক থেকে পয়েন্টার নিয়ে পেছনের দেয়ালে ঝোলানো বিশাল তেলক্ষেত্রের এরিয়াল ম্যাপের ওপর রেখে নিজের ব্রিফিং শুরু করল। সকলের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে প্রাক্তন নির্দেশ মনে করিয়ে দিল। এই কাজে কোনো রকম দায়িত্বহীনতা বরদাস্ত করবে না হেক্টর। আধা ঘণ্টা পরে আবার ঘুরে তাদের মুখোমুখি হলো সে।

'কোনো প্রশ্ন?'

কোনো প্রশ্ন না পেয়ে সর্বোচ্চ নির্দেশ দিয়ে জানিয়ে দিল,

BanglaBook.org

'সন্দেহ হলেই গুলি ছুঁড়বে এবং নিশ্চিত থাকবে যে মিস হবে না।'

এরপর হেলিকপ্টারে চড়ে বসে পাইলট হ্যানস লেটিগানকে নিয়ে উপসাগরের তীর ধরে পাইপলাইন পরিদর্শনে বের হলো। খুব নিচু দিয়ে উড়ে বেড়াতে লাগল তারা। সামনের আসনে হ্যানসের পাশে বসে রাস্তাজুড়ে কোনোরকম অসংগতি পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখতে লাগল হেক্টর। কোনোরকম অচেনা পদচিহ্ন অথবা নিজের জিএম পেট্রোল বহর ব্যতীত অন্য কোনো বাহনের চাকার দাগ। ক্রস বো'র প্রতিটি কর্মচারী নির্দিষ্ট নকশার বুট জুতা পায়ে দেয়; প্রতিটি জুতার সোলে একই রকম তীরের সূক্ষ্ম অগ্রভাগের ন্যায় নকশা আছে। তাই এই উচ্চতা থেকেও সম্ভাব্য দুষ্কৃতকারীর চিহ্ন নজর এড়াবে না হেক্টরের।

হেক্টর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ব্যানক অয়েলের স্থাপনাতে তিনবার পর্যন্ত অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তের দল। কোনো সন্ত্রাসী দলই এর দায়দায়িত্ব স্বীকার করেনি। কেননা কোনো অভিযানই সফল হয়নি।

আবু জারার আমির, প্রিন্স ফরিদ আল মাজরা, ব্যানক অয়েলের অনুগত মিত্র। তেলের স্বত্ব বাবদ বছরে প্রায় শত মিলিয়ন ডলার লাভ করে প্রিন্স। এছাড়া আবু জারা পুলিশ বাহিনী প্রধান প্রিন্স মোহাম্মদ, যে কিনা আমিরের ভগ্নিপতি, তার সাথে সখ্য আছে হেক্টরের। প্রিন্স মোহাম্মদের গোয়েন্দা সংস্থা বেশ চটপটে। ফলে বছর তিনেক আগে হেক্টরকে সম্ভাব্য সামুদ্রিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিল মোহাম্মদ। হেক্টর এবং তার আঞ্চলিক কমান্ডার রনি ওয়েলস জলদস্যুদের সমুদ্রেই বাধা দিতে সক্ষম হয়। ব্যানক পেট্রোল বোটে এক্ষেত্রে সহায়তা করে। এটি একটি প্রাক্তন ইসরায়েলি মোটর টর্পেডো বোট। দ্রুত গতি ও .৫০ ক্যালিবার জোড়া ব্রাউনিং মেশিনগান রয়েছে এ বোটে। সন্ত্রাসীরা ছিল সংখ্যায় আটজন আর সাথে ছিল শত পাউন্ড সেমটেক্স প্লাস্টিক বিস্ফোরক। রনি ওয়েলস প্রাক্তন রয়্যাল মেরিন সার্জেন্ট মেজর। সমুদ্র সম্পর্কে অত্যন্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রনি ছোটখাটো অভিযান পরিচালনাতেও যথেষ্ট দক্ষ। শত্রু জাহাজের পেছন দিকে আচমকা অন্ধকারের মাঝে উদয় হয় রনি আর নাবিকেরা বিস্ময়ের ঘোর কাটানোর সময় পায় না। হেক্টর শত্রু নাবিকদের আত্মসমর্পণ করতে বললে অটোমেটিক মেশিনগানের গুলি ছুড়তে শুরু করে তারা। ইতিমধ্যে ব্রাউনিং মেশিনগান ও প্রথম গুলিবর্ষণ শুরু করলেই সেমটেক্স বিস্ফোরক কার্গোতে আগুন ধরে যায়। আটজন সন্ত্রাসী মুহূর্তের মাঝে স্বর্গোদ্যানের উদ্দেশে রওনা হয়। দুনিয়াতে তাদের অস্তিত্বের ছেড়া-ঘোড়া অংশই কেবল পড়ে থাকে পেছনে। এই ফলাফলে উল্লসিত হয় আমির আর প্রিন্স মোহাম্মদ। এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করে—এ ঘটনার কথা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না। শৃঙ্খলা, উন্নয়ন

BanglaBook.org

অগ্রযাত্রা ও শান্তি-প্রিয়তার জন্য আবু জারা দেশ হিসেবে ইতিমধ্যেই বেশ সুনাম সঞ্চয় করেছে।

হেক্টর সিডি এল রাজিগের টার্মিনালে নেমে গেল রনি ওয়েলসের সাথে সময় কাটানোর জন্য। সব সময়কার মতো গোছাল রনির ওপর হেক্টরের আস্থা আরো বেড়ে গেল। মিটিংয়ের পরে একসাথে হেঁটে দুজনে হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে গেল। হ্যানস এখানে অপেক্ষা করছে। তেরছাভাবে রনি তাকাতেই হেক্টর বুঝতে পারল রনি কী নিয়ে চিন্তা করছে। তিন মাস পরেই রনির বয়স হবে পয়ষট্টি। ছেলেমেয়েরা বহু আগেই পিতার প্রতি আসক্তি হারিয়েছে। ক্রস বোর বাইরে রনির এমনকি কোনো বাসাও নেই। শুধু একটাই পথ খোলা আছে, চেলসি যদি তাকে পেনশনার হিসেবে রাখে। জন্মদিনের কয়েক সপ্তাহ আগেই অবশ্য ক্রস বোর সাথে তার চুক্তি নবায়নের দিন আসবে।

হেক্টর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ওহ, রনি, আমার ডেস্কে তোমার নতুন চুক্তিপত্র পড়ে আছে। আমার উচিত ছিল সাইন করার জন্য সাথে করে নিয়ে আসা।'

রনির টাক মাথা চকচক করে উঠল, 'ধন্যবাদ, হেক্টর। কিন্তু তুমি কি জানো আমি আসছে অক্টোবরে পঁয়ষট্টি হব?

হেক্টর হাসি ফিরিয়ে দিল, 'ওহে বৃদ্ধ সোনা, আমি আরো ভাবছি গত দশ বছর ধরেই তোমার বোধ হয় পঁচিশ চলছে!'

আবারো হেলিকপ্টারে চড়ে বসল হেক্টর। একই ধূলিধূসরিত পাইপ লাইনের ট্যাকের ওপর দিয়ে ফিরে চলল। উপরিভাগকে খামসিন একেবারে অনুগত চাকরের মতো ঝাট দিয়ে পরিষ্কার করে গেছে। ফলে মরুভূমির অরিস্কের পায়ের ছাপ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দুবার হেলিকপ্টার থেকে নেমে হেক্টর অপরিচিত পদচিহ্ন পরীক্ষা করে দেখল। যদিও আপাতদৃষ্টিতে এগুলো নিরীহ মনে হলো। হতে পারে হারানো উটের খোঁজে চলেছে বেদুইনের দল।

শেষবারের মতো এসে নামল এমন জায়গায় যেখানে তিন বছর আগে দক্ষিণ থেকে আসা ছয়জন আগন্তুক অ্যাম্বুশ করে তেল খনিতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল। পাইপলাইনের কাছে পৌঁছানোর জন্য মরুভূমির ওপর দিয়ে ষাট মাইল রাস্তা হেঁটে এসেছিল তারা। পৌঁছানোর পর দুর্ভাগ্যবশত সন্ত্রাসীরা এমন এক পেট্রোল ট্রাক বেছে নেয় প্রথম আঘাতের জন্য—যেখানে সামনের আসনেই বসে ছিল হেক্টর। মূল ট্রাকের পাশের বালিয়াড়িতে সন্দেহজনক কিছু পেয়েছিল হেক্টর, এর পাশ দিয়েই গেছে সন্ত্রাসী দল।

'থামো!, চিৎকার করে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে ট্রাকের ছাদে উঠে যায় হেক্টর। এরপর মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে চারপাশ। আবারো এটি নড়ে

BanglaBook.org

উঠল। যেন লাল একটি ছোট্ট সাপ ক্রশ করে এগোলো। এই নড়াচড়াই দেখেছিল হেক্টর। কিন্তু মরুভূমিতে লাল রঙের কোন সাপ থাকার কথা নয়। সাপটির এক মাথা বালির ওপর আরেক অংশ কাটা ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সতর্কভাবে দেখতে লাগল হেক্টর। পেছনে একজন মানুষ লুকিয়ে থাকার মতো যথেষ্ট ঘন কাটা ঝোপটি। হেক্টরের পরিচিত কোনো অবয়বের সাথেই মেলানো যাচ্ছে না লাল জিনিসটিকে। এরপর আবারো নড়ে উঠলে হেক্টর মনস্থ করে ফেলল। অ্যাসল্ট রাইফেল কাঁধে তুলে নিয়েই কাটা ঝোপ লক্ষ্য করে তিনবার গুলি চালালো হেক্টর। পেছনে লুকিয়ে থাকা মানুষটি লাফ দিয়ে বের হয়ে এলো। পাগড়ি আর আলখাল্লা পরনের মানুষটির কাঁধে ঝুলছে একে-৪৭, হাতে একটি কালো বক্সও রয়েছে আর বক্সের মধ্যে থেকে পাতলা লাল রঙের তার বের হয়ে আছে। বোমা! হেক্টর চিৎকার করে উঠল। 'মাথা নামাও!'

বালিয়ারিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি বোমা ডিটোনেট করতেই বিদ্যুৎ চমকের মতো বিস্ফোরণ ঘটে ট্রাকের সামনে ১৫০ মিটার পর্যন্ত রাস্তায় আগুন আর ধুলার টাওয়ার তৈরি হলো। শক ওয়েভের ধাক্কায় ট্রাকের ছাদ থেকে প্রায় ছিটকে পড়ার দশা হেক্টরের। কোনোমতে টাল সামলালো সে।

বোমাবাজ মানুষটি ইতিমধ্যে বালিয়াড়ির মাথায় পৌছে মরুভূমির গ্যাজেলের মতো দৌড়ে চলেছে। হেক্টর এখনো দৃষ্টি শক্তির স্বচ্ছতা ফিরে পায়নি বিস্ফোরণের জন্যে আর আরবিয়ের পায়ের কাছের বালিও ফুঁসে উঠেছে, তার পরেও সমানে দৌড়ে যাচ্ছে মানুষটি। শ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করল হেক্টর। হেক্টর গুলি ছুড়লো। বুলেটের আঘাত লাগার সাথে সাথে আরবিয় আলখাল্লার চারপাশ থেকে ধূলাবৃষ্টি শুরু হলো। খানিকক্ষণ ব্যালে নর্তকির মতো ঘুরে মানুষটি অবশেষে পড়ে গেল। এরপর হেক্টরের নজরে এলো আরো পাঁচজন বালির মাঝের আস্তানা থেকে বের হয়ে এসেছে। কিন্তু হেক্টর গুলি করে ধরাশায়ী করার আগেই দিগন্তের কাছে হারিয়ে গেল তারা।

হেক্টর বালিয়াড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। দুই দিকেই তিন থেকে চার মাইল করে ছড়িয়ে পড়েছে আর বর্তমান অবস্থান থেকে সরে পড়েছে। ফলে ট্রাক ওঠার পক্ষে খাড়া আর কমনীয় হয়ে পড়েছে পথটা। তাই হেঁটে পিছু নেয়ার চিন্তা করল হেক্টর।

নিজের মানুষের দিকে ঘুরে চিৎকার করে উঠল হেক্টর, পিছু ধাওয়া করো! যাও! এরপর ট্রাক থেকে লাফিয়ে নেমেই চারজনের দলটিকে নেতৃত্ব দিয়ে বালিয়াড়ির দিকে দৌড়াতে লাগল। তারা মাথায় পৌছাতে না পৌছাতেই দেখতে পেল মাত্র আধা মাইল দূরত্বে এলোমেলোভাবে দৌড়ে চলেছে দুর্বৃত্তরা। আপন মনে হেসে উঠল হেক্টর।

BanglaBook.org

অনেক বড়ো ভুল করেছ সুন্দরীরা! তোমাদের উচিত ছিল একেকজন একেক দিকে যাওয়া। এখন সুন্দর দল বেঁধেই পেয়ে গেলাম তোমাদের। হেক্টর খুব ভালো করে জানে এ রকম সম্মুখ দৌড়যুদ্ধে তার মানুষদের হারাতে পারে এমন কোনো আরবিয়ের জন্ম হয়নি।

'এগিয়ে চলো সোনারা। অনর্থক সময় নষ্ট করো না। সূর্য ডোবার আগেই এই নষ্টের গোড়াদের ব্যাগে পুরতে হবে। এরপর কেটে গেল চার চারটি ঘণ্টা। হেক্টরের ধারণার চেয়েও বেশি বজ্জাত প্রমাণিত হলো এই নষ্টের গোড়ারা। কিন্তু এরপরই নিজেদের সবশেষ ভুল করে বসল তারা। যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াল। এরপর প্রাকৃতিক অনুভূতির বশে খোলা মাঠের সর্বত্র দিগ্বিদিক গুলি ছুড়তে লাগল। সূর্যের দিকে তাকাল হেক্টর। দিগন্তের ওপর বিশ ডিগ্রি তাপ ঝরে পড়ছে। খুব দ্রুত এ খেলা শেষ করতে হবে। সন্ত্রাসীরা গুলির তোড়ে মাথা নামিয়ে নিয়েছে, হেক্টর তাই সুবিধামতো জায়গা খুঁজতে লাগল। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল যে সম্মুখযুদ্ধে আরবিয়দের ধরা যাবে না। তাতে হয়তো সবাই না হলেও নিজের বেশির ভাগ লোক হারাবে হেক্টর। আরো দশ মিনিট সামনের বিস্তৃত ভূমিখণ্ড পরীক্ষা করে দেখল সে। এরপর দক্ষ সৈনিকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল দুর্বল জায়গাটি। আরবিয়দের কি পেছনেই অগভীর একটি জায়গা আছে। এতটাই অগভীর যে ওয়াদি বা ডাঙ্গা না হলেও হামাগুড়ি দিয়ে এর পেটে একজন মানুষ অন্তত বসতে পারবে। সূর্যের বিপরীতে হাত দিয়ে হেক্টর হিসাব কষে দেখল যে শত্রুর সন্দেহের উদ্বেগ না করে চল্লিশ কদম গেলেই এ জায়গায় পৌঁছাতে পারবে সে। সন্তুষ্টি নিয়ে মাথা নেড়ে নিজের লোকদের কাছে ফিরল হেক্টর।

'আমি তাদের পিছন দিকে গিয়ে গ্রেনেড ছুড়ব। বিস্ফোরণের সাথে সাথে গুলি ছুড়বে তোমরা।' শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়াতে বন্যজন্তুর ন্যায় কসরত করতে হলো হেক্টরকে। ডাঙ্গার কাছাকাছি পৌঁছে আরো ধীরে চলতে শুরু করল হেক্টর, যেন ধুলা উড়ে সন্ত্রাসীদের দৃষ্টি না পড়ে এদিকে। হেক্টরের লোকেরা নিজেদের ঢালু জায়গা থেকে আরবিয়দের দিকে ক্রমাগত গুলি ছুড়ে মাথা নামিয়ে রাখতে বাধ্য করল। হেক্টরের পৌঁছানোর আর বেশি বাকি নেই। এদিকে বড় জোর আর মিনিট দশেক পাওয়া যাবে গুলি ছোড়ার মতো সূর্যের আলো পাওয়ার জন্য। হাঁটু গেড়ে বসে দাঁত দিয়ে ডান হাতে ধরে রাখা গ্রেনেডের পিন খুলল হেক্টর। এরপর ডানদিকে লাফ দিয়ে দূরত্ব মাপল। দূরত্ব এখনো বেশ খানিকটা বেশি। সর্বশক্তি দিয়ে গ্রেনেড ছুড়লো হেক্টর। যদিও এটা বেশ ভালো হয়েছে, এমনকি হেক্টরের ছোড়া সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রেনেড গুলির একটি, কিন্তু তারপরও খানিকটা আগেই থেমে গেল গ্রেনেড। মনে হলো বুঝি ওখানেই জমে গেল। কিন্তু না, গড়িয়ে চলা শুরু করল। আরবিয়দের ভিড়ের দিকে। এটা কী বোঝার

BanglaBook.org

সাথে সাথে চিৎকার শুরু করল তারা। এরপর হাতে পিস্তল নিয়েই সামনের দিকে দৌড়াতে লাগল হেক্টর। হেক্টর পৌছানোর ঠিক আগ মুহূর্তেই গ্রেনেডটি ফেটে গেল। হেক্টর থেমে পেছনে তাকাল। চারজন দুর্বৃত্ত রক্তাক্ত ন্যাকড়ার মতো পড়ে রয়েছে। শেষ ব্যক্তি কমরেডদের দেহাবশেষের পাশেই পড়ে আছে। শার্পনেল গিয়ে বুক চিরে ফুসফুসে বিঁধেছে।

জমাট বাঁধা রক্ত বেরিয়ে আসে দমকা কাশির সাথে আর হেক্টর যখন সামনে গিয়ে দাঁড়াল তখন তার শেষনিঃশ্বাস ফেলার সময় উপস্থিত। ওপরের দিকে তাকাল আরবিয় আর হেক্টর অবাক হয়ে দেখল যে মানুষটি তাকে চেনার মতো ভঙ্গি করল। রক্তমাখা বিড়বিড়ানি আর প্রায় না শুনতে পাওয়ার মতো হলেও হেক্টর বেশ বুঝতে পারল যে সে কী বলছে।

'আমার নাম আনোয়ার। মনে রেখো ক্রস, শূকর কোথাকার, মামলা এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। রক্তাক্ত জাতি-বিবাদ এখনো চলছে। অন্যরা আসবে।'

এখন, তিন বছর পরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে হেক্টর আবারো বিস্ময় নিয়ে ভাবতে লাগল যে কথাগুলোর অর্থ কী ছিল। এখনো এদের কোনো স্পষ্ট অর্থ বের করতে পারেনি হেক্টর। মৃত্যু পথযাত্রী লোকটি কে ছিল? হেক্টর সে কিভাবে চেনে? এরপর কোনো কুল কিনারা না পেয়ে মাথা নেড়ে অলসভাবে রোটর নাড়তে থাকা হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে গেল হেক্টর। আবারো হেলিকপ্টারে চড়ে বসতেই নড়ে ওঠে আকাশে উড়ে গেল দানবীয় যান্ত্রিক পাখি। মরু তাপে দিন শেষ হয়ে গেল দ্রুত আর আট নং কম্পাউন্ডে যখন তারা ফিরে এলো, সূর্য ডোবার তখন আর মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি। অবশিষ্ট দিনের আলোটুকুও কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে নিজের বেরেটা এম নাইন নাইন এম এম পিস্তল ও এসসি ৭০/৯০ অটোমেটিক অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে উভয় থেকে শত রাউন্ড গুলি ছোড়ার প্র্যাকটিসের জন্য গেল হেক্টর। তার অধস্তন সবাইকে সপ্তাহে অন্তত ৫০০ রাউন্ড গুলি ছুড়ে নিয়মিত টার্গেট প্র্যাকটিস করতে হয়। হেক্টর সকলেরটাই পরীক্ষা করে দেখে, তারা প্রত্যেকেই দক্ষ কিন্তু এতটুকু ভুলের সুযোগ দিতে নারাজ হেক্টর।

প্র্যাকটিস রেঞ্জ থেকে আবারো কম্পাউন্ডে ফিরে এলো হেক্টর। মরুভূমির ক্ষীণ আলো ও উবে গিয়ে রাত নেমে এলো দ্রুত। এরপর জিমে গিয়ে এক ঘণ্টা ট্রেডমিলে দৌড়ানোর পর আরো আধা ঘণ্টা ভারোত্তোলনে ব্যয় করল হেক্টর। এরপর ব্যক্তিগত কোয়ার্টারে উষ্ণ জলে স্নান করে ধূলিমাখা ক্যামোফ্লেজ পোশাক খুলে ফেলে পরিচ্ছন্ন ও ইস্ত্রি করা কাপড় পরে মেস রুমে এসে বসল। প্রাইভেট বার-এ ছিল বার্ট সিম্পসন আর অন্যান্য উচ্চপদস্থ নির্বাহীরা। প্রত্যেককেই দেখাচ্ছে বেশ ক্লান্ত আর অবসন্ন।

'আমাদের সাথে ড্রিংক নেবে?' বার্ট প্রস্তাব দিল।

BanglaBook.org

হেক্টর মাথা নাড়তেই বারম্যান ১৮ বছর পুরোনো ওবান সিংগেল মল্ট ঢেলে দিল গ্লাসে। হেক্টর গ্লাস নিয়ে বার্ট'কে স্যালুট করে দুজনে একত্রে ড্রিংক করল।

'তো, আমাদের লেডি বসের কী খবর?' হেক্টর জানতে চাইল। চোখ পাকিয়ে বার্ট উত্তর দিল,

'তুমি জানতে চাইবে না।'

'চেষ্টা করে দেখো।'

'সে মানুষ নয়।'

হেক্টর মন্তব্য করল, আমার তো মনে হলো স্পর্শকাতর মানুষের চেয়ে একটু বেশি।

'এটা তোমার মতিভ্রম বাছা। আয়না অথবা অন্য কিছুর কারসাজি।

আমি তার কিছুই বলব না। নিজেই খুঁজে বের করবে।'

হেক্টর তবুও জানতে চাইল, 'এর মানে কী?'

'তাকে দৌড়ানোর জন্য নিয়ে যাবে তুমি।'

'কখন?'

'পরশু দিন। সকালের প্রথম কাজ। ঠিক ০৫৩০ ঘণ্টায় প্রধান গেইটে থাকবে। দশ মাইল। সে-ই ঠিক করে দিয়েছে। আমার মনে হয় পদব্রজের চেয়ে বেশি কিছুই হবে। নিজেকে পরাজিত হতে দিয়ো না তার কাছে।

হ্যাজেল ব্যানকের জন্যও এটি ছিল একটি দীর্ঘ আর ব্যস্ত দিন। কিন্তু এমন কিছু নয় যে উষ্ণ ফেনার জলের তোড়ে ভেসে যাবে না। এরপর চুলে শ্যাম্পু করে ইলেকট্রিক ড্রায়ার ব্যবহার করে ডান চোখের ওপর আঁচড়ে নিল ব্লন্ডের ঢেউ। এরপর চোখের সাথে মিলিয়ে নীল সাটিনের রোব পড়ল। আসার একদিন আগেই তার সব লাগেজ পৌঁছে গেছে এখানে। ভৃত্যেরা এসে একই রকম দেখতে কুমির চামড়ার তৈরি বাক্সের সেট খুলে পোশাক ইস্ত্রি করে সযত্নে রেখে দিয়েছে ড্রেসিং রুমের প্রশস্ত কার্বাডে। বাথরুমে ওয়াশ বেসিনের ওপর পরিষ্কার আয়নার তাকে রাখা হয়েছে তার কসমেটিকস আর টয়লেট্রিজের প্রসাধনীসমূহ। কানের পেছনে শ্যানেল পারফিউম লাগিয়ে সিটিং রুমে প্রবেশ করল হ্যাজেল। পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আগাথা, বার্ট সিম্পসনকে পূর্বেই মেইল পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছে হ্যাজেলের পছন্দের কথা। সে মোতাবেক সাজানো হয়েছে ড্রিংকস কেবিনেট। লম্বা একটি গ্লাস নিয়ে বরফ কুচি আর সদ্য তৈরি লাইম জুসের মাঝে অল্প একটু ডোভগান ভদকা মেশালো হ্যাজেল। এরপর পাশের রুমে ব্যক্তিগত যোগাযোগকেন্দ্রে চলে

BanglaBook.org

গেল। এখানকার দেয়ালে ছয়টি বিশাল পর্দার প্লাজমা লাগানো আছে। ফলে প্রতিটি প্রধান বিদেশি বাজারের শেয়ার ও পণ্য মূল্য স্পষ্ট হয়ে উঠল তার কাছে। এছাড়া অন্যান্য পর্দায় খবরের চ্যানেল আর খেলার ফলাফলও দেখা যাচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে তার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে লংচ্যাম্পে প্রিক্স ডি ওয়ান আর্ক ডি ট্রায়েমফি; এখানে তার ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। তিক্ততায় ছেয়ে গেল মন যখন দেখল এটি তৃতীয় হয়েছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল এর প্রশিক্ষককে বরখাস্ত করে তরুণ আইরিশম্যান রাখবে। এরপর মনোযোগ দিল টেনিসের প্রতি। রাশান আর পূর্ব ইউরোপীয় তরুণীরাই তাকে টানে বেশি। মনে পড়ে যায় তার নিজের ১৮ বছর বয়স আর মেয়ে নেকড়েসুলভ ক্ষুধার কথা। এরপর কম্পিউটারে বসে ভদকা পানের সাথে ই-মেইল খুলল হ্যাজেল। হিউস্টনে বসে আগাথা বাছাই করে রেখেছে এগুলো তার জন্য। তাই ৫০টির কম ই-মেইল জমে আসে হ্যাজেলের সঙ্গ পাওয়ার আশায়। খুব দ্রুত পড়ে ফেলল সে। যদিও হিউস্টনে এখন রাত তিনটা বাজে, কিন্তু আগাথা তার কলের আশায় সবসময় পাশের টেবিলে টেলিফোন নিয়ে ঘুমাতে যায়। হ্যাজেল তাকে স্কাইপেতে ডেকে পাঠাল। পর্দায় ভেসে উঠল আগাথার ছবি। কলারের কাছে গোলাপ এমব্রয়ডারি করা নাইট গাউন পরে আছে আগাথা। ধূসর চুল উসকো খুসকো আর ঘুমে ঢুলুঢুলু করছে চোখ। হ্যাজেল মেইলের উত্তর জানিয়ে দিল আগাথাকে। অবশেষে জিঙ্গেস করল।

'তোমার ঠাণ্ডার কী অবস্থা আগাথা? গতকালের মতো ব্যাঙের আওয়াজ তো পাওয়া যাচ্ছে না।'

'এখন বেশ ভালো, মিসেস ব্যানক। আর জিজ্ঞেস করার জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

এ কারণেই কর্মচারীরা তাকে এত ভালোবাসে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা কোনো কাজে বিফল হয় মালিক তাদের দেখভাল করে। তবে পা হড়কালে, ফেলে দিতেও দ্বিধা করে না। এরপর আগাথার সাথে যোগাযোগ কেটে দিয়ে দেয়ালের ডিজিটাল ঘড়ির সাথে নিজের রিস্ট ওয়াচের সময় মিলিয়ে নিল হ্যাজেল। আমোরাস ডলফিনেও এখন এই সময়ই চলছে। যদিও হেনরির রাখা ইয়েটের এই দীক্ষা স্নানের নাম হ্যাজেলের মোটেও পছন্দ নয়। তাই শুধু ডলফিন নামে ডাকতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে সে। স্বামীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই শেষ পর্যন্ত এই নাম পরিবর্তন করেনি হ্যাজেল। এই নৌযানের নামটিই একমাত্র অপছন্দ করে হ্যাজেল। নতুবা ১২৫ মিটার লম্বা জাঁকজমকপূর্ণও ভোগ-বিলাসের ক্ষমতাসম্পন্ন এ প্রমোদতরীতে আছে বারোটি ডাবল অতিথি কেবিন ও প্রাসাদোপম মালিক কক্ষ। ডাইনিং স্যালন আর অন্যান্য প্রশস্ত আমোদ কক্ষ সাজানো হয়েছে আধুনিক আর্টিস্টদের ম্যুরাল

BanglaBook.org

দিয়ে। চারটি শক্তিশালী ডিজেল ইঞ্জিন মাত্র ছয় দিনের মাঝে পুরো আটলান্টিক মহাসাগর ঘুরিয়ে আনতে সক্ষম। আধুনিক নেভিগেশন ও ইলেকট্রনিক যোগাযোগব্যবস্থার সব রকম ব্যবস্থাই আছে এখানে। আর সবচেয়ে দুষ্ট আর খুঁতখুঁতে আরোহীকে খুশি করার মতো যথেষ্ট বন্দোবস্ত করা আছে মূল্যবান সব খেলনা আর গ্যাবোটের মাধ্যমে। ডলফিনের ব্রিজ নাম্বারে ফোন ডায়াল করল হ্যাজেল। দুবার বাজার আগেই ওপাশে তুলে নিল কেউ।

'আমোরাস ডলফিন। ব্রিজ।' ক্যালিফোর্নিয়ার উচ্চারণ চিনতে পারল হ্যাজেল।

'মিঃ জেটসন?' ফার্স্ট অফিসার জেটসন ফোনের কণ্ঠস্বর শোনার সাথে সাথে সতর্ক হয়ে উঠল।

'শুভ সন্ধ্যা মিসেস ব্যানক।'

'ক্যাপ্টেন ফ্র্যাঙ্কলিনকে পাওয়া যাবে?'

'অবশ্যই, মিসেস ব্যানক। আমার পাশেই আছেন তিনি। আমি তাকে ফোন দিচ্ছি।'

জাক ফ্রাঙ্কলিন শুভেচ্ছা জানানোর সাথে সাথে প্রশ্ন করল হ্যাজেল, 'সবকিছু ঠিক আছে ক্যাপ্টেন?'

'সবকিছুই ঠিক আছে, মিসেস ব্যানক'। আশ্বস্ত করে বলে উঠল ফ্র্যাঙ্কলিন।

'আপনার বর্তমান অবস্থা কী?'

'আমরা আছি মাদাগাস্কারের দক্ষিণ-পূর্বে ১৪৬ নটিক্যাল মাইলে আর গন্তব্য সিসিলির মাহি দ্বীপ। বৃহস্পতিবার দুপুরের মাঝে পৌছে যাব। আশা করি।'

'বেশ ভালোই এগিয়ে গেছেন ক্যাপ্টেন ফ্র্যাঙ্কলিন। আমার কন্যা কি ব্রিজে আপনার সাথে আছে?'

'আমি বলতে ভয় পাচ্ছি, না, মিসেস ব্যানক। মিস ব্যানক আপনার কক্ষে ডিনার দিয়ে আসতে বলেছেন। আমাকে ক্ষমা করুন, তার কক্ষে।'

মিসেস ব্যানক উপস্থিত না থাকলে কন্যার অধিকার আছে মালিকের কক্ষটি ব্যবহার করার। ফ্র্যাঙ্কলিনের সবসময় মনে হয় গঁগ্যা আর মোনের তৈলচিত্র আর লালিক ঝাড়বাতি টিনএজারের হাতে পড়ে নষ্টই হবে শুধু, যে কিনা নিজেকে পিতা-মাতার মতো মহৎ কিছু মনে করে। যাই হোক সে জানে মায়ের কাছে এর কোনো সমালোচনা করা যাবে না। কেননা এই সুদর্শনা কিন্তু অবাধ্য মেয়েটাই হ্যাজেল ব্যানকের চোখের মণি। 'দয়া করে তাকে ডেকে পাঠান।' 'অবশ্যই মিসেস ব্যানক। হ্যাজেল শুনতে পেল রেডিও অপারেটরকে ডেকে পাঠাল ফ্যাঙ্কলিন। লাইন নিশ্চুপ হয়ে আবারো রিংগিং টোন ভেসে এলো।

BanglaBook.org

বারোবার রিং বেজে ওঠার পর অধৈর্য হয়ে উঠল হ্যাজেল। এরপর ভেসে এলো মেয়ের কণ্ঠস্বর।

'কে এখানে? আমি আদেশ দিয়েছিলাম যেন আমাকে বিরক্ত করা না হয়।'

'কায়লা, বেবি।'

'ওহ, মা, তোমার গলা শুনে কী যে ভালো লাগছে। সারা দিন ভেবেছি ফোন করবে। এরপর ভাবতে বসেছি যে আমাদের আর ভালোবাসো না।' তার বাঁধভাঙা উল্লাসে হ্যাজেলের মাতৃহৃদয় উপচে পড়তে লাগল।

'আমি ভয়ংকর ব্যস্ত ছিলাম ডার্লিং। এত কিছু ঘটছে এখানে।' কায়লা, শুদ্ধজন। নিজের কন্যার জন্য সঠিক নামটিই বেছে নিয়ে ছিল হ্যাজেল। মনের চোখে দেখতে পেল মেয়ের ছবি। হ্যাজেলের কাছে সবসময় মনে হয় স্বচ্ছ জেড পাথরের মতো উজ্জ্বল কায়লার ত্বক। ওর চোখ হ্যাজেলের চেয়েও হালকা, নীল। আত্মা ও চেতনার শুদ্ধতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাদের মাঝে। উনিশ বছর বয়সে কায়লা এখনো অস্পৃশ্য, কুমারী। চোখ ভরে জল এলো হ্যাজেলের। তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই সন্তান, এর কারণেই যত কষ্ঠ আর সংঘাত।

'এই না হলে আমার মা। একটা মাত্র স্পিড। সর্বশক্তিতে ছুটছে।' মিষ্টি করে হাসল কায়লা। এইমাত্র ঘর্মাক্ত দুটি দেহ আলাদা হলো পরস্পরের কাছ থেকে। চরম যৌন তৃপ্তি উপভোগ করেছে কায়লা। নিজের ভেতর শূন্য মনে হলো সব শেষ হতে।

হ্যাজেল জানতে চাইল, 'সারাদিন কী করলে বলো আমাকে। পড়াশোনা করেছ?' এই কারণেই সন্তানকে ডলফিনে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে হ্যাজেল। কায়লার টার্ম রেজাল্ট হয়েছে যাচ্ছেতাই। শিক্ষক হুমকি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে উন্নতি না হলে বছর শেষে তাকে নামিয়ে দেয়া হবে নিচের ক্লাসে। এখন পর্যন্ত শুধু মায়ের ডোনেশনের জোড়ে কোনোমতে বিশ্ববিদ্যালয়ে টিকে আছে কায়লা।

'মা, আমি স্বীকার করছি যে আজকে আমি অলস সময় কাটিয়েছি ডার্লিং। প্রায় সাড়ে নয়টা পর্যন্ত বিছানা থেকেই উঠতে পারিনি।' সরল নীল চোখে হেলে উঠে মনে মনে ভাবল কায়লা, যতক্ষণ পর্যন্ত না জর্জিয়ার দুটি পাহাড় প্রমাণ অর্গাজম দিয়েছে। সাদা চাদরের ওপর উঠে বসে পুরুষালি শরীরের কাছে পিছলে গেল কায়লা। গলে যাওয়া চকোলেটের মতো চকচকে ঘেমে নেয়ে আসে পুরুষ দেহটি। একে অন্যকে স্পর্শ করে হাঁটু ভাঁজ করে নিজের উরুসন্ধি দেখার সুযোগ করে দিল কায়লা সঙ্গীকে।

BanglaBook.org

ভাল্বাতে ঠোঁটগুঁজে গোলাপ কুঁড়ি খুঁজতে লাগল কায়লার সঙ্গী। আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠল কায়লা। এক হাতে ফোনের রিসিভার ধরে অন্য হাতে পুরুষাঙ্গ নিয়ে খেলার মত্ত কায়লা ভাবতে লাগল এর নিজস্ব জীবনী শক্তির কথা। এর সুন্দর একটি আদুরে ডাকনামও দিয়েছে সে। ব্লেইজ, ব্লেইজ তাকে জাদু করে ফেলেছে।

'ওহ বাছা, তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ যে পড়ায় মনোযোগ দেবে। তুমি বুদ্ধিমতি আর আমি জানি একটু চেষ্টা করলেই তুমি আরো ভালো করবে।'

'আজকের দিনটি একটু আলাদা, মা। অন্যান্য দিন আমি অনেক পরিশ্রম করি। আজকে আমার *মাসিক* শুরু হয়েছে। ভয়ংকর পেটব্যথা হয়েছে তাই।'

'ওহ আমার লক্ষ্মী কায়লা, এখন ভালো লাগছে নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, মা। এখন অনেক ভালো। আগামীকাল পুরো সুস্থ হয়ে যাব।'

'ইস! আমি যদি সেখানে থাকতাম তোমার দেখাশোনা করার জন্য! মাত্র এক সপ্তাহ হয়েছে তোমাকে কেপটাউনে রেখে এসেছি। অথচ মনে হচ্ছে অনন্তকাল পার হয়ে গেছে। তোমাকে মিস করছি কায়লা।'

'আমিও তোমাকে মিস করছি, মা।' কায়লা মাকে আশ্বস্ত করল। কারণ জানে এখনই তার মা নিজের তেলের খনি আর বিশ্রী সব সমস্যার কথা বলা শুরু করে দেবে। মাঝে মাঝে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেও পুরো মনোযোগ দিয়ে ব্লেইজকে নিরীক্ষণ করছে কায়লা। এ পুরুষ দেহ তার ত্বকচ্ছেদ করেছে। নতুবা কায়লার প্রাক্তন সঙ্গীদের কেউই সেই নোংরা চামড়াটি কেটে ফেলার চিন্তা করেনি। শুধু রোজিয়ারের সাথে মেশার পরেই কায়লা অনুধাবন করেছে যে এই সুদৃশ্য মাংসপিণ্ডের তুলনায় সেসব কতটা কুৎসিত ছিল। ব্লেইজ ঠিক একটা রাইফেল ব্যারেলের মতই কুচকুচে নীল-কালো আর চকচকে। নিজের জিহ্বা দিয়ে স্বাদ নিল কায়লা তরল ক্ষরণের।

এর জন্য প্রস্তুত থাকলেও প্রতিবারেই অবাক হয় কায়লা। চিবুক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল শুভ্র তরল। শেষ বিন্দুটুকুও শুষে নিতে চাইল কায়লা। নিজের অজান্তেই মোলায়েম স্বরে গুঙিয়ে উঠল কায়লা।

'কায়লা! কী হচ্ছে ওখানে? তুমি ঠিক আছো? কী হচ্ছে বলো আমাকে। আমার সাথে কথা বলো।' কায়লা ফোনের রিসিভার হাত থেকে ফেলে দেয়ায় বিছানার পাশে ঝুলছিল সেটা। তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে কায়লা উত্তর দিল।

'ওহ! আমি নিজের আর বিছানার ওপরে কফি ফেলে দিয়েছি মা। অনেক গরম ছিল এটি।'

হাসতে শুরু করল সে।

BanglaBook.org

'তুমি পুড়ে যাওনি তো কায়লা?'

'ওহ, না! কিন্তু সবকিছু হ-য-ব-র-ল হয়ে গেছে। কথা বলতে বলতে সিল্কের চাদরের ওপর পড়া উষ্ণ তরলের ওপর আঙুল বোলাতে লাগল কায়লা। এখন পর্যন্ত মিলিত হওয়া নিজের সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষটির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কায়লা। হ্যাজেল প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে কেপটাউনে তাদের সাম্প্রতিক ভ্রমণ সম্পর্কে কথা বলা শুরু করল। এখানেই গত দু'সপ্তাহ ধরে আছে ডলফিন। ঠিক শহরের বাইরেই আঙ্গুর ক্ষেতের মাঝে নির্মিত জমকালো প্রাসাদোপম হার্বাট বেকার। এর নকশা অনুযায়ী তৈরি ভবনে থাকে কায়লার নানি-মা। ভবিষ্যতে কোনো একসময় এখানেই নিজের অবসর জীবনযাপন করার ইচ্ছে হ্যাজেলের। এরই মাঝে প্রিয়তমা মায়ের জন্য এতটা করেছে হ্যাজেল যে তার মা নিজেও মেয়ের জন্য প্রতিটি পাই পয়সা পর্যন্ত জমিয়ে রাখে। যেন পৃথিবীজুড়ে এই বিশাল টেনিস কোর্টে মেয়ের কোনো সমস্যা না হয়। ওল্ড লেডি এই জমকালো প্রাসাদে ভৃত্য পরিবেষ্টিত হয়ে দিন কাটায়। উর্দিধারী শফার মার্সিডেজ মেবাকে চড়িয়ে প্রতিটি শনিবার গ্রামে নিয়ে তাকে। এখানে কেনাকাটার পাশাপাশি নিজের বন্ধুদের সাথে কফি পান করে কায়লার নানি মা।

রোজিয়ার বিছানা থেকে উঠে কায়লার দিকে তাকিয়ে একটি নির্দিষ্ট সংকেত দিল। এরপর নিরাভরণ দেহে বাথরুমের দিকে হাঁটা ধরল। কানে ফোন ধরা অবস্থাতেই বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে তাকে অনুসরণ করল কায়লা। রোজিয়ার নিজের মূত্রথলি খালি করতে দাঁড়াল আর কায়লা তাকিয়ে রইল অবাক বিস্ময় নিয়ে।

প্যারিসে থাকাকালীন রোজিয়ারের সাথে পরিচয় হয় কায়লার। এখানে ইউনিভার্সিটি দে বুয়ো আর্টসে, ফরাসি ইমপ্রেশনিস্টদের সম্পর্কে পড়াশোনা করছিল কায়লা। সে জানে যে রোজিয়ারের সাথে সম্পর্ককে তার মা কখনোই মেনে নেবে না। শুধু মুখেই স্বাধীনতার কথা বলে মা। সম্ভবত কমলা রঙ ব্যতীত কৃষ্ণ বর্ণের কেউই কখনো তার বিছানায় স্থান পায়নি। প্রথম দেখাতেই রোজিয়ারের প্রতি মুগ্ধ হয়ে যায় কায়লা চামড়ার চকচকে নীলাভ আভা, সুদর্শন দেহাবয়ব, লম্বা উচ্চতা আর কথার টান এক নিমিষে 'কাবু করে ফেলে কায়লা'কে। এছাড়া কায়লার অন্য মেয়ে বান্ধবীরাও তাকে শিখিয়েছিল যে অন্য জাতির চেয়ে কৃষাঙ্গ পুরুষেরা কতটা শক্তিশালী হতে পারে তৃপ্তিদানের ক্ষেত্রে। তার এখনো মনে আছে ব্লেইজের প্রথম দর্শনে সে কতটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। নিজের মাঝে ধারণ করা নিয়ে শঙ্কায় ছিল কায়লা। যদিও স্মৃতি অবশেষে সুখকর'ই হয়েছে।

মা জিজ্ঞেস করে উঠল, 'তুমি কী নিয়ে হাসছো বেবি?'

BanglaBook.org

'নানি' মায়ের কথা মনে পড়ে গেছে, মা। কেমন করে তার রান্নাঘরে বেবুন ঢুকে পড়েছিল।'

'নানি' মা এত মজার। হ্যাজেলও একমত হলো নিজের মা সম্পর্কের এর টেন লীগ দ্বীপপুঞ্জ, সিসিলিতে, নিজেদের একত্রিত হওয়ার গল্প শুরু করে দিল। হ্যাজেল পুরো ১৭৫০ একর দ্বীপের মালিক। এছাড়াও সাগর তীরে নয়নাভিরাম বাংলো আছে তার। এখানেই প্রতিবছরের মতো এবার বড়দিন উদ্‌যাপনের পরিকল্পনা করছে সে। কেপটাউনে প্লেন পাঠিয়ে দেবে মা ও জন আংকেলের জন্য। কায়লা এ চিন্তাকে এক পাশে সরিয়ে রাখল। রোজিয়ারের সাথে আলাদা হওয়ার কথা চিন্তা করতে চায় না সে। নিচু হয়ে ব্লেইজকে ধরে নিয়ে রোজিয়াকে বিছানায় ফিরিয়ে আনল কায়লা। অবশেষে মা কথা শেষ করল।

'আমার এখন যাওয়া উচিত বেবি। কাল খুব ভোরে উঠতে হবে। কাল ঠিক একই সময়ে আবারো তোমাকে ফোন করব। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি ছোট্ট সোনা।'

'আমি তোমাকে জিলিয়ন সময়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসি মাম্মি।' সে জানে তার এসব আদুরে কথায় মা কতটা খুশি হয়। কানেকশন কেটে দিয়ে বিছানার পাশের ডেকের ওপর অ্যান্টিক সিল্ক কার্পেটের ওপর ফোন রেখে দিল কায়লা। এরপর রোজিয়ারকে কিস করে জানিয়ে দিল।

'আজ রাতে আমার সাথে থাকো।'

'আমি পারব না। কায়লা, তুমি জানো আমি পারব না।

'কেন নয়?' কায়লা জানতে চাইল।

'ক্যাপ্টেন যদি আমাদের সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে আমার গলায় নোঙরের শিকল পেঁচিয়ে পানিতে নামিয়ে দেবে।'

'এতটা অধম হয়ো না। সে আমাদের খুঁজে পাবে না। জর্জি পর্জি আমার হাতের মুঠোয়।

'আঙ্গুলি হেলনেই আমার হয়ে কাজ করবে ও। একটু হাসি দিলেই আমার জন্য জান বাজি রাখবে সে।' জাহাজের খাজাঞ্জি সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিত কায়লা।

'তোমার হাসি আর কয়েক শ ডলার বিলের জন্য।' ফরাসিতে বলে উঠল রোজিয়ার।

'কিন্তু সে তো আর ক্যাপ্টেন নয়। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে ইজি চেয়ারের ওপর ছুড়ে ফেলা পোশাকের দিকে এগিয়ে গেল রোজিয়ার।

'আমরা এই সুযোগ নিতে পারি না। ইতিমধ্যে আমরা যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেছি এর। একই সময়ে আগামীকাল আবার তোমার সাথে দেখা করব। দরজা খোলা রেখো।'

BanglaBook.org

উচ্চস্বরে কায়লা চিৎকার করে উঠল, 'আমি বলছি থাকো।' ফরাসি ভাষাতেই রাগে গিজগিজ করতে লাগল কায়লা।

'কিছু করার জন্য তুমি আমাকে বাধ্য করতে পারো না। তুমি এই জাহাজের ক্যাপ্টেন নও।' নিজের স্টুয়ার্ড ইউনিফর্মের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলে উঠল রোজিয়ার।

ক্যাপ্টেন ফ্র্যাঙ্কলিন যথার্থই ভেবেছেন। ফরাসি ইমপ্রেশনিস্টদের থোড়াই পরোয়া করে কায়লা। এমনকি কোনো এমপ্রেশনিস্টদেরই তোয়াক্কা করে না সে। মায়ের পীড়াপীড়িতেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেছে সে। হ্যাজেল জলপদ্ম অথবা অর্ধ-উলঙ্গ তাহিতিয়ান নারী চিত্র সম্পর্কে উদারহস্ত। ঠিক তেমনই একটি ছবি টানানো আছে কায়লার বিছানার সামনে, এঁকেছে কোনো এক মাতাল। সিফিলিসে আক্রান্ত ফরাসি। স্নাতক সম্পন্ন করার পর কায়লাকে আর্ট ডিলার বানানোর ইচ্ছে হ্যাজেলের। যদিও ঘোড়া ব্যতীত অন্য কিছুতেই আগ্রহ নেই কায়লার। কিন্তু মায়ের সাথে তর্ক করা যাবে না। মা ঠিক তার রাস্তা করে নেয়।

রোজিয়ারকে তাই বলে উঠল, 'তুমি আমার। আমি যা বলব তাই করবে।'

নিজের কালো অ্যামেক্স কার্ড দিয়ে লন্ডন থেকে কেপটাউনের প্রথম শ্রেণীর প্লেনের টিকিট কেটে জাহাজে রোজিয়ারকে স্টুয়াডের চাকরি পাইয়ে দিয়েছে কায়লা। এর বদলে জার্জি পর্জির গালে একটু আদর আর সবুজ বিলও দিতে হয়েছে। ঠিক তার বুগান্তি ভেরন স্পোর্টস কার আর ঘোড়ার মতোই রোজিয়ারেরও মালিক সে। জীবনের সত্যিকারের ভালোবাসা।

'আগামীকাল রাতে ঠিক এই সময়ে আবার আসব।'

কায়লাকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ফিরিয়ে দিয়ে আস্তে করে দরজা বন্ধ করে কেবিন থেকে পিছলে বেরিয়ে গেল রোজিয়ার।

'দরজা বন্ধ পাবে তুমি।'

চিৎকার করে উঠল কায়লা। উজ্জ্বল গঁগ্যা অঙ্কিত ন্যুড ছবি ওপর ছুড়ে মারল টেলিফোন সেট। নিজেকে বিছানার ওপর ছুড়ে ফেলে নরম বালিশের মাঝে হতাশায় ডুবে গেল কায়লা। যখন সবচেয়ে বেশি চেয়েছে ঠিক তখনই রোজিয়ার তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

প্রধান স্যালনের ককটেল বারে স্টক চেক করে দেখল রোজিয়ার। এক্ষেত্রে জর্জি পর্জি তাকে বিশ্বাস করে। কাউন্টারের নিচে লুকানো জায়গা থেকে ছুরি বের করে নিল, কায়লার সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বে এখানেই রেখে গিয়েছিল

BanglaBook.org

ছুরি। দামাস্ক লোহার তৈরি ছুরির ব্লেড। নির্মাণ করেছে কিয়া, এই কোম্পানিই পূর্বে সামুরাই তরবারি তৈরি করত। একজন শল্যবিদের স্কালপেলের ন্যায় তীক্ষ্ণ এটি। নিজের ট্রাউজারের পায়া উঠিয়ে গোড়ালির সাথে বেঁধে বিপদের সময়ে এটিই তার নিরাপত্তার অস্ত্র। রাতের মতো বার বন্ধ করে হালকা পায়ে কম্পানিয়ন ওয়ে ধরে ওয়ার্কিং ডেকের দিকে এগিয়ে গেল। নাবিকদের মেসে পৌঁছানোর আগেই শূকরের রোস্টের গন্ধ এলো নাকে। মনে হলো অসুস্থ হয়ে যাবে। হয়তো আজ রাতে অভুক্তই থাকতে হবে; যদি না শেফের সাথে খানিকটা মজা করে। বসন্তের সকালের লার্কের মতোই গে, তাদের শেফ। আর ঢুলুঢুলু আঁখি আর ঘোর বর্ণের চুল নিয়ে ততটাই সুদর্শন রোজিয়ার। অভিব্যক্তির সাথে সম্পূর্ণ মানানসই তার হাসি। নাবিকদের লম্বা ডাইনিং টেবিলে নিজের আসন নিল রোজিয়ার, যতক্ষণ পর্যন্ত না শেফ দরজার হ্যাচ গলে তাকে দেখতে পেল। রোজিয়ার তার দিকে তাকিয়ে হেসে পাশে স্তূপ করে রাখা ধুমায়িত রোস্টের দিকে না-বোধক ইশারা করল। শেফ ও তাকিয়ে হাসল আর ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে হ্যাচ দিয়ে কিংকলিপের টুকরো চলে এল রোজিয়ার কাছে। খাবারযোগ্য সামুদ্রিক মাছের অন্যতম এটি আর পরিবেশন করা হয় শেফের বিখ্যাত সস সহযোগে। রোজিয়ারকে দেয়ার পূর্বে এর ভাগ্য ছিল পুরোটাই ক্যাপ্টেনের টেবিলে যাওয়া।

পাশে বসে থাকা স্টোকার রোজিয়ারের প্লেটের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠল। 'দেখো বদমাইশটা কী খায়।

মুখে হাসি ধরে রেখেই ঝট করে সামনের দিকে নিচু হয়ে ট্রাউজার থেকে ছুরি বের করে নেয় রোজিয়ার। টেবিলের নিচে হাতে চলে আসে স্টিলেটো।

'আর কখনো এমন বলাটা উচিত হবে না বুঝলে।' রোজিয়ার উপদেশ দিতেই স্টোকার নিচে তাকিয়ে দেখে চকচকে ফলা। মুখ থেকে রক্ত সরে যায় স্টোকারের, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে শুকর মাংসের কাটলেট রেখে দিয়ে মেস ছেড়ে চলে যায় দ্রুত পায়ে। রোজিয়ার তৃপ্তিসহকারে মাছ খাওয়া শেষ করে।

যাওয়ার পূর্বে হ্যাচের সামনে থেমে শেফকে ধন্যবাদ দিয়ে যায়। এরপর উঠে ইস্টার্ন ডেকে যায়। ডিউটি না থাকলে নাবিকদের অনুমতি আছে এখানে সময় কাটানোর। চোখ তুলে ক্ষীণকায়া চাঁদের দিকে তাকাল। মন চাইল এখানেই নামাজে দাঁড়িয়ে পড়ে। খ্রিস্টান বেশ্যাটার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে দাদাজানের আদেশে করা আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করতে চাইল রোজিয়ার। কিন্তু এখানে নামাজ পড়া যাবে না। কেউ দেখে ফেলতে পারে। জাহাজের সবাই জানে যে সে মার্সেইলের রোমান ক্যাথলিক। উত্তর আফ্রিকান গাত্রবর্ণ বেশ মানিয়ে গেছে এর সাথে।

BanglaBook.org

নিচে নেমে যাওয়ার আগে উত্তরে তাকিয়ে মক্কার অবস্থান হিসাব করে নিল মনে মনে। নিজের ছোট্ট কেবিনে ফিরে ওয়াশ ব্যাগ আর তোয়ালে নিয়ে নিচের ডেকের নাবিকদের ব্যবহারের জন্য যৌথ টয়লেটের দিকে এগিয়ে গেল। সতর্কতার সাথে মুখ আর শরীর ধুয়ে দাঁত ব্রাশ করে বিধি মোতাবেক কুলকুচি করে নিল। এরপর নিজেকে শুকিয়ে কোমরে তোয়ালে পেঁচিয়ে কেবিনে পৌঁছে দরজা আটকে দিল। নিজের বাঙ্কের ওপর থেকে কিট ব্যাগ নামিয়ে সিল্ক নামাজ পড়ার মাদুর আর নিষ্কলঙ্ক শুভ্র কাফতান বের করে নিল। এরপর মক্কামুখী করে মাদুর বিছিয়ে মাথা গলিয়ে কাফতান পরে নিল। ডেকের মাঝে মাদুর বিছানোর মতো জায়গা হয়ে গেল কোনোমতে। এরপর আরবিতে ফিসফিস করে নামাজ পড়া শুরু করল। খেয়াল রাখল যেন কেবিনের দরজার কাছ দিয়ে যাবার সময় সহ-নাবিকেরা কেউ শুনতে না পায়

'সর্বশক্তিমান আল্লাহ ও তার নবীর নামে আমি ঘোষণা করছি যে, আমি আদম আবদুল টিপ্পো টিপ এবং আমার জন্মের সময় থেকে ইসলামকে আলিঙ্গন করেছি। এখন এবং সবসময়ে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী ছিলাম। অবিশ্বাসীর সাথে করা পাপ সম্পর্কে প্রায়শ্চিত্ত করছি যে আমি রোজিয়া মার্সেল মোরিআউ নাম ধারণ করেছি। এই কারণে আপনার ক্ষমা যাচনা করছি ইসলামের খাতিরে ও মহান আল্লাহ তায়ালার নামে এমনটা করেছি নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে।'

রোজিয়ারের জন্মের অনেক আগেই তার ধার্মিক দাদাজান নিজের এবং পুত্রদের গর্ভবতী পত্নীদেরকে সন্তান জন্মদানের জন্য ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত ছোট্ট দ্বীপ রিইউনিয়নে পাঠিয়ে দেয়। এই দ্বীপে সে নিজেও জন্মগ্রহণ করাতে এর সুযোগ-সুবিধা তার নখদর্পণে। মহান ফ্রান্সের অধীনে থাকা এই দ্বীপের জন্মগ্রহণকারী সকল ব্যক্তির ফরাসিদের সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এই অভিযান শুরুর দুই বছর আগে দাদাজানের চাপে আদম ফ্রান্সের অভারজিনে এসে নিয়মমাফিক নাম পরিবর্তন করে নতুন ফরাসি পাসপোর্ট গ্রহণ করে। নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের পর আরবিয় প্রথায় সান্ধ্য নামাজ শুরু করে সে :

'ইশা'র নামাজের চার রাকাত পড়ার উদ্দেশ্যে কেবলামুখী হয়েছি আল্লাহ এবং একমাত্র আল্লাহর নামে। এরপর হাঁটু মুড়ে মাথা নামিয়ে যথাযথভাবে নামাজ শেষ করে রোজিয়ার। শেষ হওয়ার পর নিজের মাঝে ও শরীরে বিশ্বাসের নতুন শক্তি অনুভব করে সে। সময় হয়েছে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার। মাদুর গুটিয়ে কাফতান খুলে যথাস্থানে কিট ব্যাগে গুটিয়ে রাখে সবকিছু। এরপর ডেনিম জিন্স, কালো শার্ট আর কালো উইন্ডচিটার গায়ে দিয়ে নেয়। এরপর বাঙ্কের ওপর থেকে র‍্যাকস্যাক ব্যাগ নামিয়ে পাশের একটি

BanglaBook.org

পকেট হাতড়াতে থাকে। কালো নকিয়া মোবাইল ফোন হাতে উঠে আসে। সাধারণ যোগাযোগের জন্য এটি ব্যবহার করলেও তার দাদাজানের টেকনিশিয়ানের কলকজায় পরিবর্তন এনেছে। সুইচ অন করে ব্যাটারি চেক করে দেখল পূর্ণ আছে। রিচার্জের পূর্বে এক সপ্তাহ অপারেশন চালানোর মতো শক্তি আছে এতে। কেপটাউনে জাহাজে উঠার পর থেকে ইয়টে সুপারস্টাকচারে জায়গা খুঁজে ফিরছে সে, যেন এই যন্ত্রটি, লাগিয়ে দেয়া যায়। শেষ পর্যন্ত জাহাজের পেছনের ডেকে যেখানে ডেক চেয়ার আর পরিষ্কারের যন্ত্রপাতি রাখা আছে, ছোট্ট কালো লকারটি পছন্দ হয়ে গেল। এর দরজায় কখনোই তালা দেয়া হয় না। দরজার ওপরের কাঠ আর ছাদের মাঝে এক ফালি জায়গা ঠিক রোজিয়ারের প্রয়োজনমতো মিলে গেছে। নিজের র‍্যাকস্যাকের পকেট থেকে উভয়মুখী অ্যাডহেসিভ টেপ আর ছোট্ট একটি ম্যাগলাইট নিয়ে নিল সে। দুই টুকরা টেপ কেটে মোবাইল ফোনের পেছনে লাগিয়ে নিল। মোবাইল ফোন ম্যাগলাইট উইন্ডচিটারের পকেটে নিয়ে কেবিন থেকে বের হয়ে কম্পানিয়ন ধরে পেছনের ডেকের উদ্দেশ্যে চলল। রেইলে কনুই ঠেকিয়ে নিচের দিকে তাকাল। প্রোপেলার থেকে কোনো এক সামুদ্রিক প্রাণীর হালকা ক্রিম ফসফরাস আলো বের হচ্ছে। এরপর মাথা উঠিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখে কারো দিগন্তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইসলামের চাঁদ, হেসে ভেবে নিল রোজিয়ার এটি একটি শুভ লক্ষণ। চারপাশ দেখে নিল কেউ খেয়াল করছে কিনা, কিন্তু এ কদিনে এটি অভ্যাসে পরিণত করেছে। নিয়ম করে বার ডিউটি শেষ করে এ সময় এখানে আসত সে। তাই কেউ এ সময় এখানে তাকে দেখতে পেলেও অস্বাভাবিক কিছু ভাববে না। জাহাজের কাঠামোর ছায়ার মাঝে দরজা দাঁড়িয়ে আছে। নিজের গাঢ় রঙের পোশাকের জন্য অন্ধকারে রোজিয়ার প্রায় মিশে গিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার ল্যাচ খুলে গেল সহজেই। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ম্যাগলাইট জ্বালিয়ে হাত দিয়ে যতটা সম্ভব আলো ঢেকে দরজার ওপরের কাঠে তাক করল। কোনো লম্বা ব্যক্তিও যদি এইখানে প্রবেশ করে তবে ফোন দেখতে পাবে না, কেননা আই লাইনের ওপরের কার্ডটি রয়েছে। মোবাইল ফোন বের করে জায়গা খুঁজতে লাগল রোজিয়ার। এরপর বাল্কহেডের পেছনে টেপ আটকে দিল। ঠিকভাবে অ্যাডহেসিভ টেপ লাগিয়ে দিল। এখান থেকে এটিকে সরাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।

'পাওয়ার, বোতামে চাপ দিতেই ছোট্ট লাল আলো জ্বলে উঠল। প্রায় না শোনার মতো একটি বৈদ্যুতিক স্বর বের হচ্ছে। সন্তুষ্ট হয়ে বোতাম চেপে নিশ্চুপ করে দিল। স্বর বন্ধ হয়ে গেলেও লাল আলো নরম আভা ছড়াতেই লাগল। ট্রান্সপন্ডার সংবাদ প্রেরণ শুরু করেছে। সঠিক ওয়েভলেংথের মাধ্যমেই

BanglaBook.org

কেবল। এর সংবাদ এনকোড করা যাবে। কোড নাম্বারটি ১৩৫১। গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডারের ১৯৩৩-এর সমকক্ষ ইসলাম সাল এটি। এই বছরেই জন্মগ্রহণ করেছে তার দাদাজান। টর্চ বন্ধ করে দরজা দিয়ে বের হয়ে আস্তে করে পাল্লা ভেজিয়ে কেবিনের উদ্দেশে হাঁটা ধরল।

মাদাগাস্কারের উত্তরে একশ আট নটিক্যাল মাইল ও দার-এস-সালাম বন্দরের ৫১৬ মাইল পূর্ব দিকে আফ্রিকার মেইন ল্যান্ডে রয়েছে ছোট্ট লোক বসতিহীন কয়েকটি কোরাল দ্বীপ। এর একটির তীরে ছয় ফ্যাথম পানিতে ১৭০ ফুট লম্বা একটি আরবিয় ডোহ্ নৌকা নোঙর করে আছে গত এগারো দিন ধরে। উপকূলের অন্যান্য আরব বণিক বা মাছ ধরার নৌকা থেকে আলাদা কিছু নয়। ক্যানভাসে ঢাকা। বহু বছর ধরে হালে রং করা হয়নি। একটাই মাত্র ব্যতিক্রম ডোহের পাশ দিয়ে ঝুলছে তিনটি হালকা ছোট জলযান। আটাশ ফিট লম্বা জলযান হলো আধুনিক ফাইবার গ্লাসে তৈরি এমনভাবে ম্যাট রং করা হয়েছে যেন মহাসাগরের আবর্জনার সাথে খাপ খেয়ে যায়। প্রতিটি নৌকার স্টানে দুটি বিশাল মোটর স্ক্রু দিয়ে আটকানো রয়েছে। হালের মতোই রং দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে সম্পূর্ণ ভার বহন করার পরেও চল্লিশ নটে ছোটার ক্ষমতা রাখে এগুলো।

দীর্ঘ নৌকাগুলো এই মুহূর্তে পুরো খালি। সব নাবিক একত্রিত হয়েছে বড় ডোহ নৌকাটিতে। সান্ধ্য নামাজ শেষ করেছে সকলে। এরপর একে অন্যকে আলিঙ্গন করে রোজকার মতোই বলছে।'

'আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন।'

সমস্ত হট্টগোল ছাপিয়ে রেডিও অপারেটরের দক্ষ কানে ঠিকই ধরা পড়ল মাস্তুলের সামনের ডেক হাউস থেকে ভেসে আসা নরম বৈদ্যুতিক বিপ বিপ আওয়াজ। ভীড় ঠেলে তাড়াতাড়ি নিজের যন্ত্রপাতির দিকে এগিয়ে গেল সে। ডেক হাউসে ঢোকার সাথে সাথে দেখতে পেল রেডিও রিসিভারের ফ্রন্ট প্যানেলে লাল আলো জ্বলছে নিভছে। হার্টবিট দ্রুত হয়ে উঠল অপারেটরের।

'সকল প্রশংসা চিরজীবী হোক আল্লাহ তায়ালার। রেডিও সেটের সামনে হুমকি খেয়ে পড়ল সে। এখানে আসার পর থেকে একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে সেট করা আছে রেডিও। সোর্স কোডে টুকে নিল ১৩৫১। তৎক্ষণাৎ সামোরাস ডলফিনের পেছনে ডেকের লকারে থাকা ট্রান্সপন্ডার প্যাসিভ মোড থেকে সরে গিয়ে প্রশ্নের জবাব দেয়া শুরু করল। লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুটল অপারেটর। বহুকষ্টে উত্তেজনা চেপে রেখেছে সে।

BanglaBook.org

'প্রভু! জলদি আসুন!' দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে এল ডোহ্‌র ক্যাপ্টেন। মাস্তুলের গায়ে ঝোলানো কেরোসিনের লণ্ঠন আলো দিচ্ছে পুরো নৌকায়। এই আলোতে দেখা গেল লম্বা দোহারা গড়নের ক্যাপ্টেনের মাথায় লাল সাদা চেক কাপড় দিয়ে তৈরি হুড আর গায়ে সাদা রোব। পঞ্চাশ পার করে এলেও দাড়ি এখনো পুরো কালো। অপারেটরের দিকে তাকিয়ে উৎসাহ ভরে উত্তর দিল।

'হ্যাঁ?'

'আল্লাহর নামে বলছি এবং তাঁর নবীও চিরকাল প্রশংসা পান। অপারেটর সরে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে রেডিও দেখার জায়গা করে দিল। নিঃশব্দে রেডিও সেটের সামনে বসে ট্রান্সপন্ডারকে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন তার বর্তমান অবস্থান ও গতি জানানোর জন্য। তৎক্ষণাৎ উত্তর এলো ডলফিন থেকে। অপারেটরকে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ জানিয়ে দিতেই নিজের প্যাডে টুকে নিল সে। তারা জানে মাত্র কয়েক মিটারের মাঝে এগুলো সঠিক দিকনির্দেশ করছে।

সবচেয়ে আধুনিক নেভিগেশন আর স্যাটেলাইট যন্ত্রপাতিতে ঠাসা এই ডোহ (dhow)। ডলফিনের গন্তব্য আর গতি জেনে যাওয়ার পর ডেস্কের ওপর ভারত মহাসাগরের মানচিত্র বিছিয়ে পরিকল্পনা আঁটতে বসল ক্যাপ্টেন। লাল ক্রস দিয়ে ডোহের বর্তমান অবস্থান দেখানো হয়েছে মানচিত্রে। ইয়টের অবস্থানও চার্টে দেখে নিল ক্যাপ্টেন। এরপর আক্রমণের সময় আর প্রক্রিয়া নিয়ে হিসাব কষতে লাগল। ইয়টকে ছাড়িয়ে বহুদূর চলে গিয়ে সময় ও ফুয়েল কিছুই অপচয় করতে চায় না সে। কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো তার সামনে অন্য কোনো জলযান রাখা যাবে না। এরপর নিজের কাজে সন্তুষ্ট ক্যাপ্টেন বেরিয়ে এলো খোলা ডেকে।

নিঃশব্দে উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষা করছে ঊনচল্লিশ মানুষ। শুধু তাদের হাতে রাখা আধুনিক অটোম্যাটিক অস্ত্র খানিকটা বিসদৃশ লাগছে। প্রতিটি লম্বা নৌকায় এগারোজন করে যাবে। বাকিরা ডোহতে। নিজের লোকদের উদ্দেশে বলে উঠল ক্যাপ্টেন।

'চিতার মুখে এসে গেছে গ্যাজেল।' প্রথম শব্দেই সবার মাঝে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন এক হাত তুলতেই সবাই আবার চুপ হয়ে গেল। নিবিষ্ট হয়ে শুনতে লাগল তার কথা।

'অবিশ্বাসী এখন দূরে' দক্ষিণ পূর্বে। কিন্তু দ্রুত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আগামীকাল সকালে আলো ফোটার আগে নোঙর তুলে নেব আমরা। সাত ঘণ্টা লাগবে অ্যামবুশ স্থানে পৌঁছাতে। আমি আশা করছি আগামীকাল বিকেলে সূর্য ডোবার দু'ঘণ্টা পূর্বে আমাদের দু'মাইলের মাঝে চলে আসবে তারা। ধীরে সুস্থে কিন্তু স্থিরভাবে অভিযানের পরিকল্পনা আবারো বর্ণনা করল

BanglaBook.org

ক্যাপ্টেন। এরা সবাই সাধারণ মানুষ। বেশির ভাগই নিরক্ষর আর তেমন বুদ্ধিমানও নয়। কিন্তু পানিতে রক্তের গন্ধ পাওয়া মাত্রই বারাকুদার মতো ভয়ংকর হয়ে উঠল। সবশেষে আবারো ক্যাপ্টেন সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিল, 'আগামীকাল সকালে আলো ফোটার আগেই আমরা যাত্রা শুরু করব। আল্লাহ এবং তাঁর নবীর হাসি আমাদের সহায় হোন।'

নিজের স্টেট রুমের দরজার হাতল নড়ে উঠতেই কায়লা প্রস্তুত হয়ে উঠল। এক ঘণ্টা যাবত যার জন্য অপেক্ষা করছে সে। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙা উপক্রম। মনে মনে সব কটূক্তি গুছিয়ে নিল আবারো। এরপর জোর করে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে বাধ্য করবে তাকে। এখন বিছানা থেকে নেমে খালি পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল কায়লা। প্যানেলের কাছে ঠোঁট রেখে অপর প্রান্তে শোনার মতো করে বলে উঠল।

'চলে যাও! আমি তোমাকে আর কখনো দেখতে চাই না। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। শুনতে পারছো, ঘৃণা করি। উত্তরের অপেক্ষা করল সে। কিন্তু প্রতিপক্ষ পুরোপুরি নীরব। আধা মিনিট কেটে গেল; যদিও মনে হলো তার বেশি। আবারো ডেকে উঠে নিশ্চিত হতে চাইল যে সেখানে কেউ আছে। তখনই কথা বলে উঠল রোজিয়ার; ঠাণ্ডা-হিসহিস শব্দে।'

'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। তোমার কথামতোই চলে যাচ্ছি। কায়লা শুনতে পেল প্যাসেজওয়ে ধরে ফিরে যাচ্ছে তার পদশব্দ। নাহ্ পরিকল্পনামতো হলো না।

রোজিয়ারের উচিত ছিল কায়লাকে মানানো। খুব দ্রুত দরজা খুলে দিল কায়লা।

'তোমার কত বড় সাহস আমাকে অপমান করে চলে যাচ্ছো। এখনি এখানে ফিরে আসো। আমি চাই তুমি দেখো আমি তোমাকে কতটা ঘৃণা করি। কায়লার দিকে ফিরে হেসে উঠল রোজিয়ার। সেই হাসি দেখে কায়লার রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগল। পা জমে গেল তার। নিজের বাচ্চামিতে হাসি পেয়ে গেল।

'এখনি এখানে ফিরে আসো। মুখে বোকার মতো হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না। আসো।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে খোলা দরজার দিকে এগিয়ে এলো রোজিয়ার। অর্ধ-খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে কিভাবে অপমান করা যায় ভাবছিল কায়লা। তার আগেই রোজিয়ার পৌঁছে কাঁধের ধাক্কায় পুরো খুলে দিল দরজা। অবাক হয়ে গেল কায়লা।

BanglaBook.org

'বাস্টার্ড কোথাকার। কত বড় সাহস কুৎসিত চাষা।' পেছনে দরজা বন্ধ করে দিল রোজিয়ার। আস্তে আস্তে কায়লার দিকে এগিয়ে এলো। কায়লা বাধ্য হলো পিছু হটতে।

'দূর হও আমার সামনে থেকে। আমাকে স্পর্শ করবে না।' ঘুষি পাকিয়ে রোজিয়ারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত ঘুরিয়ে মাথায় মারতে গেল কায়লা। কিন্তু কব্জি ধরে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করল রোজিয়ার।

'তুমি আমার সাথে এমন করতে পারো না। আমি আমার মাকে বলে দেব।'

'তো, কায়লা এখনো ছোট্ট খুকি। বসে যাওয়া ছোট্ট বেবি মায়ের জন্য কাঁদছে।

'এভাবে কথা বলবে না আমার সাথে। আমি তোমাকে খুন করে ফেলব... বিস্ময়ে জমে গিয়ে কায়লা দেখল ট্রাউজারের জিপার খুলে তার সামনে ব্লেইজকে ধরে রেখেছে রোজিয়ার।

ফিসফিস করে বলে উঠল, আমার সাথে তুমি এমন করতে পারো না। আমাকে আঘাত করছো তুমি। হাত বাঁকিয়ে ধরল কায়লাকে কিন্তু তার পরে হাসছে রোজিয়ার। খেপে গেলেও ব্লেইজের স্পর্শে নিজের ভেতর উত্তেজনা টের পেল কায়লা।

'মুখ খোল!' নির্দেশ দিল রোজিয়ার। আস্তে করে ঠোঁট ফাঁক করতেই জোর করে ব্লেইজকে ঢুকিয়ে দিল রোজিয়ার। ঢেউয়ের মতো কায়লা মাথা দোলাতে লাগল। হঠাৎ করেই ভয়ে জমে গেল সে। মাথা ঝাঁকিয়ে পেছনে নিয়ে কাশি দিয়ে থুথু ফেলে দিল।

'বাস্টার্ড কোথাকার।'

গড়গড় করে উঠল কায়লা।

'আমার মুখে পেশাব করেছিস!

কব্জি ছেড়ে দিয়ে সোনালি চুলের মুঠি ধরে কায়লাকে নিজের দিকে ফেরাল রোজিয়ার।

'কখনো নয়, আর কখনো আমাকে শুকর ডাকবে না।' ঠাণ্ডা হিমশীতল স্বরে জানিয়ে দিল রোজিয়ার। আর এটি শুধু তোমাকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্য।' হাত খুলে কায়লা মুখে আঘাত করল রোজিয়ার। মাথা একপাশে ঝুলে পড়ল এই আঘাতে কায়লার। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কায়লা। গাল বেয়ে চোখের পানি গড়িয়ে নামল। ব্যথার চেয়েও অবাক হয়েছে বেশি কায়লা। মুখ থেকে তাই কথাই সরল না।

'এখন, আবার মুখ খোল।' রোজিয়ারের আদেশে মাথা সরিয়ে নিতে চেষ্টা করল কায়লা। চুলের মুঠি আরো শক্ত করে ধরল রোজিয়ার। মনে হলো যেন

BanglaBook.org

খুলি থেকে আলাদা হয়ে যাবে চুল। বাধ্য হলো কায়লা মাথা ঘুরাতে আর দেখা গেল গালের একপাশ গোলাপি হয়ে গেছে মারের আঘাতে।

'প্লিজ রোজিয়ার আমাকে মেরো না। যা বলেছি আমি তা ভাবি না। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। তুমি কখনোই জানবে না কতটা। ক্ষমা করে দাও, প্লিজ।'

'প্রমাণ করে দেখাও, মুখ খোলো আবার।' এতটা অসহায় আর কখনো বোধ করেনি কায়লা। মনে হচ্ছে কোনো মানুষ নয়—ঈশ্বরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সে। অপেক্ষা করে ছিল রোজিয়ার এসে তাকে পুরো দখল করে নেবে, আত্মসমর্পণ করবে সে, নিজের সবটুকু উজাড় করে দেবে। রোজিয়ারের আদেশে আস্তে করে ঠোঁট ফাঁক করতেই সর্বশক্তি দিয়ে নিজের অঙ্গ ঠেসে ধরল কায়লার মুখে সে। ব্যথায় নীল হয়ে গেল কায়লার চোয়াল। আবারো চেতনা হারানোর দশা গরম তরলের স্পর্শে। কায়লা জেনে গেল রোজিয়ার তার সব, আর কেউ না—এমনকি নিজের কাছেও কিছু না সে নিজে।

দু'ঘণ্টা পরে অগোছালো বিছানার ওপর কায়লাকে ফেলে রেখে চলে গেল রোজিয়ার। কায়লার ঠোঁট জোড়া প্রায় বিধ্বস্ত। চোখের মাশকারা গলে গিয়ে ক্লাউনের মতোই দেখাচ্ছে তাকে। অ্যালাবাস্টার চামড়া হয়ে পড়েছে মৃতের মতো বিবর্ণ, শুধু গালের একপাশে গোলাপি আঘাতের চিহ্ন রয়ে গেছে। এলোমেলো চুল ঘামে ভিজে গেছে। বহুকষ্টে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসতে চাইল কায়লা। কিন্তু কথা বলার মতো কোনো ভাষা খুঁজে পেল না। অনেক দেরি হয়ে গেছে, সে চলে গেছে। ভেঙে-চুরে তছনছ হয়ে কান্নার শক্তিও হারিয়েছে কায়লা। বালিশে মাথা গুঁজে মিনিট খানেকের মধ্যেই তাই ঘুমিয়ে পড়ল।

সান্ধ্য নামাজের পর অভ্যাস মতো ডেকের ওপর উঠে রেলিং ধরে দাঁড়াল রোজিয়ার। কেউ তাকে খেয়াল করছে না নিশ্চিত হয়ে লকারের দিকে এগিয়ে গেল। লুকিয়ে রাখা ট্রান্সপন্ডারে চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারল যে অপর স্টেশনের সাথে এর যোগাযোগ হয়েছে। প্রথম আলোর ওপর আরো দ্বিতীয় একটি বিন্দু জ্বলছে। কোড টাইপ করতেই ছোট্ট পর্দা সচল হয়ে উঠল। শেষ যোগাযোগের সময় ও তারিখ ভেসে উঠল। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের সময় এটি। উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। কয়েক মাস আগে করা পরিকল্পনা মতোই সবকিছু চলছে। অনেক কিছুই খারাপ হতে পারত এ সময়টুকুতেই। বস্তুত হতে হতেও বেঁচে গেছে তারা।

শুরুতে ব্যানক অয়েলের প্রধান নারী'কে টার্গেট করেছিল তার দাদা। কিন্তু বিস্তর গবেষণার পর এটা প্রমাণিত হয়েছে যে হ্যাজেল ব্যানক অতিশয় স্মার্ট,

BanglaBook.org

সাবধানী আর ধুরন্ধর। এমন নয় যে স্বামীর মৃত্যুর পর তার পদস্খলন হয়নি; কিন্তু সেসবই তার সমমর্যাদার। তাই রোজিয়ারের বালকসুলভ আচরণ এক্ষেত্রে অপরিণত। কিন্তু ব্যানক-কন্যা এক্ষেত্রে খুবই সরল। একাকী প্যারিসে পড়াশোনা করে আর জীবনকে উপভোগ করতে অতিশয় উদগ্রীব। রোজিয়ারের দাদাজান তাই তাকেও প্যারিস পাঠিয়ে দেয় আর বাকি ঘটনা হয়ে পড়ে পানির মতো স্বচ্ছ আর গতিশীল।

এখন আর শুধু বাকি ছিল বাৎসরিক বড়দিন উদ্‌যাপনের জন্যে সিসিলিতে ব্যানক প্রধানের আগমন এবং অবশ্যই কন্যার সাথে ইয়টে গমন। কিন্তু ঘটনা মোড় খেয়ে যায় যখন হ্যাজেল কেপটাউনে কন্যাকে ইয়টে একাকী ফেলে যায়। শুধু জাহাজের ক্রুরাই তার সাথী। যেমনটা এখন রোজিয়ার নিজে। কিন্তু এতে যারপরনাই খুশি হয় দাদাজান। কেপটাউন ওয়াটার ফ্রন্টের ডকসাইডের টেলিফোন থেকে এ সংবাদ জানাতেই উচ্ছ্বসিত বৃদ্ধ বলে ওঠে—

'আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়াবান। এতটা ভালো ব্যবস্থা আমি নিজেও করতে পারতাম না। মায়ের ছত্রচ্ছায়া ছাড়া মেয়েটা আরো বেশি নাজুক অবস্থায় পড়ে যাবে। আর একবার কন্যা আমাদের হাতে এসে পড়লে মাতার কোনো ক্ষমতাই থাকবে না বাধা দেওয়ার। শাবককে তুলে নাও সিংহী আপনা থেকেই এসে ধরা দেবে।'

রোজিয়ার চলে যেতে উদ্যত হতেই হালকা স্বরে বিপ করে উঠল ট্রান্সপন্ডার। ছোট্ট সবুজ পর্দায় আরবিতে মেসেজ ভেসে উঠল। এসেছে তার চাচা কামালের কাছ থেকে, দাদাজানের ছোট পুত্র। এবারকার গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে কামাল নিজে ডোহর নেতৃত্ব দান করছে। রোজিয়ারকে সম্ভাব্য সময় জানিয়ে দিল কামাল। আগামীকাল এই সময়ে ডলফিনের দৃষ্টিগোচরে চলে আসবে ডোহ্।

ঠিক ভোর সাড়ে পাঁচটায় এক্সিকিউটিভ স্যুইটের দরজা খুলে হ্যাজেল ব্যানক পা রাখল অন্ধকার উঠানে। কালো লিওটার্ড পরেছে। অ্যাথলেটিক ফিগার আর পেশি একদম মানিয়ে গেছে। এর ওপর সিল্কের লম্বা পা ওয়ালা শর্টস পরার নিতম্ব ঢেকে গেছে স্বচ্ছন্দে। পায়ে সাদা রানিং শু। বিখ্যাত সোনালি কেশ মাথার পেছনে কালো ব্যান্ড দিয়ে আটকানো।

'সুপ্রভাত, মেজর। এ রকম যুদ্ধের মতো সাজগোজ করেই কি দৌড়ানোর ইচ্ছে?' খানিকটা পরিহাসের গলাতেই বলে উঠল হ্যাজেল।

কমব্যাট বুট আর ক্যামোফ্লেজের বেল্ট পরে এসেছে হেক্টর। কোমরে আবার একটি পিস্তলও গোজা আছে।

BanglaBook.org

‘এভাবেই আমি সবকিছু করি, ম্যাম।’ যদিও মেজর প্রকাশ করল না কিন্তু স্পষ্টতই বোঝা গেল যে কেউ কাউকে এতটুকু ছাড় দিতে রাজি নয়।

‘চলুন তাহলে। আপনিই শুরু করুন মেজর। চত্বর থেকে বের হয়ে পথ দেখিয়ে রিজের চূড়ায় নিয়ে যেতে লাগল হেক্টর। প্রথম মাইলে হ্যাজেলের সামর্থ্য পরীক্ষার জন্য হালকা পায়ে দৌড়াতে লাগল হেক্টর। নিজের একেবারে পেছনেই হ্যাজেলের উপস্থিতি টের পেল সে। এরপর ঢালু পার হতেই শুনতে পেল।

‘দৃশ্য দেখা কখন শেষ হবে মেজর, আমরা অন্তত ছোটার চেষ্টা করতে পারি।’ হেক্টর হেসে ফেলল। দিগন্তে মাত্রই সূর্য দেখা গেছে। কিন্তু খামসিনের ধুলার কল্যাণে সূর্যের রশ্মি বেয়ে স্বর্গে যাওয়ার পথ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আকাশ।

‘আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে একে না দেখে উপায় নেই। তাই না ম্যাম?’

উত্তর দিল না হ্যাজেল। রিজে পৌঁছোল তারা আর চত্বর প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। সূর্য অনেক ওপরে গেছে, তাপ বাড়ছে দ্রুত। অনেক নিচে শৈলশিরার ছায়া থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তেলের খনি। মরুভূমির গা বেয়ে এগিয়ে চলা উপকূল পর্যন্ত রুপালি পাইপ লাইনের গা চকচক করছে।

‘সামনে শৈলশিরার ঠিক নিচেই একটি সংকীর্ণ রাস্তা আছে। খানিকটা কষ্ট হলেও বাড়ি ফেরার জন্য পাইপালাইনের পাশে পেট্রোল রোড পাওয়া যাবে। মিসেস ব্যানক এখান থেকে চত্বর পাঁচ মাইল রাস্তা। এই রাস্তায় যাবেন?’

‘এগিয়ে যান মেজর।’ পেট্রোল রোডে পৌঁছে হ্যাজেল সহজেই এগিয়ে যেতে লাগল। এমনকি হেক্টরের সামনে চলে গেল। হালকা ছন্দময় পায়ে দৌড়ালেও দ্রুত যাচ্ছে সে। নিজের সর্বোচ্চ গতির একটু কম স্পিড নিতে হলো হেক্টরকে। এতক্ষণে দেখতে পেল লিওটার্ড গায়ের সাথে জড়িয়ে গেছে আর সোনালি চুল ভিজে উঠেছে। হ্যাজেলের বুকের দিকে নজর পড়ত তার।

টেনিস বল? নিজেকেই প্রশ্ন করার সাথে সাথে মুখে কষে যেন চড় খেল হেক্টর। ওহে বাছা এ গতিতেও তোমাকে মুখে ঝাপটা দিতে পারবে এই নারী। একেবারে খারাপ নয়। আপনি মনে হেসে উঠল সে।

‘জোক’টা শেয়ার করুন, মেজর।’ হ্যাজেল আমন্ত্রণ জানাল। এখনো ক্লান্তির ছোয়া নেই কণ্ঠস্বরে।

হেক্টর অবাক হয়ে ভাবতে লাগল এই লৌহ মানবীর দুর্বলতা কোথায়।

‘স্কুল বয় জেস্কস ম্যাম, আপনি মজা পাবেন না।’

‘পাশে আসুন, মেজর আমরা কথা বলতে পারব।’

BanglaBook.org

এগিয়ে এসে কাঁধ বরাবর দৌড়াতে লাগল হেক্টর। কিন্তু নিশ্চুপ হ্যাজেল চাইছে হেক্টর প্রথম কথা বলুক।

'সবটুকু সম্মান জানিয়ে বলতে চাই ম্যাম, যে আমি আর মেজর নই এখন। আমাকে শুধু ক্রস ডাকলেই খুশি হব।'

'ঠিক আছে, ক্রস। আমি ইংল্যান্ডের রানী নই। আপনি'ও ম্যাম শব্দটি বাদ দিতে পারেন।'

'নিশ্চয়, মিসেস ব্যানক।'

'আমি জানি আপনি সামরিক পদবি কেন ব্যবহার করতে চান না। এর মাধ্যমে মনে পড়ে যায় কেন আপনি রেজিমেন্ট থেকে প্রত্যাহার হয়ে গেছেন। তাই না ক্রস? তিনজন অসহায় যুদ্ধ বন্দিকে গুলি করেছিলেন আপনি, তাই না?

'আপনাকে একটু সংশোধন করে দিই। আমাকে প্রত্যাহার করা হয়নি রেজিমেন্ট থেকে। কোর্ট মার্শালে আমার কোনো দোষ পাওয়া যায়নি। আমার অনুরোধেই সম্মানজনক সমাপ্তি হয়েছে।'

'কিন্তু বন্দিরা তো মৃত, তাই না?'

'তারা পথের মাঝে বোমা পুঁতে আমার ছয়জন কমরেডকে উড়িয়ে দিয়েছে। যদিও ফিরে যাওয়ার সময় তাদের হাত বাতাসে ছিল তার পরও তারা আগের মতোই ভয়ংকর ছিল। এরপর একজনের পোশাকের নিচে আমি এমন কিছু পাই যা দেখতে সুইসাইড বেল্টের মতো ছিল। বাঁচার মতো সময় ছিল না আমার। যে কোনো বিস্ফোরণ হলে রেঞ্জের মধ্যে আমার লোকেরা পড়ত। আমরা সবাই ঝুঁকির মধ্যে ছিলাম। তাই তাদের তিনজনকে কাল (Cull) করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না আমার।'

'মৃতদেহ পরীক্ষা করার পর তাদের কারো শরীরে বেল্ট পাওয়া যায়নি। আপনার কোর্ট মার্শালে এটি প্রমাণিত হয়েছে। তাই না?'

'বন্দিদের শরীর তল্লাশি করার মতো যথেষ্ট সময় ছিল না আমার হাতে। সেকেন্ডের শত ভাগের এক ভাগ সময়ের মাঝে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

'কাল (cull) শব্দটি প্রাণী হত্যার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।' ট্র্যাক পরিবর্তন করে বলে উঠল হ্যাজেল।

'সামরিক ক্ষেত্রে'ও এর ব্যবহার আছে।'

'নিগার হত্যা? ন্যাকড়া বাঁধা মাথা ছিদ্র করা?' হ্যাজেল জানতে চাইল।

'শব্দ পছন্দ করছেন আপনি, আমি না, মিসেস ব্যানক।'

আরো দশ মিনিট নিঃশব্দে দৌড়ানোর পর হ্যাজেল বলে উঠল।

'ব্যানক অয়েলের কাজে যোগদানের পর থেকেও বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে, যেখানে আপনি জড়িত ছিলেন।'

BanglaBook.org

'সঠিকভাবে বললে তিনটি।' হেক্টর মনে করিয়ে দিল।

'এই তিন ঘটনার সময় আপনি আর আপনারলোকজন মিলে আরো দুই ডজনখানেক লোককে হত্যা করেছেন। সব দুর্ভাগ্যই ছিল আরবিয়।

'উনিশ জন ছিল মিসেস ব্যানক।'

'আমি প্রায় কাছাকাছি গিয়েছি।'

'আমরা এগোবার পূর্বে আমি একটু জানিয়ে দিতে চাই যে সেই উনিশ দুর্বৃত্ত ব্যানক অয়েল উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল মিসেস ব্যানক।'

'তাদেরকে অ্যারেস্ট করে কী প্রশ্ন করে নিশ্চিত হওয়া যেত না। যে তারা সত্যিই সন্ত্রাসী কিনা?' হ্যাজেল জানতে চাইল।

'এই চিন্তা আমার মাথাতেও এসেছিল মিসেস ব্যানক। কিন্তু সেই সময়ে তারা সকলে আমার দিকে গুলি ছুড়েছিল আর ভদ্র আলোচনার প্রতি আগ্রহীও মনে হয়নি।

এবার মুখ দিয়ে এক ধরনের শব্দ করল হেক্টর। বেশ বুঝতে পারল হ্যাজেল এতে ক্ষেপে উঠবে। হলোও তাই। খানিক নিঃশব্দে দৌড়ে হ্যাজেল আবারো আক্রমণে উদ্যত হলো।

'সত্যি করে বলুন ক্রস। আপনার মতো লিলি হোয়াইট ব্যতীত গাঢ় ত্বকের লোকদের প্রতি আপনার কী ধারণা?'

'সত্যি করে বলতে গেলে মিসেস ব্যানক খারাপ পদ্ম-শুভ্রতা আর কয়লা-কালো উভয়ের প্রতি আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু ভালোদেরকে আমি অন্তর থেকে স্নেহ করি।'

'আপনার বক্তব্য পরিষ্কার করুন ক্রস।'

'ঠিক আছে মিসেস ব্যানক। বক্রোক্তি কেটে যাক তারপর।'

'খুব ভালো। এখন আমি সরাসরি বলছি। আমার মনে হয় আপনি রক্ত-চোষা জাতিবিদ্বেষী। এই কারণে আমি আপনাকে পছন্দ করি না।'

'ব্যানক অয়েলের সাথে আমার চুক্তি স্বাক্ষরের সময় মি. ব্যানক কিন্তু এমনটা ভাবতেন না।'

'আমি জানি আমার স্বামী আপনাকে ও আপনার সামর্থ্যকে আমার চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা করত। কিন্তু তারপর সে বুশ, পিতা-পুত্রকেও ভোট দিয়েছে। হেনরি ব্যানক পুরোপুরি সঠিক ছিলেন না। খানিকটা ছিলেন।'

'তাহলে আপনি নিশ্চয়ই মি. ক্লিনটন ও মি. গোরকে ভোট দিয়েছিলেন?'

প্রশ্নটিকে অবহেলা করে বলতে লাগল হ্যাজেল, 'ব্যানক অয়েলের সাথে করা আপনার চুক্তিপত্রের প্রতিটি শব্দ পড়েছি আমি ক্রস।'

BanglaBook.org

‘তাহলে আপনি নিশ্চয় জানেন এর লঙ্ঘন কতটা মারাত্মক হবে।’

‘এই মুহূর্তে কেউ চুক্তি ভঙ্গ করার কথা বলছে না; বিশেষত যেটি আমার স্বামী করে গেছেন। কিন্তু আমি আপনার ওপর চোখ রেখেছি। আমি থাকাকালীন প্লিজ বেশি নিগার শিকার করতে যাবেন না।’ এরপর দৌড়ানো শেষ করে ‘ধন্যবাদ ক্রস’, বলে বিল্ডিংয়ের মাঝে এগিয়ে গেল হ্যাজেল। যেতে যেতে হাতঘড়িতে ছিল চোখ।

‘মিসেস ব্যানক।’

হেক্টর ডাকতেই ফিরে তাকাল হ্যাজেল।

‘আমাকে পছন্দ বা ঘৃণা যাই করুন না কেন, কখনো আমাকে প্রয়োজন পড়লে আমি হাজির হব। অন্য যে কোনো কারণের চেয়েও প্রধান হলো যে আপনার স্বামী অনেক ভালো ছিলেন। হেনরি ব্যানকের চেয়ে কেউ এগিয়ে নেই এক্ষেত্রে।’

‘আশা করি কখনো এতটা খারাপভাবে আপনাকে প্রয়োজন পড়বে না।’ হেক্টরকে খারিজ করে দিল হ্যাজেল। বিশ মিনিটের মাঝেই সিম্পসনের সাথে মিটিং শেষ করে সিডিএল রাজিগে অয়েল টার্মিনালের উদ্দেশে হেলিকপ্টারে চড়ল হ্যাজেল। এখানে জেট অপেক্ষা করছিল তাকে মাহি দ্বীপে পরিবারের কাছে নামিয়ে দেয়ার জন্য। খুব দ্রুত স্নান সেরে মেকআপ না করে কেবল সানস্ক্রিন মেখে তৈরি হলো হ্যাজেল। এরপর যোগাযোগ কক্ষে গেল। আগাথার কাছ থেকে আসা ই-মেইল জমে আছে স্তূপ হয়ে। কিন্তু এগুলো পড়ার সময় নেই এখন। জেন্টে চড়ার পরে পড়ার জন্যে রেখে দিল। দরজা দিয়ে বের হয়ে এলো সিম্পসনের সাথে মিটিং করার জন্য। ঠিক এই সময়ে বিছানার পাশে রাখা কুমিরের চামড়ার তৈরি ব্যাগের বাইরের পকেটে ব্ল্যাকবেরি শব্দ করে উঠল। ফিরে এলো হ্যাজেল। খুব কম মানুষই এই নাম্বার জানে। হ্যান্ডবাগের মধ্যে থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে সুইচ্ অন করল। পর্দায় ভেসে উঠল। তোমার জন্য দুটি মিসড্ কল আর একটি মেসেজ আছে। মেসেজ দেখতে চাও?’ ‘শো’ বোতামে চাপ দিল হ্যাজেল।

‘দেখা যাক আমার ছোট্ট বানরটা এবার কী চায়।’ নিজের মাঝে স্নেহের প্রস্রবণ টের পেল হ্যাজেল। ঠিক তখনি মেসেজ ভেসে উঠল। একেবারে সাদামাটা

ভয়ংকর সব ব্যাপার ঘটছে। অদ্ভুত সব মানুষ বন্দুক হাতে

এমনভাবে শেষ হয়েছে যেন কায়লা'কে মাঝখানে বাধা দেয়া হয়েছে। চোখের সামনে অন্ধকার দেখল যেন হ্যাজেল, পা কাঁপতে লাগল। এরপর দৃষ্টির স্বচ্ছতা ফিরে পেতেই শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল মেসেজের দিকে। মনে হলো এর ভয়াবহতাটুকু মুছে যাক। এরপরই মনে হলো তার হৃৎপিণ্ড কেউ

BanglaBook.org

শীতল হাতে খামচে ধরে জীবন ছিনিয়ে নিতে চাইছে। কাঁপতে কাঁপতে আর অ্যাজমা রোগীর মতো করে শ্বাস ফেলতে ফেলতে ব্ল্যাকবেরির রিপ্লাই বোতাম চাপল হ্যাজেল। ওপাশে কায়লার কাছ থেকে অনন্তকাল ধরে বাজতে থাকা রিং টোন ছাড়া পাওয়া গেল আরেকটি যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর

'আপনার কাঙ্ক্ষিত মানুষটি এ মুহূর্তে ব্যস্ত আছে। টোন বাজার পর মেসেজ পাঠান।'

'ডার্লিং! ডার্লিং! আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। প্লিজ যত তাড়াতাড়ি পারো আমাকে কল ব্যাক করো।' ব্ল্যাকবেরিতে কথা বলেই যোগাযোগ কক্ষের দিকে ছুটে গেল। ডলফিন ব্রিজের নাম্বারে ডায়াল করল। জাহাজ এবং আরোহীদের নিরাপত্তার জন্য বেশির ভাগ ক্রুকেই যুদ্ধ প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দেয়া হয়েছে। তারা নিশ্চয়ই কায়লাকে দেখে রাখবে। আপন মনেই ভাবতে চাইল হ্যাজেল। কিন্তু ফোন বেজে চলল তো চললই। মুখ শুকিয়ে চোখ ঝাপসা হয়ে গেল হ্যাজেলের।

'প্লিজ!' অনুনয় করে উঠল হ্যাজেল।' কেউ আমার ফোন ধরো। আমার ফোন ধরো।' রিং টোনও বন্ধ হয়ে গেল। রিসিভার ছুড়ে ফেলে আগাথাকে ফোন করল হ্যাজেল। পুরাতন মেইডের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েই হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল তার, 'আগাথা' কায়লার কাছ থেকে ভয়ানক একটি মেসেজ পেয়েছি। ডলফিনের মাঝে অদ্ভুত লোকেরা নাকি বন্দুক নিয়ে উঠে পড়েছে। কায়লার সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না। জাহাজের সাথেও না। গতকাল সন্ধ্যায় শেষ অবস্থান জেনেছিলাম। কো-অর্ডিনেটগুলো লিখে নাও আগাথা।' স্মৃতি হাতড়ে ফ্রাঙ্কলিনের দেয়া অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশ আউড়ে গেল সে। 'মনে হচ্ছে কায়লাসহ জাহাজটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। দেশে ক্রিস বেসেলকে ফোন করো। বিছানা থেকে টেনে নামাও তাকে..., হিউস্টনে ক্রিস তার সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট। 'যতজনকে পারে এক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে দিতে বলো। পেন্টাগন আর হোয়াইট হাউজে তার যোগাযোগ কাজে লাগাতে বলো। কাছাকাছি সামরিক স্যাটেলাইটকে জাহাজের ওপর দিয়ে ঘুরে আসতে অনুরোধ করো। খুঁজে বের করো সেখানে কোন আমেরিকান যুদ্ধজাহাজ আছে কি না। তাদেরকে বলো পূর্ণ গতিতে ছুটে যেতে। ডিয়েগো গার্সিয়া থেকে সার্চ বাহিনী পাঠাতে বলো। জাহাজে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালিয়ে যাও। যত তাড়াতাড়ি পারি আমি ফিরে আসছি। ওয়াশিংটনে পৌঁছানোর সাথে সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে চাই। ব্যবস্থা করার চেষ্টা করো। তুমি এবং ক্রিস সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নাও।' মনে হলো ম্যারাথন শেষ করে এসেছে, এমনভাবে ফুঁপিয়ে উঠল হ্যাজেল, 'আগাথা, আমার ছোট্ট সোনা, কায়লা! আমি তোমার ওপর ভরসা করে আছি। আমাকে হারতে দিও না।'

BanglaBook.org

'আপনি জানেন এমনটা আমি করব না, মিসেস ব্যানক।' হ্যাজেল কানেকশন কেটে দিয়ে চত্বরে সিম্পসনের নাম্বারে ফোন করল। প্রায় তৎক্ষণাৎ উত্তর এল।

'সুপ্রভাত মিসেস ব্যানক। আমরা বোর্ড রুমে আপনার অপেক্ষায় আছি–'

তাকে থামিয়ে দিয়ে হ্যাজেল বলে উঠল, 'পাঁচ মিনিটের মাঝে আমার জন্য হেলিকপ্টার রেডি করুন। রেডিও করে খবর পাঠিয়ে দিন যেন সিডিএল রাজিগে আমার কোট রানওয়েতে প্রস্তুত থাকে। আমার প্রধান পাইলটকে নির্দেশ দিন ফুয়েল ভরে যেন আমি আসার সাথে সাথে টেক-অফের জন্য প্রস্তুত থাকে। পাইলটকে বলুন সরাসরি ইংল্যান্ডের ফার্নবোরো বিমানবন্দরের জন্য ফ্লাইট প্ল্যান করতে। ওয়াশিংটনে যাওয়ার জন্য এখানে থেমে পুনরায় ফুয়েল ভরে নেব আমরা। এক মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না।'

নিজের লকার খুলে পাসপোর্ট, ইমারজেন্সি ক্যাশ আর ক্রেডিট কার্ডস, বের করে নিয়ে প্রায় ঝড়ের বেগে স্যুইট থেকে বের হয়ে লম্বা প্যাসেজ ওয়ে ধরে সামনের দরজায় এগিয়ে গেল। বার্ট সিম্পসন, দুজন অধস্তন আর হেক্টর দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। সিম্পসনকে ফোন করার পর থেকে তারা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

হেক্টর আস্তে করে জানতে চাইল, 'কোনো নরক ভেঙে পড়েছে সিম্পসন?'

'জানলে তো ভালোই হতো। কিন্তু বড়সড় কিছুই মনে হচ্ছে। যখন কথা বলেছি তখন মহিলা প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল–, হ্যাজেল ব্যানক এগিয়ে আসতেই থেমে গেল সে।

দ্রুত জিজ্ঞেল করল, 'হেলিকপ্টার তৈরি হয়েছে?'

'এই মাত্রই নেমেছে।' বার্ট নিশ্চয়তা দিতে চাইল। এরপর হ্যাজেল দেখতে পেল অন্যদের সাথে হেক্টর ক্রস ও দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তার অভিব্যক্তিই শান্ত আছে। সবুজাভ দৃষ্টি দিয়ে হ্যাজেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে বলে উঠল।

'মনে রাখবেন মিসেস ব্যানক। আমার প্রয়োজনে পড়লে একটা শব্দই যথেষ্ট হবে।'

প্রথমবারের মতো হ্যাজেল বুঝতে পারল সে কাঁদছে। সবার সামনে তার মুখ বেয়ে চিবুক দিয়ে চোখের পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল। হাত দিয়ে সবাইকে এড়িয়ে চলে গেল সে, কিন্তু কামনা করল হেক্টর যেন তার এ অবস্থা না দেখতে পায়। হঠাৎ করেই ক্রসের দিকে তাকিয়ে ভয় আর সন্দেহে চিৎকার করে উঠল হ্যাজেল।'

'আমাকে নিয়ে মজা করবেন না, ক্রস। আপনি কিছুই জানেন না, তাই কি করতে পারবেন? কেউই বা কি করতে পারবে?' ঘুরে দাঁড়িয়েই চলে গেল

BanglaBook.org

হ্যাজেল।' সামনে পা দিয়ে খানিকটা টলোমলো করে উঠল। হেক্টর অবাক হয়ে গেল। অনেক দিন পর হেক্টরের মুখোমুখি হলো। সহানুভূতি হতে পারে এই চকচকে দেহাবয়বের নিচে হ্যাজেল ব্যানক ও মানুষ। ক্রস ভালোবাসায় বিশ্বাস করে না। যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা'ও ডিভোর্স কোর্টের মেঝেতে ফেলে এসেছে। কিন্তু তার পরও কিছু একটা তাকে বিরক্ত করছে।

নিজেকে আবারো কোন গর্তে ফেলতে চাও না। তাই না ক্রস? নিজেকেই প্রশ্ন করল হেক্টর। হ্যাজেল প্রায় দৌড়ে আস্তে রোটর ঘুরতে থাকা হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে গেল। মই বেয়ে হ্যাজেল উঠার সাথে সাথে এটি নাক ঘুরিয়ে দ্রুত উপকূলের দিকে উড়ে গেল।

নিজের মাঝের কণ্ঠস্বর আবারো জ্বালাতে লাগল তাকে, তুমি কিন্তু উত্তর দাওনি, ক্রস। হেসে উঠে নিজেকেই উত্তর দিল, না! কিন্তু এটি খুঁজে পেলে মজার হবে যে সে মানুষ কি না।

মি. জেটসনের ডিনার ট্রে নিয়ে রোজিয়ার ব্রিজে উঠে গেল। নিখাদ সাদা লিনেনের ওপর স্টার্ন বাল্কহেডের পেছনে রাখা টেবিলে খাবারদাবার আর রুপার তৈজসপত্র নামিয়ে রাখল। এরপর জেটসন যতক্ষণ খাওয়া শেষ করল দাঁড়িয়ে রইল রোজিয়ার। যদিও না বসে খাবার চিবাতে চিবাতে সারাক্ষণই সামনে পেছনে পায়চারি করল জেটসন। তার চোখ সামনের কালো দিগন্তে আটকে রইল। রাডারে ছোট্ট একটি বিন্দু ধরা পড়েছে। ২৬৮ ডিগ্রি আর ৩.৮ নটিক্যাল মাইল দূরত্বে।

'হেল্মসম্যান, এই জলযানের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখো।'

'অবশ্যই, মিঃ জেটসন।'

'তোমার কী মনে হয় স্টিভেনস?'

দিগন্তের দিকে তাকিয়ে হেল্মসম্যান উত্তর দিল, 'মনে হচ্ছে কোনো আরবিয় তোহ্ নৌকা। এ সাগরে অনেকেই আছে এমন স্যার। তারা বলে ভারত পর্যন্ত মহাসাগর পাড়ি দিতে বাণিজ্যিক হাওয়া ব্যবহার করে এভাবে। যীশুখ্রিস্টের সময় থেকে এমনটা করে আসছে, তারা বলে।'

কোনো ভাব না দেখালেও রোজিয়ার প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। মাথা ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে ব্রিজের দিকে তাকাল সে। সূর্য পেছন দিকে হেলে গিয়ে অস্ত যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু এটি তার চাচার নৌকা—নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরো কিছু সময় দরকার। এমনকি ব্রিজের উচ্চতা থেকেও মনে হচ্ছে

BanglaBook.org

এটি অন্য দিকে যাবে। এরপরই ধূসর ক্যানভাসের পিরামিড আর ত্রি-কোনাকার পাল বাতাস কেটে দ্রুত এগিয়ে আসছে।

নিজেকেই বলে উঠল সে, কামাল চাচা অবশেষে আক্রমণে আসছে। এরপর ডোহ্ দিক পরিবর্তন করে দক্ষিণে চলে গেল। অবশেষে গোঁধুলি শেষে দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে গেল। জেটসন রাডারের পর্দায় চোখ দিয়ে দেখল, 'তারা দক্ষিণে ৩০ ডিগ্রি ঘুরে গেছে। আমার মনে হয় তারা চৌদ্দ নট গতিতে চলছে। তাহলে এই গতি আর গন্তব্য অনুযায়ী বিশ মাইল গন্তব্য অনুযায়ী বিশ মাইল দূরত্বে আমাদের সাথে মিলিত হবে। এরপর রোজিয়ারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ স্টুয়ার্ড, ডিনার ডিশগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে পারো।'

রোজিয়ার সবকিছু জড়ো করে নিচে রান্নাঘরে নিয়ে গেল। কাজ শেষ করে শেফের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, সব হয়ে গেছে কুকি। এখন আমি যাই? প্যান্ট্রির পাশে ছোট্ট টেবিলে বসে আছে শেফ। সামনে ক্রিস্টাল ওয়াইন গ্লাস আর খোলা সবুজ একটি বোতল।

'এত তাড়া কিসের রোজিয়ার? আমার সাথে এসে এই অসাধারণ শ্যাতু নফের এক গ্লাস পান করো।'

'আজ রাতে না, কুকি। আমি ক্লান্ত। বহু কষ্টে চোখ খোলা রেখেছি।'

শেফ বাধা দেওয়ার আগে তাড়াতাড়ি চলে গেল রোজিয়ার।

নিজের কেবিনে এসে আল্লাহ ও নবীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল সে।

'আপনারা জানেন সামনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। আমি সান্ধ্য নামাজ পড়তে পারব না, তাই আমাকে ক্ষমা করুন। জিহাদে আপনার ডাকে সাড়া দেওয়ার পর আগামীকাল সন্ধ্যায় আমি আবার নতজানু হব। এরপর রোজকার মতো কালো পোশাক পরে পিছনের ডেকে উঠে গেল সে। রেইলে হেলান দিয়ে জাহাজের দিকে তাকিয়ে রইল। অন্ধকারের মাঝে কালো ঢেউয়ের উঠানামা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। ধাওয়াকারী নৌকাগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন পানির সাথে লেগে থাকে। ঢেউয়ের মাথার নিচে থাকাতে ডলফিনের রাডারে ধরা পড়বে না সহজে। যেহেতু এটি কোনো যুদ্ধজাহাজ নয়, তাই নজরদারির কড়াকড়িও নেই। সামনেই ছিল সবার দৃষ্টি। কেউই তাদের পেছনে অন্য কোনো জলযান আশা করছে না। কিন্তু রোজিয়ার জানত যে নৌকাগুলো ঠিকই সেখানে আছে। কামাল চাচা ট্রান্সপন্ডারের মাধ্যমে রাত এগারোটায় যোগাযোগের কথা জানিয়েছে। এই সময়ে সব ক্রুই কাজ শেষে রাতের মতো নিচে নেমে যাবে আর পাহারা বন্ধ হয়ে যাবে।

রোজিয়ার দেড় ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করল। মাঝে মাঝেই নিজের সস্তা জাপানি হাতঘড়িতে লুকিনাস ডায়ালে সময় দেখে নিল। ডলফিনের সমস্ত বাতি

BanglaBook.org

জ্বালানোই রয়েছে। মেলা প্রাঙ্গনের মতোই আলোকিত হয়ে আছে সে। আক্রমণকারী নৌকা বিশ মাইল দূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাবে। কিন্তু রোজিয়ার জানে তারা হয়তো মাত্র কয়েক শ মিটার দূরেই আছে। এগারোটা বাজার কয়েক মিনিট বাকি আর কামাল চাচা যথেষ্ট সচেতন—সময়ের ব্যাপারে। রোজিয়ার হঠাৎ দেখতে পেল কালো সমুদ্রের বুক চিরে হঠাৎ তিনবার ছোট্ট গোলাপি আলোর বিন্দু জ্বলে উঠল। নিজের ম্যাগলাইট দিয়ে পেছনের দিকে তিনবার আলো জ্বেলে রোজিয়ার উত্তর দিল। এরপর অধৈর্য হয়ে উঠল সে। লম্বা নৌকাগুলো ডলফিনের মতো ততটা দ্রুতগতির নয়। তাই প্রায় দশ মিনিট কেটে যাওয়ার পর অন্ধকার পশ্চাদভাগের হাঙ্গরের মতো প্রথম হাল দেখা গেল। কাছে এগিয়ে আসতেই ক্রুদের ভিড় দেখতে পেল। চিরাচরিত সাদা আলখাল্লার পরিবর্তে কালো কাপড় পরে আছে সবাই। মাথা ঢেকে রেখেছে কালো কাপড়ে। নৌকার ওপরে কিছুতেই তাদের অস্ত্র যাতে দেখা না যায়—এ ব্যাপারে সকলেই সতর্ক। বাকি নৌকা দুটোও বের হয়ে এলো। প্রথম নৌকার বোতে একটি মাত্র শরীর উঠে দাঁড়িয়েছে।

এরপর ডলফিনের পোর্ট কোয়ার্টারের কাছে পাশাপাশি হলো জাহাজ আর নৌকা। কামাল চাচার লম্বা কৃশকায় দেহ চিনতে পারল রোজিয়ার। নিজে এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন চাচা। রোজিয়ার ম্যাগলাইট জ্বালিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল যেন চাচার নৌকার রশি ধরতে পারে। কামাল থেমে ডেক থেকে কিছু একটা তুলে নিল। দাঁড়াতেই দেখা গেল রাইফেলের মতোই ছোট্ট লাইল বন্দুক ধরা রয়েছে হাতে। বন্দুকের বাট কাঁধে তুলে নিয়ে রোজিয়ার যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে টার্গেট করল কামাল। সাদা ধোঁয়া বের হলো। রোজিয়ারের মাথার ওপর দিয়ে সাদা লাইন চলে গেল সাপের মতো এঁকেবেঁকে। লাইনের শেষে লোহার হুক গিয়ে তার পেছনে ডেকে আটকে গেল। তাড়াতাড়ি করে হুড়কো ধরে নোঙর করার লোহার পাতের সাথে তিনবার ঘুরিয়ে গিট্টু বেঁধে দিল সে। এরপর চাচার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তেই একজন ক্রু তৎক্ষণাৎ লাইন ধরে খালি পায়ে এসে নামল রোজিয়ারের পাশে। বাকিরাও একে একে উঠে এল। তাদের একজন তোকারেভ পিস্তল ধরিয়ে দিল রোজিয়ারের হাতে। নিজের উইন্ডচিটারের নিচে কোমরে পেঁচিয়ে রাখল রোজিয়ারের পিস্তলটি। পাঁচজন ইতিমধ্যে ব্রিজ পাহারা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেছে। রোজিয়ারের একটি মাত্র শব্দে বাকিরা অ্যাসল্ট রাইফেল লক অ্যান্ড লোড করে তার পিছু নিল।

আপার ডেকে যাওয়ার জন্য কম্পানিয়ন ওয়েতে আসতেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা শেফের মুখোমুখি হয়ে পড়ল রোজিয়ার। শেফ তার দিকে তাকিয়ে আবার কালো কাপড়ে মোড়া মানুষদেরকে দেখেই চিৎকার করার জন্য মুখ খুলল। রোজিয়ার পিস্তলের বাট দিয়ে মাথায় আঘাত করতেই খুলি ভাঙার শব্দ

BanglaBook.org

পাওয়া গেল। বিনা বাক্য ব্যয়ে পড়ে গেল শেফ। ঝাঁপিয়ে মাথার পেছনে আরো তিনবার আঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করল রোজিয়ার। এরপর লাফিয়ে পার হয়ে সামনে এগিয়ে গেল তারা। ব্রিজে ঢোকার মুখে একটু থেমে তার মানুষদেরকে ভাগ ভাগ করে নিল। এরপর ব্রিজে পা রাখল। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের পাশে দাঁড়িয়ে হেল্মসম্যানের সাথে কিছু একটা নিয়ে আলোচনা করছিল জেটসন। রেডিওর অপারেটর ব্রিজের পেছন দিকে তার জায়গায় নিজের সুইভেল চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পূর্ণ মনোযোগে পেপারব্যাক নভেল পড়ছে। কিন্তু যদি সে সতর্ক থাকত তাহলে মুহূর্তের মাঝেই তার পাশে থাকা রেড অ্যালার্ম বাটন চাপ দিতে পারত। এর মাধ্যমে শুরু হয়ে যেত বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ। জাহাজের অ্যালার্ম বেল বাজার পাশাপাশি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে যেত রেডিওর কল। যার ফলে পার্থ থেকে কেপটাউন, মরিশাস থেকে বোম্বে সব মেরিন স্টেশনে পৌঁছে যেত এ আর্তনাদ। রোজিয়ার তার পেছনে তোকারেভ ধরতেই হুঁশ ফিরে এলো তার।

'হাই টিম।' অপারেটরের দিকে তাকিয়ে সহাস্য বদনে বলে উঠল রোজিয়ার।

'রোজিয়ার তুমি এখানে কী করছো?'

রোজিয়ার তার কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে দেখাল।' লাল আলো কেন জ্বলছে টিম?'

'কোন লাল আলো?' অপারেটর জানতে চাইতেই রোজিয়ার পেছন থেকে পিস্তল এনে টিমকে গুলি করল। ওপরের ভার্টেব্রা যেখানে মাথার সাথে সংযুক্ত হয়েছে। চোখের মাঝে দিয়ে বুলেট ছুটে গিয়ে রেডিও প্যানেলের ওপর ছিন্ন ভিন্ন মগজ আর রক্ত ছড়িয়ে পড়ল। টিম চেয়ার থেকে পড়ে ডেকে শুয়ে পড়ল। রোজিয়ার দ্রুত ফিরতেই দেখতে পেল তার মানুষেরা জেটসন আর হেল্মসম্যানের ওপর বন্দুক ধরে রেখেছে।

'খ্রিস্টের দোহাই মরিআউ, তুমি মানুষটিকে মেরে ফেললে...' ক্ষোভে গড়গড় করে উঠল জেটসন। রোজিয়ারের দিকে এগোতেই ঠিক বুকের মাঝখানে গুলি করল রোজিয়ার। জেটসন দু'হাতে বুক চেপে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছো?' অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল জেটসন।

'অফিসারদেরকে এখনি মেরে ফেলো। যে কোনো মুহূর্তে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করতে চাইবে। রোজিয়ারের দাদা আদেশ করতেই সে জেটসনের বুকে আরো দুবার গুলি চালাল।

BanglaBook.org

'নাবিকদেরকে বাঁচিয়ে রাখো। দরকষাকষির ক্ষেত্রে কাজে লাগবে পরে। দাদা জান আদেশ করল তাকে। রোজিয়ার তার মানুষদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তেই হেল্মসম্যানকে চেয়ারে বসিয়ে মোটা নাইলনের তার দিয়ে হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল তারা। রোজিয়ার ইয়টের কন্ট্রোল প্যানেলের কাছে গিয়ে ইঞ্জিনে টেলিগ্রাফকে স্টপ করে দিল। পায়ের নিচে ইঞ্জিনের গর্জন থেমে গেল। আমোরাস ডলফিন মৃতের মতো নিশ্চল হয়ে গেল।

'ব্যস থাকো, রোজিয়ার হেল্মসম্যানকে বলল, 'না বলা পর্যন্ত নড়বে না।'

'খ্রিস্টের দোহাই রোজিয়ার..., হেল্মসম্যান অনুনয় করে উঠল। রোজিয়ার হাত আর পিস্তল দিয়ে বাড়ি মারতেই হেল্মসম্যান গড়িয়ে পড়ে গেল জেটসনের রক্তের মাঝে।

একজনকে পাহারায় রেখে বাকিদেরকে নিয়ে নিচের ডেকে চলল রোজিয়ার। ক্যাপ্টেন স্যুইটের দরজার কাছে এসে থেমে গেল। জাহাজের স্টুয়ার্ড হিসেবে যে কোনো কেবিনে ঢোকার চাবি আছে তার কাছে যদি না সেটা ডাবল লক্ করা থাকে। প্রতিদিন ভোর ছয়টায় ফ্র্যাঙ্কলিনকে কফি এনে দিত রোজিয়ার। তাই সে জানে যে ক্যাপ্টেন কখনো ডাবল লকড করে না দরজা। দরজা খুলে সিটিং রুমে প্রবেশ করল রোজিয়ার। ডেস্ক লাইট জ্বালিয়ে দেখতে পেল বেড রুমের দরজা খোলা। কেবিন থেকে নাক ডাকার আওয়াজ আসছে। সিটিং রুম পার হয়ে বেড রুমে উঁকি দিল সে। ফ্র্যাঙ্কলিন শুয়ে আছে। শুধু বক্সার শর্টস্ পরনে। মাথার চুল ধূসর। খোলা মুখ দিয়ে নিয়মিত নিঃশ্বাস পড়ছে। রোজিয়ার তার কাছে এগিয়ে গিয়ে কান থেকে আধা ইঞ্চি দূরত্বে তোকারেভ ধরল। একবার গুলি করল। ফ্র্যাঙ্কলিন একটু শব্দ করে উঠতেই ব্রেইন লক্ষ্য করে দ্বিতীয় গুলি ছুড়ল রোজিয়ার। এরপর পিস্তলের ম্যাগাজিন লোড করে কেবিন থেকে বের হয়ে লোকদের নিয়ে নিচের প্রধান স্যালনের দিকে নিয়ে গেল।

পৌঁছাতেই কামাল এসে তাকে আলিঙ্গন করল। 'আল্লাহ তোমার সহায় হোন। আল্লাহর কাজ করেছ তুমি আদম।' এরপর পিছমোড়া করে হাত বেঁধে ডেকের ওপর জড়ো করা ভিড়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,

'এখানেই কি সব? কেউ বাদ আছে?'

রোজিয়ার দ্রুত হতবিহ্বল নাবিকদের মাথা গুনে দেখল।

'হ্যাঁ, সকলেই আছে। ক্যাপ্টেন, ফার্স্ট অফিসার, রাঁধুনি আর রেডিও অপারেটর শয়তানের হাতে চলে গেছে, যেখানে তাদের থাকার কথা। বাকি আছে হেল্মসম্যান। ব্রিজে তাকে পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে। এরপর খাজাঞ্চির দিকে তাকিয়ে বলল, 'একে এখানে রাখবেন। আমি তার সাথে পরে বোঝাপড়া করব।' এরপর দুজন জুনিয়র অফিসার আর প্রধান ইঞ্জিনিয়ারকে

BanglaBook.org

আলাদা করে বলল। 'এরা অফিসার। পেছনে নিয়ে গুলি করে ফেলে দেন। সমুদ্রে ফেলে দেবেন মৃতদেহ।' আরবিতে কথা বলায় হতভাগারা নিজেদের ভাগ্য সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে গেল।

বন্দুকের শব্দ পাওয়ার পর উঠে দাঁড়াল রোজিয়ার।

'মেয়েটা ব্যতীত সব আরোহীরই হিসেব-নিকেষ হয়েছে। কেবিনে এখনো শুয়ে আছে সে।' নিজের কৃতকর্মে অবসন্ন কায়লার কথা ভেবে বাঁকা হাসি হাসল রোজিয়ার।

'আমি নিচে গিয়ে তাকে দেখে আসছি। এর মাঝে কামাল চাচা আপনি ব্রিজে উঠে গিয়ে জাহাজ আবার চালু করুন।'

কায়লা ঠিক বুঝতে পারল যে তার ঘুম ভেঙেছে কিসের আওয়াজে। মনে হলো যেন কিছু শুনেছে। অগোছাল বিছানায় উঠে বসে একপাশে কান পেতে কিছু শুনতে চাইল। শব্দটি আর পাওয়া না গেলেও কোনো একটা পরিবর্তন ঘটেছে। ঘুমের কারণে আচ্ছন্ন চেতনাতে আরো কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল বুঝতে যে জাহাজের ইঞ্জিন থেমে গেছে।

কোনো কিছু না ভেবেই বলে উঠল, 'এটা অদ্ভুত। আমরা নিশ্চয়ই এখনো বন্দরে পৌঁছাইনি।' টের পেল মূত্র বিয়োগ করা প্রয়োজন। বিছানার পাশে পা ছুড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। বাথরুমে ভার মুক্ত হয়ে এগিয়ে এলো বিছানার দিকে মালিকপক্ষের ব্যক্তিগত ডেক আর সুইমিং পুলের ওপর চুইয়ে পড়ছে জ্যোৎস্নার আলো। পোর্টহোল দিয়ে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকাল কায়লা। বুঝতে পারল তার ধারণাই সঠিক। থেমে আছে ডলফিন। একবার ভাবল ব্রিজে অফিসারের কাছে ফোন করে জানতে চাইবে যে কী হয়েছে। কিন্তু ঠিক এই সময়ে পোর্টহোলে একটি ছায়া এসে পড়ল। বুঝতে পারল প্রাইভেট ডেকে কেউ একজন রয়েছে। মুহূর্তের মাঝে রেগে উঠল কায়লা। এ জায়গায় ক্রুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এ জায়গাতে কায়লা ও তার মা নিরাবরণ দেহে সান বাথ করে, সাঁতার কাটে। এখন সে নিশ্চিন্তে ব্রিজে ফোন করে অনুপ্রবেশকারীকে শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই আরেকটি শরীর দেখতে পেল। কালো পোশাক পরনে আর মাথায় কালো আরবিয় শাল দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে। শুধুমাত্র চোখ জোড়া দেখা যাচ্ছে। কায়লার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই ধিকিধিকি জ্বলতে লাগল সেগুলো। পোর্টহোলের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকাল মানুষটি। ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল কায়লা গ্লাসের বিপরীতে হাত তুলে চোখের ওপরে ধরল মানুষটি। কায়লা বুঝতে পারল যে চাঁদের আলোয় কেবিনের অন্ধকার না কাটায় লোকটি কিছুই দেখতে পারছে না। মানুষের

মাঝে ভয়ের কিছু একটা আছে। আতঙ্কে জমে গেল কায়লা। মনে হলো ঠিক কায়লার চোখের দিকেই তাকিয়ে আছে, কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরে পোর্টহোল থেকে আবার চলে গেল লোকটা। লোকটার কাঁধে অটোমেটিক রাইফেল দেখে ভয়ের একটি ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল কায়লার শিরদাড়া দিয়ে। লোকটি অদৃশ্য হওয়া মাত্রই আরো তিনটি কৃষ্ণবর্ণ দেহ পোর্টহোলে দেখা গেল। তাদের প্রত্যেকের কাছে অটোমেটিক অস্ত্র।

এখন কায়লা বুঝতে পারল যে নিশ্চয়ই রাইফেলের গুলির আওয়াজেই তার ঘুম ভেঙেছে। কেবিনে দৌড় গিয়ে বেড সাইড টেবিল থেকে স্যাটেলাইট ফোন টেনে নিল কায়লা। উন্মাদের মতো ব্রিজের নাম্বারে ডায়াল করল। কোন উত্তর পাওয়া গেল না; কিন্তু কী করবে ভাবতে ভাবতে ফোন বেজেই চলল। আর একজন মাত্র মানুষ আছে যার কাছে সে সাহায্য চাইতে পারে। মায়ের ব্যক্তিগত নাম্বারে ফোন করল কায়লা। হ্যাজেলের রেকর্ড করা কণ্ঠস্বর জানিয়ে দিল মেসেজ রাখার জন্য। রেখে দিয়ে আবারো ফোন করে একই উত্তর পেল।

'ওহ, মাম্মি! মাম্মি! প্লিজ আমাকে সাহায্য করো।' ফোঁপাতে ফোঁপাতে নিজের মোবাইল ফোনে মেসেজ লিখতে লাগল কায়লা। বোতামের ওপর দিয়ে আঙুল উড়ে চলল।'

ভয়ংকর সব ব্যাপার ঘটছে। অদ্ভুত সব মানুষ বন্দুক হাতে...

পুরো বাক্য শেষ করতে পারল না সে। কেবিনের দরজায় কেউ এসেছে। চাবি দিয়ে কেউ দরজা খুলছে। সেন্ড বাটনে চাপ দিল কায়লা। বেড সাইড টেবিলের ড্রয়ারে ছুড়ে ফেলে দিল ফোন। প্রায় একই সময়ে লাফ দিয়ে নামল বিছানা থেকে। দরজার দিকে দৌড়ে গিয়ে দেহের ভারে চেপে রাখতে চাইল দরজা।

'চলে যাও। আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও, তুমি যেই হও না কেন। আমাকে একা থাকতে দাও।' হিস্টিরিয়ার মতো চেঁচাতে লাগল কায়লা।

কায়লা! আমি, রোজিয়ার। আমাকে ভেতরে আসতে দাও কায়লা। সবকিছু ঠিক আছে। সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

'রোজিয়ার! ওহ, থ্যাঙ্ক গড্। এটা সত্যিই তুমি?' দরজা খুলেই অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল কায়লা। 'রোজিয়ার! ওহ, রোজিয়ার।' রোজিয়ারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সর্বশক্তি দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরল কায়লা। এক হাতে তাকে ধরে অন্য হাতে চুলে হাত বোলাতে লাগল রোজিয়ার।

'ভয় পেয়ো না। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

বন্য জন্তুর মতো মাথা দুলিয়ে বলে উঠল কায়লা'

BanglaBook.org

'নাহ! তুমি বুঝতে পারছো না। অনেক মানুষ আছে সেখানে। একজন কেবিনের দিকে তাকিয়েছিল। আরো আছে তার সাথে! ভয়ংকর সব মানুষ! সবার হাতে বন্দুক। আর আমি গুলির শব্দ পেয়েছি...'

'আমার কথা শোন, সোনা। সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে ডার্লিং। আমি পরে তোমাকে খুলে বলব। কেউ তোমাকে কিচ্ছু করবে না। তুমি সাহস রাখো। কাপড় পরে নাও আমরা এখান থেকে চলে যাবো। গরম কাপড় পরো কায়লা। ওয়াটার প্রুফ কোট পরে নাও। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা।'

কাঁধের ওপর দিয়ে কেবিনের বাতি জ্বেলে দিল রোজিয়ার।

'তাড়াতাড়ি করো। কায়লা।'

'আমরা কোথায় যাব রোজিয়ার?' ধাক্কা দিয়ে রোজিয়ারের দিকে তাকাল কায়লা। বুকের ওপর চোখ রেখে বলল,

'তোমার রক্ত বের হচ্ছে রোজিয়ার। তোমার সারা শরীরে রক্ত।'

'জ্যাম, কায়লা। যা বলেছি তা করো জলদি। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। কাপড় পরে নাও।' হাত ধরে জোর করে কায়লাকে কার্বাডের দিকে টেনে নিয়ে গেল সে। দরজা মেলে ধরল। শেলফের উভয় তাক উপচে পড়ছে কাপড়ে। এছাড়াও পুরো ডেকজুড়ে কাউচ, চেয়ার সবকিছুর ওপরে যত্রতত্র পড়ে আছে ট্রাউজার। কাপড়-চোপড়। মেকআপ টেবিলে বিভিন্ন জার, মেকআপ সামগ্রী, পারফিউম ওলটপালট হয়ে আছে, বেশির ভাগেরই ঢাকনা খোলা।

'তুমি আমাকে ব্যথা দিচ্ছ।' কায়লা বাধা দিতে চাইল। 'আমার হাত ছাড়ো, কায়লাকে অগ্রাহ্য করে চেয়ারের ওপর থেকে স্ট্রবেরি গোলাপি রঙের জিন্সে, নিয়ে কায়লার দিকে ছুড়ে মারল রোজিয়ার।'

'এই যে, তাড়াতাড়ি এগুলো পরে নাও!' কিন্তু কায়লা দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে কোমরের হোলস্টারে রাখা পিস্তলের দিকে তাকিয়ে আছে।

'এটা একটা বন্দুক! তুমি এটা কোথায় পেয়েছ রোজিয়ার? আমি বুঝতে পারছি না। তোমার সারা শরীর রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। কিন্তু তোমার রক্ত নয়, তাই না? আর তোমার কাছে বন্দুকও আছে।' রোজিয়ারের কাছ থেকে পিছিয়ে যেতে চাইল কায়লা। 'কে তুমি? তুমি কী করো। বলো আমাকে।'

'আমি তোমাকে আঘাত করতে চাই না, কায়লা।' ঠিক যা বলছি তাই করো।'

'মাথা নেড়ে কায়লা এটা খারিজ করে দিতে চাইল।'

নাহ! আমাকে একা থাকতে দাও। এমন করতে পারো না তুমি আমার সাথে।'

BanglaBook.org

কায়লার কব্জি ধরে হাত পেছনে নিয়ে গেল রোজিয়ার। শুধু কব্জিতে চাপ দিতে লাগল। ব্যথায় কাঁতরে উঠল কায়লা। পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো কায়লা। আর্তনাদ করে উঠছে এখন। অবশেষে হেরে গেল।

'থামো, প্লিজ থামো রোজিয়ার। তুমি যা চাইবে তাই হবে। শুধু আমাকে ব্যথা দিয়ো না।'

রোজিয়ার খুশি হয়ে উঠল, কত সহজে ভেঙে ফেলা সম্ভব কায়লাকে। অনেকেই আছে যারা মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে যুদ্ধ করে গেছে। এই ভাবে সময় আর পরিশ্রম বেঁচে গেল। রোজিয়ারের দিকে না তাকিয়ে কাপড় পরে নিল কায়লা। শুধু মাঝে মাঝে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কাতর শব্দ বের হয়ে এল। এরপর কাপড় পরা শেষ হলে কনুই ধরে বেডরুমে টেনে নিয়ে গেল তাকে রোজিয়ার।

'তোমার মোবাইল ফোন কোথায়, কায়লা?' রোজিয়ার জানতে চাইল। মাথা নাড়লেও চোখ দিয়ে বেড সাইড টেবিলের ড্রয়ারের দিকে তাকাল কায়রা।

'ধন্যবাদ।'

ড্রয়ার খুলে মোবাইল ফোন বের করে নিল রোজিয়ার। সেন্ট মেসেজ, অপশন খুলে জোরে জোরে মাকে পাঠাল। শেষ মেসেজ পড়ল। 'তোমার এটা করা উচিত হয়নি কায়লা। এখন নিজের জন্য আরো কষ্ট ডেকে আনলে শুধু।' ঠাণ্ডা স্বরে কথা শেষ করেই মুখের ওপর গুলি করল রোজিয়ার। মুখের একপাশ কাত হয়ে ডেকের ওপর পড়ে গেল কায়লা।' এরকম আর কোনো কাজ করার চেষ্টা করবে না প্লিজ। তোমাকে শাস্তি দিতে আমার ভালো লাগে না। কিন্তু বাধ্য হলে আমি তা করব।'

মোবাইলের পেছনের অংশ খুলে সিম কার্ড বের করে নিজের উইন্ডচিটারের সাইড পকেটে রেখে দিল রোজিয়ার। তারপর ফোনটি একপাশে ফেলে দিল। কনুই ধরে কায়লাকে দাঁড় করালো। এরপর টেনে কেবিন থেকে বের করে কম্পানিয়ন ওয়ে ধরে নিচের প্রধান স্যালনে নিয়ে গেল। আতঙ্কিত হয়ে রোজিয়ারের মুঠি ছেড়ে দৌড়াতে চাইল কায়লা। যখন দেখল ডেকের ওপর সারি বেঁধে নাবিকেরা বসে আছে হাত বাঁধা অবস্থাতে। মুখোশ পরা মানুষগুলো রাইফেল ধরে রেখেছে তাদের সামনে।

'কায়লার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল রোজিয়ার। আর এ রকম অসভ্যতা করবে না।'

স্যালনের একদম পেছনে নিয়ে বসিয়ে দিল তাকে। এরপর একজন মুখোশধারীকে ডেকে আরবিতে বলে উঠল, 'এর প্রতি কোনো খারাপ ব্যবহার

BanglaBook.org

যেন না করা হয়। সে তোমার জীবনের চেয়েও অনেক বেশি দামি। বুঝতে পেরেছ কী বলেছি?'

নিজের বুকে হাত রেখে সম্মানসূচকভাবে মানুষটি বলে উঠল, 'হ্যাঁ, প্রভু।'

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল কায়লা।

'তুমি এই ভাষায় কথা বলছ কেন রোজিয়ার? তুমি কে? এই সব মানুষেই বা কে? ক্যাপ্টেন ফ্র্যাঙ্কলিন কোথায়? আমি তার সাথে কথা বলতে চাই।' অনুনয় করে উঠল কায়লা।

'এটার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। ক্যাপ্টেনের ব্রেইনে দুটো বুলেট ঢুকে গেছে।' নিজের মাথায় পিস্তলের ইশারা করে দেখাল রোজিয়ার। অনেক প্রশ্ন করেছ তুমি। নিঃশব্দে এখানে অপেক্ষা করো। আমি একটু পরেই ফিরে আসছি। আমার মনে হয় তুমি বুঝতে পারছ যে আমার অবাধ্য হওয়া যাবে না।'

ব্রিজে ঢুকেই রোজিয়ার দেখল তার চাচা জাহাজের হাল ধরেছে। সমুদ্র সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ কামাল সারা জীবন মহাসাগরে ছোট্ট ডোহ্ থেকে শুরু করে অতিকায় অয়েল ট্যাঙ্কার পর্যন্ত সমস্তই চালিয়েছে। কম্পাসের দিকে তাকিয়ে গন্তব্য দেখল রোজিয়ার। পেছনের দিকে ফিরে চলেছে তারা। ব্রিজের উইংয়ে গিয়ে পেছনের দিকে তাকাল রোজিয়ার। কিনারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে আক্রমণকারী তিনটি নৌকা। কামাল খুব সাবধানে চালাচ্ছে যেন তারা ডলফিনের ঢেউয়ের নিচে না পড়ে। রোজিয়ার চাচার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'ডোহ্‌র সাথে যোগাযোগ করেছেন?'

কামাল ঠোঁটে ধরা তুরস্কের সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চোখে বলে উঠল।

'এখনো না। শীঘ্রই করব।'

'মেয়েটা তার মায়ের কাছে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছে। আলো ফোটার সাথে সাথে পুরো আমেরিকান নৌ আর বিমান বাহিনী আমাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করবে। মেয়েটার মায়ের অনেক ক্ষমতা।'

'সূর্য উঠার আগেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' রোজিয়ারকে আশ্বস্ত করল কামাল। এরপর হাসি মুখে বো-এর সামনে নির্দেশ করল। দিগন্তে লাল রংয়ের ফ্লেয়ার হঠাৎ জ্বলে উঠল। তৃপ্তির স্বরে বলে উঠল, 'এই তো সে এসে গেছে।'

দ্রুত দুটো জাহাজ পরস্পরের কাছাকাছি চলে এলো। মাত্র কয়েক শ মাইল দূরত্ব থাকতেই কামাল ডলফিনের থ্রটল টেনে ধরল। ডলফিনের কাছাকাছি পৌঁছে গেল প্রাচীন ডোহ্ নৌকা। নোঙরের দড়ি ফেলে দেয়া হলো।

BanglaBook.org

বন্দিদেরকে ডোহ্ নৌকাতে তুলে নেয়া হলো। সামনের খোলের মাঝে নিয়ে যাওয়া হলো তাদেরকে। শুধু কায়লা জবরদস্তি করায় 'ডোহ্'র ডেক হাউসে কামালের কোয়ার্টারে দরজায় পাহারা বসিয়ে তাকে বন্দি করে রাখা হলো।

খুব দ্রুত কাজ শেষ করে ডোহ্র স্টার্ন হোল্ড খুলে ফেলল আরবিয় নাবিকেরা। ডলফিনের ডেকে পাঁচটি বড় বড় কার্গো বস্তা এনে রাখা হলো। প্রতিটি বস্তায় ডজন খানেক প্যাকেটের স্তূপ। উজ্জ্বল হলুদ প্লাস্টিকে মোড়া আর কালো চায়নিজ অক্ষর প্যাকেটগুলোর গায়ে। তিনজন মানুষ ধরে প্রতিটি বস্তাকে ডেকের ওপর রাখল। প্রতিটি বস্তায় আছে ত্রিশ কিলোগ্রাম করে সেমটেক্স হাই এক্সপ্লোসিভ। তাই যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখিয়ে কাজ করল সকলে।

'তাড়াতাড়ি করো।' রোজিয়ার চিৎকার করে নির্দেশ দিল। 'ডিটোনেটর লাগানো হয়নি। তাই ভয়ের কোনো কারণ নেই।' সে এবং কামাল পুরো কাজের তদারক করতে লাগল। ইঞ্জিন রুমের নিচে রাখা হয়েছে সব স্তূপ। রোজিয়ার কামালকে সেখানে থেকে ইয়টের খাজাঞ্চি রুমে গেল। জর্জি পর্জি ডেকের ওপর বসে আছে।

'তার বাঁধন খুলে দাও।' রোজিয়ারের নির্দেশে বাধ্য ছেলের মতো জর্জি পর্জির কব্জিতে রাখা নাইলনের দড়িতে বেয়নেটের খোঁচা দিল প্রহরী। খানিকটা কেটে গেল হাতে।

'এই বদমাইশ আমাকে কেটে দিয়েছে। দেখো আমার রক্ত পড়ছে।' কাতরাতে লাগল জর্জি পর্জি।

তার অভিযোগ অগ্রাহ্য করে বলে উঠল রোজিয়ার, 'সেফ খোলো!' জর্জি পর্জি অবাধ্যতা করতে চাইলে পিস্তল বের করে পায়ে গুলি করে বসল। ঠাটুর মালা গুড়িয়ে গেল জর্জি পর্জির। গুঙ্গিয়ে উঠল খাজাঞ্চি। অপর পায়ের ওপর পিস্তল তাক করে রোজিয়ার আবারো নির্দেশ দিল, 'সেফ খোলো।'

ফুঁপিয়ে উঠল জর্জি, 'আমাকে আর গুলি করো না।' ডেস্কের পেছনে স্টিলের সেফের দিকে টেনে নিয়ে গেল নিজেকে। ভেজা রক্তের ধারা বয়ে এলো' তার পেছনে। ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে কম্বিনেশন লক সামনে পিছনে করল জর্জি। ক্লিক শব্দ করে খুলে গেল দরজা।

'ধন্যবাদ।' বলেই তার মাথায় গুলি করল রোজিয়ার। বিস্ফোরিত নেত্রে ডেকের ওপর তড়পাতে লাগল জর্জির ভালো পা। রোজিয়ার ইশারা করতেই একজন প্রহরী এসে মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে গেল একপাশে। রোজিয়ার খোলার সেফের সামনে বসে দ্রুত হাতড়াতে লাগল ভেতরে।

জাহাজের জাহাজপত্র, বিল, গ্র্যান্ড কে ম্যান রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সব এক পাশে সরিয়ে রেখে ক্রুদের পাসপোর্ট নিয়ে নিল। এসব সত্যিকারের সবুজ

BanglaBook.org

আমেরিকান আর মেরুন ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাগজের স্তূপ তার দাদাজানের কাজে লাগবে। ডেস্কের নিচে একটি ক্যানভাসের ব্রিফকেস দেখেছে সে—এর আগে যখনি এসেছে এ অফিসে। রোজিয়ার এর ভেতরে পাসপোর্টগুলো নিয়ে নিল। এছাড়াও বিভিন্ন মুদ্রাতে পঞ্চাশ হাজার আমেরিকান ডলার আছে এখানে। গোনা বাদ দিয়েই পাসপোর্টের সাথে রাখল এগুলো। স্টিলের সেফে ক্যাশের নিচে পাঁচটি নীল গয়নার বাক্সও রয়েছে। প্রথমটির ঢাকনাতেই সোনার অক্ষরে লেখা, 'গ্রাফ, লন্ডন।' ঢাকনা খুলে ফেলল রোজিয়ার। সাটিন লাইনিনের ওপর রাখা নেকলেসের মাঝে ডায়মন্ডটি কোয়েলের ডিমের সমান বড় পর্বতের ওপরে নদীর ওপর সূর্যের আলো পড়ার মতোই উজ্জ্বল। রোজিয়ার জানতো এটি আমেরিকান উত্তরাধিকারীর। সে প্রকৃতই আগ্রহী হলো এটি নিতে।

'ধন্যবাদ, মিসেস হ্যাজেল ব্যানক।' হেসে আপন মনে বলল রোজিয়ার। 'ইসলামের ফুল আপনাকে আনুষ্ঠানিক রিসিট্ পাঠিয়ে দেবে।' অন্যান্য গহনার বাক্সে কী জানে সে। তাই সময় নষ্ট না করে সব ব্রিফকেসে ভরে নিল। আরবীয় প্রহরীর দিকে ইশারা করেই দৌড়ে কম্পানিয়ন ওয়ে ধরে প্রধান ডেকে চলে গেল তারা। রেইলের কাছে কামাল অপেক্ষা করে ছিল তাদের জন্য। ব্রিফকেস তার হাতে দিয়ে দিল রোজিয়ার। 'এর যত্ন নেবেন চাচা।'

রোজিয়ার কম্পানিয়নের দিকে ফিরতেই কামাল জানতে চাইল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছো?'

'যাওয়ার আগে আরো একটি কাজ করতে চাই আমি।'

'খুব কম সময় আছে হাতে। মাত্র এক ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আছে পালানোর জন্য।' কামাল সতর্ক করে দিল।

'যথেষ্ট সময়।' রোজিয়ার উত্তর দিল। রেইল ধরে শিস বাজিয়ে উঠল। তিনজন প্রহরী ফিরে তাকাল। সবার হাতে বিশেষ নকশা করা প্যাকেট, যা দাদাজান রোজিয়ারের অনুরোধে পাঠিয়েছে। ডলফিনের পাশে উঠে এল প্রহরীরা। রোজিয়ার কায়লার স্যুইটে নিয়ে গেল তাদেরকে। খুব দ্রুত মেইন কেবিনে ঢুকে গগ্যাঁর সামনে দাঁড়াল সে। উজ্জ্বল রং আপ্লুত করলেও উলঙ্গ নারীদেহ তার ধর্মপ্রাণ মনে পীড়া দিত। এতসত্ত্বেও হুক থেকে চিত্রটি খুলে বিছানার ওপর রাখল। শুধু এই উদ্দেশ্যে সে একটি ফোল্ডিং নাইফ এনেছে। অর্নেট গোল্ড লিফ ফ্রেম থেকে আলাদা করল ছবিটি। এরপর মালিকের ব্যক্তিগত ডাইনিং রুমে ফিরে গেল সে। এখানে মোনের জলপদ্ম ছবিটি নিয়ে ডাইনিং টেবিলে রেখে ফ্রেম থেকে আলাদা করল। কাজ করতে করতেই মনে পড়ল যে এর আগের বছর এ ধরনের একটি ছবি ৯৮.৫ মিলিয়ন স্টার্লিংয়ে বিক্রি হয়েছে নিলামে। এরপর বাল্কহেডের পাশে ভ্যান গগের আঁকা 'দ্য রিভার

BanglaBook.org

এট আর্লম' খুলে নিল। মোনের পাশে রেখে দিল। ফ্রেম ছিড়ে ফেলল। তার দাদাজান কোনো চিত্র সমঝদার না হলেও রোজিয়ার যখন তাকে এগুলোর মূল্য বুঝিয়েছে, তখন আর্থিক সম্ভাবনায় খুশিতে নৃত্য করে, উঠেছে বুদ্ধের হৃদয়। এই পুরো সময়ে রহস্যময় মনে করল রোজিয়ারকে তার প্রহরীরা।

প্রতিটি প্যাকিং কেস একেকটি চিত্রকলার সাইজ অনুযায়ী তৈরি হয়েছে। ইন্টারনেট থেকে আর্ট ক্যাটালগ দেখে এদের ডাইমেনশন বের করেছে রোজিয়ার। গগ্যাঁকে তার জন্য নির্ধারিত কেসে ঢুকাল রোজিয়ার আর সন্তুষ্টি নিয়ে দেখল যে দাদাজানের কাঠমিস্ত্রিরা সুন্দর কাজ করেছে। খাপে খাপে বসে গেল ছবিটি। বাকি দুটোও তাদের জন্য তৈরি কেসে অনায়াসে এটে গেল। প্রতিটি কেস আটকে প্রহরীদের নির্দেশ দিল মেইন ডেকে নিয়ে যেতে। রোজিয়ার ফিরে আসতেই খেপে উঠল কামাল।

'এত সময় লাগল কেন আদম? ডিটোনেটরের সময় বাতিল বা পুনরায় সেট করা যাবে না। আমাদেরকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। তারা দ্রুত ডোহতে নেমে গেল আর রোজিয়ার নিচে তদারক করে সামনের হোল্ডে রেখে দিল বাক্স তিনটি। কামাল পূর্ণ গতিতে ডোহ নিয়ে পূর্ব দিকে চালিয়ে দিল। রোজিয়ার চাচার পাশে দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে তাকিয়ে রইল।

'ইস! মেয়েটার মতো করে জলযানটাকেও যদি সঙ্গে নেয়া যেত। আক্ষেপ করে উঠল রোজিয়ার। 'এটার দাম অনেক।'

'একটা আমেরিকান কারাগারে পঞ্চাশ বছর কাটানোর কী মানে হতে পারে?' কামাল জানতে চাইল। 'এটা রাখার মতো বোকামি করলে তোমার ভাগ্যে এমনটাই জুটবে।' নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল। 'আরো সাত মিনিট।' মাত্র একটা বিস্ফোরণ হলো। রাতের আকাশ সূর্যোদয়ের মতো আলোকিত হয়ে উঠল। সেকেন্ডের বিরতিতে ডোহ্‌র ওপর দিয়ে শক ওয়েভ বয়ে গেল। পালে বাড়ি খেয়ে রোজিয়ারের কানের পর্দা মনে হলো ফেটে যাবে। উজ্জ্বলতা হারিয়ে গিয়ে আবারো অন্ধকার হয়ে গেল সবকিছু।

সন্তুষ্টির স্বরে বলে উঠল কামাল, 'দেখি এখন কেমন করে এটিকে খুঁজে পায় অবিশ্বাসীর দল।

'কয়দিন লাগবে রাজ-এল-মান্দেবে পৌঁছাতে?' রোজিয়ার জানতে চাইল।' ছয়দিন তাই না?'

'আরো বেশি।' উত্তর দিল কামাল। আমরা সরাসরি যেতে পারব না। প্রথমে কেনীয় উপকূলে পৌঁছে নিশ্চিত হতে হবে। এরপর অন্যান্য ছোট জাহাজের সাথে মিশে যেতে হবে।

BanglaBook.org

ইংল্যান্ডের ফার্নবোরো রানওয়েতে জমাট বাঁধা তুষারের জন্য ছত্রিশ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। তাই আবু জারা থেকে স্টেটসে পৌঁছাতে হ্যাজেলের প্রায় চারদিন লেগে গেল। কিন্তু এরপরেও হিউস্টনে না যেয়ে সরাসরি ওয়াশিংটন ডিসিতে চলে এলো সে।

লিনকন পার্কের দিকে মুখ করে ইস্ট ক্যাপিটাল স্ট্রিটে পুরোনো ধাচের একটি অ্যাপার্টমেন্ট আছে হেনরি ব্যানকের। যদিও এটা শহরের তেমন স্বাস্থ্যকর অংশ নয়, তবুও সিনেট চলাকালীন ক্ষমতার কাছাকাছি এখানে থাকতেই পছন্দ করতেন তিনি। একই কারণে তার মৃত্যুর পর হ্যাজেল এ অ্যাপার্টমেন্ট রেখে দিলেও পুরো বদলে ফেলেছে এর অভ্যন্তরীণ নকশা। প্রশাসনের ওপর আঘাত করার জন্য এর চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই। পৌঁছানোর পর থেকেই টেক্সাসের সিনেটর রেনল্ডস আর হোয়াইট হাউসের স্টাফদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে সে। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্টের সাথেও ব্যক্তিগতভাবে সংক্ষিপ্ত একটি সাক্ষাৎকার সেরেছে হ্যাজেল। প্রেসিডেন্ট ডলফিন ও কায়লার খোঁজে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কেননা তার ক্যাম্পেইন ফান্ডে ব্যানক অয়েলের অবদান যথেষ্ট। নিজের বামপন্থী দুর্বলতা সত্ত্বেও রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটি উভয় দিকে টাকা ঢালে হ্যাজেল। ফলে ভারসাম্য বজায় থাকে। আর এখন নিজের সব ক্ষমতাকে একত্রিত করে তুলল সে।

এয়ারফোর্সের কর্নেল পিটার রবার্টস কে প্রেসিডেন্টের স্টাফদের পক্ষ থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে হ্যাজেলের লিয়াঁজো অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো এই সংকট মুহূর্তে। এবং হ্যাজেলও স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে সে কঠিন পরিস্থিতি সামলাতে সক্ষম।

ইতিমধ্যে আমেরিকার সামরিক বাহিনীর পর্যবেক্ষক স্যাটেলাইট ডলফিনের শেষ অবস্থানের ওপর দিয়ে দুবার ঘুরে এসেছে। ৪৭.৫ কি.মি ও ৩৯.৮ কি.মি. উচ্চতায় প্রায় ৭০০০ মাইল প্রতি ঘণ্টায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনো স্পষ্ট ঘটনা রেকর্ড করতে পারেনি এটি। এ এলাকায় তিনটি বিশাল কন্টেইনার জাহাজ আর অসংখ্য ছোট জলযান থাকলেও ডলফিনের কোনো পাত্তা নেই।

এর পাশাপাশি আমেরিকান ম্যানিলা বে, মিসাইল ডেস্ট্রয়ার প্রেসিডেন্টের নির্দেশে অ্যাডেন উপসাগর ছেড়ে দক্ষিণে ইয়েমেনি উপকূলের দিকে ঘুরে গেছে। যাই হোক একে প্রায় ১২০০ মাইল পার হতে হবে। এখনো ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি এটি।

BanglaBook.org

কর্নেল রবার্টস জরুরি ভিত্তিতে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকান মেইনল্যান্ডের সব আমেরিকার দূতাবাসে যোগাযোগ শুরু করেছে। প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ব্যবহার করে বন্ধু ও শত্রু সব সরকারের মাঝে তদন্ত শুরু করেছে। কায়লার মেসেজ ছাড়া তার আর ডলফিনের আর কোনো খবর নেই। দিনগুলো বৃথাই পার হয়ে যাচ্ছে আর হ্যাজেল ব্যানক তার সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। ইস্ট ক্যাপিটল স্ট্রিটে তার ডেস্কে ফোন বেজে উঠল। দ্বিতীয়বার রিং বাজার আগেই ছোঁ মেরে তুলে নিল রিসিভার।

'ব্যানক।' 'কে বলছেন?' জানতে চাইলে হ্যাজেল।

'পিটার রবার্টস, মিসেস ব্যানক।' তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে চিৎকার করে উঠল হ্যাজেল।

'সুপ্রভাত, কর্নেল। কোনো খবর আছে আমার জন্য?'

'হ্যাঁ, কয়েকটা খবর আছে।' কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে উৎসাহব্যঞ্জক কিছু খুঁজে পেল না হ্যাজেল।

'ডলফিনকে পাওয়া গেছে?'

হ্যাজেলের প্রশ্ন এড়িয়ে গেল কর্নেল।

'এই লাইনে আমি কথা বলতে চাই না। আমি সরাসরি আপনার সাথে দেখা করতে চাই, মিসেস ব্যানক। এখনি।'

'কতক্ষণ লাগবে এখানে পৌঁছাতে?' হ্যাজেল জানতে চাইল।

'এই সকালবেলা প্রচণ্ড ভিড় বাইরে' কিন্তু বিশ মিনিট বা তার চেয়েও কম সময়ের মাঝে আসছি আমি।' ফোন রেখে লবিতে ফোন দিল হ্যাজেল।

'কর্নেল রবার্টসের ফোন আশা করছি আমি। তোমরা তাকে চেনো। গত কয়েক দিন ধরেই এখানে এসেছেন তিনি। আসার সাথে সাথে ওপরে পাঠিয়ে দেবে তাকে।' তেইশ মিনিট লাগল রবার্টের আসতে আর প্রথম বেলের শব্দেই দরজা খুলে দিল হ্যাজেল।

'আসুন কর্নেল। 'কর্নেলের চেহারা দেখে বুঝতে চাইল হ্যাজেল যে সে কী বলতে চায়। মেক্সিকান মেইডের কাছে কোট দিয়ে হ্যাজেলের পিছু পিছু সিটিং রুমে এলো কর্নেল। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না হ্যাজেল।

'আমার জন্য কী সংবাদ এনেছেন আপনি?'

'আপনি জানেন যে আমেরিকান নেভি ডলফিনের শেষ অবস্থানে একটি ডেস্ট্রয়ার পাঠিয়েছে। কয়েক ঘণ্টা আগে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এটি।'

কর্নেলের হাত চেপে ধরল হ্যাজেল। 'দয়া করে আমাকে সংশয়ে রাখবেন না। তারা কি পেয়েছে?'

BanglaBook.org

অস্বস্তিকরভাবে নিজের ধূসর চুলে হাত বোলালো কর্নেল।

'ভাসমান আবর্জনা ভরা একটি এলাকা।'

শূন্য চোখে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে রইল হ্যাজেল।

'তো?' অবশেষে বলে উঠল হ্যাজেল। 'এতে কী বোঝা যায়? এর সাথে আমার ইয়ট বা কন্যার কী সম্পর্ক?'

'আবর্জনার মাঝে একটি লাইফ জ্যাকেট পাওয়া গেছে। এটা আপনার ইয়ট থেকে এসেছে। জ্যাকেটের গায়ে নাম লেখা ছিল।'

'এতে কিছুই প্রমাণিত হয় না।' বলার পরও কর্নেলের চোখে অনুতাপ দেখতে পেল হ্যাজেল।

'ম্যানিলা বেকে তার জায়গায় ফিরে আসতে বলা হয়েছে।'

'নাহ!' তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠল হ্যাজেল। 'নাহ! আমি এটা বিশ্বাস করি না। তারা অনুসন্ধান বন্ধ করতে পারে না।'

'মিসেস ব্যানক, তারা পুরো এলাকাটি জাহাজ, প্লেন আর স্যাটেলাইটের মাধ্যমে খুঁজে দেখেছে। ডলফিন অনেক বড় একটি জলযান। ওপরে থাকলে এটি দেখতে না পাওয়ার কোনো কারণ নেই।'

'আপনার ধারণা এটি ডুবে গেছে?' হ্যাজেল জানতে চাইল 'আমার মেয়েও তার সাথে ডুবে গেছে? আমার কায়লা মারা গেছে? আপনি এটা বলতে চাইছেন? তাহলে কায়লার মেসেজের কী অর্থ করবেন আপনি যে জাহাজে অদ্ভুত সব মানুষ উঠেছে?'

'পুরোপুরি শ্রদ্ধা রেখে বলতে চাই মিসেস ব্যানক যে আপনিই একমাত্র এই মেসেজ দেখেছেন। আর আমাদের কাছে আছে ভাসমান আবর্জনার প্রমাণ।' ভদ্রভাবে বলে উঠল কর্নেল। 'আমার ধারণা গণমাধ্যমের কাছে আমাদের ঘোষণা করা উচিত যে ডলফিন অদৃশ্য হয়ে গেছে–'

'নাহ!' চিৎকার করে তাকে থামিয়ে দিল হ্যাজেল। এর মানে হবে মেনে নেয়া যে কায়লা মারা গেছে।' জানালার কাছে গিয়ে নিচে পার্কের দিকে তাকাল হ্যাজেল। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল। এরপর আবার কর্নেলের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'আমার মেয়ে এখনো জীবিত আছে।' দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করল হ্যাজেল। 'আমি জানি। একজন মায়ের অনুভূতি এটি। আমার ছোট্ট সোনা বেঁচে আছে।'

'আমরা সবাই এমনটাই আশা করি। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, আশা তত ধূসর হয়ে যাচ্ছে।'

'আমি হারাবো না।'

Banglabook.org

কর্নেলের মুখের ওপর চিৎকার করে উঠল হ্যাজেল। 'তারাও নয়।'

'না, অবশ্যই না। কিন্তু, আমাদের উচিত অন্যান্য সম্ভাবনা খুঁজে দেখা।'

ভীত আর রাগান্বিত স্বরে বলে উঠল হ্যাজেল, ' যেমন?'

'ভারত মহাসাগরের এই অংশে সাগরতলে সিসমিক সক্রিয়তা অত্যন্ত বেশি। সাম্প্রতিক সময়ে অনেক সুনামি রেকর্ড করা হয়েছে–'

আবারো তাকে খারিজ করে দিল হ্যাজেল। 'সামুদ্রিক ঢেউ? আপনার ধারণা সামুদ্রিক ঝড়ের ঢেউয়ে পড়ে তলিয়ে গেছে ডলফিন? আপনার ধারণা আমার মেয়ে ডুবে মারা গেছে?'

'বিশ্বাস করুন, মিসেস ব্যানক, আমরা সবাই আপনার সাথে সমব্যথী ...,

হাত ঝটকা মারল হ্যাজেল, 'আমি আপনার সহানুভূতি চাই না। আমি চাই আপনি আমার মেয়ে'কে খুঁজে বের করুন।'

একাকী হ্যাজেল তার অনিন্দ্য সুন্দর অ্যাপার্টমেন্টের অসাধারণ বেডরুমে বসে তাকিয়ে আছে বাইরে, পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর শহরের দিকে। এমনটা একাকী জীবনে আর কখনো বোধ করেনি সে। নিয়মিতভাবে একাকিত্বের বেদনা বয়ে যাচ্ছে তার ভেতরে। প্রতিবার মনে হচ্ছে নিজের সাথে যুদ্ধ করে স্থির থাকছে সে। পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষটিও তাকে কোনো সাহায্য করতে পারছে না। কেউ নেই। ভাবনার এই মুহূর্তে কেউ নেই। ভাবনার এই মুহূর্তে থেমে গেল হ্যাজেল।

সম্ভবত একটা আশা এখনো আছে। শ্বাসরুদ্ধকর অন্ধকারের মাঝে এক চিলতে আশার আলো দেখতে পেল হ্যাজেল। তার কণ্ঠস্বর মনে পড়ল 'যদি কখনো আমাকে প্রয়োজনে পড়ে, একটা শব্দই যথেষ্ট হবে। অহংকার এসে গলা টিপে ধরতে চাইল তার। হ্যাজেল তাকে বেয়ারা বদমাশ বলে গাল দিয়েছিল আর সে সত্যিই তাই। কঠিন, অপদার্থ বদমাশ।

ঠিক এ ধরনের একজন মানুষ আমার এখন দরকার। নিজেকে বোঝালো হ্যাজেল্ বহু কষ্টে অহংকার সংযত করে টেলিফোনের দিকে পা বাড়ালো সে। হিউস্টনে আগাথাকে ফোন করল।

'আমরা কিছু পেয়েছি, মিসেস ব্যানক?' আগাথা প্রায় মায়ের মতোই ভালোবাসে কায়লাকে।

'হ্যাঁ। তারা ডলফিনের চিহ্ন পেয়েছে।'

'আর কায়লা? কায়লার কোনো সংবাদ?'

BanglaBook.org

'এখনো না কিন্তু শীঘ্রই পাওয়া যাবে।' তাড়াতাড়ি করে পরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল হ্যাজেল,

'ক্রস বো সিকিউরিটিতে হেক্টর ক্রসের কোনো জরুরি নাম্বার আছে?'

'এক সেকেন্ড, মিসেস ব্যানক।' আগাথা প্রায় সাথে সাথে উত্তর দিল, 'এটা তার স্যাট ফোন। চব্বিশ ঘণ্টা যোগাযোগের জন্য... নাম্বার বলে আবারো যোগ করল আগাথা, 'আমাদের সাহস রাখতে হবে মিসেস ব্যানক। কায়লার জন্য আমাদের শক্ত হতে হবে।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি, আগাথা।' আগাথাকে ছেড়ে দিল হ্যাজেল। অনেক দিন ধরে আগাথা রেনল্ডসকে এ কথাটা কেউ বলেনি।

হ্যাজেল জানে এখন আবু জারাতে প্রায় মধ্যরাত। কিন্তু তৃতীয় রিংয়ের সাথে সাথে হেক্টর উত্তর দিল। আর কণ্ঠস্বর একেবারে টগবগে।

'হেক্টর ক্রস।'

'আমার আপনাকে অনেক প্রয়োজন ক্রস। যেমনটা আপনি বলেছিলেন।'

'আমাকে বলুন কী হয়েছে।'

হেক্টর জানতে চাইল।

'সমুদ্রে আমার কন্যাকে নিয়ে আমার ইয়ট অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু সে আমাকে একটি মেসেজ পাঠিয়েছিল যাতে লেখা ছিল যে– জাহাজে বন্দুক হাতে অদ্ভুত মানুষেরা উঠেছে। ওয়াশিংটনের লোকেরা এটিকে অবহেলা করছে। আমি এতটাই হতাশায় ছিলাম যে আমার ফোন থেকে ভুল করে মেসেজটা মুছে ফেলেছি। তাই তাদের কাছে দেখাতেও পারছি না। হতে পারে যে তারা ভাবছে আমি উন্মাদ হয়ে গেছি। এটা আমার কল্পনাপ্রসূত ধারণা।' নিজের কণ্ঠের ফোঁপানি বন্ধ করতে চাইল হ্যাজেল 'তারা জাহাজের আবর্জনা খুঁজে পেয়েছে। এটাই তারা বিশ্বাস করছে। তারা আমাকে বলতে চাইছে যে কায়লা মারা গেছে।'

আমি জানতাম এটা কোনো খারাপ খবর, কিন্তু এতটা খারাপ হবে ভাবিনি। আপন মনে বলল হেক্টর। নিজের কণ্ঠস্বরে যদিও সে রকম কিছু প্রকাশ করল না সে।

'কোথায়?' হেক্টর জানতে চাইল আর হ্যাজেল রমাটের দেয়া অবস্থান পুনরায় আউরে গেল। হেক্টরের কোনো অনুভূতি প্রকাশ পায়নি দেখে হ্যাজেল ভাবল তার কি রেগে যাওয়া উচিত কিনা। হ্যাজেল কি হারিয়েছে তা কি একবারও নরম স্বরে স্বীকার করা যেত না? না, সে একটা কঠিন, অপদার্থ বদমাশ। নিজেকেই স্মরণ করিয়ে দিল হ্যাজেল।

BanglaBook.org

'কখন?' হেক্টর জানতে চাইলে উত্তর দিল হ্যাজেল। হেক্টর চুপ করে গেল আর সহ্য করতে না পেরে হ্যাজেল জানতে চাইল।

'হ্যালো, আপনি কি এখনো শুনছেন?'

'আমি ভাবছি।'

'এখানকার মাথা মোটারা ভাবছে যে ডলফিন সামুদ্রিক ঝড়ে ডুবে গেছে।' হ্যাজেল শান্ত থাকতে পারল না।

'বুলশিট!' হ্যাজেলের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সে তো এটাই শুনতে চেয়েছিল। হেনরি ব্যানক থাকলে ঠিক এমনটাই বলতেন।

'আপনি কেন এটা ভাবছেন?' আশ্বস্ত হতে চাইল হ্যাজেল।

'গভীর পানিতে সামুদ্রিক ঝড় হতে পারে না। স্থলভূমিতে আক্রমণ করলেই সুনামির সৃষ্টি হয়।' এরপর কয়েক মুহূর্তে থেমে থেকে আবারো জানতে চাইল হেক্টর। 'কোনো মুক্তিপণের দাবি আসেনি এখনো?'

'না, কিছুই না। তারা চাইছে যদি কেউ কিছু জানে তাহলে যেন সাহায্য করে, হ্যাজেল শুরু করতেই তাকে থামিয়ে দিল হেক্টর।'

'ঈশ্বরের দোহাই' আমরা তাদেরকে এমনটা করতে দিতে পারি না।' হেক্টরের মুখে 'আমরা' শুনে যারপরনাই খুশি হয়ে উঠল হ্যাজেল, নিশ্চিতভাবে হেক্টর এখন হ্যাজেলের দলে। হেক্টর আবারো নিশ্চুপ হয়ে গেল। বহুকষ্টে ধৈর্য ধরল হ্যাজেল।

'ঠিক আছে। আমি গন্ধ খোঁজার চেষ্টা করছি।'

'আমাকে বলুন!' বুকের মাঝে আশা দুলে উঠল হ্যাজেলের। কিন্তু ধোঁয়াশা উত্তর দিল হেক্টর।

'জারা নাম্বার এইটে পৌঁছাতে আপনার কতক্ষণ লাগবে?'

'খুব বেশি হলে চল্লিশ ঘণ্টা।'

'এখানেই সব ঘটবে। আসুন! আমি চাই ঘটনা ঘটার সময় আপনি এখানে থাকুন।' নির্দেশ দিল হেক্টর।

'কে? কী ঘটনা ঘটাবে? জানতে চাইল হ্যাজেল।

'বন্য পশু।' সংক্ষিপ্ত উত্তর হেক্টরের।

BanglaBook.org

পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা পর সিডি এল রাজিগের এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে হেক্টর। জেট এসে রানওয়ে ছুটল।

জিফাইভ গাল্ফস্টিমের সিঁড়িতে হ্যাজেলকে দেখে বলে উঠল। 'আপনি সময়ের সদ্ব্যবহার করেছেন।'

'আমরা ফার্নবোরোতে মাত্র চল্লিশ মিনিট থেমেছি ফুয়েল ভরার জন্য। আর ইউরোপ ও ভূ-মধ্যসাগরের পঞ্চাশ নট হাওয়া পিছু ধাওয়া করে এসেছে আমাদের।' করমর্দন করল তারা। 'কোনো উন্নতি হয়েছে?'

প্রথম জিনিস যেটা খেয়াল করল হ্যাজেল তা হলো যে হেক্টর শেভ করেছে একটু আগেই। দ্বিতীয় জিনিস যেটি চোখে পড়ল তা হচ্ছে এতে তাকে ভালোই দেখাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ নিজের মাঝে অনুশোচনা এলো যে এমন একটি সময়ে হেক্টরকে কতটা সুদর্শন দেখাচ্ছে তা খেয়াল করছে হ্যাজেল। নিজের কন্যার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হলো এটি।

ধুর, হ্যাজেল! সে কোনোমতেই তোমার স্টাইলের নয়। নিজেকে বোঝালো হ্যাজেল। সে মাত্রই একজন কর্মচারী। আর ঘটনার মোড় ঘটায় তোমার সুইমিং পুল পরিষ্কার করবে কেবল।

'আসুন!' হ্যাজেলের কনুই ধরল হেক্টর। বাধা দিল না বলে নিজের ওপরই অবাক হয়ে গেল হেক্টর। 'আমি আমাদের অভিযানের হেডকোয়ার্টার আট নং থেকে এখানকার টার্মিনালে নিয়ে এসেছি। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের কাছাকাছি।' প্রশাসনিক ভবনে পৌঁছে হ্যাজেলকে জানাল হেক্টর, 'আমি তাদেরকে আপনার জন্য রুম প্রস্তুত করতে বলেছি। এটি মোটামুটি বাসযোগ্য। অন্তত একটি বাথরুম ও এয়ার কন্ডিশনার আছে। ৮ নাম্বার জারাতে ফেলে আসা আপনার সব লাগেজ নিয়ে এসেছি এখানে। এরপর হ্যাজেলকে পাইপলাইনে তেল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয় যে কক্ষ থেকে–সেখানে নিয়ে গেল। এটি বিশাল। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে পরিপূর্ণ। স্টেশন ম্যানেজারের অফিস প্রধান মেঝে থেকে ওপরে আর শব্দ নিরোধক দেয়াল দিয়ে ঘেরা এই নিরাপদ, ব্যক্তিগত অঞ্চলে নিয়ে এলো হ্যাজেলকে। এক কথায় সহকারী তাদেরকে একা রেখে চলে গেল। হেক্টর শূন্য চেয়ার দেখিয়ে দিতে হ্যাজেল বসে পড়ল। ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সে। হেক্টর মেসে খবর পাঠাতেই একজন স্টুয়ার্ড প্রায় তৎক্ষণাৎ মসলিনে ঢাকা ট্রে নিয়ে ঢুকল। হ্যাজেলের সামনের ডেস্কে রাখল হেক্টর ট্রে। আর হ্যাজেল বুঝতে পারল যে ওয়াশিংটন ছাড়ার পর থেকে প্রায় কিছুই খায়নি সে।

'আমি আট নাম্বার থেকে শেফকে নিয়ে এসেছি।' হেক্টর স্টুয়ার্ডকে বিদায় করে জানিয়ে দিল। সুদৃশ্য থালায় সাজানো আছে লাল রঙের উপসাগরীয় স্ন্যাপার আর স্যালাড্।

'আমি জানি আপনি সূর্যাস্তের আগে ওয়াইন পান করেন না।' সান পেলেগ্রিনোর মুখ খুলে হ্যাজেলের গ্লাসে ঢেলে দিল হেক্টর। মাছটি বেশ স্বাদ হয়েছে। কিন্তু হেক্টরের সামনে তার গলাধকরণে সমস্যা হওয়ায় কৌশলে কম্পিউটারের দিকে ফিরে গেল হেক্টর। হ্যাজেল শেষ করতেই সুইভেল চেয়ার ঘুরিয়ে তার মুখোমুখি হলো।

BanglaBook.org

'ঠিক আছে। এই অভিযান চলাকালীন এটি আমাদের সিচুয়েশন রুম। এর বাইরে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আলোচনা না করারই চেষ্টা করব আমরা। এখন আমাকে বলুন আপনি যা জানেন। সব!' হেক্টর নির্দেশ দিল। 'চেষ্টা করবেন কোন ডিটেইল যাতে বাদ না পড়ে। আপনার কাছে তা যতই অ-গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন।' শান্ত কিন্তু স্পষ্টভাবে সব জানাল হ্যাজেল। কথার শেষে তার হাত কাঁপতে লাগল। আর মৃতের মতো বিবর্ণ দেখাল।

'নিজেকে শান্ত করুন, মিসেস ব্যানক। অনেক সময় হয়তো লেগে যাবে। খাবার এবং বিশ্রাম নিয়ে আপনার শক্তি সঞ্চয় করুন। হ্যাজেলের ধৈর্যহীন অবস্থা দেখে হাসল হেক্টর। 'ঠিক আছে। আমি আর কোনো লেকচার দেব না। আপনি অনেক বড় হয়ে গেছেন এখন।'

'আমি যতটুকু জানি আপনাকে বলেছি। আপনি এবার বলুন।'

'পরিষ্কার কোনো কিছু নয়। কিন্তু আপনার কাছ থেকে যতটা শুনেছি বুঝতে পেরেছি আমরা কিসের বিরুদ্ধে লড়ছি।' তাদের ডেস্কের বিপরীতে ম্যাপ প্রোজেকশন সেট করল হেক্টর। কম্পিউটারের বোতাম টিপে, ম্যাপের ওপর বৈদ্যুতিক পয়েন্টার ঘুরাতে লাগল সে।

'চলুন জায়গাটা দেখে আসি। এটা কোনো মতেই কাকতালীয় হতে পারে না যে ডলফিন অদৃশ্য হয়ে গেছে—পশ্চিম পাকিস্তানে একেবারে আল-কায়েদার শক্ত ঘাঁটি দোরগোড়ায়।' হেক্টর মানচিত্রে ভারত মহাসাগরের ওপর থেকে পয়েন্টার নিয়ে এডেন উপসাগরের পূর্ব উপকূলে রাখল।

'ইয়েমেন। পৃথিবীর সবচেয়ে ভীতিকর রাজধানী।' এরপর বাব-এল-মান্দেব থেকে আফ্রিকান মেইনল্যান্ডের অল্প দূরত্বটুকু মেপে দেখল। 'লোহিত সাগর পার হয়ে বা এডেন উপসাগরের তীরে ইয়েমেনের প্রতিবেশী সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া। এখানেই অবস্থিত শয়তানের চক্রভূমি।'

বলে চলল হেক্টর, 'উন্মাদ ইসলামী খুনিরদের বাসভূমি।' এরপর মানচিত্রের নিচে পয়েন্টার এনে দক্ষিণে একটি জায়গায় রাখল হেক্টর।' 'এখানেই আপনার ডলফিন ঠিক তাদের চোয়ালের মাঝে দিয়ে ভাসছিল।' ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত পেছনে নিয়ে জানালার দিকে গেল সে। তাকিয়ে রইল উপসাগরের নীল জলের দিকে। এরপর চরকির মতো পাক খেয়ে মুখোমুখি হলো হ্যাজেলের। 'আর তারা জানত যে সে আসছে।'

'কিভাবে জানতো তারা?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল হ্যাজেল।

'কারণ প্রতিবছর ঠিক একই সময়ে আপনি যাতায়াত করেন, তাই না?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল হ্যাজেল।

'কিন্তু আপনি কিভাবে জানেন?'

BanglaBook.org

'মিসেস ব্যানক, আপনি আমার বস্। এটা আমার কাজের একটি অংশ। যতটা পারা যায় আপনার সম্পর্কে জানা। আপনি কোন স্কুলে গিয়েছেন সেটাও কিন্তু আমি জানি।'

'সত্যি জানেন আপনি?'

হ্যাজেল চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল।

'হার্শেল গার্লস হাই স্কুল ইন কেপটাউন।' নিশ্চিতের আশা না দেখিয়েই বলে চলল হেক্টর, 'প্রতিবছর ডলফিন কেপটাউনে থামে, যেন আপনি আঙুর ক্ষেতের মাঝে মায়ের সাথে দেখা করতে পারেন। আমি যেমন জানি, তেমনি তারাও জানে এটা।'

'একেবারে সঠিক।' অপ্রস্তুত হয়ে উঠল হ্যাজেল।

'সম্ভবত কেপটাউন থেকে তাদের কেউ জাহাজে উঠেছিল।' হেক্টরের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল হ্যাজেল। এ রকম অনিন্দ্য সুন্দর চোখ জোড়াকে কিভাবে আমি ঘৃণা করব; ভাবতে বসল হ্যাজেল। দেয়ালের দিকে মানচিত্রের ওপর মনোযোগ দিল হেক্টর।

'আমি এটা কিভাবে জানি?' হ্যাজেলের দিকে জানতে চাইল হেক্টর।

'হ্যাঁ?' হ্যাজেল তাড়া দিল, 'কিভাবে?'

'কেননা কেপটাউন ছাড়ার পরেই এমনটা ঘটেছে। তারা অ্যামবুশ পেতেছিল। কিন্তু আমোরাস ডলফিন বেশ দ্রুত গতির নৌকা আর মহাসাগর সীমানাহীন। কেউ একজন তাদেরকে ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করেছে। কিন্তু এটা শুধুই অনুমান। আমরা কি চেক করে দেখতে পারি যে কেপটাউনে কোনো নতুন ক্রু উঠেছিল কিনা ইয়টে?' মাথা নাড়ল হ্যাজেল।

'এটা খুব সহজ। ডলফিন, সুইজারল্যান্ডের বেসেলে একটি ব্যক্তিগত কোম্পানির মালিকানাধীন। প্রশাসনিক সব কাজ সেখানে হয়।'

'সব ধরনের নিয়োগ আর বরখাস্তও?'

'হ্যাঁ, এসবসহ।' হেক্টর দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাল। পৃথিবীর সব প্রধান রাজধানীর সময় দেখা যাচ্ছে সেখানে।

'জুরিখে এখন বেলা দুইটা। আপনি সেখানে ফোন করতে পারবেন?'

মাথা নেড়ে নাম্বার ডায়াল করল হ্যাজেল। 'প্লিজ আমাকে হের লুডউইগ গ্রাবারের সাথে কথা বলতে দিন। মিসেস হ্যাজেল ব্যানক বলছি।'

হেক্টর অবাক হয়ে গেল যে, কতটা তাড়াতাড়ি লুডউইগ লাইনে চলে এলো। 'মি. গ্রাবার? আপনি কি আমাকে বলতে পারবেন যে কেপটাউনে ডলফিন কোনো নতুন ক্রু নিয়েছিল কিনা? হ্যাঁ আমি অপেক্ষা করছি।' কিন্তু

BanglaBook.org

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।' ঠিক আছে আপনি স্ক্যান করে আমার ই-মেইলে পাঠিয়ে দিন। ধন্যবাদ, মি. গ্রাবার। আপনার বাবাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন।' ফোন রেখে হেক্টরের দিকে তাকাল হ্যাজেল, 'ডলফিন কেপটাউনে অস্থায়ী তৃতীয় একজন স্টুয়ার্ড নিয়েছিল।'

'তার পেছনে নিশ্চয়ই বেশ ভালো সুপারিশ করা হয়েছে। নচেৎ ইয়টে কাজ পাওয়া সহজ নয়। হেক্টর প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকাতেই হ্যাজেল মাথা নেড়ে সাহস সঞ্চয় করে বলে উঠল। 'সে আমার মেয়ের বন্ধু। কায়লা তার জন্য জামিন হয়েছে।'

'কিন্তু কায়লা কেপটাউন ছেড়ে এখানে আসার আগে আপনাকে এটা জানায়নি। তাই না?' মাথা ঝাঁকিয়ে অন্যদিকে তাকাল হ্যাজেল। হেক্টর এই অবস্থায় তার দিকে তাকাতে চাইছিল না। কেননা হ্যাজেল বেশ বুঝতে পারছে যে তার প্রিয়তমা কন্যা কুমারির চেয়ে বেশি কিছু এখন।

নিজের মাঝে রাগ টের পেল হ্যাজেল। হেক্টর যেন সবজান্তা আর কায়লার বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করার চেষ্টা করছে। হ্যাজেল তাই তার দিকে তাকাতে চাইল না। তার মনে পড়ে গেল যে হেক্টর নিয়ে একবার আলোচনার সময় হেনরি কী বলেছিল, তরুণ হেক্টর খুবই শক্ত জিনিস। প্যান্টের ওপর বসে উড়তে পারে আর হাত ছাড়াই গুলি করতে পারে।'

'বন্ধুটির নাম কী?' ভদ্রভাবে জানতে চাইল হেক্টর। সে জানে যে হ্যাজেল টগবগ করে ফুটছে। নোট প্যাডের দিকে তাকিয়ে আছে হ্যাজেল।

'রোজিয়ার মার্সেল মোরিআর্ড।'

'কোনো এক তরুণ ফরাসি মনে হচ্ছে। পাসপোর্টের কপি পাওয়া যাবে?'

'বেসেল আমার জন্য স্ক্যান করে পাঠাচ্ছে।' পনেরো মিনিট বাদে হ্যাজেলের ল্যাপটপে পৌঁছাল এটি। হেক্টর পড়ে দেখল।

'জন্ম তারিখ, ৩রা অক্টোবর ১৯৭৩। জন্মস্থান ভারত মহাসাগরের রিইউনিয়ন দ্বীপপুঞ্জ। বাসার প্রায় কাছাকাছি তাই না?' ফোন তুলে নিল হেক্টর।

'কাকে ফোন করছেন?'

'প্যারিসের একজন বন্ধু। ফরাসি ইন্টারপোলের প্রধান ইন্সপেক্টর।' গুলির মতো হড়হড় করে ফরাসি ভাষায় কথা বলল হেক্টর। হ্যাজেল প্রায় কিছুই বোঝেনি। নিঃসন্দেহে চেইন অব কমান্ডের দিকে উঠে গেছে হেক্টর। এরপর প্রায় পৌঁছে গেল দিশা পেয়ে। হ্যাজেল কয়েকটি শব্দ বুঝতে পারল।' 'সাহসী!' 'উৎসাহ!' 'চিরস্থায়ী!' হ্যাজেলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। পিয়েরে জ্যাকস্ ঘণ্টাখানেকের মাঝে রোজিয়ারে বার্থ সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেবে। মাঝে মাঝে আমি কম্পিউটার আর ফরাসি মুদ্রার

BanglaBook.org

প্রেমে পড়ে যাই।' প্রথমবারের মতো হ্যাজেলের দিকে তাকিয়ে হাসল হেক্টর। কেমন অদ্ভুতভাবে এ সময় তার মুখের রেখা বদলে কোমল হয়ে গেল।

'চলুন, আমাদের কল্পনার জগতে ফিরে যাই। ডলফিনে এখন তাদের নিজেদের লোক আছে। আর হতে পারে তার কাছে বৈদ্যুতিক কোনো ট্রান্সমিটার সম্ভবত ট্রান্সপন্ডার আছে। এর মাধ্যমে ইয়টের একেবারে সঠিক অবস্থান জানতে পারবে তারা। তাদের অ্যামবুশ নৌকাগুলো জায়গামতো এগিয়ে গেল। কিন্তু তারপর আতঙ্ক! মিসেস ব্যানক, তাদের টার্গেট কেপটাউনে জাহাজ ছেড়ে নেমে গেল। এটা বেশ অপ্রত্যাশিত। আতঙ্ক কেটে গেল। কেননা কায়লা ব্যানক রয়ে গেল জাহাজে। কায়লা ও রোজিয়ার ভালো বন্ধু। কায়লা তাকে বিশ্বাস করে। এটা ঠিক ততটাই ভালো যেন মাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে তারা। পরিকল্পনা এগিয়ে চলল। হ্যাজেল নিজেকে আঁকড়ে ধরে কেঁপে উঠল ভয়ংকরভাবে।

'এটা খুবই ভয়ানক।'

'এটা ভালোর দিকে যাচ্ছে। আশা পাওয়া গেছে।' হেক্টর আশ্বস্ত করল হ্যাজেলকে। 'সবকিছুই পরিকল্পনা মতো হয়েছে। ডলফিন ফাঁদে পা দিয়েছে। রোজিয়ার সাহায্য করেছে জলদস্যুদের জাহাজে উঠতে। খুবই স্মার্ট এই রোজিয়ার। ক্রুদেরকে কাস্টডিতে নিয়ে নেয়া হয়। পর্দাজুড়ে মাত্র একটি বিন্দু। কায়লা ব্যানক সাহসী তরুণী। এ রকম ভয়ংকর পরিস্থিতিতেও মায়ের কাছে মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছে।' হেক্টর থেমে কম্পিউটারের দিকে তাকাল। 'একসকিউজ মি। মনে হচ্ছে আমার মেইল এসেছে।' মেসেজের সাথে আসা অ্যাটাচমেন্ট খুলেই কর্কশ শব্দ করে উঠল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার সামলে নিল নিজেকে।

'এগিয়ে যান। আমি এর সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। কী পেয়েছেন?' জানতে চাইল হ্যাজেল।

'আমাদের জুনিয়র স্টুয়ার্ড রিইউনিয়নে আদম আবদুল টিপ্পো টিপ নামে জন্মগ্রহণ করেছে। ২০০৮ সালে আদম নাম পাল্টে ফ্রান্সের দক্ষিণে অভ্যারজিনে আইনানুযায়ী নাম নিয়েছে রোজিয়ার মার্সেল।' এক মুহূর্ত থেমে পুরো বার্থ সার্টিফিকেট পড়ে নিল হেক্টর।

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল হ্যাজেলের। এই নামের কোনো নির্দিষ্ট অর্থ আছে আপনার কাছে?'

'সে রকম কিছুই না। মাথা নেড়ে স্বীকার করল হেক্টর।' যাই হোক খুশির বিষয় এই যে আপনার কন্যা বেঁচে আছে। এ ব্যাপারে কোনো ভুল নেই।'

'তাহলে কোথায় আছে সে?' অনুনয় করে উঠল হ্যাজেল।

BanglaBook.org

'এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে কায়লার মূল্য অর্থে পরিমাপ সম্ভব নয়। সে আরবিয় নৌকায় বন্দি। তারা তার ক্ষতি করবে না কোনো মতেই।'

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল হ্যাজেল। 'আর ডলফিন?'

'ওহ, তারা একে খারিজ করে দিয়েছে। ডলফিন একটি নির্দিষ্ট টার্গেট। আমেরিকান এয়ারফোর্স। হাওয়া হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মাঝেই তাকে খুঁজে বের করে ফেলত। আমার ধারণা তারা এর তলা খসিয়ে দিয়েছে। হতে পারে সে মাদাগাস্কারের মাসকারিন বেসেনের তলদেশে কয়েক হাজার ফুট পানির নিচে শুয়ে আছে। আমি নিশ্চিত তার জন্য আপনার নিশ্চয়ই জলদস্যু সনদের ওপর ইন্স্যুরেন্স করা আছে।'

'অর্থ এখানে বড় ব্যাপার নয়।' হ্যাজেল জানিয়ে দিল।

'আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় আমি যতটা জানি অর্থ অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। কত অর্থ ইন্স্যুরেন্স করা হয়েছে তার জন্য?'

'একশ বায়ান্ন মিলিয়ন ইউরো। ঈশ্বর! ক্রস, মানুষের অনুভূতি নিয়ে আপনার কোনো উদ্বিগ্নতা নেই?'

'খুবই কম।' স্বীকার করল হেক্টর। এই মুহূর্তে আমার চিন্তা একটাই। আপনার মেয়েকে খুঁজে বের করা। কিন্তু এরই মাঝে সূর্য অস্ত যেতে বসেছে।' দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল হেক্টর। 'আমি আপনাকে একটা ড্রিংক তৈরি করে দিতে চাই। আমাদের দুজনের নার্ভই যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। কিন্তু একে অন্যের সাথে যুদ্ধ করা উচিত হবে না। আরো চমকপ্রদ সব মানুষ পড়ে আছে আমাদের সাথে যুদ্ধ করার আশায়। তাজা লেবুর রসের সাথে ভদকা, তাই না?'

'হ্যাঁ, আপনি, ঠিকই বলেছেন আমি হার্শেল গার্লস স্কুলেই পড়েছি।'

হেক্টর জানে এটি একটি শান্তি প্রস্তাব। লম্বা গ্লাসের মাঝে বরফ কুচির ওপর স্বচ্ছ তরল ঢাললো সে। হাসি দিয়ে ধন্যবাদ জানাল হ্যাজেল। নিজের গ্লাসে স্কচ ঢেলে একে অন্যকে স্যালুট জানাল দুজনে। এরপর উভয়ে চুমুক দিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। হ্যাজেল হেক্টরের মুখমণ্ডল পরীক্ষা করে দেখল।

'আমার স্বামী একবার বলেছিল যে আপনি নাকি প্যান্টের ওপরে বসেও উড়তে পারেন। এটা কি সত্যি, ক্রস?' হ্যাজেল জানতে চাইলে নাকের এক পাশ স্পর্শ করল হেক্টর।

'ভালোই লাগছে। কুঁজো হয়ে থাকার চেয়ে ভালো। সবকিছুই যুক্তিসম্মতভাবে একে অন্যের সাথে মিলে গেছে।

'তাহলে কোথায় গেল আমার মেয়ে? যদি তারা তাকে বন্দিও করে তাহলে মুক্তিপণ চাইছে না কেন? ডলফিন লাপাত্তা হওয়ার পরেও প্রায় দশ দিন কেটে গেছে।'

BanglaBook.org

‘তারা নিজেদের জন্য সময় নিচ্ছে। তাদের জলযান সম্ভবত ধীরগতির আর অন্যদের মতো ডোহ। তারা নিজেদের জলসীমায় পৌঁছে যেতে চাইছে। যেখানে পশ্চিমা বিশ্বের যুদ্ধজাহাজ পৌঁছতে পারবে না। এছাড়াও চাইছে যেন আপনি ভেঙে পড়ে যান।’

‘কত দেরি?’

‘মনে করুন তারা চৌদ্দ নটে যাত্রা করে ইয়েমেন বা সোমালিয়াতে যাবে। তাহলে তারা গন্তব্যে প্রায় পৌঁছে গেছে বলা যায়। খুব বেশি হলে আর দুই থেকে তিন দিন।’

‘আপনি আগেও পান্টল্যান্ডের কথা বলেছেন। আমি এর আগে কখনো এ নাম শুনিনি।’

‘এটি উত্তর পূর্ব সোমালিয়াতে। আফ্রিকার গ্রেট হর্নে ছড়িয়ে আছে। এটি বসবাসের প্রায় অযোগ্য একটি অর্ধ-মরুভূমি, নিউ মেক্সিকোর তিন গুণ বড়, শুষ্ক আর এবড়ো-থেবড়ো। এটা কার্যত বাকি আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন, কেননা পশ্চিমে গ্রেট রিফট উপত্যকায় উঁচু সব পাহাড় আছে। এই কারণে পশ্চিমা বাতাস ও বাধা পেয়ে গড়ানে জায়গায় বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। পান্টল্যান্ডের খাবার বলতে অ্যাকেশিয়া, কাটা গাছের ঝোপ আর ঘাস। যাই হোক দেশটি এডেন উপসাগরের ধারে কৌশলগত অবস্থানে অবস্থিত। লোহিত সাগরের দিকেও অগ্রসর হতে পারে। গৃহযুদ্ধের শেষ সোমালিয়া থেকে আলাদা হয়ে নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে পান্টল্যান্ড। প্রাচীন মিশরীয় ঐতিহাসিক জ্ঞান থেকে পান্ট নামটি বেছে নিয়েছে তারা। এটি বিশ্বাস করা হয় যে রানি হাতসেপসৃত খ্রিস্টের জন্মের পূর্বে ১৫৫০ সালে বিখ্যাত অভিযান করেছিলেন। এখন এর সরকার হলো কাউকে মান্য না করা যুদ্ধবাজ দলনেতারা। নিজেদের মতো করে আইন তৈরি করে নিয়েছে তারা।’

হঠাৎ করে প্রসাঙ্গান্তরে চলে গেল হেক্টর। আপনি কি আপনার রুমে একান্তে ডিনার করবেন? অথবা আমার সাথে মেসে বসবেন? শেফ অসাধারণ জাপানি ওয়াগিভ রিব আই বিফ তৈরি করেছে। মিশেলিন গাইডের সাম্প্রতিক সংস্করণের একশ নম্বর পাতায় খাবার ওয়াইন আর সঙ্গীকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতদিন ধরে ভয়ংকর সব রাত একাকী পার করে এসেছে হ্যাজেল। আর যাই হোক হেক্টর অন্তত বিরক্তিকর নয়। হেসে সায় দিল সে।

খাবার সময় হারিয়ে যাওয়া কন্যা বা ইয়ট সম্পর্কে কোনো কথাই তুলল না হেক্টর। তার পরিবর্তে আবু জারার রাজনৈতিক গঠন, আমিরাতে ব্যানক অয়েলের কার্যক্রম সম্পর্কে বলে গেল। এরপর ঘোড়া আর ঘোড় দৌড় সম্পর্কেও কথা বলল। হেক্টর জানে এ বিষয়ে হ্যাজেলের আগ্রহ রয়েছে।

BanglaBook.org

'আমার বাবা র‍্যাঞ্চে কয়েকটি ঘোড়া রেখেছিলেন।' এ বিষয়ে হেক্টরের অগাধ জ্ঞান দেখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি হেনেছিল হ্যাজেল। ছোট্ট হিসেবে আমি ছিলাম জকি। প্রতি মাসে একবার নাইরোবিতে ঘোড় দৌড় হতো। যদিও তেমন আহামরি কিছু ছিল না। কিন্তু আমরা ব্যাপারটা বেশ গুরুত্ব দিতাম।'

কায়লার চিন্তা সরাতে যথাযথ কাজ দিল হেক্টরের প্রচেষ্টা। আনন্দ সহকারেই হেক্টরের কথা শুনছে হ্যাজেল। ওয়াইন গ্লাস থেকে মাত্র এক ইঞ্চি পরিমাণ পান করেছে সে। দশ বছরের পুরোনো চমৎকার রোমানি কনটি। তার পছন্দ নিয়ে এতটা গবেষণা করেছে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল হ্যাজেল। হেক্টর ওয়াইন বোতল এগিয়ে দিতেই প্রত্যাখ্যান করলে খারাপ দেখায় তাই নিজের গ্লাস ঠেলে দিল হ্যাজেল। কিন্তু এই সময়েই একজন লোক এসে সমব্যস্তভাবে হেক্টরের কানে কানে কিছু বলল। হেক্টরের হাত ছিটকে টেবিল ক্লথের ওপর পড়ে গেল লাল ওয়াইন। হাত ধরে জোর করে দাঁড় করালো হ্যাজেলকে।

'চলুন! প্রায় চিৎকার করে উঠল হেক্টর। হ্যাজেলকে নিয়ে দৌড়ে সিচুয়েশন রুমের দিকে চলল প্যাসেজওয়ে ধরে।

'এসব কী?' হ্যাজেল জানতে চাইল।' কী হচ্ছে এসব?'

'গুহা ছেড়ে বেরিয়েছে পশুটা!' দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে করতে বলল হেক্টর। একটা টিভি স্ক্রিনের সামনে জড়ো হয়েছে চার চারজন লোক। যে মানুষটা তাকে খবর দিয়েছিল সেও আছে এখানে। হেক্টর হ্যাজেলের সাথে উথম্যানের পরিচয় করিয়ে দিল। তার সিনিয়র সহকারী। একজন আরব ও মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও হেক্টর তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে।

'ভালো মানুষদের একজন', উথম্যান সম্পর্কে বলল হেক্টর।

'এটি কোন চ্যানেল উথম্যান?' জানতে চাইল হেক্টর।

'দোহা থেকে আল-জাজিরা সম্প্রচারিত হচ্ছে। বিশ্ব সংবাদের প্রথমেই দেখিয়েছে। আমি শেষটুকু দেখেছি মাত্র। বুলেটিনের শেষে পুরোটা আবার দেখাবে।'

'মিসেস ব্যানকের জন্য একটি চেয়ার নিয়ে আসো।' নির্দেশ দিল হেক্টর। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে তারা দেখল জর্ডানের রাজা ইরান ভ্রমণে গিয়েছেন, বাগদাদে সুইসাইড বোমা বিস্ফোরণ আর মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। এরপর হঠাৎ করেই মসৃণ সাদা একটি ইয়টের ছবি ভেসে উঠল পর্দাজুড়ে। আরবিতে কথা বলছে সংবাদ পাঠক। হেক্টর, হ্যাজেলের জন্য অনুবাদ করে দিল সংবাদটি।

BanglaBook.org

'পশ্চিম ভারতীয় মহাসাগরে একটি ব্যক্তিগত ইয়ট দখল করার দাবি করেছে ইসলামের পুষ্প (Flowers of Islam) নামধারী সৈন্যের দল।

আমোরাস ডলফিন নামের ইয়টটি ১২৫ মিটার লম্বা। জাঁকজমকপূর্ণ এ জলযানকে-ম্যান দ্বীপপুঞ্জের রেজিস্টার্ড হলেও টেক্সাসের হিউস্টনে ব্যানক অয়েলের প্রধান মিসেস হ্যাজেল ব্যানকের সম্পত্তি। মিসেস ব্যানক পৃথিবীর ধনী নারীদের মাঝে অন্যতম। পর্দাজুড়ে ফুটে উঠল হ্যাজেলের ছবি। ডায়মন্ড নেকলেস ও চমৎকার বল-গাউন পরনে। একসময় যেটি বারবারা হুটনের গলায় শোভা পেত। লস অ্যাঞ্জেলসে, ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ফান্ডরেইজিং বল অনুষ্ঠানসহ টেনিস চ্যাম্পিয়ন জন ম্যাকএনরোর সাথে নৃত্যরত হ্যাজেল। সংবাদ পাঠক বলেই চলল আর হেক্টর অনুবাদ করতে লাগল।

'যোদ্ধাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে ইরাকে আমেরিকান সৈন্যদের কৃতকর্মের কারণে সমুদ্রে ইয়টটিকে ফাঁক করে দেয়া হয়েছে। আরোহী আর ক্রুদেরকে তাদের নিরাপত্তায় বন্দি করে নেয়া হয়েছে। মিস কায়লা ব্যানকই হচ্ছে একমাত্র আরোহী। সেও অন্যদের সাথে বন্দি আছে।'

সুইমিং পুল থেকে ভেজা সুইস স্যুট পরনে কায়লার ছবি ভেসে উঠল। হাস্যরত কায়লা পশ্চিমা মিলিয়নারদের বখে যাওয়া তরুণ আর সুবিধাভোগী সন্তানদের মাঝে জনপ্রিয়।

পৃথিবীব্যাপী ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের রোষ আর চেতনাবোধে আঘাত করবে কায়লার পোশাক।

'যোদ্ধারা আমেরিকান সরকারের পক্ষ থেকে ইরাকের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা দাবি করেছে। পাশাপাশি কায়লা ব্যানক ও ক্রুদের জন্য যথাযথ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে মুক্তিপণ হিসেবে।' এরপর কায়রোতে ফুটবল ম্যাচ দেখানো শুরু হতেই উথম্যান টিভি বন্ধ করে দিল।

হ্যাজেলের মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনন্দে। 'ওহ ঈশ্বর! সে বেঁচে আছে। আমার বেবি বেঁচে আছে। আপনি ঠিক বলেছিলেন, ক্রস। সে বেঁচে আছে। যদিও উথম্যান এবং অন্যান্য তিন ক্রস বো সহকারী আচরণে প্রকাশ করেনি। তারপরে কান পেতে সব শুনছিল তারা। হেক্টর ইশারায় তাকে চুপ করতে বলল।

'আমার সাথে আসুন।' নিঃশব্দে হ্যাজেলকে নিয়ে বিল্ডিংয়ের বাইরে এলো হেক্টর। এক ঘণ্টা আগে অস্ত গেছে সূর্য। বালুতটে পৌঁছানোর আগে কেউই কথা বলেনি। ঢেউয়ের সবচেয়ে উঁচু মাথার ওপরে বালুর মাঝে প্রাচীন একটি কাঠের কাঠামো আছে। পাশাপাশি বসল দুজনে। উপসাগরে দুটি বিশাল ট্যাঙ্কার তীর থেকে দূরে নোঙর করে তেলের কার্গো তুলছে। পানিতে প্রতিবিম্ব তৈরি করেছে এগুলোর ফ্লাডলাইটের আলো। এই আলোতে একে অন্যের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে হেক্টর আর হ্যাজেল।

BanglaBook.org

'আমি আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি যেন কেউ আমাদের কথা শুনতে না পায়।'

হেক্টরের কথায় অবাক হয়ে গেল হ্যাজেল।

'তারা সকলে আপনারই লোক। তাদেরকে বিশ্বাস করেন না?'

'ওই চারজনই শুধু পৃথিবীতে আছে যাদের আমি বিশ্বাস করি। যাই হোক শুধু শুধু তাদের বিশ্বস্ততার ওপর বোঝা চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। আমরা কি আলোচনা করছি তাদের তা জানার দরকার নেই।'

'বুঝতে পেরেছি।' মাথা নাড়ল হ্যাজেল।

'যদি সত্যিই বুঝতে পারেন তো ভালো। এখন থেকে যাদের সাথে আমাদের নড়তে হবে তারা হচ্ছে সবচেয়ে নিষ্ঠুর আর পথভ্রষ্ট। মিথ্যা, প্ররোচনা, আয়না আর ধোঁয়ার রাজ্যে নিয়ে যাবে আপনাকে। নিজেকে তারা ইসলামের পুষ্প দাবি করে। নিচু হয়ে বালির ওপরই হাত দিয়ে পায়ের কাছে নকশা আঁকলো হেক্টর। 'এটি ইসলামের ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ।' এরপর পায়ের জুতা দিয়ে এলোমেলো করে দিল নিচের চিত্রকর্ম। 'ঠিক আছে, অনেক হয়েছে। চলুন সামনের পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলি।'

'আমার ধারণা হোয়াইট হাউসে আমার বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করা উচিত। এখন আমরা জানি কায়লা কোথায় আছে। তাকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করবে হোয়াইট হাউস। আলোচনা অথবা শক্তি যেটাই প্রয়োজন ব্যবহার করবে।' হ্যাজেল পরামর্শ দিল।

'প্রথমেই ভুল করছেন আপনি। আমরা তো জানিই না যে কায়লা কোথায় আছে। আমরা জানি কারা তাকে ধরে নিয়েছে, জানি না কোথায়। আর দ্বিতীয় যে ভুল তা হলো আপনার বন্ধুরা যা বলেছেন যেসব করবে না। কেননা প্রথম কথা হলো তারা সন্ত্রাসীদের সাথে আলোচনায় যাবে না। শক্তি ব্যবহারের কথা বললে ইতিমধ্যেই তারা অনেকখানি আঙুল পুড়ে ফেলেছে। মনে আছে তেহরানে আমেরিকার দূতাবাসের কথা আর চলচ্চিত্র ব্ল্যাক হক ডাউন। মোগাদিসুতে হেলিকপ্টার আক্রমণ। তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের। তারা আলোচনাও করবে না। শক্তির ব্যবহার করতে পারবে না আর করবেও না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন এজন্য। মেরিনরা যদি ঝড় তুলে কায়লা ব্যানক শেষ হয়ে যাবে।'

'কিন্তু তাদের কিছু করা উচিত। আমি একজন আমেরিকান নাগরিক; প্রেসিডেন্ট নিজে আমাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।' দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো হ্যাজেলের ভেতর থেকে। ট্যাঙ্কারের দিকে তাকাল হেক্টর। এই হতাশা হ্যাজেলের একান্ত নিজস্ব। তাকে সময় দিল হেক্টর।

BanglaBook.org

'তো তাহলে আমরা কী করব? অবশেষে জানতে চাইল হ্যাজেল।'

'তারা যা আশা করছে তাই করবেন। এক মুহূর্ত আগে যা বললেন সেভাবেই ওয়াশিংটনে বন্ধুদের ওপর চাপ প্রয়োগ করবেন। আমরা পশুর সাথেই এগোবো। অভিনয় করব যে তার সাথে আলোচনা করছি। কিন্তু একই সাথে বুঝতেই পারছেন অন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।'

শূন্যভাবে মাথা নাড়ল হ্যাজেল। 'আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।'

'এমন কোনো প্রস্তাব বা প্রতিজ্ঞা আপনি করতে পারবেন না যাতে তারা খুশি হয়ে কায়লাকে ফিরিয়ে দেয়। এক ডলার দিলে তারা আরো দশ দাবি করবে। তাদের শর্ত মেনে নিলে সম্পূর্ণ নতুন দাবি নিয়ে এগিয়ে আসবে।'

'তাহলে আমরা কী করছি? সময় নষ্ট করছি শুধু।'

'না, মিসেস ব্যানক। আমরা সময় নিচ্ছি, অপচয় করছি না। সময় হয়েছে খুঁজে বের করার যে কায়লাকে তারা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।'

'আপনি এটা পারবেন?'

'আশা তো করছি। মনে হচ্ছে পারব।'

'যদি সফল হন, তারপর? কী হবে যখন খুঁজে পাবেন সে কোথায় আছে?'

'আমি গিয়ে নিয়ে আসবো ওকে।' ঠোঁট বাঁকাল হেক্টর, হাসি ফুটে উঠল চোখে।

'এক মুহূর্ত আগেই তো বললেন-'

'আমি জানি কী বলেছি। কিন্তু আমি এবং মেরিন সৈন্যদের মাঝে পার্থক্য আছে। মেরিনরা এমন কাজ করবে যেন দশ হাজার কসাই কুঠার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু আমি স্কালপেল নিয়ে হার্টের সার্জনের মতো পিছলে পড়ব।'

'করতে পারবেন এমনটা?' জানতে চাইল হ্যাজেল, কাঁধ ঝাঁকাল হেক্টর।

'আমার কাজই এটা। আপনি আমাকে এই কারণেই বেতন দেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা মুক্তিপণের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। এটি আমাকে কাজ করতে সাহায্য করবে।'

'কত সময় লাগবে আমাদের?' হ্যাজেলের উত্তরে আবার কাঁধ ঝাঁকাল হেক্টর।

'এক মাস, ছয় মাস, এক বছর যত দিন লাগে।'

'এক বছর! আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? আমি এটা সহ্য করতে পারব না। একেকটা দিন যায় আর আমি যেন মরে যাচ্ছি। আমার এই অবস্থা হলে আমার ছোট্ট সোনা কী করছে সেখানে? না, আমি এটা কিছুতেই পারব না।'

BanglaBook.org

'এভাবে হাল ছেড়ে দেয়া আপনাকে মানায় না, মিসেস ব্যানক। আপনি এটা করতে পারেন আর যদি সত্যিই মেয়েকে ভালোবাসেন তাহলে তো করবেনই।'

তীর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে থাকতেই শর্ট ওয়েভ রেডিওতে মেসেজ পাঠালো কামাল।

'রিফের দশ মাইলের মাঝে মাছ ঘোরাঘুরি করছে।' তৎক্ষণাৎ বুঝে নেয়া হলো এটি। তারা কামালের অপেক্ষাতেই ছিল। ঘণ্টাখানেকের মাঝে পঁয়ত্রিশ ফুট দ্রুত গতির মোটর নোঙর ছেড়ে ছুটল, ডোহ্‌র উদ্দেশে। দুটো জলযান পাশাপাশি হতেই নাবিকেরা উল্লাসে চিৎকার করে নিজেদের অস্ত্র উঁচিয়ে ধরল ওপরে।

'আল্লাহুর আকবর। আল্লাহ মহান। একটুখানি ডেকের মাঝে উত্তাল নৃত্য শুরু করল সকলে। ফাঁক আরো কমে যেতেই লাফ দিয়ে দুটি নৌকায় নাবিকেরা একে অন্যের সাথে কোলাকুলি শুরু করে দিল। ডেক হাউসের এক কোনায় ময়লা কাপড়ের স্তূপ, যা কিনা তার বিছানা, ভয়ে জড়ো হয়ে বসে চিৎকার শুনতে লাগল। এগারো দিন ধরে তাকে গোসল করতে বা কাপড় পরিবর্তন করতে দেয়া হয়নি। দিনে মাত্র একবার মাত্র এক বোল ভাত আর ভয়ংকর ঝাল মাছের স্ট্র খেতে দেয়া হয়েছে, খাবার পানি ছিল নোনতা আর সুগন্ধিময়। ডায়রিয়া, বমি, সি-সিকনেস আর ফুড পয়জনিংয়ে ভুগছে কায়লা। ডেকে তার পাশেই পড়ে আছে ল্যাট্রিনের জন্য ময়লা বালতি। শুধু জাহাজের পাশে এটি খালি করার প্রয়োজন হলেই তাকে বাইরে মেইন ডেকে যেতে দেয়া হয়। ডেক হাউসের দরজা খুলে গেল। উজ্জ্বল সূর্যের আলো পেছনে নিয়ে এসে দাঁড়াল কামাল।

'উঠে বসো! আসো!' ইংরেজিতে ভারি উচ্চারণে বলে উঠল কামাল। কায়লার মাঝে আর এতটুকুও প্রতিরোধ শক্তি বাকি নেই। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও বেশ দুর্বল সে। টলতে টলতে পাশের কাঠ ধরে দাঁড়াল। তার হাত ধরে দরজা দিয়ে খোলা ডেকে টেনে আনল কামাল। খোলা হাত দিয়ে চোখের ওপর এসে পড়া আলো ঢাকতে চেষ্টা করল কায়লা। কিন্তু সরিয়ে দিল কামাল।

'তাদের তোমার কুৎসিত সাদা চেহারা দেখতে দাও।' কায়লার দিকে তাকিয়ে হাসল কামাল।

মৃতদেহের মতো বিবর্ণ হয়ে রয়েছে সে আর চোখগুলো—একেবারে কোটরের মাঝে ঢুকে গেছে। চুল ঘেমে ভিজে আছে, কাপড়ে লেপ্টে আছে বমি

BanglaBook.org

আর বিষ্ঠা। তার কাছে এগিয়ে এসে লঞ্চের নাবিকেরা ভিড় করে ধর্মীয় স্লোগান দিতে লাগল, চুল আর কাপড় দেখে হাসতে লাগল, নাচতে লাগল। কায়লা আবার মূর্ছা যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছে গেছে। প্রায় পড়েই যেত কিন্তু চারপাশে মানুষের ভিড় তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করেছে।

'প্লিজ! ফিসফিস করে উঠল কায়লা। গাল বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা। প্লিজ আমাকে আর মেরো না। তারা কিছুই বুঝল না। হিড়হিড় করে কায়লাকে টেনে নিয়ে চলল মোটর লঞ্চের দিকে। শুকনো মাছের বস্তার এক নৌকা থেকে আরেক নৌকায় ছুড়ে ফেলল। মেইন কেবিনে রোজিয়ার অপেক্ষা করছিল। এগিয়ে এলো।

'আমি দুঃখিত কায়লা। আমি তাদেরকে রুখতে পারব না। তুমি প্রতিবাদের চেষ্টা করো না। আমি সবটুকু চেষ্টা করব তোমাকে বাঁচানোর। আমাকে সাহায্য করো।'

'ওহ্, রোজিয়ার।' কাতর শব্দ করে উঠল কায়লা। ডোহ্‌তে থাকাকালীন মাঝে মাঝে তাকে দেখলেও কথা বলতে পারেনি। এখন তাকে জড়িয়ে ধরল কায়লা। আঁকড়ে ধরল রোজিয়াকে। দয়ার্দ্র নিশ্চয়তা আর স্নেহের অনুভূতি পেয়ে খুশি হয়ে উঠল কায়লা। এসব আতঙ্কের মাঝে একমাত্র রোজিয়ারকে সে বিশ্বাস করতে পারে। তার মায়ের স্মৃতি আর সব রকমের আরাম আয়েশ আর নিরাপত্তার বোধ ঝাপসা হয়ে গেছে তার মাঝে থেকে। একমাত্র রোজিয়ারই এখন তার ভরসাস্থল। তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর হয়ে পড়ল কায়লা।

'সাহস রাখো, কায়লা। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সব। খুব তাড়াতাড়ি আমরা ডাঙ্গায় পৌঁছে যাবো আর তুমি নিরাপদ হবে। একবার সেখানে পৌঁছে গেলে তোমার দেখভাল করতে পারব আমি।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি রোজিয়ার। অনেক অনেক ভালোবাসি। আমার সাথে তুমি অনেক ভালো আর শক্ত ব্যবহার করেছ। কেবিনের মধ্যে কাঠের বাঙ্কে কায়লাকে নিয়ে গেল সে। কায়লার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রোজিয়ায়। অবশেষে ক্লান্তি এসে ঘুমের দেশে নিয়ে গেল তাকে।

প্রায় দুই ঘণ্টা পর দিগন্তের বুকে কালো রেখার মতো ডাঙ্গা দেখা গেল। আর প্রায় আরো এক ঘণ্টা পর লঞ্চ পৌঁছালো তীরে। গনডঙ্গা বে মেইনল্যান্ড থেকে খানিকটা দূরে অবস্থিত। উপকূলে আঁচড়ে পড়ার বাতাস থেকে অনেকটাই রক্ষা পেয়েছে।

ডেকের ওপর গোলমালের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কায়লার। উঠে বসে দেখল রোজিয়ার চলে গেছে। কেবিনের জানালা দিয়ে সামনে তাকাল। সামনের উপসাগরের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল সে। হাজারো জাহাজ ভিড় করে

BanglaBook.org

আছে এখানে। বিভিন্ন আকারের ও সাইজের জাহাজ আছে উপসাগরের নিরাপদ আস্তানায়। বিচের কাছাকাছি মাছ ধরার ডোহ, আরেকটু গভীর পানিতে আধুনিক নকশার জলযান। এদের কাছাকাছিই আছে, মাঝারি সাইজের একটি অয়েল ট্যাঙ্কার লাল বাদামি মরচে ধরে এর পাশে। নাম বোঝা না গেলেও রেজিস্টেশন বন্দরের নাম মনরোভিয়া। রেইল থেকে ডজনখানেক আরবিয় প্রহরী লঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছে। বাতাসে হাত নাড়ল তারা। কায়লা জানতো না যে এই উপসাগর জলদস্যুদের প্রধান ঘাঁটি আর অয়েল ট্যাঙ্কারটি হাইজ্যাক করার পর থেকে গত বছর যাবৎ এখানে পড়ে আছে। ব্যালাস্ট অবস্থানে রাখা হয়েছে ট্যাঙ্কারটিকে। মূল্যবান তেল নয়, সমুদ্রের পানিতে এর ট্যাঙ্কগুলো ভরে আছে। এর মালিকেরা রোজিয়ারের দাদার দাবি মতো মুক্তিপণ দিতে অসমর্থ বা চায়ও না।

ট্যাঙ্কারের পেছনে নোঙর করে আছে দুটি কন্টেইনার জাহাজ। ছয় মাসের কম সময় হয়েছে যে তারা এখানে এসেছে। ডেকের ওপর স্টিলের কন্টেইনারে কয়েকশ মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের দ্রব্যাদি পড়ে আছে। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি শীঘ্রই তাদের মুক্তির জন্য অর্থ প্রেরণ করবে। কন্টেইনার জাহাজদ্বয়ের মাঝে আরো অসংখ্য জলযান আছে যেগুলোকে গভীর সমুদ্রে ছিনতাই করা হয়েছে। ছোট্ট ইয়ট থেকে শুরু করে লম্বা মাছ ধরার নৌকা আর একটি রেফ্রিজারেটর জাহাজ যার ভেতরে অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা ফ্রোজেন মাটনের কার্গো পচছে। এসব জলযানের প্রহরীরা লঞ্চের দিকে তাকিয়ে উল্লাসে হাত নাড়ল। ইতিমধ্যেই এই লঞ্চের অমূল্য সম্পদের কথা ছড়িয়ে গেছে সবার মাঝে এক আমেরিকান রাজকুমারী, যার পরিবার এই অবিশ্বাসী দেশের সবচেয়ে ধনী। এই নারীর বিনিময়ে শোকার্ত পরিবারের কাছ থেকে যে বিপুল পরিমাণ মুক্তিপণ পাওয়া যাবে, তাতে তাদের প্রত্যেকের অংশ থাকবে।

তীরে, পানির ধার ঘেঁষে গড়ে উঠেছে শহর। সূর্যের তাপে শুকানো মাটি দিয়ে তৈরি ইটের দেয়াল আর খড় বা করোগেটেড টিনের তৈরি ছাদের জঙ্গল। বিভিন্ন লুট করা জাহাজের রং দিয়ে রাঙানো এসব দেয়াল। বালু তীরে পৌঁছানোর পর ক্রুরা লাফিয়ে নেমে কোমরের কাছে রোব ভাঁজ করে বিচের ওপর শূন্যে তুলে নামিয়ে দিল কায়লাকে। একসাথে হাত ধরে রোজিয়ারও নামল। বিচে ছেয়ে আছে সশস্ত্র লোকজন। কিন্তু রোজিয়ারকে তারা বিশেষ বাধা দিল না। কায়লা হাত ধরে পানি যেখানে পৌঁছায় না সেখানে পার্ক করে রাখা ল্যান্ড রোভার আর টয়োটোর দিকে এগিয়ে গেল। প্রথম গাড়ির মাঝে রোজিয়ার কায়লাকে বসিয়ে দিল। তার দুই পাশে উঠল আরো চারজন। তাদের গায়ে থেকে কাঠের ধোঁয়া, বাসি মাটন চর্বি আর হাশিশের গন্ধ আসছে। ঘর্মাক্ত দেহ গিয়ে কায়লাকে ধাক্কা দিচ্ছে আর তাদের অস্ত্র তার পেটে

BanglaBook.org

গুঁতো খাচ্ছে। তাদের একজন কায়লার দিকে তাকিয়ে হাসল। মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরত্ব তাদের মাঝে। লোকটার দাঁতগুলো সব পচা আর কালো; মুখ থেকে গভীর ল্যাট্রিনের মতো গন্ধ বেরোচ্ছে। ড্রাইভারের সিটে উঠে বসল রোজিয়ার। এবড়ো-থেবড়ো রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল গাড়ি। ধুলার মধ্য দিয়ে অনুসরণ করল বাকি ল্যান্ড রোভারগুলো। কায়লা তার পাশের মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে হাত দিয়ে নাক মুখ ঢেকে বসে রইল।

'তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো রোজিয়ার?' ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠল কায়লা। রোজিয়ার তার দিকে ফিরে তাকাতেই সংকীর্ণ রাস্তায় ঝাঁকি খেয়ে উঠল ল্যান্ড রোভার। 'তুমি এখন আমার দুনিয়ায় চলে এসেছো। এই মিথ্যা নামে আর ডাকবে না আমাকে। আমার আসল নাম আদম।'

'সে আদম টিপ্পো টিপ!' কায়লার প্রহরী বলে উঠল,

'ধুত্তোরি শালা', গর্তের মাঝে পড়ে গাড়ি ঝাঁকি খাওয়ায় স্টিলের ছাদে মাথা ধুঁকে গেল সকলের।

'তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ রোজিয়ার?' অনুনয় করে উঠল কায়লা।

'এটা আমার নাম নয়।'

'প্লিজ ক্ষমা করে দাও। আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আদম?'

'আমার দাদা বাড়িতে।'

'কত দূর?'

'তিন অথবা চার ঘণ্টা।' ফিরে উত্তর দিল রোজিয়ার। 'এখন প্রশ্ন করা বন্ধ করো।'

মাত্র একবার থামল তারা। বৃক্ষহীন গরম সমভূমিতে রয়েছে তারা। মাটিতে শুধু লাল কাঁকড়া আর এই একঘেয়েমির মাঝে রাস্তাটুকুই দেখার আছে। পুরোনো ওয়াইনের বোতল থেকে কয়েক ঢোক গরম জল খেতে দিল রোজিয়ার কায়লাকে। খোলা মাঠেই নিজেদের খালি করল মানুষগুলো। কিন্তু কায়লা একই কাজ করতে ল্যান্ড রোভারের পিছনে গেলে তার প্রহরীরাও গেল পিছু পিছু। কায়লা ভ্রূক্ষেপ করল না। তার দিকে রাইফেল তাক করে উৎসাহে তাকিয়ে রইল দর্শকের। আবার সকলে চড়ে বসতেই যাত্রা শুরু হলো। টগবগ করে ফুটে ওঠা উত্তপ্তের মাঝে দেখা গেল নীল পাহাড়ের সারি। কাছাকাছি যেতেই এবড়ো থেবড়ো পাহাড়ের পাদদেশে উজ্জ্বল সবুজ বাগান দেখতে পেল কায়লা। তাল আর কমলা গাছ চারপাশে। জলের নালার পাশে চাষ করা হয়েছে তরমুজ আর ভুট্টা ক্ষেত। মরুদ্যানের গভীর কুয়া থেকে চামড়ার

BanglaBook.org

বালতিতে করে জল তুলছে, এমন উটের বহরের পাশ কাটিয়ে এলো তারা। এই জল গিয়ে পড়ছে জলের নালায়। ‘কী সুন্দর চারপাশ! এই জায়গার নাম কী?’ গত এক ঘণ্টায় প্রথম কথা বলল কায়লা।

‘আমরা একে মরুদ্যানের আশ্চর্য বলি, উত্তর দিল আদম।’ নবীজির ভ্রাতা, চিরকাল ধরে প্রশংসিত হন তিনি। বন্য পথে ভ্রমণের সময় এখানে নিদ্রা যান আর সকাল বেলা ঘুম ভেঙে ওঠে দেখতে পান যে মাটির বুক চিরে বের হয়ে আসছে মিষ্টি জল যেখানে তিনি শুয়েছিলেন।

‘এটাই তোমার দাদা বাড়ি?’ ‘এর ওপরে।’ গাড়ির জানালা দিয়ে হাত তুলে দেখাল আদম। মাথা উঠিয়ে পাহাড়ের ওপর তাকাল কায়লা। চূড়ার মুখে বেশ কয়েকটি পাথুরে বিল্ডিং। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়টির মাথায় গম্বুজ আকৃতির ছাদ আর মসজিদের মিনার। এর পাশেই ঢালু পর্যন্ত নেমে গেছে নকশাবিহীন বিশাল দালান। আপাতদৃষ্টিতে উদ্দেশ্যবিহীন মনে হচ্ছে। আদম এটি দেখিয়ে বলল, ‘এটি আমার দাদাজানের প্রাসাদ। তিন শ বছর ধরে এখানে আমাদের পরিবার বাস করছে।’

‘আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রাসাদ নয়, দুর্গ।’

‘উভয়ই!’ উত্তর দিয়ে ল্যান্ড রোভার পার্ক করল আদম। সাদা রোব পরা ভৃত্যের দল দৌড়ে এলো তাদের কাছে। ঝুড়ি ভর্তি ভেজা কাপড় এগিয়ে দিল ভ্রমণকারীদের দিকে আর কমলার রস ভর্তি কলসি। আদম এক গ্লাসে কমলার রস ভরে কায়লার দিকে এগিয়ে দিল। কৃতজ্ঞ চিত্তে কমলার রস পান করল কায়লা। এত তাড়াতাড়ি খেল যে বিষম উঠল। এরপর তার হাত ধরে পাথুরে আর খাড়া রাস্তা দিয়ে ওপরে নিয়ে চলল আদম। দুবার হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ে বিশ্রাম নিল কায়লা। কিন্তু আদমের পীড়াপীড়িতে আবারো উঠে দাঁড়িয়ে ওপরে উঠতে লাগল। কোনো বাধা দেয়ার ক্ষমতা নেই তার। হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে একটা মাত্র বিষয়ই মাথায় রাখল কায়লা, আদম যেন রেগে না যায়। দেহের প্রতিটি অংশ ব্যথা হয়ে গেল। পা বেয়ে শিরদাড়ায় পৌঁছে গেল ব্যথা। মায়ের মুখ মনে করতে চেষ্টা করল। কিন্তু ঝাপসা হতে হতে মুছেই গেল ছবিটা। তৃতীয়বারের মতো পড়ে যেতেই আদম তার দুইজন ভৃত্যকে আদেশ দিল পরবর্তী এক শ মিটার তাকে বহন করে নিতে। অবশেষে প্রাসাদের পাশের দেয়ালে কারুকার্য করা দরজার কাছে পৌঁছালো তারা।

এরপর মাথায় ঘোমটা দেয়া ইসলামিক কালো কাপড়ে শরীর ঢেকে রাখা চারজন গৃহপরিচারিকার হাতে তুলে দেয়া হলো কায়লাকে।

মহিলারা প্যাসেজ আর অন্ধকার সব কক্ষ পার হয়ে হারেমে প্রবেশ করল। নারী আর শিশুদের ভিড় ঘিরে ধরল কায়লাকে। হেসে, কাপড় ধরে টান দিয়ে তার চুল ধরতে চাইল তারা। তাদের অনেকেই সোনালি রঙের চুল আগে

BanglaBook.org

আর কখনো দেখেইনি। চমকক্বত হয়ে গেল তারা। খোলা আকাশের নিচে ছোট্ট এক উঠানে নিয়ে গেল কায়লাকে এ ভিড়ের দল।

মাঝখানে দাঁড় করিয়ে কায়লার নোংরা কাপড় খুলতে লাগল গৃহপরিচারিকারা। আশপাশে সবাই ভিড় করল তার সাদা চামড়া দেখতে। বাধা দিতে চাইল কায়লা। তাদের একজন তার পেটের নিচে সোনালি চুলের গুচ্ছ থেকে একটা টান দিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতেই ঘুষি চালাল কায়লা। কয়েলের মতো পেঁচিয়ে গেলে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল বাকিরা।

কায়লার মাথা আর ঘাড়ের ওপর মাটির কলসিতে করে ঠাণ্ডা কূপের জল ঢাললো পরিচারিকারা। তাদের একজন নীল রঙের কার্বলিক সাবান এগিয়ে দিতেই মাথার তালু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঘসল কায়লা। চুল থেকে ময়লা-আর্বজনা পড়ে চোখ জ্বালা করে উঠলেও শেষতক গোসল করতে পেরেই খুশি হয়ে উঠল কায়লা। নিজেকে শুকিয়ে নিতেই ভৃত্যেরা তাদের মতোই আকারহীন কালো রোব এগিয়ে দিল কায়লাকে। বড় হাতা কব্জি পর্যন্ত ঢেকে দিল আর স্কার্ট মাটিতে গড়াতে লাগল। নিজেদের মাঝে বলাবলি করে তারা কায়লাকে বোঝাতে লাগল কেমন করে লম্বা কালো স্কার্ফটি দিয়ে মাথা ঢেকে নিতে হবে। যেন তার চুল আর চেহারা ঢেকে গিয়ে শুধু চোখ দুটো বেরিয়ে থাকে। পায়ে ছাগলের চামড়ার জুতো পরিয়ে দেয়া হলো কায়লা'কে।

এই অদ্ভুত বেশ ধারণ করে কেমন একটা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বোধ করল কায়লা। ডলফিন ছাড়ার পর এই প্রথম। স্কার্ফ দিয়ে মুখ আর চেহারা ঢেকে যেন আশপাশের ভয় আর আতঙ্ক থেকে রক্ষা পেতে চাইল সে। তারা কায়লাকে বিশ্রামের সুযোগ না দিয়েই বিল্ডিংয়ের ভেতরে টেনে নিয়ে গেল। যতই তারা এগোতে লাগল রুমগুলো হয়ে উঠল বড় আর রঙিন। কার্পেটে মোড়া, কুশনের স্তূপ পড়ে আছে মেঝেতে, দেয়ালে সুদৃশ্য টাইলস। কোরআনের বাণী আরবি হরফে লেখা আছে টাইলসে।

একজোড়া বন্ধ দরজার কাছে এসে থেমে গেল প্যাসেজ। দুজন পাহারাদার হাতে একে-৪৭ রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভৃত্যেরা কায়লাকে সেখানে রেখে চলে গেল। প্রহরীরা দরজা খুলে কায়লাকে ইশারা করল ভেতরে প্রবেশ করতে। একটু থেমে চারপাশ দ্রুত দেখে নিল কায়লা। বুঝতে পারল এটি মসজিদের অংশ। টাইলস করা মেঝেতে তাকিয়ার ওপর সারি বেঁধে বসে আছে রোব পরা মানুষেরা। হলের শেষ মাথায় তাকিয়ে আছে সকলে। সারির মাঝখানে বসে আসে আদম। কায়লার দিকে ফিরে তাকিয়ে কাছে যেতে ইশারা করল আদম। হাঁটু গেঁড়ে তার পাশে বসল কায়লা।

'আদম!' কথা বলতে চাইল কায়লা, কিন্তু আদমই তাকে থামিয়ে দিল।

চুপ করো। পাঁচ কদম এগিয়ে যাও আর মঞ্চের সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসো। চুপচাপ অপেক্ষা করো সেখানে। মঞ্চের পেছনের দরজা দিয়ে আমার দাদাজান

BanglaBook.org

এলে টাইলসে কপাল ঠেকিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করবে। যখন কথা বলার হবে তখনই শুধু কথা বলবে। কোনো সময়ই তার চেহারার দিকে তাকাবে না। তিনি একজন ক্ষমতাশালী প্রভু ও নবীজির বংশধর। পুরো শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে তার প্রতি। এখন যাও! যেভাবে আমি বলেছি সে রকমটাই করবে! সামনে এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসল কায়লা। অপেক্ষা করতে করতে পেছনে মানুষদের ছোট ছোট শব্দ শুনতে পেল কায়লা; একজন কাশল আরেকজন জায়গা ছেড়ে নড়ে বসল। এরপর তার সামনের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল আর ওপরের দিকে তাকাল কায়লা। কিন্তু চিৎকার করে নির্দেশ দিল আদম, থামিয়ে দিল তাকে। 'নিচে!'

মেঝেতে কপাল রাখল কায়লা আর তাই তার চারপাশে কী ঘটছে দেখতে পেল না। দরজা পুরো খুলে গেল আর দীর্ঘ ঋজু দেহ প্রবেশ করল ভেতরে। কোনো বৃদ্ধ মানুষের আচরণ ছিল না তার মাঝে, নবীজি যাঁর দাড়ি ছিল লাল, তাঁর মতো হেনা দিয়ে রঙ করেছে দাড়িতে আদমের দাদাজান। মুখে বিস্তর বলি রেখা, আই ব্রো সাদা আর ঘন। মাথায় কারুকার্যমণ্ডিত পাগড়ি, সোনালি রঙের গাউন পরা। টাইসে গড়াগড়ি খাচ্ছে স্কার্ট। এর ওপরে ওয়েস্টকোট নেমে এসেছে হাঁটু পর্যন্ত। স্বর্ণ আর রৌপ্যের তারের জালি দিয়ে নিপুণ কাজ করা হয়েছে এতে। পাদুকাতে স্বর্ণের তার দিয়ে সূক্ষ্ম কারুকাজ করা আছে। নিজের ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে ডান হাতে ধরে রেখেছে হিপ্পোহাইড চাবুক, এর হ্যান্ডেল স্বর্ণনির্মিত। সামনের সারির দিকে তাকিয়ে আদমকে ডেকে উঠল বৃদ্ধ।

'এসো', দাদাজানকে সম্ভাষণ জানাও। আমার পুত্রের পুত্র! নির্দেশ দিল বৃদ্ধ, তড়াক করে লাফিয়ে উঠল আদম। বৃদ্ধের সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে তার ডান পা তুলে নিয়ে দাদাজানের রত্নখচিত পাদুকা নিজের মাথায় ছোঁয়াল আদম।

'আমার সামনে দাঁড়াও', আমার দৌহিত্র। তোমার মুখ দেখতে দাও। তোমাকে বুকে নিতে দাও। আদমকে দাঁড় করিয়ে চোখের দিকে তাকাল বৃদ্ধ। 'আমার এবং আমার ছেলের মাধ্যমে নবীজির রক্ত বইছে তোমার শিরায়। যত দিন যাচ্ছে তোমার ভেতরটা ততই ভালো আর শক্ত হচ্ছে', আপ্লুত হয়ে উঠল আদম। তার দাদাজান হাজি শেখ মোহাম্মদ খান টিপ্পো টিপ আল্লাহর মহান যোদ্ধাদের অন্যতম। হাজি এবং শেখ পদবি দুটোর অর্থ তিনি মক্কাতে তীর্থযাত্রা করেছেন আর মহান একটি দলের নেতা। পাঁচ প্রজন্ম ধরে পরিবারের প্রথম পুত্র টিপ্পো টিপ উপাধি পেয়ে আসছে। তাদের প্রত্যেকেই বীরযোদ্ধা, হাতি-শিকারি। কথিত আছে, আফ্রিকা থেকে মিলিয়নখানেক দাস এনে উপকূলে নিজেদের ব্যবসায় লাগিয়েছে তারা। মৃত হাতি যেগুলো তাদের হাতে

BanglaBook.org

নিহত হয়েছে তার সংখ্যা অসংখ্য, বৃষ্টির সময় আফ্রিকার আকাশ যে পতঙ্গে ছেয়ে যায় তার চেয়েও বেশি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিপ্পো টিপের জাহাজে করে ডোহসমূহ মহাসাগরে আইভরি এবং দাস বহন করে আসছে। আফ্রিকা থেকে অ্যারাবিয়া, ইন্ডিয়া, চীন পর্যন্ত।

আল্লাহ শয়তানের পূজারী অবিশ্বাসীদের অভিশাপ দিন, ইংরেজ এবং আমেরিকানদের, যারা মানুষ শিকার আর হাতি হত্যাকে বন্ধ করেছে। আমার পুরো পরিবারকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আপন মনে ভাবল আদম। কিন্তু চাকা ঘুরে গেছে। যেমন করে সূর্য অস্ত যায় পরের দিন পূর্ণ গৌরবে উদিত হওয়ার জন্য। আমার পরিবারও ক্ষমতা ফিরে পাবে। মানুষ আবারো আমাদেরকে ভয় পাবে আরো একজন যখন অবিশ্বাসীদের নাগরিক আর জাহাজসমূহ কব্জা করব। এই মুহূর্তে গনডাঙ্গা উপসাগর হাইজ্যাক করা জাহাজ নোঙর করে আছে। আর শত শত বন্দি দাস বাজারে মুক্তিপণের জন্য পথ চেয়ে আছে। এখন সে তার শ্রদ্ধেয় দাদাজানকে এনে দিয়েছে অমূল্য হীরে। এতটা মূল্যবান পুরস্কার এই পরিবার আগে কখনোই পায়নি আর। এর মাধ্যমেই পূর্বপুরুষদের মতোই ভয়ংকর মানুষ শিকারি হয়ে উঠেছে আদম। আদম ও দাদা একে অন্যের সাথে কোলাকুলি শেষ করল। শেখ খান এরপর তার সামনে নতজানু হয়ে থাকা নারীর দিকে দৃষ্টি দিল।

'এই মেয়ে'কে বলো উঠে বসতে, দাদা'র নির্দেশে আস্তে করে কায়লাকে ডাকল আদম।

'উঠে দাঁড়াও! আমার দাদাজান তোমাকে দেখতে চায়!' কায়লা উঠে দাঁড়াল।

'মুখের কাপড় সরাতে বলো, আমি তার চেহারা দেখতে চাই।' শেখ খান আদেশ দিল। আদম বলতেই কায়লা মাথা আর মুখের ওপর থেকে কাপড় সরিলে নিল। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল কায়লা। বৃদ্ধ তার চিবুক ধরে মাথা উঠিয়ে তার চেহারা দেখতে লাগল। কেমন আচরণ করতে হয় জানা না থাকায় কায়লা সরাসরি বৃদ্ধের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। অন্য কোনো পুরুষ হলে এই হাসি দেখে আপ্লুত হয়ে উঠতো। শেখ খান পিছিয়ে গিয়ে হিপ্পো-হাইড চাবুক দিয়ে সজোরে মারল কায়লার মুখে। আঘাত পেয়ে কেঁপে উঠল কায়লা।

'অবিশ্বাসী বেশ্যা!' চিৎকার করে বলে উঠল বৃদ্ধ, কতবড় সাহস শয়তানের মতো চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে আমার চোখে চোখে। এই শয়তানি জাদু আমাকে কাবু করতে পারবে না।' কায়লা দুহাত দিতে মুখের ওপর লাল হয়ে থাকা চাবুকের দাগ ঢেকে ক্ষমা ভিক্ষা চাইল।

'আমি দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি প্রতিবাদ করতে চাইনি।' কিন্তু শেখ খান অপর দিকে ফিরে আদমকে নির্দেশ দেয়া শুরু করল।

BanglaBook.org

আমার গৃহে নিয়ে আসো তাকে। দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল বৃদ্ধ আর আদম, কায়লার বাহু ধরে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যেত লাগল তার পিছু পিছু।

'বোকা কোথাকার, হিসহিস করে উঠল আদম, আমি সাবধান করেছিলাম।'

দরজার বাইরের কক্ষে একটি ভয়ানক নাট্যমঞ্চ সংগঠিত হতে যাচ্ছে। পেছনের দেয়ালে বিশাল একটি পতাকা সাঁটা আছে। একেবারে মাঝখানে প্রধান চিহ্ন হিসেবে আছে সবুজ মাঠের মাঝে একে-৪৭ অটোমেটিক রাইফেল। এর ওপরে আরবি হরফে লেখা আছে 'ইসলামের পুষ্প, অবিশ্বাসীদের মৃত্যু। আল্লাহর সব শত্রুদের মৃত্যু। ঈশ্বর মহান।'

পতাকার মাঝে কাঠের একটি তেপায়া রয়েছে। স্টুলের উভয় পাশে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে। কালো কাপড়ের আড়ালে মাথা ঢেকে আছে তাদের। শুধু চোখ দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকের হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল আর তাদের মুখোশের ফলে শয়তানের প্রতিমূর্তি ফুটে উঠেছে।

আদম কায়লাকে নিয়ে স্টুলের ওপর বসিয়ে দিল। ফটোগ্রাফার অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। ট্রাইপডের ওপর ক্যামেরা রেখে ফোকাস করল ফটোগ্রাফার। একজন সহকারী এনে রোল করা কাগজ ধরিয়ে দিল আদমের হাতে। আদম এটি নিয়ে কায়লার হাতে দিল।

এটা ধরো যেন আমরা তারিখ পড়তে পারি। আদম বলল কী এটা?

এটা আজকের হেরাল্ড ট্রিবিউন সংবাদপত্রের ফ্রন্ট পেজ। ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে। এটা দেখানোর মাধ্যমে বোঝা যাবে যে তোমার ছবি কবে তোলা হয়েছে। পিছিয়ে গিয়ে স্টুলের উভয় পাশে দাঁড়ানোদের দিকে তাকিয়ে চোখ ইশারা করল আদম। যুদ্ধের মতো করে হাত মুষ্টিবদ্ধ করল তারা। আদম ক্যামেরাম্যানের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়াল। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠল। হতাশা নিয়ে ক্যামেরার লেন্সের দিকে তাকিয়ে রইল কায়লা।

সিডি এল রাজিগ টার্মিনালের সিচুয়েশন রুমের ডেস্কের চারপাশে জড়ো হয়েছে হেক্টর ও তার প্রধান চার সহকারী। তুমুল আলোচনা চলছে। একপাশে বসে আছে হ্যাজেল ব্যানক। তাদের কথাবার্তা বোঝার চেষ্টা করতে চাইলেও সফল হতে পারছেন না তিনি। কেননা বেশির ভাগই হচ্ছে আরবিতে। হাল ছেড়ে দিয়ে হেক্টরের বাছাই করা লোকদের দেখতে লাগলেন মনোযোগ দিয়ে। এরা কায়লাকে উদ্ধার করার জন্য পদক্ষেপ নেবে। চরিত্র এবং সামর্থ্য বিচার করার ক্ষেত্রে নিজের ওপর আস্থা আছে তার। সবাইকে নিয়ে হেক্টরের সাথে

BanglaBook.org

আলোচনা করার পরই অবশেষে হ্যাজেল একমত হয়েছে যে হেক্টর সঠিক লোকদেরকেই বেছে নিয়েছে।

দুজন ইউরোপীয়, প্রথমজন হলো ডেভিড ইমবিস। বয়সে তরুণ, সতেজ চেহারা আর হৃষ্টপুষ্ট। যাই হোক এগুলো চর্বি নয়, পেশি। হেক্টর তার পরিচয় দিয়েছে আমেরিকার পদাতিক বাহিনীর প্রাক্তন ক্যাপ্টেন হিসেবে। হেক্টরের নেতৃত্বে বিগ্রেডের দ্বিতীয় লিয়াজো অফিসার হিসেবে আফগানিস্তানের দায়িত্ব পালন করেছে সে। এরপর সেনাবাহিনী ছেড়েছে একটি ব্রোঞ্জ তারকা আর কয়েকটি আঘাতের চিহ্ন নিয়ে। হেক্টর হ্যাজেলকে জানায় যে যুদ্ধ থেকে ক্যালির্ফোনিয়ার গৃহে পৌছে ডেভিড দেখতে পায় তার স্ত্রী, সন্তান নিয়ে কলেজের পরিচিত এক কমলা চাষির কাছে চলে গেছে। ডেভিডের বালকসুলভ চাহনির পেছনে লুকিয়ে আছে কঠিন, উজ্জ্বল এক ত্রাণকর্তা। সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কম্পিউটার ও ইলেকটনিকসের ওপর দক্ষতা লাভ করেছে সে। হেক্টর এর যথেষ্ট মূল্য দেয়।

হেক্টরের ডান পাশে ডেস্কের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে প্যাডি ও'কুইন। হেক্টরের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট আর এসএএস-তে হেক্টরের অধীনে কাজ করেছিল লম্বা, হালকা, পেশিবহুল দেহে রাগ চলে দ্রুত, তার চেয়েও দ্রুত চলে ব্রেইন। নিজের সৈনিক ক্যারিয়ারের ইতি ঘটে ছোট্ট এক অবিবেচনার জন্য। যুদ্ধক্ষেত্রে এক জুনিয়র অফিসারের মুখে আঘাত করে চোয়াল ভেঙে দিয়েছিল সে।

'এই শালা একটা বদমাশ' ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে জানায় প্যাডি, নিজের গাধামির খাতিতে হাফ প্ল্যাটুন সৈন্যের আরেকটু হলে মেরেই ফেলছিল, আবার আমার সাথে তর্ক করতে আসে। হেক্টরকে জানায় প্যাডি। এত দিনে থাকলে সিনিয়র অফিসার হয়ে যেত প্যাডি। যাই হোক সেনাবাহিনীর ক্ষতি হলেও হেক্টর আর ক্রসবোর লাভ হয়েছে এতে। ডেস্কে হেক্টরের দিকে তাকিয়ে থাকা বাকি দুজন মানুষ আরবিয়। এটা হ্যাজেলকে বেশ অবাক করেছে। হেক্টর ক্রস তো জাতিবিদ্বেষী, তাই না?

হ্যাজেল প্রশ্ন তুলতেই এ ব্যাপারে হেক্টর উত্তর দিয়েছে, 'আমি ভয়ংকর কোনো যুদ্ধে অন্য যে কারো চেয়ে তাদের দুজনকে চাইব আমাকে কাভার দিতে। তাদের জাতির জন্য যোদ্ধাদের মতোই শক্ত যোদ্ধা আরা দুজন আর নরকের মতো ধূর্ত। অবশ্যই তারা দুর্বৃত্তের মতোই কথা বলে, আচরণ করে। কিন্তু কেউ একজন একবার বলেছিল, শিয়াল ধরতে শিয়ালকে কাজে লাগাও। একত্রে আমরা একটি ভালো দল; অবস্থা কঠিন হয়ে পড়লে আমি যীশুখ্রিস্টকে ডাকি—তারা আল্লাহকে। এভাবেই আমাদের সমস্যা দূর হয়।'

ইরাকে হেক্টরের ইউনিটে তারিক হাকামের কাজ ছিল তার দোভাষী আর স্থানীয় গাইড হিসেবে কাজ করা। প্রথম দিনে একসাথে অ্যামবুশের মাসে যুদ্ধ

BanglaBook.org

করে আর বেঁচে ফিরেই একে অন্যের বন্ধুতে পরিণত হয়েছে তারা। রাস্তার পাশে পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরণের দিনটিতেও হেক্টরের পাশে ছিল সে। হেক্টর যখন তিনজন আরবিয় সন্ত্রাসীকে বোমা রেখে সুইসাইড ডিভাইস চালু করার সময় ধরে ফেলে, তারিক তখন হেক্টরকে কাভার করে একজন শত্রুকে ফেলে দেয়। হেক্টর কমিশনে ইস্তফা দিলে তারিক তার কাছে এসে বলে, 'আপনি আমার পিতা—আপনি যেখানে যাবেন—আমিও সেখানে যাব।'

এই ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। একমত হলো হেক্টর, 'আমি নিশ্চিত জানি না কোথায় যাচ্ছি, কিন্তু ব্যাগ গুছিয়ে আসো আমার সঙ্গে।'

ডেস্কের ওপাশ থেকে অন্য যে আরবিয় তাকিয়ে আছে হেক্টরের দিকে—সে উথম্যান ওয়াদ্দা। 'উথম্যান হচ্ছে উথম্যান।' হ্যাজেলকে বলেছিল হেক্টর। 'তার জায়গা নেয়ার মতো কেউ নেই। নিজের মতোই বিশ্বাস করি তাকে আমি।'

এই চারজনের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে হেক্টরের সংক্ষিপ্ত ভাষণ মনে পড়তেই হেসে ফেলল হ্যাজেল। প্রথমে একে পুরোপুরি অতিশোয়ক্তি ভেবেছিল হ্যাজেল। কিন্তু এখন সিচুয়েশন রুমের ডেস্কের চারপাশে তাদেরকে তর্ক করতে দেখে নিজের মত পরিবর্তনের চিন্তা করল সে।

আমরা অল্প, অল্পেই খুশি! ভাবল আর অবাক ব্যাপার হেক্টরের ওপর নির্ভর হলো হ্যাজেল। এ রকম কঠিন বন্ধনের কোনো দলের সাথে যুক্ত হওয়া সত্যিই আনন্দের। ভ্রাতাদের বাহুবন্ধনে বাস করা, যাদেরকে তুমি সারা জীবন বিশ্বাস করতে পারবে। কখনোই একাকিত্ব বোধ করবে না। কয়েক বছর হয়ে গেল হেনরি চলে গেছে। ভিড়ের মাঝে থেকেও একাকিত্ব তার সবসময়কার সঙ্গী ছিল এতদিন।

হ্যাজেলের ল্যাপটপে শব্দ হলো, মেসেজ এসেছে। নিশ্চয় আগাথা। হ্যাজেল দ্রুত চোখ বুলাল। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে পর্দার দিকে তাকিয়ে রইল—তারপর শ্বাসরুদ্ধকরভাবে কেঁদে ফেলল।

'ওহ ঈশ্বর! এটা হতে পারে না!'

'কী হয়েছে?' হেক্টর জানতে চাইল।

'কায়লা আমাকে মেসেজ পাঠিয়েছে।'

'খুলবেন না! এটা কায়লা নয়।' হেক্টর চিৎকার করে উঠল। কিন্তু ডেস্কের অপর পাশে থাকায় বাধা দেওয়ার সময় পেল না। হ্যাজেলের আঙুল উড়ে চলল ল্যাপটপের কি-বোর্ডের ওপর। অ্যাটাচমেন্টের সংকেত বেজে উঠল। ডাউনলোডে চাপ দিয়ে তাকিয়ে রইল হ্যাজেল। মুখ থেকে রক্ত সরে গিয়েছে। মনে হলো কিছু বলার জন্য মুখ খুলল কিন্তু ছোট্ট আর্তনাদ মেশানো কান্না বের

BanglaBook.org

হয়ে এলো। হেক্টরের মনে হলো হ্যাজেল হয়তো পড়ে যাবে। চেয়ারের ওপর কেঁপে উঠল হ্যাজেল। কাঁধ ধরে তাকে ঝাঁকি দিল হেক্টর।

'কী হয়েছে? শান্ত হোন! ঈশ্বরের দোহাই কী হয়েছে?' মুখ বন্ধ করে হেক্টরের দিকে এমন ভাবে তাকাল হ্যাজেল যেন তাকে আর কখনো দেখেইনি। এরপর চেয়ারে সোজা হয়ে লম্বা করে শ্বাস নিয়ে নিজেকে ঠিক করতে চাইল হ্যাজেল। তার পরেও কথা বলতে পারছে না সে। হেক্টরের হাতে ধরিয়ে দিল ল্যাপটপ। পর্দার ছবির দিকে তাকাল হেক্টর। সুন্দরী শ্বেত চামড়ার তরুণী মুসলিম পোশাক পরে বসে আছে। শুধু চুল আর চেহারা দেখা যাচ্ছে। সুশ্রী মেয়েটার দৃষ্টিতে ভয় আর দিশেহারা ভাব। হাতে একটি সংবাদপত্র ধরে রাখা যেন তারিখ বলতে পারে। মেয়েটার উভয় পাশে মুখোশধারী সশস্ত্র লোক। পেছনের দেয়ালে কালো আরবি হরফে ধর্মীয় বার্তা লেখা আছে।

'এটা কি সে? জানতে চাইল হেক্টর। উত্তর না পেয়ে আলতো করে ধাক্কা দিল হ্যাজেলকে।'

'এটা কী কায়লা?'

নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফিসফিসিয়ে উত্তর দিল হ্যাজেল, 'হ্যাঁ, এটা কায়লা, আমার ছোট্ট সোনা।' কেঁপে উঠল সে। 'কেন সে আমাকে এই ভয়ংকর ছবি পাঠিয়েছে।'

তীক্ষ্মকণ্ঠে উত্তর দিল হেক্টর। 'এটা সে পাঠায়নি। তার দখলদারেরা পাঠিয়েছে। আমাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। আপনাকে প্রশান্ত করার জন্য এই ছবি, কিন্তু যাই হোক শেষমেশ আলোচনার পথ প্রস্তুত করছে তারা।'

'কিন্তু এটি কায়লার মোবাইল ফোন থেকে এসেছে।'

'হয়তো তারা কায়লার কাছ থেকে নিয়েছে। অন্তত ফোন থেকে সিম কার্ড খুলে নিয়েছে।' হ্যাজেলের দিকে তাকাল হেক্টর। 'আমার কথা শুনুন। এতে ভালোই হয়েছে। আমরা এখন নিশ্চিতভাবে জানি যে তিন দিন আগেও কায়লা বেঁচে ছিল। তার হাতে ধরা সংবাদপত্রে এই তারিখ দেয়া আছে।' মাথা নাড়ল হ্যাজেল। এখন তার দখলকারীদের সাথে সরাসরি কথা বলা যাবে। আমরা এমনকি নেটওয়ার্ক ট্রেস করে কোথা থেকে এ মেসেজ এসেছে তা বের করে ফেলতে পারব। তাদের সাথে আলোচনা করতে পারব। ডেভিড ইমবিসের দিকে ল্যাপটপ এগিয়ে দিল হেক্টর। আমাদেরকে জানাও ডেভ্ যে এই ট্রান্সমিশন সম্পর্কে কী পেয়েছো তুমি। আমরা কি এটা কোন দেশ থেকে এসেছে জানতে পারব?'

'অবশ্যই, হেক্।' ল্যাপটপ পরীক্ষা করে জানাল ডেভিড। হয়তো সময় লাগবে, কিন্তু কোর্ট অর্ডার পেলে কোম্পানি আমাদেরকে বলতে বাধ্য হবে

BanglaBook.org

তাদের কোন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এটা এসেছে। হেক্টরকে কম্পিউটার ফিরিয়ে দিল ডেভিড। কিন্তু এতে সময়ের অপচয় হবে।

'কিভাবে, ডেভ্?'

'ছবিটি তোলা হয়েছে তিন দিন আগে। মনে করুন এটা কায়রোতে তোলা হলো। তাহলেও প্রচুর সময় পাওয়া যাবে সিম কার্ডটি অন্য কোথাও কুরিয়ার করার। যেমন ধরুন রোম। আমাদের কাছে মেসেজ পাঠিয়ে আবার সিম তার যথাস্থানে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

শিট! হেক্টর জানাল। বস্তুত তাই। ডেভিডও একমত হলো। আমরা যদি এ ধরনের লোকদের সাথে যোগাযোগ চালাতে থাকি দেখবেন তারা প্রতিবার নতুন কোনো দেশ থেকে মেসেজ পাঠাবে। আজ ইতালি তো পরের সপ্তাহে ভেনিজুয়েলা। হেক্টর ভাবল ব্যাপারটা নিয়ে। তারপর হ্যাজেলের দিকে ফিরে তাকাল।

কায়লার ব্ল্যাকবেরি অ্যাকাউন্টে কত টাকা ছিল, আপনার কোনো ধারণা আছে? পশুটা আমাদের সাথে পেরে উঠবে না যদি এটা শুকিয়ে যায়। এটা তাদের জন্য অনেক বিপজ্জনক হবে। কয়েকটা ডলারের অভাবে এটা থেমে যাক, আমরা চাই না।

'কেপটাউনে থাকাকালীন কায়লার অ্যাকাউন্টে আমি দু'হাজার ডলার রেখেছি।'

'এই অর্থে এক বছর কথা বলা যাবে।' হেক্টর মন্তব্য করল। এই নারী কোনো কাজ অর্ধেক রাখে না। আপন মনে হাসল হেক্টর।

নিজেকে বাঁচাতে হ্যাজেল জানাল, 'আমি চাইনি যে কায়লা আমাকে ফোন না করার কোনো অজুহাত দিক।

অসাধারণ! সুতরাং আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে তারা এই নাম্বারটিই ব্যবহার করবে। হ্যাজেলকে জানাল হেক্টর। এখন আপনার উচিত তাদেরকে উত্তর দেয়া। যাতে তারা নিশ্চিত হয় যে আমরা তাদের কথা শুনছি। এটি এখনি করুন, মিসেস ব্যানক, প্লিজ। মাথা নেড়ে মেসেজ টাইপ করতে লাগল হ্যাজেল। শেষ করে হেক্টরের দিকে বাড়িয়ে দিল পড়তে।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের পরবর্তী মেসেজের অপেক্ষায় আছি। এর মাঝে দয়া করে তাকে আঘাত করবেন না।

'নাহ! চিৎকার করে উঠল হেক্টর। সম্ভাষণ বাদ দিন। তারা ভদ্রমহোদয় নয় আর এতে উদ্দেশ্য সফল হবে না। এরপরে তাকে আঘাত না করার অনুনয়ও বাদ দিন। শুধু কাজের কথা লিখুন। আমি অপেক্ষা করছি। এই-ই হবে। মাথা নেড়ে সংশোধন করল হ্যাজেল। হেক্টরকে আবারো দেখাল।

BanglaBook.org

'ভালো। এবার এটা পাঠিয়ে দিন।' হ্যাজেলকে উত্তর দিয়ে নিজের লোকদের দিকে তাকাল হেক্টর। 'সবাই যাও।' প্লিজ। এখন থেকে এটা শুধু 'যতটুকু প্রয়োজন জানা, ভিত্তিতে হবে।' তারা বুঝল। যদি তাদের কেউ ধরা হবে, আঘাত পায় তাহলেও যা জানে না তা বলতে পারবে না। রুম থেকে বের হয়ে গেল একে একে।

'তারিক, উথম্যান, একটু দাঁড়াও প্লিজ।' আবার দুজন নিজেদের চেয়ারে ফিরে এলো। হ্যাজেল আর অপেক্ষা করতে পারল না।

'ক্রস, চিৎকার করে উঠল সে, আর কিছু করার নেই আমাদের? ওহ্ ঈশ্বর কিভাবে আমরা খুঁজে পাবো যে তাকে কোথায় রেখেছে?'

'গত এক ঘণ্টা ধরে আমরা এ বিষয়েই আলোচনা করেছি।' হেক্টর মনে করিয়ে দিল। 'পশুটার যদি কোনো দুর্বলতা থেকে থাকে তা হলো কথা বলা, নিজের বিজয় নিয়ে গর্ব করা।'

মাথা নাড়ল হ্যাজেল, 'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'যদি আপনি জানেন যে কোথায় শুনতে পারেন তাহলে হয়তো কান পাতলে এর সুর ধরতে পারবেন। 'আপনি কি জানেন কোথায় শুনতে পাবে?'

'না, কিন্তু উথম্যান বা তারিক বলতে পারবে।' উত্তর দিল হেক্টর। আমি তাকে কাভার দিয়ে পাঠাচ্ছি। তারা যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছে সেখানে ফেরত পাঠাচ্ছি তাদের। সেখানকার স্থানীয় লিঙ্কের সহায়তার তারা উৎস খুঁজে বের করবে। তারিক যাবে পান্টল্যান্ডে, উথম্যান ইরাকে। গন্ধ পাওয়ার আগ পর্যন্ত চারপাশ শুঁকে বেড়াবে তারা। যদি তারা কায়লাকে অন্য কোথাও রেখে থাকে তাহলেও এই দুজন তা ঠিক বের করে ফেলবে।'

'এটা তো তাদের জন্য অনেক ভয়ের হবে। তারা সম্পূর্ণভাবে একাকী হয়ে যাবে। আপনি তাদের নিরাপত্তা দিতে পারবেন না।'

'আপনি বিষয়টিকে বুঝতে পারেননি মিসেস ব্যানক। তারা হয়তো অনেক কঠিন সমস্যায় পড়বে, কিন্তু তাদেরকে মারা এত সহজ নয়। তারা এর চেয়েও কঠিন পরিস্থিতিতে বেঁচে ফিরে এসেছে।' হ্যাজেল আবার দুজনের দিকে তাকাল।

'আমি আপনাদের কখনোই যথাযথ ধন্যবাদ দিতে পারব না। আমার মেয়ের জন্য নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছেন। খুব সাহসী, সাহসী আপনারা।'

'বেশি প্রশংসা নয়।' হেক্টর বাধা দিল। তারা ইতিমধ্যেই নিজেদের গুরুত্ব বুঝে গেছে। পরবর্তী যে জিনিসটি তারা করবে তা হলো বেতন বৃদ্ধি বা এ রকমই ভয়াবহ কিছু। হ্যাজেল বাদে বাকিরা হেসে উঠল। টেনশন কমে গেল খানিকটা।

BanglaBook.org

'তারা নির্দিষ্ট কিছু খুঁজে পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা এখানেই বল খেলবো। একই সাথে সম্ভাব্য সব প্রস্তুতি নিয়ে রাখব যেন জানার সাথে সাথে কায়লাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা যায়।'

সিডি-এল-রাজ্জিগয়ের এয়ারস্ট্রিপ থেকে আবু-জারার রাজধানী অ্যাশ আলমান পর্যন্ত প্রতিদিন জারা এয়ারলাইনসের কোস্টার এফ ২৭ ফ্রেন্ডশিপ টুইন টার্বোজেট চলাচল করে। পরের দিন সকালে তারিক ও উথম্যান নিঃশব্দে তেলখনিতে কাজ করা শ্রমিকদের সাথে মিশে ছোট্ট এয়ারলাইন চেক-ইন অঞ্চলে পৌঁছে গেল। চিরাচরিত কাপড় পরে চেহারা অর্ধেক ঢেকে রেখে ভিড়ের মাঝে সহজেই মিশে গেল তারা। রাজধানীতে পৌঁছে আলাদা হয়ে গেল। তারিক সোমালিয়ার মোগাদিসুর উদ্দেশে প্লেনে উঠল। এক ঘণ্টা পর উথম্যান বাগদাদের ফ্লাইটে চড়ে বসল। চেহারাবিহীন আরবিয়দের মাঝে হাওয়া হয়ে গেল তারা।

পরের দিন সকালে হেক্টর হ্যাজেলকে খুঁজে বের করল ছোট্ট কোম্পানি মেসে নাশতা করা অবস্থায়। হ্যাজেলের সামনে দাঁড়িয়ে দেখল মাত্র এক বোল সিরিয়াল ও এক কাপ ব্ল্যাক কফি নিয়ে বসেছে সে। এই কারণেই শরীরের এমন আকার, মনে মনে ভাবল হেক্টর।

'সুপ্রভাত মিসেস ব্যানক, আশা করি ঘুম ভালো হয়েছে।'

'হালকা রসিকতা করার চেষ্টা করছেন হেক্টর ক্রস। অবশ্যই আমার ভালো ঘুম হয়নি।'

'আজকের দিনটি বেশ বড় হবে। এখনো হয়তো কিছু হয়নি। আমি আমার কিছু ছেলেকে প্যারাসুট প্র্যাকটিসের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। তাদের কেউ কেউ গত এক বছরে একবারও জাম্প করেনি। তাদের ঘষা-মাজার দরকার আছে।'

'আমার জন্য একটা স্যুট হবে?' হাজেল জানতে চাইলে চোখ পিটপিট করে উঠল হেক্টর ভাবল হ্যাজেল হয়তো নিজের দুঃখ ভুলতে তাদের উড্ডয়ন দেখতে চাইছে। স্বপ্নেও ভাবেনি যে হ্যাজেল তাদের সাথে যোগ দিতে চায়। অবাক হয়ে গেল এই নারীর অভিজ্ঞতা দেখে।

'আগে কখনো আকাশে উড়েছেন?' কৌশলে জানতে চাইল হেক্টর।

আমার স্বামী এটি ভালোবাসত। আর আমাকেও টেনে নিত সাথে। নরওয়ের ট্রোলসট্রিজেনে একত্রে বেশ বেসজাম্প করেছি আমরা।' হেক্টর কথা বলতে ভুলে গেল।

BanglaBook.org

এটিই নিশ্চয়ই রাস্তার শেষ মাথা। ভেবে দেখল হেক্টর। কোন পর্বতের ওপর থেকে দুই হাজার ফুট নিচে ঝাঁপিয়ে পড়েনি তারা।

ওহ! আপনিও উঁচু পর্বতের খাড়ি থেকে কখনো জাম্প করেছেন? উৎসাহী হয়ে উঠল হ্যাজেল।

'আমি সাহসী, পাগল নই, মাথা নাড়ল হেক্টর। মিসেস ব্যানক আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি আর সম্মানিত বোধ করব যদি এই সকালে আমাদের সাথে জাম্প করেন।'

হেক্টর তার ১৫ জন শ্রেষ্ঠ লোককে এক জায়গায় জড়ো করল। এদের মাঝে ডেভ্ ইমবিস ও প্যাডি ও'কুইনও আছে। হেলিকপ্টার থেকে তিনবার জাম্প করল তারা। প্রথমটি ১০,০০০ ফুট, আর শেষ দুটি ৪০০ ফুট নিঁচু থেকে। যেন শুধু প্যারাসূটের জন্য প্রয়োজনীয় বাতাস থাকে। এই কৌশল কাজে লাগিয়ে নিচু থেকে গুলি করতে শত্রুর নিশানা এড়াতে পারবে তারা। তৃতীয় জাম্পের সবাই হ্যাজেলের শ্রদ্ধা আদায় করে নিল। এমনকি প্যাডি ও'কুইনের প্রতি শ্রদ্ধা লুকাতে পারল না সে।

বালিয়াড়ির পাশে বসে হ্যাম আর চিজ স্যান্ডউইচ সাথে কফি খেল সকলে। এরপর হেক্টর পুরাতন একটি ট্রাকের টায়ার গড়িয়ে ফেলে দিল বালিয়াড়ির মাথা থেকে আর বাকিরা এর গায়ে লাগানো প্রাকটিস বোর্ডে শ্যুটিং প্র্যাকটিস করল বেরেটা এসসি ৭০/৯০ অটোমেটিক অ্যাসল্ট রাইফেল দিয়ে। সবার শেষে হ্যাজেল গুলি করল। হেক্টরের অস্ত্র নিয়ে লোডিং আর ব্যালান্স দেখে নিল স্বাচ্ছন্দ্য ভঙ্গিতে। তারপর ফায়ারিং মার্কের ওপর দাঁড়িয়ে টার্গেটে লাগাল অভিজাতভাবে। বাতাসে শিষ কেটে মসৃণভাবে বের হয়ে গেল বুলেট। টায়ারের বাইরে যেন ১২ বোর শ্যুটার গুলি করেছে। ডেভ্ গিয়ে বালিয়াড়ির নিচ থেকে টায়ার নিয়ে এলো। চারপাশে সবাই জড়ো হয়ে এসে দেখল কার্ড বোর্ডের টার্গেটি ফুটো করে বেরিয়ে গেছে বুলেট। কেউই তেমন কিছু বলল না।

'আমরা এত অবাক হচ্ছি কেন?' হেক্টর গভীর চিন্তা করে বলে উঠল। তিনি একজন বিশ্বসেরা অ্যাথলেট। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কঠিন আর চিতা বাঘের মতোই দৃষ্টি আর গতি। এরপর হ্যাজেলকে বলে উঠল 'মিসেস ব্যানক, আমার মনে হচ্ছে আপনার স্বামী শ্যুট করতে পছন্দ করত আর আপনাকেও সাথে নিয়ে যেত। তাই না?' সবার মাঝে হাসি সংক্রামিত হলো। একটু পরে হ্যাজেলও এতে যোগ দিল। কায়লাকে হারানোর পর থেকে এই প্রথম সে হাসল। হালকা হয়ে গেল হ্যাজেল। মনে হলো যে হৃদয়ের গহিন থেকে কোনো একটা দুঃখের বোঝা খানিকটা কমে গেল।

হাসি না থামতেই হেক্টর হাততালি দিয়ে বলে উঠল। 'দেখো ছেলেমেয়েরা টার্মিনাল মাত্র সাত মাইল দূরে। যে শেষে পৌঁছাবে সবাইকে ড্রিংক করাবে।'

BanglaBook.org

বালু মাটিতে ঝড় উঠল। টার্মিনালের কাটাতারের বেড়া আবৃত গেইটের মধ্যে দিয়ে তারা যখন ঢুকছে, হেক্টর তখন হ্যাজেল থেকে মাত্র কয়েক কদম দূরে। শক্তিশালী আর মসৃণভাবে দৌড়ালেও হেক্টর দেখতে পেল তার স্কার্টের পেছনটা ঘামে ভিজে গেছে। হেসে ফেলল হেক্টর। আজ রাতে ম্যাডাম, ঘুমাতে কোনো সমস্যাই বোধ করবে না। নিশ্চিন্ত হলো হেক্টর।

উথম্যান বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেল। তার সামনে বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি আকাশ ছুটলো। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল যে এটি একটি গাড়ি বোমা। তাড়াতাড়ি দৌড় লাগাল উথম্যান। এই জায়গার আশেপাশেই তার ভাইয়ের বাসা। কোণাতে বাঁক নিয়েই সংকীর্ণ গলির দিকে তাকাল। এমনকি উথম্যানের মতো অভিজ্ঞ লোকের জন্য অবস্থাটা হয়ে দাঁড়াল ভয়াবহ। একজন তার দিকে দৌড়ে এলো বুকের মাঝে রক্ত মাখা একটি শিশুর দেহ নিয়ে। শূন্য চোখে লোকটা এমনকি উথম্যানকেও দেখতে পেল না। সামনে তিনটি বিল্ডিং পুরো ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ভলস হাউসের মতো ভেতরের রুমগুলো দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ওপর পড়ে আছে আসবাবপত্র। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কালো, দুমড়ানো-মোচড়ানো বহনকারী গাড়িটি।

ধোঁয়া ওঠা ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল উথম্যান। 'তুমি কোনো শহীদ নও।' ড্রাইভারের শরীর থেকেও বের হচ্ছে ধোঁয়া। 'তুমি শিয়া হত্যাকারী!' এরপর রাস্তার শেষ মাথায় তার ভাই আলীর বাসা নজরে পড়ল। এটা অক্ষতই আছে। আলীর স্ত্রী এসে দাঁড়াল দরজায়। দুই ছেলেমেয়েকে জড়িয়ে ধরে কান্নারত ভদ্রমহিলাকে দেখে বলে উঠল উথম্যান, 'আলী কোথায়?'

'সে হোটেলে কাজ করতে গেছে।' 'সব ছেলেমেয়ে সুস্থ আছে?'

মাথা নাড়ল অশ্রুসিক্ত আলীর স্ত্রী।

'আল্লাহর নাম প্রশংসিত হোক!' আনন্দে কেঁদে ফেলল উথম্যান। ঘরের ভিতর গেল ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে।

উথম্যানের নিজের স্ত্রী আর তিন ছেলেমেয়ে এতটা ভাগ্যবান ছিল না। তিন বছর আগে ছেলেদেরকে নিয়ে বাজারে গিয়েছিল লায়লা আর তাদের ত্রিশ কদমের মাঝে বিস্ফোরিত হয় বোমা। এখন ভাবীর কোল থেকে ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে নিজের কোলে লোফালুফি খেলল উথম্যান। মনে পড়ে গেল নিজের ছেলের ছোট্ট দেহটার কথা। চোখ ভরে গেল জলে। তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল যেন কেউ দেখতে না পায়।

BanglaBook.org

এক ঘণ্টা পরই কাজ থেকে ফিরে এলো আলী। বোমা বিস্ফোরণের জন্য হোটেলের মালিক তাকে আগেই আসার অনুমতি দিয়েছে। পুরো পরিবারকে নিরাপদ আর উথম্যানকে দেখতে পেয়ে আবেগতাড়িত হয়ে উঠল আলী। পরের দিন তার সাথে জরুরি আলোচনা করার সুযোগ পেল উথম্যান। শুরু করার জন্য উথম্যান আমেরিকান ইয়ট হাইজ্যাক আর ব্যানক অয়েলের উত্তরাধিকারীর কথা উঠালো।

'এটার মতো উত্তেজনাকর খবর অনেক বছর পাইনি আমরা' তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল আলী। সারা মুসলিম বিশ্ব একযোগ হয়ে উঠেছে যখন কমরেডরা আল-জাজিরাতে এ ঘোষণা দিয়েছে। কতটা পরিশ্রম আর মনোযোগ প্রয়োজন হয়েছে এ রকম অভিযান সফল করার জন্য। নিউইয়র্ক শহরের ওপর আক্রমণের পর এটাই সবচেয়ে বড় বিজয় আমাদের। আমেরিকানরা এবার কাঁপতে শুরু করবে। তাদের গরিমা আরো একটা ভয়াবহ ধাক্কা খেয়েছে।' আলী উল্লাসে স্বীকার করল। রোজকার কাজে তার পরিচয় বিমানবন্দর হোটেলের ফ্লোর ম্যানেজার। কিন্তু আদতে সুন্নি যোদ্ধাদের কো-অর্ডিনেটর আলী শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদে কাজ করছে। উভয় ভাইয়ের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে বাসার বাইরে যে ভয়ানক বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে তার প্রধান টার্গেট ছিল আলী। শিয়ারা ওর বিরুদ্ধে প্রতিশোধবশত এমন ধ্বংসকাণ্ড ঘটিয়েছে।

'আমি নিশ্চিত নেতা কোনো বিশাল মুক্তিপণ দাবি করবে আমেরিকার রাজকুমারীর বিনিময়ে।' সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে উঠল আলী। 'আগামী দশ বছর বা এরও বেশি সময়ের জন্য আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ চালানোর জন্য যথেষ্ট হবে।'

'এর জন্য আমাদের কোন সংগঠন দায়ী তবে?' উথম্যান জানতে চাইল আল-জাজিরায় শোনার আগে তো ইসলামের পুষ্প নামে কোনো সংগঠনের নাম শুনিনি আগে।'

'ভাই, আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন। যদিও আপনি শতবারের ওপর বিশ্বস্ত তা প্রমাণ করেছেন, তারপরও বলছি আমি এর উত্তর দিতে পারব না। যদিও আমি উত্তরা জানি না।' আলী দ্বিধা করে উঠল। কিন্তু শীঘ্রই হয়তো কারো দেখা পাবেন।'

'ব্যানক অয়েলের সাথে আমাদের যোগাযোগ?' উথম্যান হেসে ফেলল। কিন্তু আলী না-বোধকভাবে মাথা নাড়ল। যথেষ্ট, এর বেশি আমি আর কিছু বলতে পারব না। তাহলো আমি কালই আবু জারাতে ফিরে যাই—

'নাহ!' আলী থামিয়ে দিল। 'আল্লাহই আপনাকে নিয়ে এসেছে আজ। আমার সাথে অন্তত আরো একটা মাস থাকুন। ইনশাল্লাহ! আপনাকে জানানোর মতো কিছু পেয়ে যাব।'

মাথা নাড়ল উথম্যান। 'মাশাল্লাহ! আমি থাকব ভাই'

'আমার দলে স্বাগতম, ভাই।'

BanglaBook.org

পাহাড়ের ওপরে মরুদ্যানের আশ্চর্য প্রাসাদের ভেতর বসে আরো দল লোক ছোট্ট রুপার কাপে কফি খেতে খেতে জরুরি আলোচনা করতে বসেছে। একটি টেবিলের চারপাশে গোল করে বসেছে সবাই। আইভরি আর মুক্তা দিয়ে কারুকাজ করা এতে। টেবিলের ওপর একমাত্র তৈজস বলতে রুপার কেটলি। রুমের কোথাও কোনো লেখার জিনিস নেই। কিছুই লেখা হচ্ছে না। প্রতিটি সিদ্ধান্ত শেখ খান টিপ্পো টিপ মুখে মুখে জানিয়ে দিচ্ছেন আর বাকিরা শ্রবণ করছে।

'তো এটিই আমার সিদ্ধান্ত।' ঠাণ্ডা, মাপা স্বরে বলে উঠল দলনেতা। যেমনটা জরুরি সব কাজে করে থাকে।

'আমার দৌহিত্র আদম প্রথম মুক্তিপণের দাবি পাঠাবে।' আদমের দিকে তাকাল বৃদ্ধ, সিল্ক কুশনের ওপর বসে মাথা টাইলসের ওপর নোয়ালো আদম।

'আপনার আদেশ শিরোধার্য।' জানিয়ে দিল আদম। শেখ খান ধ্যানমগ্ন হয়ে বলে উঠল। আমাদের দাবি এত বড়ো হতে হবে যে শয়তানের পৃথিবীতে এটা পূরণ করার সামর্থ্য কারো না থাকে। বলিরেখা পড়া চোখের নিচে হাসি ফুটে উঠল। 'কোনো অর্থই এই মানুষটার সাথে আমার দেনা শোধ করতে পারবে না–ক্রস। রক্ত দিয়ে রক্তের শোধ নিতে হবে। নীরবে রূপার কাপ থেকে কফিতে চুমুক দিল সবাই। শেখ বলে চলল।'

'এই বেজন্মাটা আমার তিন পুত্রকে হত্যা করেছে।' আর্সাইটিসে আক্রান্ত আঙুল তুলে দেখাল বৃদ্ধ। 'প্রথমটি আমার পুত্র ও আমার দৌহিত্রের পিতা সালাদিন গামেল।' আদম আরো নিচু হলো, শেখ বলে চলল, 'সে আল্লাহর একজন সত্যিকারের যোদ্ধা ছিল। সাত বছর আগে ক্রস তাকে বাগদাদের রাস্তায় গুলি করেছে।'

বৃত্তের সকলে বিড়বির করে উঠল। 'আল্লাহ্ তাকে বেহেস্তবাসী করুন।'

'দ্বিতীয় জন আমার পুত্র গাফর। সে তার বড় ভাই সালাদিনের রক্তের প্রতিশোধ নিতে গিয়েছিল কিন্তু ক্রস তাকেও হত্যা করেছে। যখন আমি আবু জারাতে ডোহ্ পাঠিয়ে তাকে এ দায়িত্ব দিয়েছিলাম।'

'আল্লাহ্ তাকে বেহেস্তবাসী করুন', সকলে আবারো সমস্বরে বলে উঠল।

'এই খ্রিস্টপূজারী অবিশ্বাসীদের হাতে আমার তৃতীয় পুত্র আনোয়ারও মৃত্যুবরণ করেছে। আমি তাকে আরেকটা সম্মানসূচক মিশনে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ক্রস তাকেও হত্যা করেছে।'

'আল্লাহ্ তাকে বেহেস্তবাসী করুন।' তৃতীয়বারের মতো একত্রে গলা মিলালো সকলে।

BanglaBook.org

'এই রক্তাক্ত জাতিবিদ্বেষীর বোঝা অনেক ভারি হয়ে চেপে বসেছে আমার ওপর।' এই মিথ্যা আর ভণ্ড ঈশ্বরের পূজারীটা আমার তিন পুত্রের জান কেড়ে নিয়েছে। শুধু তার জীবন নিলেই তাই আমার প্রতিশোধ পূর্ণ হবে না। একটা জীবন তিনজনের দেনা শোধ করতে পারবে না। তাকে ধরে আমি—যাদের হত্যা করেছে তাদের মা, স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের হাতে জীবিত তুলে দেব। এসব ব্যাপারে মহিলারা অনেক দক্ষ। তাদের হাত আর চামড়ার তীক্ষ্ম নখের মাধ্যমে নরকে যাওয়ার আগ পর্যন্ত শয়তানি করার জ্বালা ভোগ করবে সে।'

'আপনার নির্দেশ মতোই সব হবে প্রভু খান।' একমত হলো বাকি সবাই।

'তুমি কি আমার কথা শুনতে পারছো বাছা?' বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করতেই গভীর চিন্তায় মগ্ন আদম সম্মতিসূচক মাথা নাড়াল।

'আমি শুনছি, দাদাজান', 'রক্তের শোধ নেয়ার এ গুরুদায়িত্ব আমি তোমার ওপর অর্পণ করেছি। দুই চাচা এবং পিতার রক্তের শোধ নেবে তুমি। আশা করি এর আগে তুমি বিশ্রাম গ্রহণ করবে না।'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি দাদাজান। এটা আমার পবিত্র দায়িত্ব।'

'যখন তুমি এই অবিশ্বাসী শুকরছানাটা এনে দেবে আমাকে—আমি তোমাকে আমাদের গোত্রের সব থেকে সম্মানের আসনে অলংকৃত করব। আমার মাঝে তোমার চাচা আর পিতার মতো সম্মানের জায়গা পাবে আর আমার মৃত্যুর পর আমাদের বংশের নেতা হিসেবে আমার জায়গায় অধিষ্ঠিত হবে।'

'আমি একে আমার পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছি দাদা। আপনি যেভাবে আদেশ দিয়েছেন সেভাবেই এই পুরুষ আর নারীকে আমি আপনার সামনে হাজির করব।'

হেক্টর ক্রস তাকে প্রথমেই বলেছিল যে অপেক্ষা করাটাই সবচেয়ে কষ্টের। ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারছে যে ক্রস কতটা সত্য বলেছে। প্রতিদিন বিশ্বব্যাপী ব্যানক অয়েলের ব্যবসা সামলাতে কোম্পানি সিনিয়র এক্সিকিউটিভদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্কাইপেতে কথা বলে হ্যাজেল। বাকি সপ্তাহটা হেক্টরের লোকদের সাথে প্রশিক্ষণে কাটায়। দৌড়, জাম্প করে, স্পারিং করে যতক্ষণ পর্যন্ত না বহু বছর আগেকার গৌরবোজ্জ্বল ফ্লিন্ডারস পার্কের দিনগুলোর মতোই শারীরিকভাবে শক্তিশালী ও মানসিকভাবে একরোখা হয়ে উঠছে সে।

BanglaBook.org

কিন্তু রাতগুলো, ভয়ানক রাতগুলোতে দুঃখ এসে মেরে ফেলতে চায়। খুব অল্প সময়ই ঘুমায় সে, ঘুমালেও কায়লাকে স্বপ্নে দেখে, কায়লা তার পাশে

পাশে র‍্যাঞ্চের ঘাস জমিতে ঘোড়ায় চড়ছে। আঠারোতম জন্মদিনে দেয়া হ্যাজেলের উপহারের মোড়ক খুলে উল্লসিত কায়লা; মাঝ রাতে একসাথে টিভিতে পুরোনো মুভি দেখতে গিয়ে মায়ের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়া কায়লা। এরপর স্বপ্নে হানা দেয় হাতে অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুখোশধারী মানুষেরা। ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার জোগাড় হয় তার। কায়লা! কায়লা! মাথার মাঝে একটাই নাম ঘুরে ঘুরে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকে। পাগল হয়ে যাওয়ার দশা হ্যাজেলের।

প্রতিদিন আমেরিকাতে ক্রিস বেসেল ও কর্নেল রর্বাটের সাথে কথা বলে সে, যদিও কোনো কাজ হয় না তাতে। প্রতি রাতে নিজের রুমে ছোটবেলার মতো কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা করে। কিন্তু সবকিছুই শুকিয়ে যাচ্ছে কেবল। তার প্রার্থনার শক্তি বা সিআইএর ক্ষমতা কিছুই কায়লা বা ইসলামের পুষ্প নামক সংগঠনের হদিস বের করতে পারছে না। তার বদলে হেক্টর ক্রসের সাথে কাটানো ঘণ্টাগুলো তাকে শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করে।

'প্রায় একমাস হয়ে গেল আমরা কোনো খবর পাচ্ছি না ক্রস!' প্রতিদিন একবার হলেও এ কথাটা বলে হ্যাজেল।

'ইঁদুর-বিড়াল খেলা করার কাজে ভালোই দক্ষ তারা। অনেক বছরের অভিজ্ঞতা আছে এ কাজে তাদের। হেক্টর উত্তর দেয়। কোনো তাড়া নেই। আমাদেরও অপেক্ষা করতে হবে তাই। কিন্তু মনে রাখবেন যে কায়লা এখনো বেঁচে আছে। হৃদয়ের কাছাকাছি সযত্নে লালন করুন একে।'

'তারিক আর উথম্যানের কী খবর? এত দিনের মাঝে কিছু তো পাওয়ার কথা।'

'এটা অনেক ভয়ানক একটি খেলা।' জোর দিয়ে বলল হেক্টর। 'তারিক আর উথম্যান একবার কোনো ভুল করলেই মৃত্যু এসে কেড়ে নিয়ে যাবে তাদের। তারা একেবারে ভেতরে গিয়ে পশুটার কাছে থাকবে, খাবে, ঘুমাবে। আমরা তাদেরকে তাড়া দিতে পারব না। এমনকি আমি যোগাযোগও করতে পারব না। এ চেষ্টা করার মানেই হবে মাথার মাঝে বুলেট ঢুকিয়ে দেয়া।'

'ইস, আমি যদি শুধু কিছু করতে পারতাম।' আক্ষেপ করে উঠল হ্যাজেল।

'একটা কাজ আছে আপনি করতে পারেন, মিসেস ব্যানক।'

'কী, ক্রস?' সোৎসাহে বলে উঠল হ্যাজেল। 'যা বলবেন তাই করব।'

'তাহলে আমি বলব কায়লার ফোনে মেইল পাঠানো বন্ধ করুন।'

'কিভাবে...?' মনে হলো যেন চড় খেয়ে থেমে গেল হ্যাজেলের গলা। এরপর মাথা নেড়ে স্বীকার করল, 'আমি শুধু যেটা বলেছেন সেই মেসেজটাই বারবার পাঠাচ্ছি। শুধু আমরা অপেক্ষা করছি, এটাই। কিন্তু আপনি কিভাবে...' আবার অপ্রস্তুত হয়ে গেল হ্যাজেল।

BanglaBook.org

'আমি কিভাবে জানি আপনি কী করছেন?' হ্যাজেলকে প্রশ্ন করল হেক্টর। মাঝে মাঝে মনে হয় নিজেকে যতটা স্মার্ট ভাবো ততটা তুমি নও হ্যাজেল ব্যানক।'

'যেমনটা হেক্টর ক্রস, পুরো পৃথিবীতে একমাত্র নিজেকেই তুমি চালাক ভাবো', কটমট করে উঠল হ্যাজেল। 'কখনো কখনো এভাবে ভেবে আকাশে উড়তে মন্দ লাগে না, তাই না হ্যাজেল?'

'খবরদার আমাকে হ্যাজেল ডাকবে না, বদমাশ কোথাকার!'

'খুব ভালো মিসেস ব্যানক! শব্দ চয়নে আপনি উত্তরোত্তর উন্নতি করছেন, শীঘ্রই আমার সমমর্যাদায় পৌঁছে যাবেন।'

'আই হেট ইউ, হেক্টর ক্রস! সত্যিই তোমাকে অনেক ঘৃণা করি।'

'না, তা করেন না। আপনার অনেক বুদ্ধি, যেখানে দরকার সেখানকার জন্য ঘৃণা জমা করে রাখুন।' হেসে ফেলল হেক্টর। এটা একটা ভদ্র মানুষের হাসি। নরম আর বুঝদারের এই হাসি দেখে ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও হ্যাজেলও হেসে ফেলল।

'তুমি সংশোধনের অযোগ্য। ঘোষণা করল হ্যাজেল।'

'এই তো আপনি বেশ বুঝতে পেরেছেন। এখন আমাকে হেক্টর বা হেক্ যেটা ইচ্ছে ডাকতে পারেন।'

'ধন্যবাদ।' হাসি থামানোর চেষ্টা করতে করতে বলল হ্যাজেল। কিন্তু 'আমি এতটা করব না ক্রস।'

'কি তাদেরকে বাধ্য করবে মেয়েটাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করাতে?' শেখ খান আদমের দিকে তাকিয়ে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে।

উত্তর দেওয়ার আগে সাবধানে ভেবে দেখল আদম। 'প্রথমেই তারা জানাবে যে আমরা তাকে কোথায় রেখেছি।'

মাথা নাড়ল দাদা। 'তারপর তারা ওয়াশিংটনের বন্ধুদের সাহায্য চাইবে। আমরা জানি যে মেয়েটার মা আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানের বন্ধু। আমাদেরকে পরাজিত করার জন্য সে তার সৈন্যদের পাঠাবে।' শেখ খান নিজের দাড়ির মাঝে হাত চালিয়ে দৌহিত্রের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। অপেক্ষা করল কখন ছেলেটা তার মতোই স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সব দেখার যোগ্যতা লাভ করবে। আমেরিকানদের কয়েক সপ্তাহ এমনকি মাসও লেগে যেতে পারে আমাদের ওপর আঘাত করার জন্য। আমরা ঘন্টাখানেকের মাঝেই এই জায়গা ছেড়ে

BanglaBook.org

মরুভূমিতে চলে যেতে পারি। হেক্টর ক্রস আমাদের পুত্রদের খুনির এই কথা জানে। সে আর মেয়েটার মা কি অপেক্ষা করবে আমেরিকান সেনাবাহিনীর জন্য?

'হ্যাঁ', নিশ্চয়তার স্বরে বলে উঠল আদম, যদি... শেখ খান দৌহিত্রের চোখে উত্তর দেখতে পেয়ে গর্বিত হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ আদম?' উৎসাহ দিল আদমকে।

'যদি আমরা তাদেরকে বোঝাতে পারি যে মেয়েটা মৃত্যু হুমকিতে পড়েছে বা তার চেয়েও ভয়ানক কিছু, বলে চলল আদম আর তার দাদার হাস্যোজ্জ্বল চোখ ঢুকে গেল গভীর কোটর চামড়ার ভাঁজে। তারা আমাদের পিছু নেবে; কোনো ভয় বা সংকোচ না করেই এগিয়ে আসব।'

'আমরা এটা কোথায় করব?' আনন্দের আতিশয্যে কুতকুত করে উঠল বৃদ্ধের চোখ। আদম তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল।

'এই দুর্গের কোনো পাথুরে ঘরে নয়। এমন জায়গায় হতে হবে যেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি হয় মোহনীয় আর বিপরীতে ঘটনাটা হয় ভয়াবহ। এক মুহূর্ত ভেবে বলে উঠল, 'মরুদ্যানের আশ্চর্যতে জলপদ্মের পুল!'

'আমরা কি প্রথমে তাদের বিপদটা দেখিয়ে জানিয়ে দেব আমরা কোথায় আছি? অথবা প্রথমে তারা জায়গাটা দেখে তারপর ঘটনাটা দেখবে?' শেখ খান খানিকটা না বোঝার ভান করল। আদম আবারো বলে উঠল।

'প্রথমে তারা অবশ্যই দেখবে যে মেয়েটা কী নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করছে। তারপর কোন দ্বিধা ছাড়াই অবস্থান দেখে এগিয়ে আসবে।'

'আমি তোমার জন্য গর্বিত।' শেখ খান বলে চলল, 'তুমি আল্লাহর একজন শ্রেষ্ঠ জেনারেল ও নিষ্ঠুর যোদ্ধা হবে।' আদম মাথা নুইয়ে প্রশংসা গ্রহণ করল। এরপর দরজাাতে দাঁড়িয়ে থাকা বিশ্বস্ত একজন প্রহরীর দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। প্রহরী তৎক্ষণাৎ কাছে এসে হাঁটু গেঁড়ে বসে আদেশের জন্য কান পাতলো।

'ফটোগ্রাফারকে খবর পাঠাও।' আদম মোলায়েম স্বরে বলে উঠল। কাল সকালে নামাজের পর প্রাসাদের প্রধান দরজায় আসতে বলবে তাকে। সাথে যেন ভিডিও ক্যামেরা থাকে অবশ্যই।

BanglaBook.org

দাসি এসে মরুদ্যানের আশ্চর্যতে আসার পর থেকে বন্দি কুঠুরি থেকে নিয়ে গেল কায়লাকে। আবারো তাকে স্নান করিয়ে পরিষ্কার কাপড় পরানো হলো। কালো বোরখা পরিয়ে মাথা ও চেহারা ঢেকে দিল কালো শাল দিয়ে। এরপর

প্রাসাদের প্রধান দরজায় নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। এখানে অটোমেটিক রাইফেলধারী চারজন মরুদ্যানের পর্বতের অংশে কায়লাকে নেয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল।

স্যাঁতস্যাঁতে বন্ধ কুঠুরির চেয়ে মরুভূমির বাতাস মনে হলো উষ্ণ আর পরিষ্কার। সানন্দে নিঃশ্বাস ফেলল কায়লা। অনেক আগে থেকেই পরবর্তীতে কী ঘটবে সে ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়েছে সে। পুরোপুরি হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে নিজেকে। পর্বতের অর্ধেকে থাকতেই দেখতে পেল তার নিচে সবুজ বাগানের চারধারে বড়সড় মানুষের ভিড়। অর্ধচন্দ্রের আকারে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে আছে তারা। তাদের সবাই পুরুষ। কাছে আসতেই দেখতে পেল যে বৃত্তের মাঝে খোলা জায়গার উলের কার্পেটের ওপর হাঁটু গেলে বসে আছে একজন। ঐতিহ্যবাহী সাদা ব্যাগী ট্রাউজার, কালো ওয়েস্টকোট আর মাথায় পাগড়ি বাঁধা। কিন্তু মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা সত্ত্বেও আদমকে চিনতে পারল সে। আশায় দুলে উঠল মন। প্রায় এক মাস আগে আন্তর্জাতিক হেরাল্ড ট্রিবিউন হাতে নিয়ে ছবি তোলার পর থেকে তাকে আর দেখেনি কায়লা। দৌড়ে তার কাছে যেতে চাইল সে। চারপাশে এতসব নিষ্ঠুর ভিড়ের মাঝে একমাত্র তাকেই বিশ্বাস করতে পারে কায়লা। কায়লা জানে সে তাকে রক্ষা করবে। হতাশার অন্ধকারে সেই তার একমাত্র আলো। সামনে যেতে চাইতেই দুইপাশের মানুষগুলো তাকে বাধা দিল। একইভাবে হেলে দুলে নিচে নামতে লাগল তারা। হঠাৎ করেই তার সামনে আরেকজন মানুষ চলে এল। কায়লার মুখের ওপর কালো ভিডিও ক্যামেরা ফোকাস করে পিছু হটতে লাগল মানুষটা।

'হাসুন, মিস।' কায়লাকে বলে উঠল লোকটা। এদিকে তাকান, মিস। দুর্বোধ্য ইংরেজিতে বলে উঠল লোকটা।

'চলে যাও।' আগেকার মতোই শরীরের শেষ বিন্দু দিয়ে রাগে গর্জন করে উঠল কায়লা। আমাকে একা থাকতে দাও। খামচে ধরতে গেল তাকে। কিন্তু চতুর লোকটা কায়লার হাত থেকে দূরে থাকলো। ক্যামেরাম্যান ভিডিও করতে লাগল। কায়লা আদমকে ডাকল, 'প্লিজ! ওহ আদম প্লিজ? তারা আমাকে নিয়ে মজা করছে। থামাও।

আদম কোনো একটা নির্দেশ দিল। কায়লার প্রহরীরা তাকে জোর করে ধরে আদমের পাশে নকশা করা কার্পেটে বসতে বাধ্য করল। ক্যামেরাম্যান এসে তাদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। ট্রাইপডে আটকে দিল ক্যামেরা। আদমের মুখের ওপর ফোকাস করল। আদম সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে মুখের কাপড় সরিয়ে বলে উঠল, 'কায়লা, প্রায় শুদ্ধ ইংরেজিতে বলে উঠল, খানিকটা ফরাসি ছোঁয়া লেগে রইল, এই ফুটেজ তারা তোমার মায়ের

BanglaBook.org

কাছে পাঠাবে। যেন তিনি বুঝতে পারেন যে তুমি ভালো আছো। তুমি চাইলে যে কোনো মেসেজ পাঠাতে পারো। ক্যামেরার সামনে কথা বলো। তাকে বলো যে তারা শীঘ্রই একটি মুক্তিপণের দাবি পাঠাবে। তুমি অবশ্যই বলবে যেন এ দাবি তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করা হয়। একবার এই অর্থ হাতে এসে গেলে এ সবকিছুই শেষ হবে। তোমাকে মুক্তি দিয়ে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে। বুঝতে পেরেছ?' কায়লা মাথা নাড়ল শূন্য ভাবে।

আদম ভদ্রভাবে আদেশ দিল। 'মাথার ঘোমটা সরাও, তোমার চেহারা দেখাও মাকে।' ধীরে ধীরে হতভম্বের মতো মাথার ঘোমটা সরিয়ে কাঁধের ওপর ফেলল কায়লা। এখন ক্যামেরার দিকে তাকাও। গুড এই তো হয়েছে। এখন মায়ের সাথে কথা বলো। তাকে বলো তোমার মাঝে কী হচ্ছে।

কায়লা লম্বা করে শ্বাস নিয়ে বলে উঠল, 'হ্যালো মামি, আমি কায়লা।' থেমে মাথা নাড়ল সে। দুঃখিত। কেমন আহাম্মকি হলো এটা। তুমি জানো আমি কে। আবারো সাহস সঞ্চয় করে বলে উঠল, 'এরা আমাকে এই ভয়ানক জায়গায় আটকে রেখেছে আমার ভীষণ ভয় করছে। আমি জানি আমার সাথে ভয়াবহ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। তারা চায় তুমি তাদেরকে কিছু অর্থ পাঠাও। তারা আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে তুমি অর্থ পাঠালেই আমাকে ছেড়ে দেবে। ওহ, মা প্লিজ আমাকে সাহায্য করো। আমার সাথে এমন করতে দিও না। ফোঁপাতে শুরু করল কায়লা। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখাতে আতঙ্ক আর দুঃখে অস্পষ্ট হয়ে জড়িয়ে গেল কথা। প্লিজ, ডার্লিং মা, পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই আমাকে রক্ষা করতে পারো।' কান্নায় ভেঙে পড়ল কায়লা। কথা একেবারে বোঝার অযোগ্য হয়ে পড়ল। আদম কাছে এসে স্নেহভরা মাথায় হাত বুলাতে লাগল। এরপর সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,

'মিসেস ব্যানক, আপনার মেয়ের সাথে এ রকমটা হচ্ছে তাই আমি অনেক দুঃখিত। কায়লা একজন চমৎকার তরুণী। সে এরকম অবস্থায় পড়েছে এটা সত্যিই দুঃখের। আমি সত্যি মর্মাহত। আমি যদি কিছু করতে পারতাম। যাই হোক আমি এই মানুষগুলোর কাজের জন্য দায়ী নই। তারা নিজেরাই নিজেদের আইন। শুধু আপনি এর অবসান ঘটাতে পারেন। কায়লা যেমনটা অনুরোধ করেছে সেভাবে কাজ করুন। মুক্তিপণের অর্থ পাঠিয়ে দিন, আপনার সুশ্রী কন্যাকে তৎক্ষণাৎ ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হবে।

উঠে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার সামনে থেকে সরে গেল আদম। তার জায়গায় এসে দাঁড়াল মুখোশধারী চারজন। নিজেদের বন্দুক রেখে দিল একপাশে। কায়লারকে ধরে দাঁড় করিয়ে ক্যামেরার দিকে তার মুখ ঘুরিয়ে দিল। তাদের একজন সোনালি চুলের মুঠি ধরে মাথাকে পেছনে হেলিয়ে রাখল। ডান দিকে আরেকজন মানুষ দৃশ্যের মাঝে প্রবেশ করল। হাতে ছুরি, হরিণের শিং দিয়ে

BanglaBook.org

তৈরি এর হাতল। আর দশ ইঞ্চি বাঁকানো ফলা। ফলাতে স্বর্ণ দিয়ে আরবি হরফ লেখা আছে। কায়লার চিবুকের নিচে ছুরির ফলা রেখে তার ভেলভেট সদৃশ গলার চামড়া প্রায় কেটে ফেলতে উদ্যত হলো লোকটা।

'নাহ! প্লিজ!' অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠল কায়লা। দলটি প্রায় এক মিনিট নড়াচড়া করতে ভুলে গেল। তারপর ধীরে ধীরে ছুরির ফলা নিচে নেমে এসে থামল কায়লার বাম স্তনের ওপর। কালো বোরখার ওপর ভেসে আছে এর আকৃতি। এরপর মুক্ত হাত মানুষটি কায়লার ডান স্তনের ওপর রাখল। কায়লা যুদ্ধ করতে লাগল ছাড়া পাওয়ার জন্য। মুখোশধারী মানুষগুলো হেসে উঠল সে খেলায়। মনে হলো বাতাসে রক্তের গন্ধ পেয়েছে হায়েনার দল।

ছুরি হাতে ধরা মানুষটি বোরখার কলারে হাত রেখে খুলে ফেলল কায়লার পোশাক। এরপর কাপড় আর চামড়ার মাঝে ছুরি ঢোকালো। ঠাণ্ডা ধাতব স্পর্শ পেয়ে আতঙ্কিত কায়লা দেখল ছুরি বুকের ওপর নেমে আসছে। তীক্ষ্ণ ফলা চিরে ফেলল কায়লার পোশাক। উন্মুক্ত হয়ে পড়ল স্তন। ছুরি রেখে কায়লাকে নিয়ে খেলা শুরু হলো বন্য পশুর। কালো পোশাকের অভ্যন্তরে নিরাবরণ দেহ উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। ফটোগ্রাফার ক্যামেরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কায়লার শরীরের প্রতিটি অংশ ভিডিও করতে লাগল।

পাথর হয়ে বাধ্য মেয়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল কায়লা। চারজন মানুষ তাকে ধরে শুইয়ে দিল কার্পেটের ওপর। একজন করে একেকটি হাত পায়ের দায়িত্ব নিল। কব্জি ধরে আটকে রাখল তাকে। এরপর পা তুলে উঁচু করে ধরল মানুষরূপী পশুগুলো। ফটোগ্রাফার হাই-ডেফিনিশন শট দিয়ে তুলতে লাগল গোলাপ কুঁড়ির ছবি। কায়লা একপাশ থেকে আরেক পাশে মাথা দোলাতে লাগল।

'প্লিজ এমনটা করো না।'

অনুনয় শোনার কেউ নেই, 'প্লিজ...,

যে মানুষটা তার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বেল্ট খুলে ব্যাগি সাদা ট্রাউজারও খুলে ফেলল। কায়লার দিকে তাকিয়ে হাতের তালুতে থু থু নিয়ে নিজের পুরুষাঙ্গকে জাগিয়ে তুলল। আতঙ্ক নিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল কায়লার ঘন পিউবিক হেয়ারের দিকে। লোমশ পশ্চাদদেশ নিয়ে বন্য জন্তুর ওপর কায়লার শরীরে প্রবেশ করল। এরপর অন্যান্যরাও হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে ট্রাউজার খুলে লাইনে দাঁড়িয়ে গেল নিজেদের পালা আসার জন্য।

একজন শেষ করতেই তৎক্ষণাৎ আরেকজন এসে তার জায়গা নিল। চার নম্বর রেপের পর অবসন্ন হয়ে পড়ল কায়লা। নিস্তেজ হয়ে চিৎকারের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। ষষ্ঠবারের পর বিবর্ণ পা বেয়ে নেমে এল উজ্জ্বল রক্ত ধারা। দশম জন সন্তুষ্টি নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই ক্যামেরা ঘুরে আদমের ওপর নিবদ্ধ

BanglaBook.org

হলো। আবেগহীন চোখে সব চাক্ষুষ করেছে সে। ঘুরে ক্যামেরার লেন্সের দিকে তাকাল।

'আপনাকে এটা দেখতে হলো বলে আমি অনেক দুঃখিত মিসেস ব্যানক।' নরম স্বরে বলল আদম। আমার মনে হয় না এর বেশি আপনার কন্যা সহ্য করতে পারবে। আমি এবং আমি এটা এক লহমায় থামিয়ে দিতে পারি। আপনাকে যা করতে হবে তা হলো হংকংয়ের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দশ বিলিয়ন ইউএস ডলার পাঠাতে হবে। আপনি জানেন এই মানুষগুলোর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। যখন আপনি প্রস্তুতি শেষ করবেন ব্যাংক ডিটেইলস পাঠিয়ে দেয়া হবে।

দিনের বেলায় হ্যাজেল ব্ল্যাকবেরি ব্লাউজের নিচে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। গলার কাছে তার পেঁচানো থাকে। বুকের মাঝে চামড়ার সাথে অ্যাডহেসিভ টেপ দিয়ে আটকানো থাকে। যেমন সারাদিন প্যারাস্যুট জাম্প, দৌড়ানো, শুটিং যাই করুক না কেন দ্বিতীয়বার রিং হওয়ার আগেই যেন ধরতে পারে। রাতের বেলা বালিশের নিচে নিয়ে ঘুমায় আর কখনো ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় যে তার হাতের মাঝে মোবাইল। যেন সে কায়লার কাছাকাছিই রয়েছে।

অবশেষে যখন এটি বেজে উঠল তখন হ্যাজেল সিচুয়েশন রুমে হেক্টর ক্রসের সাথে বসে তার সিনিয়র সহকারীদের দৈনিক ব্রিফ করছিল। ক্রস বোর সিকিউরিটি কার্যক্রম যে পূর্ণ গতিতে চলতে পারে সেদিকেও নজর ছিল ক্রসের। কেননা কায়লা অপহরণকে কেন্দ্র করে ঢিলা দেয়া হলে আবারও কোনো আকস্মিক আক্রমণ হতে পারে। মিটিং শেষ হলে টেবিলের চারধারে তাকাল হেক্টর।

'কোনো প্রশ্ন? ভালো! আর তোমাদেরকে আটকে রাখবো না..., হ্যাজেলের খাকি সাফারি শার্টের নিচে ব্ল্যাকবেরি বেজে উঠতেই কথা বন্ধ করে দিল হেক্টর।

'ওহ্ গড! ফিসফিস করে শার্টের মাঝে থেকে ফোন বের করে আনল হ্যাজেল।

ঠিক আছে তোমরা যাও! হেক্টর নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল যাও। এখনি! তারা বাধ্য ছেলের মতো চলে গেল। প্যাডি ও'কুইন দরজা আটকে দিল। হ্যাজেল ইতিমধ্যে ফোন কানে দিয়ে চিৎকার করতে লাগল।

'হ্যালো! কে? কথা বলো আমার সাথে। প্লিজ কথা বলো।' হেক্টর কাছে গিয়ে আস্তে করে হ্যাজেলের কাঁধ ধরে ঝাঁকাল।

BanglaBook.org

'হ্যাজেল, এটা কোনো ভয়েস কল নয়। মেসেজ বা অ্যাটাচমেন্ট।' উদ্বেগের বশে হ্যাজেল রিং টোনের ভিন্নতা ধরতে পারল না। তাড়াতাড়ি মেসেজ খুঁজে দেখল সে।

'আপনি ঠিক বলেছেন', বিড়বিড় করে উঠল সে। এটা একটা অ্যাটাচমেন্ট। ফটোগ্রাফ বা ভিডিও। হ্যাঁ, ভিডিও! বেশ বড়... বারো মেগাবাইট।'

'দাঁড়ান! খুলবেন না।' হেক্টর হ্যাজেলকে থামাতে চেষ্টা করল। বুঝতে পারল খারাপ কিছু হতে যাচ্ছে। এই জন্য প্রস্তুত করতে চাইল হ্যাজেলকে। কিন্তু মনে হলো কিছুই শুনতে পেল না সে। ইতিমধ্যে ফোনের ছোট্ট পর্দায় ভিডিও দেখা শুরু করে দিল হ্যাজেল।

'এটা কায়লা!' আনন্দে চিৎকার করে উঠল হ্যাজেল। সে এখনো বেঁচে আছে। ওহ, ঈশ্বর ধন্যবাদ। আসুন তাকে দেখুন ক্রস! ডেস্কের পাশের হ্যাজেলের পাশে এসে দাঁড়াল হেক্টর।

'আমার ছোট্ট সোনা, কি সুন্দর অথচ কি মলিন দেখাচ্ছে। পর্দায় দেখা যাচ্ছে কায়লা হেঁটে গিয়ে কাপের্টের ওপর মুখোশ পরা আর অস্ত্রধারী আরবদের মাঝখানে বসল। মাথায় কালো শাল দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখা মানুষটার মুখ উন্মোচিত হলো।

'কে এটা, ক্রস? আপনি চেনেন?' হ্যাজেল জানতে চাইল।

'না, আমি আগে আর কখনো দেখিনি তাকে। কিন্তু এখন থেকে আর ভুলবো না। এই চেহারা। আস্তে করে বলল হেক্টর। আদম তার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা সারলো। হেক্টর আর হ্যাজেল এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পর্দার দিকে। মনে হলো কোনো বিষময় সরীসৃপ দেখছে।

'...মুক্তিপণের অর্থ দিয়ে দিন আর আপনার সুশ্রী কন্যা তৎক্ষণাৎ আপনার কাছে ফিরে যাবে।' আদম শেষ করল।

'আমি দেব।' হ্যাজেল বিড়বিড় করে উঠল। 'তাকে ফিরে পাওয়ার জন্য আমি সবকিছু করব।'

আমি দুঃখিত মিসেস ব্যানক, হেক্টর বলে উঠল ভদ্র ভাবে। কিন্তু সে আপনার কাছে মিথ্যে বলছে। প্রতিটি বর্ণ মিথ্যা। এই হচ্ছে পশুটা আর সে এই মিথ্যার জনক। পর্দার ছবিটা বদলে গেল। আরবিয় অগ্রসর হলো ছুরি নিয়ে কয়লার দিকে।

'সে তাকে আঘাত করতে পারে না। না, পারে না, আমি সব দেব। সবকিছু দেব যেন আমার বেবিকে আঘাত না করে!' হিস্টিরিয়ার মতো চেঁচাতে লাগল কায়লা।

BanglaBook.org

'সাহস রাখুন। কায়লার জন্য, সাহস রাখুন।'

'এসব মানুষ নিশ্চয় মানুষ, জন্তু তো নয়।' হ্যাজেল বলে উঠল। তারা এ সরল মেয়েটার কোনো ক্ষতি করতে পারে না যে কি না তাদের সাথে কিছুই করেনি।

'না, তারা জন্তু নয় সবচেয়ে হিংস্র পশুটাও এদের তুলনায় অনেক ভালো আর সৎ।' পর্দাজুড়ে দেখা গেল আরবিয়দের বীভৎস উল্লাস। জ্বরতপ্ত রোগীর মতো কাঁপতে লাগল হ্যাজেল, হেক্টরের হাত ধরে।

'বন্ধ করুন!' হেক্টর নির্দেশ দিল। কিন্তু মাথা নাড়ল হ্যাজেল। বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল হেক্টরের হাত। এর শক্তি সম্পর্কে হেক্টরের কোনো ধারণাই ছিল না। তার পরেও হ্যাজেলের হাত সরিয়ে দেওয়ার কোনো চেষ্টা করল না সে। ব্যথায় চোখে পানি চলে এলেও চেষ্টা করল হ্যাজেল যেভাবে খানিকটা ভরসা পায় সেভাবেই থাকুক। উভয়ের কাছেই মনে হলো এই গ্যাং রেপ বুঝি তার শেষ হবে না। হেক্টর টের পেল নিজের মাঝে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তৈরি হলো, যা আগে আর কখনো হয়নি। আবারো আদমকে পর্দায় দেখা গেলে, হেক্টর ঘৃণা ভরে ফোকাস করল এই চোহারায় এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন সবকিছু মাথার মাঝে গেঁথে নিল। অবশেষে ভিডিও তার ভয়ংকর চিত্র প্রদর্শন শেষ করে শূন্যতা নেমে এলো পর্দাজুড়ে। অনেকক্ষণ ধরে দুজনের কেউ নড়তে বা কথা বলতে পারেনি। খালি মোবাইল ফোনের পর্দার দিকে চেয়ে রইল।

'যদি আমি পারতাম তাহলে এই অর্থ দিয়ে দিতাম।' অবশেষে ফিসফিস করার মতো শক্তি সঞ্চয় করে বলে উঠল হ্যাজেল।

এত অর্থ আপনার নেই। দশ বিলিয়ন ডলার। হেক্টর এমনভাবে বলে উঠল যেন এটা স্বগোক্তি, প্রশ্ন নয়। মাথা নেড়ে আর হাত ছেড়ে দিল হ্যাজেল।

ব্যানক অয়েল আমার সম্পত্তি নয়, শেয়ার হোল্ডারদের সম্পত্তি। হেনরির ট্রাস্ট তেয়াত্তর শতাংশ শেয়ার ক্যাপিটালের মালিক। যদিও আমার পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আছে তাদের ওপর ভোট দেয়ার, তার পরেও তাদের বাদ দেয়ার ক্ষমতা নেই। আমার নিজের নামে শুধু আড়াই শতাংশ শেয়ার ক্যাপিটাল ইস্যু করা আছে। যদি আমি এ অংশটুকু আর আমার অন্যান্য সব সম্পত্তি বিক্রিও করে দেই, তাহলেও মাত্র পাঁচ বিলিয়ন বা বড়জোর সাড়ে পাঁচ একাট্টা করতে পারব। সম্ভবত তাদের সাথে আলোচনা করতে হবে।'

'ঘৃণাক্ষরেও এই কথা চিন্তা করবেন না।' হেক্টর জানিয়ে দিল তারা আপনার কাছে অন্য কিছু চায়। বিশ বিলিয়ন অর্থ আপনার কাছে থাকলেও লাভ হবে না।

'আমরা আর কী করতে পারি?'

BanglaBook.org

উথম্যান এবং তারিক ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদেরকে থামিয়ে রাখতে হবে। তাদেরকে জানিয়ে দিন যে আপনি অর্থ জোগাড় করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সময় লাগবে। যে কোনো কিছু বলুন। তাদের মতোই মিথ্যার আশ্রয় নিন।

'তারপর?'

'আমি জানি না, স্বীকার করল হেক্টর। শুধুমাত্র এ মুহূর্তে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত।' ভিডিও চলতে শুরু করার পর এই প্রথমবারের মতো হ্যাজেল তার দিকে তাকাল এতটা কঠিন হতে হেক্টরকে আর কখনো দেখেনি সে। মনে হলো পাথর কেটে কঠিন আর জেদি এ মুখ তৈরি করা হয়েছে। ঘৃণা ছাড়া আর কোনো ধরনের মানবিক আবেগ দেখা গেল না এতে। চোখে জ্বলে উঠল সবুজ আলো। এই মুখ নিঃসন্দেহে নেমেসিসের মূর্তি।

'কোনো ব্যাপারে নিশ্চত?' 'আমি এই ছোট্ট বেবিকে ওখান থেকে নিয়ে আসব আর আমাকে থামাতে চেষ্টা করবে এ রকম যে কাউকে হত্যা করব। নিজের ভেতর অদ্ভুত এক আবেগ অনুভব করল হ্যাজেল। যেন একটি ঝরনাধারা বয়ে আসছে। হেনরি ব্যানক চলে যাওয়ার পর এই প্রথম কোনো সত্যিকার পুরুষ মানুষের দেখা পেল সে। এর জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম। আমি তাকে চাই, হ্যাজেল ভাবল, আমার তাকে প্রয়োজন। কায়লা এবং আমার দুজনেরই তাকে প্রয়োজন। ওহ্ ঈশ্বর আমাদের তাকে খুব প্রয়োজন।'

অবশেষে আমরা মুক্তিপণের দাবি পেয়েছি। কমিউনিকেশন রুমে জড়ো করা নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল হেক্টর। গভীর মনোযোগে তারা তার কথা শুনছে।

'কত?' প্যাডি ও'কুইন আস্তে করে জানতে চাইল।

'কত এটা কোনো ব্যাপার না।' 'হেক্টর উত্তর দিল। আমরা এটা দিতে পারব না, দেব না।'

মাথা নাড়ল প্যাডি। 'শুধু পাগলই এটা করবে। কিন্তু আমরা কী করব?'

'গরম তরল ঢালব', হেক্টর জানিয়ে দিল। 'আমরা মেয়েটাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসব।'

'আপনি জানেন তারা ওকে কোথায় রেখেছে?' সাগ্রহে সবাই সামনে ঝুঁকলো যেন হাউন্ড শিকারের গন্ধ পেয়েছে।

'নাহ!' আবারো নিজ আসনে পিঠ দিয়ে বসল সবাই। যদিও অতৃপ্তি লুকানোর কোনো চেষ্টা করল না। সকলের হয়ে প্যাডি আবারো বলে উঠল।

BanglaBook.org

তাহলে আমার মনে হচ্ছে, যে ছোট্ট কোন সমস্যা আছে।

'তারিক আর উথম্যান শীঘ্রই ফিরে আসবে। তারা খুঁজে পাবে তারা তাকে কোথায় রেখেছে।'

'আপনি নিশ্চিত এ ব্যাপারে?' 'তারা কখনো ব্যর্থ হয়েছিল এখন পর্যন্ত?'

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলল না। তারপর প্যাডি আবারও মন্তব্য করল।

'সবসময় প্রথমবারই হয়।'

'চুপ করো গর্দভ কোথাকার। তারিক আর উথম্যান ফিরে এলেই আমাদের যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আমরা যেখানেই যাই, ঢোকার একটাই রাস্তা। রাতের অন্ধকারে অনেক ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়ল সবাই। বেশি নয়, মাত্র দশ জন। আরবি ভাষায় যারা কথা বলতে পারো তারা স্থানীয়দের মাঝে যাবে।

'প্যারাস্যুট দিয়ে নামার চেয়ে কোম্পানি হেলিকপ্টার ব্যবহার করলেই তো হয়।' হ্যাজেল মত দিল।

'তারা আমাদের আসার শব্দ পেয়ে যাবে। তার ওপরে উপরি থেকে রাতে ল্যান্ড করা? কোনো উপায় নেই, ধন্যবাদ।' হেক্টর, হ্যাজেলকে খারিজ করে দিলেও সে কোনো প্রতিবাদ করল না।

'ঠিক আছে, আমার জেট ব্যবহার করতে পারেন।'

'আমি গাল্ফস্ট্রিম থেকে আগে আর কখনো জাম্প করিনি।' পুরো রুমের ওপর চোখ বুলাল হেক্টর। এখানে কেউ আর করেছ এটা? সবাই না-বোধক মাথা নাড়ল। হ্যাজেলের দিকে ফিরে তাকাল হেক্টর। আমার মনে হয় না এটা ভালো হবে। মাস্তুলের সামনে চাতালের প্রেশার আর সামনের পাখার কাছে হ্যাচের অবস্থান সমস্যা করবে। লাফ দেওয়ার সাথে সাথে বাতাস মাথা কেটে ফেলতে পারে। এছাড়া প্লেনের গতি... না, আমার মনে হয় অন্য কিছু লাগবে।

'বার্নি ভোসলু কেমন হবে?'

প্যাডি জানতে চায়।

'আমি ঠিক এটাই ভাবছিলাম।' হেক্টর সম্মতি জানিয়ে হ্যাজেলের দিকে তাকাল। বার্নি একজন প্রাক্তন দক্ষিণ আফ্রিকা এয়ারফোর্সের পাইলট। সে আর তার স্ত্রী মিলে প্রাচীন আমলের সি-১৩০ হারকিউলিস প্লেন চালায়। আফ্রিকা আর মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ভারি মালামাল বহন করে এটি। কার্গো সম্পর্কে তারা তেমন আগ্রহী নয়। আর জানে কিভাবে মুখ বন্ধ রাখতে হয়। অতীতেও অনেক সময় তাদের ব্যবহার করেছি আমি। হারকিউলিসের প্রেশারাইজড হাল আছে

BanglaBook.org

আর একুশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠতে পারে পশ্চাদদেশে বাড়ি মারলে। এত উচ্চতা থেকে নিচে কোনো মানুষ ভেলভেটের ওপর বিড়ালে সু সু ছাড়া আর কোনো শব্দ পাবে না। এ ধরনের আর কোনো শব্দ শোনেনি হ্যাজেল আগে। হাসি লুকানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা করে গেল সে। কিন্তু চোখে জ্বলে উঠল নীল আলো। অসহ্যকর সুন্দর চোখ দুটি, হেক্টর ভাবল কিন্তু মাথা ঘুরিয়ে অন্যদের দিকে মনোযোগ দিল।

'যাই হোক আমরা বিশ হাজার ফুট উঁচু থেকে লাফ দিতে চাই না। বার্নি থ্রটল চেপে শব্দ কম করবে আর দশ হাজার ফুট উঁচুতে থাকবে। এরপর কেবিন থেকে প্রেশার আউট করলেই আমরা নেমে যাব। নামার সময় সব সময়কার মতো কাছাকাছি থাকতে হবে। যাতে একটি নির্দিষ্ট আকার নিয়ে মাটিতে নামতে পারি। আর পুরোপুরি সজাগ থাকতে হবে যেন তিক্ত রিসেপশন কমিটির মোকাবেলা করতে কোনো সমস্যা না হয়।'

'এরপর কী হচ্ছে?' ডেভ্ ইমবিস জানতে চাইল।

এ ব্যাপারে ভেব না, ডেভ্ বাছা আমার, তুমি সেখানে থাকবে না। তুমি আর তোমার বেবি-পিঙ্ক চেহারা, হেক্টর তাকে কথা-কটা বলেই আগের কথার খেই ধরল, এটা সহজ, কঠিন হবে ফিরে আসাটা। তিনটা সম্ভাব্য পথ আছে স্থল, নৌ আর আকাশ। প্রথম শ্রেণীর রিটার্ন টিকিট হতে পারে কোম্পানি হেলিকপ্টারে। পেছনের সারি'তে বসা হ্যানস লেটিগানের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল সে, হ্যানস পার্শ্ববর্তী সভ্য দেশের সীমান্তে চপার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমাদের কল সাইন পেলেই তুলে নিতে চলে আসবে। এটা হতেই পারে, থেমে গেল হেক্টর। কিন্তু আমরা সবাই জানি ইঁদুর আর মানুষের মাঝে খেলার মধ্যে কী কী হতে পারে। তাই অন্য পথ দুটিও খোলা রাখতে হবে। আমি একেবারে নিশ্চিত তারা মিস ব্যানককে পান্টল্যান্ড বা ইয়েমেনে কোথাও রেখেছে। এরা জলদস্যু, তাই তারা হয়তো উপকূল থেকে বেশি দূরে থাকবে না। হেক্টর দেয়ালে মানচিত্র প্রোজেকশন করে পয়েন্টার দিয়ে দেখাতে লাগল। যাই হোক আমরা রনি ওয়েলসকে তার এমটিভি নিয়ে অপেক্ষারত দেখতে পারব। হ্যানসের পাশে বসা রনির দিকে তাকাল হেক্টর, পুরাতন গোয়ালাতে কতদূর আছে তোমার রেঞ্জ?

'আমার নতুন সাহায্যকারী ডেক ট্যাঙ্কের কল্যাণে এটি হাজার নটিক্যাল মাইলের ওপরে', রনি উত্তর দিল। আর তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে মনে করিয়ে দিতে চাই যে সে কোনো পুরাতন গোয়ালা নয়, আমি খুলে সে চল্লিশ নটে ছুটতে পারবে।'

'শব্দ চয়নে ভুল করায় আমি ক্ষমাপ্রার্থী, রনি, হাসি দিয়ে স্বীকার করল হেক্টর। তো রনি তোমাদের যে কাউকে বিচ থেকে ফ্রি আনন্দ নৌভ্রমণ উপহার দেবে লোহিত সাগর থেকে বাড়ি পর্যন্ত, যদি বিচ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারো।'

Banglabook.org

'আর যদি রনি অথবা হ্যানস কেউই অ্যাপয়েন্টমেন্ট না রাখতে পারে, তবে কী হবে?' প্যাডি জানতে চাইল।

'আহ! এখানেই তোমার কাজ প্যাডি। তুমি কাছাকাছি স্থল সীমান্তে ট্রাকের সারি নিয়ে অপেক্ষা করবে। যদি টার্গের হয় ইয়েমেন তাহলে তুমি সৌদি আরাবিয়া অথবা ওমানে থাকবে। আর যদি পান্টল্যান্ড হয় তাহলে তুমি ইথিওপিয়া থেকে আমাদেরকে নিতে আসবে। বার্নি ভোসলু আর তার স্ত্রী তোমাকে আর তোমার ট্রাককে পৌছে দেবে—আমরা যেখানে যাব। যাই হোক, আরেকটা কথা সাথে ডাক্তার নিতে ভুলবে না। কেউ না কেউ আঘাত পাবেই। যদি আমরা ইথিওপিয়ার রাস্তা ব্যবহারে বাধ্য হই। হেক্টর চারপাশের মুখগুলোর দিকে তাকাল, সুতরাং সবারই অনেক কাজ আছে। আমি চাই যেন টার্গের জানতে পারার চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে আমরা রওনা হতে পারি। এখন থেকে যে কোনো দিন হতে পারে এটা। চলো তৈরি হও! সবাই রুম ছেড়ে যেতেই হেক্টর স্যাটেলাইট ফোন থেকে বার্নি ভোসলুকে ফোন করল। এক্সটেনশন লাইনে হ্যাজেলও শুনতে লাগল।

'বার্নি, হেক্টর ক্রস। কী খবর তোমার আর তোমার পত্নীর?'

'হাই, হেক্। আমি নাইরোবিতে। কিন্তু বেশি দিনের জন্য নয়। তুমি এখনো বেঁচে আছো? কালো চামড়াগুলোর শট ভালো না, তাই না?'

'তাদের নিশানা ঠিকই আছে। আমার প্রাণই শক্ত। শোন বার্নি, তোমার জন্য একটা কাজ আছে।' মুচকি হাসল বার্নি। আফ্রিকাতে বাকি সবারই তাই ধারণা, হেক্। নেলা আর আমি দিন-রাত আমাদের কিউট ছোট্ট পোনাকে নিয়ে উড়ছি। আগামীকাল আমরা ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব দ্য কঙ্গোর জন্য আলো জ্বালাব। যদিও দেশটা ময়লা জলের আধার।'

'আবু জারাতে এসো। এখানকার বিয়ার আর আবহাওয়া দুটোই চমৎকার।' 'দুঃখিত হেক্। আমাকে একটা কন্ট্রাক্ট পূর্ণ করতে হবে। বড় ক্লায়েন্ট। তাকে চটাতে পারব না।'

'কত টাকার কন্ট্রাক্ট?'

'পঞ্চাশ হাজার।'

হেক্টর হাত দিয়ে মাউথপিস ঢেকে হ্যাজেলের দিকে তাকাল।

কতদূর পর্যন্ত যাব? ফিসফিস করে জানতে চাইল হেক্টর।

'তুমি কার সাথে কথা বলছো?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল বার্নি।

'যে সুন্দরী রমনীর হয়ে আমি কাজ করি। একটু ধরো বার্নি।'

"তাকে পাওয়ার জন্য যতটা দরকার।" হ্যাজেল ফিসফিস করে বলে উঠল। হেক্টরের সামনে খাতায় লিখল খস খস করে দশ লাখ ডলার? আর হেক্টরের দিকে বাড়িয়ে দিল যেন সে দেখতে পারে।

BanglaBook.org

‘এটা পাগলামি!’ মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল হেক্টর। এরপর রিসিভারে দিকে ফিরে বলল, ‘আমরা এক মিলিয়নের চার ভাগের এক ভাগ দেব।’

বার্নি কিছুক্ষণ একেবারে চুপ করে থাকল। তারপর বলল, ‘আমি তোমাকে সত্যি সাহায্য করতে চাই হেক্। কিন্তু এ লাইনে আমার একটা সুনাম আছে।’

‘নেলা আছে সেখানে?’ হেক্টর জানতে চাইল।

‘হ্যাঁ, কিন্তু–’

‘কিন্তু কিছুই না! তাকে ফোন দাও।’ ঘন আফ্রিকার উচ্চারণে কথা বলে উঠল নেলা।

‘আহ, হেক্টর ক্রস! তোমার সাম্প্রতিক বুলশিট খবর বলো?’

‘আমি তোমাকে ভালোবাসি আর এটাই জানাতে ফোন করেছি।’

‘আমার পশ্চাদদেশে চুমু খাও ক্রস।’ ‘আর কিছুই আমাকে এত আনন্দ দিতে পারবে না, নেলা। কিন্তু তুমি তোমার এই গাধা মার্কা স্বামীটাকে ডিভোর্স দাও আগে। তুমি জানো সে এইমাত্র কী করেছে? মাত্র দশ দিনের কাজের জন্য আমার আধা মিলিয়নের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে সে।’

‘কত বললে?’ চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞেস করল নেলা।

‘অর্ধ মিলিয়ন।’

‘ডলার? আফ্রিকার মুদ্রা নয় নিশ্চয়ই?’

‘ডলার।’ হেক্টর নিশ্চয়তা দিল।

‘অনিন্দ্য সুন্দর আমেরিকান সবুজ নোট।’

‘কোথায় তুমি?’

‘আবু জারা, সিডি-এল-রাজিগে’

‘আগামী পরশু দিন আমরা আসছি সকালের নাশতার জন্য। আর তোমাকে ফিরে পেয়ে ভালো লাগছে হেক্টর ক্রস।’

হেক্টর, হ্যাজেল আর ক্রস বো সহকারীদের চারজন এয়ারস্ট্রিপে অপেক্ষা করছে। দানবীয় চার ইঞ্জিনবিশিষ্ট পরিবহন এয়ারক্রাফট ঘুরে ঘুরে রানওয়ের দিকে এগোচ্ছে।

‘নেলা চালাচ্ছে নির্ঘাত।’ নিশ্চয়তার সুরে ঘোষণা করল হেক্টর।

‘আপনি কিভাবে জানলেন?’

হ্যাজেল জানতে চাইল।

BanglaBook.org

'বার্নি পুরাতন ভৃত্যের মতো চালায়। নেলা জার্মিস্টন থেকে আসা সত্যিকারের কাউগার্ল, এই শহরের টিউব বসাবে তারা যদি পৃথিবীর গুহ্যদেশে জলীয় পদার্থ ঢালতে চায়।'

'এত কর্কশ কথা বলবেন না। আমার দাদা জার্মিস্টনে জন্মেছিলেন।'

আমি জানি যে বাকি সব বিষয়েও তার জুড়ি মেলা ভার।'

সি-১৩০ হারকিউলিস মাটি স্পর্শ করল। আস্তে আস্তে হেক্টরদের কাছে এগিয়ে এলো। পার্ক করার পর এর চারটি বিশাল কন্ট্রা-রোটেটর প্রোপেলার থেকে বাতাস বালুর ঘূর্ণি সৃষ্টি করে ছুড়ে মারল হ্যাজেলদের দিকে। নেলা ইঞ্জিন বন্ধ করে ফিউসিলাজ দিয়ে রোল-অন-রোল ফেলে দিল। বার্নি আর সে র‍্যাম্প বেয়ে নিচে নেমে এল। নেলা বাদামি সোনালি চুলের অধিকারী আর চেহারাটা একেবারে পুতুল মার্কা। ক্যামোফ্লেজ ওভারঅল পড়ে আছে সে। হাত কাটা। উড়ন্ত পরীর ট্যাটু দেখা যাচ্ছে মাংসল ডান বাহুতে। স্বামীর ওপর দিয়ে হেক্টরকে জিজ্ঞেস করল, ঠিক আছে, হেক্, এখন বলো আধা মিলিয়নের জন্য কী করতে হবে? তোমাকে যতটুকু জানি এটুকু বলতে পারি যে, এটা সহজ হবে না। করদর্মন করতে করতে বলল নেলা।

'তুমি সবসময় আমাকে ভুল বুঝো।'

তোমার গার্লফ্রেন্ডের সাথে পরিচয় করিয়ে দাও।' নেলা চোরা চোখে হ্যাজেলের দিকে তাকিয়ে নিজের হিংসা ঢাকতে চাইল।

'তুমি সম্পর্কটা বুঝতে খানিকটা ভুল করেছ। নেলা, আমার সোনা। ইনি মিসেস হ্যাজেল ব্যানক। আমার এবং তোমার বস। তাই একটু শ্রদ্ধা করো। চলো টার্মিনালের ওপর গিয়ে কথা বলি। সবাই মিলে দুটো হামভি ট্রাকে চড়ে বসল। সিচুয়েশন রুমের লম্বা টেবিলে একত্রে বসে হেক্টর ভোসলুদেরকে সব খুলে বলল। শেষ করার পর সবাই চুপ করে থাকার কিছুক্ষণ পর নেলা কথা বলে উঠল হ্যাজেলের দিকে তাকিয়ে।

'আমার'ও একটি মেয়ে আছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে নিজের জন্য একজন অস্ট্রেলীয়কে খুঁজে নিয়েছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি আপনার কেমন লাগছে। টেবিলের এপাশে এসে নিজের বিশাল হাতের থাবায় হ্যাজেলের সিল্কের মতো মসৃণ হাত তুলে নিল। নেলার হাত মাখামাখি হয়ে আছে ইঞ্জিন অয়েল আর ময়লায়। নখগুলো ভাঙা।

আপনি চাইলে আমি বিনা খরচে আপনার জন্য কাজ করব মিসেস ব্যানক।

'ধন্যবাদ, নেলা, আপনি খুব ভালো একজন মানুষ। এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

BanglaBook.org

'ঈশ্বরের দোহাই, রমণীকুল এসব বন্ধ করো। তোমরা না থামলে আমি কান্না শুরু করে দেব। হেক্টর বাধা দিল। এক্ষেত্রে একটা সমস্যা আছে, আমরা জানি না কোথায় যাচ্ছি আর কখন। কিন্তু এটি প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে।'

'কতটা তাড়াতাড়ি?' বার্নি ভোসলু জানতে চাইল। আমরা সপ্তাহখানেক ধরে তো এখানে অপেক্ষা করতে পারব না। মাটিতে যত দিন বসে থাকব মূল্য দিতে হবে তার জন্য।'

'তোমার মুখ বন্ধ করো, বার্নি ভোসলু!' নেলা ঘুরল স্বামীর দিকে। 'তুমি শোননি আমি এই নারীকে কথা দিয়েছি?'

'তিনি সঠিক বলেছেন।' হ্যাজেল বলে উঠল। 'আমি অবশ্যই আপনাকে এর জন্য অর্থ প্রদান করব। প্রথম দিনের জন্য বিশ হাজার ডলার। এরপর প্রতি দিনের জন্য দশ হাজার করে।'

'আপনার এটা করার প্রয়োজন নেই, মিসেস ব্যানক।' অপ্রস্তুত অবস্থায় বলে উঠল নেলা।

'হ্যাঁ আমাকে করতে হবে এটা।' হ্যাজেল উত্তর দিল। 'এখন মি. ক্রসের কথা শুনুন।'

চারদিনের মাঝে সবাই সবার কাজ শুরু করে দেবে। রনি ওয়েলস, আর তার তিনজন মানুষ উপসাগরের দিকে এমটিভি নিয়ে রাজ-এল-মান্দেবে পৌছল। ইয়েমেন সীমান্তের উত্তরে আর পান্টল্যান্ডের প্রণালী পথে সৌদি উপকূলে পরিত্যক্ত একটি গুহায় নোঙ্গল করে রাখল। ঢেকের ওপরে ফুয়েল ট্যাঙ্ক জড়ো হয়ে রইল ক্যানিস্টারে। সিডি-এল-রাজিগের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ হচ্ছে তার রেডিওতে।

ছোট্ট এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের পেছনের এয়ারস্ট্রিপে দাঁড়িয়ে আছে হারকিউলিস। হোল্ডে রাখা হয়েছে ক্রস বোর তিনটি দূরপাল্লার জিএম ট্রাক আর একটি ছোট ৭৫০ স্যালন। দুই হুইলের গ্যাসোলিন ট্যাঙ্কার। যে কোনো ট্রাকের পেছনে নেয়া হবে এটি। প্রতিটি ট্রাকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির পাশাপাশি এক জোড়া করে ৫০ ক্যালিবার ব্রাউনিং ভারি মেশিনগান তারপুলিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। এক মিনিটের মাঝে চালু হয়ে সব কিছু ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে তারা।

বার্নি আর নেলাকে সাথে নিয়ে নিচে নামার প্র্যাকটিস করল হেক্টর। যত শীঘ্র তারা টার্গেট জানতে পারবে রাতের অন্ধকারে উড়ে যাবে তারা। বার্নি আর নেলা ডজন ডজন প্যারাস্যুট ড্রপার বহন করছে। তারা এ ব্যাপারে খুবই

BanglaBook.org

দক্ষ। হেক্টররা নেমে গেলেই তারা বাছাই করে রাখা সীমান্তে উড়ে চলে যাবে। এখানে ল্যান্ড করার পরে প্যাডি আর ডেভ্ ট্রাক বহরকে নিয়ে শত্রু ঘাঁটির পাশে নিরাপদ স্থানে অপেক্ষা করবে। হেক্টরের বেতার বার্তা পেলেই তারা সীমান্ত দিয়ে ছুটে এসে আগে থেকে পরিকল্পনা করে রাখা মিলনস্থানে পৌঁছাবে। কিন্তু এ দুটোই কাম্য নয়। হেক্টর বিশেষ করে ভরসা করে আছে হ্যানস লেটিগনের ওপর। ব্যানক অয়েলের বিশাল রাশান এমআইএল-২৬ হেলিকপ্টার তাদেরকে দ্রুত ও পরিষ্কার পলায়নে সাহায্য করবে বেশি। ব্যানক অয়েলের গাঢ় লাল ও সাদা রঙের ওপর ইতিমধ্যে ঘন সবুজ ক্যামোফ্লেজ রং স্প্রে করা হয়েছে। কাছাকাছি সীমান্তে পুরোপুরি ফুয়েল ভরা অবস্থাতেই অপেক্ষা করবে এটি।

হ্যাজেল মুক্তিপণ দাবির প্রতি মেসেজ পাঠিয়ে পশুটাকে জানিয়ে দিয়েছে যে সে সাধ্যের মধ্যে সবটুকু চেষ্টা করছে অর্থ জড়ো করার জন্য; কিন্তু পরিমাণ বেশি হওয়ায় সময়ের প্রয়োজন এ কাজে। সে আরো আশা করছে যে বিশ দিনের মাঝে পুরো অর্থ পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হবে। এর কোনো প্রতি-উত্তর না পেয়ে অধৈর্য হয়ে উঠল হ্যাজেল। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো গতি নেই। আর এই কাজে সে মোটেও দক্ষ নয়। হিউস্টনে নিজের লোকদের সাথে কনফারেন্স কল আর পেন্টাগনে কর্নেল রবার্টসর সাথে কথা বলার পরও প্রায় আঠারো ঘণ্টা বাকি থাকে প্রতিটা দিন পার করার জন্য।

প্রতিদিন সকালে হেক্টর আবু জারার রাজধানী অ্যাশ-আলমান থেকে আসা ছোট পাসেঞ্জার ফ্লাইটের কাছে নিয়ে যায় হ্যাজেলকে। প্রত্যেক আরোহীর দিকে তাকিয়ে থাকে তারা, কিন্তু উথম্যান বা তারিকের কোনো দেখা নেই। হ্যাজেলের অ্যাথলেটিক ক্ষমতারও সীমা আছে। তাই বালিয়াড়িতে দৌড়ে বা স্বর্গ-মতন কোরাল বিচের স্কিন ডাইভিং করেও সাত-আট ঘণ্টার বেশি পার হয় না। ভাগ্যক্রমে হেক্টরকে বিশ্বাস করতে শুরু করার পূর্বের তুলনায় তার সাথে কথা হয় বেশি। রাজনীতি নিয়ে তর্ক করার সময় হ্যাজেলের প্রথম পছন্দ ডান দিকেই পক্ষপাত শুরু করে সে। যদিও সে এখনো বড়সড় কোনো শাস্তি না দিয়ে মানবজীবনকে মূল্য দেয়ার পক্ষেই মত দেয় বেশি।

'আপনি বলতে চান যে পৃথিবীতে এমন বড় কোনো অপরাধী নেই, যার মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়?' 'এই সিদ্ধান্ত ঈশ্বরের হাতে, আমাদের হাতে নয়।'

ওপর থেকে এই বৃদ্ধ লোক প্রায়ই আমার কানে ফিসফিস করে যখন আমি কোনো দুর্বৃত্তকে দেখতে পাই চোখের সামনে, তাকে হত্যা করো হেক্টর, বাছা আমার! ঈশ্বর ডাকলে হেক্টর ক্রস তা মান্য করে।'

আপনি একটি বিচ্ছু, নিজের হাসি লুকাতে লুকাতে স্বীকার করে হ্যাজেল। হেক্টরের মনে হয় হ্যাজেল প্রাচীনকালের মানুষের ন্যায় জিসাস ক্রাইস্টের সর্বশক্তিমান মহিমাতে বিশ্বাসী।

BanglaBook.org

'তার মানে আপনি বলতে চান যতবার হাঁটু গেঁড়ে বসেন যীশুখ্রিস্ট আপনার ডাকে সাড়া দেয়?'

'অপেক্ষা করুন আর দেখুন, ক্রস অপেক্ষা করুন আর দেখুন।'

'আমার মনে হয় এর ভেতরেও আপনাদের বাক্যালাপ হয়েছে। তাই না?' হেক্টর জানতে চাইতেই স্ফিংসের ন্যায় হাসি দিল হ্যাজেল। এ ধরনের বিভিন্ন আলোচনা সময় কাটানোর জন্য বেশ ভালো। এরপর এক সন্ধ্যায় ডিনারের পর মেসের বারের পেছনের শেলফ থেকে সস্তা এক দাবার বোর্ড সাজিয়ে হেক্টরকে চ্যালেঞ্জ জানাল হ্যাজেল। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পর থেকে হেক্টর আর দাবা খেলেনি। বোর্ডের দুইপাশে একে অপরের মুখোমুখি বসে হেক্টর দ্রুত আবিষ্কার করল যে হ্যাজেল প্রতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থা না করে রানিকে দিয়ে আক্রমণে বেশি আগ্রহী। নিজের রুকদেরকে একত্রিত করতে লাগল হ্যাজেল। এরপর দু'বার হেক্টর নাইট দিয়ে হ্যাজেলের রাজা-রানিকে বিপদে ফেলল। প্রায় ডজনখানেক হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পরও তাদের ফলাফল সমান সমান রইল।

এরপর সিডি-এল-রাজিগে বার্নি ও নেলা আসার পঞ্চম দিনে হেক্টর, হ্যাজেলকে জানাল মিসেস ব্যানক আমি আজ রাতে আপনাকে ডিনারে নিয়ে যাব, পছন্দ করুন আর নাই করুন।'

'চালিয়ে যান। কাপড় পরে নেব?' হ্যাজেলও জানতে চাইল।

'ঠিক এভাবেই আপনাকে আমার ভালো লাগে।' হেক্টর ঘোষণা করল। উপকূলের ওপর দিয়ে তিন মাইল দূরে বিচে নিয়ে গেল হেক্টর। হ্যাজেল দেখল হেক্টর দক্ষ হাতে বারবিকিউ সাজালো।

'ঠিক আছে বোঝা গেল আপনি আগুন জ্বালাতে ওস্তাদ। কিন্তু রান্না হবে কি?'

'চলুন আমাদেরকে বাজারে যেতে হবে। সূর্য অস্ত যেতে আর মাত্র ঘণ্টা খানেক বাকি।' কিন্তু হেক্টরের গোপনীয় কোরাল রিফে তারা একশ মিটার খুঁজে বেড়াল শুধু। তিনবার ডুব দিয়েই ছয় পাউন্ড ওজনের স্টবেরি রঙের কড মাছ আর দুটো বড় গলদা চিংড়ি ধরে আনল। হ্যাজেল লম্বা, খালি পায়ে পিকনিক কার্পেটের ওপর বসল। হাতে লাল বার্গান্ডি নিয়ে হেক্টরের দিকে তাকিয়ে রইল।

ডিনার তৈরি। অবশেষে ঘোষণা করল হেক্টর। হাত ডুবিয়ে দুজনে রসে আঙুল মাখামাখি করে খেল চমৎকার কড মাছের সাদা মাংস আর হাড়। চিবিয়ে মাংস বের করে আনল সশস্ত্র চিংড়ি মাছের পা থেকে। এরপর আগুনে হাড়গোড় ছুড়ে ফেলে দেখল সেগুলোর পুড়ে যাওয়া। হ্যাজেল উঠে দাঁড়াল।

BanglaBook.org

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?' অলস স্বরে জানতে চাইল হেক্টর।

'সাঁতার কাটতে', উত্তর দিল হ্যাজেল, চাইলে আপনিও আসতে পারেন। এরপর নিজের পেছনে দুই হাত নিয়ে বিকিনি টপস খুলে ফেলে নিজের অন্তর্বাসও খুলে ছুড়ে ফেলে দিল মাথার ওপর শূন্যে। এরপর হেক্টরের দিকে তাকিয়ে হাসতেই আনন্দে মৃতপ্রায় অবস্থা হেক্টরের। কোনো পর্ণগ্রাফিক শরীর নয়, উন্নত বুক, পেশি বহু মসৃণ আর সমান পেট, পরিণত কোমর নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে রক্ত-মাংসের মানবী। প্ররোচনাকর হাসি এঁটে মুখে দৌড়ে হ্যাজেল গিয়ে লাফ দিল পানিতে। পানি নিয়ে খেলছে আর খিল খিল করে হাসছে হ্যাজেল। দেখতে পেল হপ হপ করে তখনো নিজের সুইমিং ট্রাঙ্ক খুলছে হেক্টর।

'দাঁড়াও তোমার পেছনেই আসছি আমি, ছোট্ট খেকশিয়াল আমার!' হ্যাজেলকে চিকৎকার করে সতর্ক করেই দৌড়ে এলো হেক্টর। মজাদার আতঙ্কে হাত-পা ছুড়ে তার কাছ থেকে পালাতে চাইল হ্যাজেল। তাকে ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে মুখ এগোল হেক্টর। হাত দিয়ে হেক্টরের কাঁধ জড়িয়ে ধরে নিজের চাপে তাকে ডুবিয়ে দিল হ্যাজেল। হেক্টর আবার মাথা উঠিয়ে তাকে ধরতে যেতেই হাঁসের মতো করে পিছলে গেল হ্যাজেল। এরপর অগভীর পানিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ করে। চাইল হেক্টর আসুক। তারপর নিজেই দৌড়ে গেল তার কাছে। একে অন্যকে আঁকড়ে ধরল। অনুভব করল বিশাল ও শক্ত শরীরের হেক্টর তার জন্য অপেক্ষা করছে, যেমন সে তার জন্য। এরপর খানিকটা আশস্ত হতেই একে অন্যের সাথে জড়িয়ে মনে হলো হ্যাজেলর অন্তকরণ স্পর্শ করল হেক্টর।

'ওহ, ঈশ্বর। এরকম একজনের জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম, অনেক দিনের অপেক্ষা।' নিঃশ্বাস ফেলে কোনো প্রতিরক্ষা বা অধিকার ছাড়াই হ্যাজেল আত্মসমর্পণ করল হেক্টরের কাছে।

মধ্যরাতেরও পরে তারা টার্মিনাল বিল্ডিংয়ে ফিরে এলো। রুমের সামনে তাকে পৌঁছে দিয়ে ছোট্ট কিস করে যেতে উদ্যত হলো হেক্টর, হ্যাজেল টেনে ধরল, 'বাহানা করবে না।' দরজা পুরো খুলে দিল সে, 'ভেতরে এসো।'

'মানুষ কী ভাববে?'

'তোমার মতোই শব্দ করছি আমি, আমি এর থোড়াই পরোয়া করি।' উত্তর দিল হ্যাজেল।

'যে হুকুম দেবী। তবে তাই হোক।' মুচকি হেসে রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল হেক্টর। একত্রে শাওয়ার সারল দুজনে। একে অন্যের শরীর থেকে বালি আর লবণ ধুয়ে দিয়ে বিছানায় গেল।

BanglaBook.org

'হোমিংওয়ে তার বিছানাকে বলতো পিতৃভূমি।' চাদরের নিচে ঢুকতে ঢুকতে বলল হেক্টর।

'বৃদ্ধ আর্নির সাথে আমিও একমত।' চাদরের ভেতরে একত্রিত হলো হ্যাজেল। যদিও আনন্দ নিয়েই মিলিত হলো দুজনে, তবুও দুঃখের ছায়া যেন রয়েই গেল। হেক্টরের নগ্ন বুকে মাথা রেখে মোলায়েম স্বরে ডুকরে কাঁদতে লাগল হ্যাজেল। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিল হেক্টর।

'যখন তুমি কায়লাকে আনতে যাবে, আমিও সঙ্গে যাব। আমি এখানে একা থাকতে পারব না। এতটা দিন সহ্য করেছি শুধু তোমার জন্য। আমি তোমার লোকদের মতই শক্ত-সামর্থ্য। যে কোনো জটিল পরিস্থিতি সামলাতে পারি, তুমিও জানো এটা। তুমি অবশ্যই আমাকে সাথে নেবে।'

'তুমি কি জানো পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর আর সবচেয়ে নীল তোমার চোখ দুটো?' হেক্টর জানাতেই উঠে বসে ক্রুদ্ধ স্বরে হ্যাজেল বলে উঠল,

'তোমার এসব অসহ্যকর তামাশা বন্ধ করো।'

'না। আমার ডার্লিং আমি তো বলছিলাম যে কেন তুমি আমার সাথে আসতে পারবে না।' না বোঝার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল হ্যাজেল। হেক্টর বলে চলল। আমরা যেভাবে প্ল্যান করি সেভাবেই সবকিছু সবসময় ঘটে না। হতে পারে আমাদেরকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্থানীয় লোকদের সাথে মিশে গিয়ে বের হয়ে আসার পথ করে নিতে হবে। আরবিয়রা তোমার চোখের মতো চোখকে বলে শয়তানের চোখ। প্রথম যে শত্রু তোমার চোখের দিকে তাকাবে সে সহজেই বুঝে যাবে যে তুমি কে। যদি আমি তোমাকে আমার সাথে নেই, তাহলে কায়লাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা অর্ধেক কমে যাবে। অনেকক্ষণ ধরে সোজা হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল হ্যাজেল। এরপর ঘাড় নরম করে আবার হেক্টরের বুকে মাথা নামাল।

'শুধু এই একটা কারণেই আমি রয়ে গেলাম। ফিসফিসিয়ে উঠল হ্যাজেল। আমি এমন কিছু করব না যেন তার ক্ষতি হয়। তুমি তাকে নিয়ে আসবে তো হেক্টর? আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে তো?'

'হ্যাঁ, আমি কথা দিচ্ছি।' 'আর তুমি? তুমিও আমার কাছে ফিরে আসবে তো? আমি মাত্রই তোমাকে পেয়েছি। এখনি হারাতে চাই না।'

'আমি ফিরে আসব সাথে কয়লাকে নিয়ে। প্রমিজ।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি।' জানিয়ে দিল হ্যাজেল। হেক্টরের কাছেই ঘুমিয়ে পড়ল সে। নিঃশ্বাস পড়ার শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। এ ঘুম যেন নষ্ট না হয়। খেয়াল রাখল হেক্টর। পর্দার ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো পৌছে তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

BanglaBook.org

আমি অনেক দিন পর ভালোভাবে ঘুমালাম। কায়লাকে... বাক্য শেষ না করেই বলল হ্যাজেল, 'আমার ক্ষুধা পেয়েছে। নাশতা করতে চলো।'

বিশালদেহী নেলা তাদের আগেই মেস টেবিলে বড়সড় প্লেটে ডিম, বেকন আর সসেজ নিয়ে নাশতা করতে বসেছে। হ্যাজেলের দিকে তাকিয়ে দুজনের মাঝে বোঝাপড়া আদান-প্রদান হলো। নিজের প্লেটের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল নেলা।

'হ্যাজেল টঙ!' নিজের ডিমের দিকে তাকিয়ে বলল নেলা, এদিকে লজ্জায় রাঙা হলো হ্যাজেল।

হেক্টর অবাক হয়ে গেল, হ্যাজেল এমনটা করতে পারে। আশ্চর্য হয়ে গেল সে, সূর্যোদয়ের চেয়েও বেশি মোলায়েম লাগাল এ আলো। খাবার শেষে হামভিতে গেল দুজন। সামনের সিটে হেক্টরের পাশে বসল হ্যাজেল। যতবার গিয়ার বদলালো ততবার হ্যাজেলের পা স্পর্শ করল সে। মিষ্টি করে হাসল হ্যাজেল। হারকিউলিসের ছায়ায় হামভি পার্ক করল হেক্টর। এখন তারা হাত ধরতে পারে। ফকার এফ-২৭ ফ্রেন্ডশিপ আসার আর মাত্র আধা ঘণ্টা বাকি।

'আবু জারা এয়ারওয়েজের জন্য এখন মাত্র সকাল', হ্যাজেলকে জানাল হেক্টর। টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের সামনে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। বিশ বা এ ধরনের কয়েকজন আরোহী এসে নামল। সত্যিকারের অবাক হলো হেক্টর। সবাই আরবিয়দের চিরাচরিত পোশাক পরনে আর হাতে বোচকা। হঠাৎ করেই হেক্টর শক্ত হয়ে গেল। হ্যাজেলের হাতে চাপ দিল।

'বেজন্মার দল! তারা এসেছে!' হেক্টর বলে উঠল আস্তে করে।

'কে?' হ্যাজেল বলল, 'তাদের সবাইকে আমার একই রকম লাগে দেখতে।'

'শেষ দুজন। আমি এক মাইল দূর থেকেও তাদের হাঁটা দেখলেই চিনতে পারব।' একবার হর্ন বাজিয়েই হামভির ইঞ্জিন চালু করল সে। দুজন আরবিয় ফিরে তাকাল তাদের দিকে। এরপর এগিয়ে এসে পেছনের সিটে উঠে বসল।

'তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।' অভিবাদন জানাল হেক্টর। আপনাদের ওপরেও। একত্রে উত্তর দিল দুজনে। এক মাইল ড্রাইভ করে এসে গাড়ি পার্ক করল হেক্টর। হ্যাজেল ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের দুজনের দিকে তাকাল। 'আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। চিৎকার করে উঠল হ্যাজেল। আমাকে জানাও। খুঁজে পেয়েছো আমার মেয়েকে কোথায় রেখেছে উথম্যান?'

'হ্যাঁ, মিসেস ব্যানক। আমরা তাকে খুঁজে পেয়েছি। আমি বাগদাদে আমার ভাইয়ের কাছে ছিলাম। সে আমার চেয়ে আলাদা। তার ধারণা আমাদের জাতির একমাত্র উন্নতি হবে জিহাদের পথে। সে একজন মুজাদিত

BanglaBoi.org

আর আল-কায়েদার সাথে জড়িত। সে জানে আমি তাকে সমর্থন না করলেও আমরা ভাই আর রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ। সে তার জিহাদি কার্যক্রমের কিছুই আমার কাছে বলতো না। কিন্তু শেষ কয়েক সপ্তাহে বেশ আন্তরিক হয়ে পড়েছিল। আর তাই গোপনীয়তাও ভেঙে গিয়েছিল। বেশির ভাগ সময় সে একটা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে আর বাসা থেকে কখনো ব্যবসায়িক আলাপ করে না। কয়েক দিন সে ভুলবশত মনে করে যে আমি তার স্ত্রীর সাথে আমাদের বন্ধুর বাসায় বেড়াতে গেছি। কিন্তু আমি ছিলাম তার ওপর তলায়। আলী ল্যান্ড ফোনে তার আল-কায়েদা সহকারীর সাথে কথা বলে। এক্সটেনশন লাইনে আমি পুরো আলাপ শুনেছি। তারা আপনার মেয়েকে অপহরণ বিষয়ে কথা বলছিল। শেখ খান টিপ্পো টিপ বংশের সদস্য তাকে অপহরণ করেছে।'

'টিপ্পো টিপ! ডলফিনে যে স্টুয়ার্ড উঠেছিল তারও এই একই নাম ছিল। কিন্তু শেখ কে?' হ্যাজেল জানতে চাইলে উথম্যান উত্তর দিল।

সে একজন যুদ্ধবাজ নেতা আর পান্টল্যান্ডের শক্তিশালী বংশের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক।

হেক্টর তার কাঁধ স্পর্শ করল। 'সব সময়কার মতো নিজেকে তুমি প্রমাণ করেছো বন্ধু।'

'দাঁড়ান! আরো খবর আছে বলার জন্য। উথম্যান দুঃখের সাথে মাথা নাড়াল। মনে আছে অনেক বছর আগে বাগদাদে গুলি করে আপনি একজনকে হত্যা করেছিলেন?'

মাথা নাড়াল হেক্টর। 'রাস্তার পাশে বোমা পুঁতে রাখা তিনজন জিহাদি।' তারিকের দিকে আড়চোখে তাকাল, 'তারিক আর আমার তাদের কথা অবশ্যই মনে আছে।'

'তাদের নাম মনে আছে?'

'না, স্বীকার করল হেক্টর। 'তারা সবাই তো কোর্ড নেম ব্যবহার করেছিল। এমনকি সামরিক গোয়েন্দারাও তাদেরকে চিহ্নিত করেতে পারেনি। তুমি কী পেয়েছো উথম্যান?'

'আপনি যাকে হত্যা করেছেন তার নাম সালাদিন গামেল টিপ্পো টিপ। শেখ খান টিপ্পোটিপের পুত্র ও আদম টিপ্পো টিপের পিতা। শেখ আপনার বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। হেক্টর হা করে তাকিয়ে রইল। উথম্যান বলে চলল।

'আপনি আর রনি ওয়েলস মিলে যে ডোহ উড়িয়ে দিয়েছেন সেখানে ছয়জন আরোহী ছিল। তাদেরকে বড় ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে শেখ খান পাঠিয়েছিল। তাদের মাঝে একজন ছিল গাফর টিপ্পো টিপ। শেখের পঞ্চম

BanglaBook.org

পুত্র। রক্ত ঋণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুজনে। শেখ তৃতীয় পুত্রকে পাঠিয়ে ভাইদের প্রতিশোধের নির্দেশ দেয়—

'এর নাম আনোয়ার!' হেক্টর তাড়াতাড়ি বলে উঠল। 'মাই গড। আমি তাকে কখনো ভুলব না। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার সময়েও সে পরিহাস করছিল আমার নাম আনোয়ার। মনে রেখো ক্রস, শুকোরের শুকর, ঋণ এখনো শোধ হয়নি। রক্তপাত চলবেই। অন্যরা আসবে।'

তারিক মাথা নাড়ল। 'সে রকমই হয়েছে।'

'এই শেখ খান টিপ্পো টিপকে কোথায় খুঁজে পাব আমরা?'

হেক্টর জানতে চাইল।

তারিক তীক্ষ্ম কণ্ঠে উত্তর দিল,

'আমি জানি। তার শক্ত ঘাঁটি হলো পান্টল্যান্ডে।'

'পান্টল্যান্ড! এই হতচ্ছাড়া নামটা পিছু ছাড়বে কখন', হ্যাজেল বাধা দিল।

'এটা সোমালিয়ার বিদ্রোহী অঞ্চল। পান্টল্যান্ডে তারিকের বাসা।' হেক্টর উত্তর দিল। তারিকের দিকে ফিরে তাকাল। 'এর জন্যই আমরা অপেক্ষা করছিলাম। বলো এর সম্পর্কে তোমার কী বলার আছে?'

'যেটা পান্টল্যান্ডের সবাই জানে দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে টিপ্পো টিপের শক্ত ঘাঁটি। মরুদ্যানের আশ্চর্য নামক স্থানে। এর দক্ষিণে প্রদেশের প্রধান রাস্তা, আমিরা নামে ছোট্ট গ্রামের কাছেই এর অবস্থান।'

'তুমি জায়গাটা চেন?' হেক্টর জানতে চাইলে তারিক মাথা নাড়ল। তাকে ভালো করে জানে হেক্টর। বুঝতে পারল তারিক মিথ্যে বলছে বা সত্য লুকাচ্ছে।

'ঠিক আছে।' হেক্টর আর কিছু জানতে চাইল না। টিপ্পো টিপ আর তার দুর্গ সম্পর্কে সব খবর বের করতে হবে আমাদেরকে। অঞ্চলটার মানচিত্র লাগবে। টার্মিনালে ফিরে গিয়ে সবাইকে বলতে হবে যে কাজে লেগে পড়ো।'

লম্বা টেবিলের চারপাশে জড়ো হওয়ার পর হেক্টর সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলা শুরু করল, 'ওয়েল, এখন আমরা জানি যে আমরা কোথায় যাচ্ছি।' তারিক ব্যতীত এখানকার অন্য কেউ কী জানো মরুদ্যানের আশ্চর্য বা আমিরা গ্রামটা কোথায়? আমাদের টার্গেট এগুলো। সবাইকে মনে হলো গভীর অতলে পড়ে গেছে। ডেভ্ ইমবিসের দিকে ফিরল হেক্টর।

'ডেভ্ তুমি গুগল আর্থ খুঁজে দেখো। তারিক ম্যাপের ওপর জায়গাটা দেখাবে। আমি অঞ্চলটার স্যাটেলাইট ছবি চাই। উড়ার জন্য দূরত্বটা জানা চাই।' আমি ইথিওপিয়ার কাছাকাছি এয়ারস্ট্রিপ আর স্থলপথ সম্পর্কে জানতে

Banglabook.org

চাই। এরপর থেমে বার্নি আর নেলার দিকে তাকাল সে। তোমাদের কোনো ধারণা আছে এর ওপরে? তোমরা কোনো ল্যান্ডিং স্ট্রিপের খবর জানো?

'জিগ জিগ!' নেলা বলে উঠতেই হাসিতে ফেটে পড়ল দুজনে। বার্নির পাজর নিজের কনুই দিয়ে খোঁচা দিল নেলা।

'এই নামে ল্যান্ডিং স্ট্রিপ?'

ভ্রূ কুচকালো হেক্টর।

'মজা তো!'

'নেলা এই নাম দিয়েছে, আমি না।' বার্নি পাজরে হাত বুলাতে বুলাতে বলে উঠল।

'আমি জানি না এর সত্যিকারের নাম কী। হয়তো নেইও। এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালির সেনাবাহিনীর ছেড়ে যাওয়া পরিত্যক্ত স্ট্রিপ। অবস্থা খারাপ হলেও হারকিউলিসে বেহাল দশার কিছু মনে করবে না।'

'আমরা একবার এমারজেন্সি ল্যান্ডিং করেছিলাম সেখানে, এখনো হাসির বুদবুদ বের হচ্ছে নেলার মুখ দিয়ে। বার্নির এই প্রচেষ্টার কথা আমি কখনো ভুলবো না। আমাকে ঠাণ্ডা করার জন্য।' নেলার অট্টহাসিতে বাকি সবাই যোগ দিলে বার্নি তার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য ধরে রাখার চেষ্টা করে বলল,

'এটা একেবারে সঠিক জায়গায় অবস্থিত। পান্টল্যান্ড সীমান্ত থেকে ত্রিশ মাইলেরও কম দূরত্ব। তার থেকেও বড় কথা এখানে কোনো সরকারি নজরদারি, পুলিশ, ইমিগ্রেশন কিছু নেই।'

'মনে হচ্ছে আমাদের জন্যই তৈরি হয়েছে এটি। ডেভ্‌কে ম্যাপে এর অবস্থান দেখাও। নেলা, তোমার কি মনে হয়, সেখানে নামার পর নিজেকে আবারো ঠাণ্ডা করতে পারবে? কোনো বৈষম্য নয়!' প্যাডির দিকে তাকাল হেক্টর। 'প্যাডি রেডিওতে রনি ওয়েলসের সাথে যোগাযোগ করে বলে দাও এমটিবি নিয়ে পান্টল্যান্ড উপকূলের কাছে যেতে। টার্গেটের কত কাছাকাছি সম্ভব নিরাপদ নোঙর স্থানও খুঁজে নিতে বলো। আমাদেরকে পৌছানোর সাথে সাথে জানাতে বলো।' যতক্ষণ নির্দেশ দিল বুঝতে পারল তারিক তাকে খেয়াল করছে। সরাসরি তারিকের দিকে তাকাতেই অপ্রস্তুত হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে রুম ছেড়ে চলে গেল সে। এক মিনিট পরে হেক্টর প্যাডি ও'কুইনকে বলল, 'সবকিছু ঠিক করে ফেলো। আমি বেশি দেরি করতে চাই না।'

তারিকের খোঁজে চলল হেক্টর। কয়েক মিনিট পরে পার্ক করে রাখা ট্রাকের পেছনে পেয়েও গেল। হেক্টরকে এগিয়ে আসতে দেখে হাতের সিগারেট জুতা দিয়ে পিষে ফেলল। ট্রাকের পাশে নো স্মোকিং নির্দেশ ঝুলছিল। হেক্টর দেখল তারিক পাম্প স্টেশনের পেছনে সরে গেল।

BanglaBook.org

'আমার সাথে কথা বলো নবীর প্রিয় পাত্র।' হেক্টর তারিকের পেছনে দাঁড়িয়ে বলল।

'আমি অন্যদের সামনে কথা বলতে পারি না।' তারিক ব্যাখ্যা করল।

'উথম্যানের সামনেও না?'

কাঁধ ঝাঁকালো তারিক। 'আপনার কি মনে হয়, টিপ্পো টিপ গোত্র সম্পর্কে সে এত তথ্য জেনে গেল মাত্র ফোনে আড়িপাতার মাধ্যমে? আমি আমার পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবি ইফেন্দি। আমি কোনো চান্স নিতে চাই না।'

'তোমার কথায় সত্যতা আছে তারিক।' চিন্তামগ্নভাবে মাথা নাড়াল তারিক। উথম্যানের সম্পর্কে স্নেহপ্রবণতা সত্ত্বেও। বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহে তার পেটের মাঝে গুলিয়ে উঠল।

তারিক শ্বাস নিয়ে বলে উঠল, 'আমার খালার সাথে আমিরার একজন লোকের বিয়ে হয়েছে। মরুদ্যানের আশ্চর্যের কাছাকাছি ছোটবেলায় আমি প্রতিবছর সেখানে কয়েক মাস করে কাটাতাম। কাজিনদের সাথে উট চড়াতাম। অনেকবার টিপ্পো টিপের দুর্গ দেখেছি, দূর থেকে তা-ও। দুর্গে খানের ভৃত্য হিসেবে কাজ করত আমার খালা। কিন্তু এটা অনেক দিন আগের কথা। হতে পারে এর মাঝে সে মারাও গেছে।'

'তাহলে, হতে পারে সে হয়তো মারা যায়নি। হতে পারে সে এখনো দুর্গে কাজ করে। হতে পারে সে জানে তারা মেয়েটাকে কোথায় রেখেছে। হতে পারে সে তোমাকে এখনো এতটাই ভালোবাসে যে দুর্গে ঢোকার পথ দেখিয়ে দেবে আর মেয়েটাকে খুঁজে দেবে।'

'হতে পারে।' তারিক হেসে দাঁড়িয়ে হাত বুলাল। 'হতে পারে সেসব ঘটবে।'

'হতে পারে যে তুমি খালাকে খুঁজে বের করলে।'

'হতে পারে।' তারিক মাথা নাড়ল।

'হতে পারে তুমি আজ রাতেই গেলে। আমরা হারকিউলিস থেকে তোমাকে আমিরার কাছে নামিয়ে দেব। তোমাকে একটা স্যাটেলাইট ফোন দেব। পরিবারের সাথে দেখা হলেই তুমি আমাকে জানাবে। আর এখানে কোনো সমস্যা তো নেই।'

সব সময়কার মতোই, আপনার কথা শোনা মানে মান্য করা হেক্টর।' তারিক মাথা নাড়ল, মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হলো। হেক্টর তার কাঁধে হাত রাখল। তারিখ আরো কিছু বলতে চাইল।

'দাঁড়ান আপনাকে আরো কিছু বলার আছে।' হেক্টর তার পাশে আবার বসে পড়ল। 'যদি মেয়েটাকে আমরা দুর্গ থেকে বের করতেও পারি, অনেকে

BanglaBook.org

আমাদের পিছু ধাওয়া করবে। ফোর হুইল ড্রাইভ ট্রাক নিয়ে। আর আমরা থাকব মেয়েটাকে সাথে নিয়ে পদব্রজে। সে হয়তো অসুস্থ আর দুর্বলও—তারা যা করেছে। তাকে হয়তো আমাদের বহনও করতে হবে।'

'বলো তোমার মত কী।'

'দুর্গের উত্তরে', গভীর আর পাথুরে খাদ আছে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে সত্তর মাইল পর্যন্ত আমরা হেঁটে পার হতে পারি। তাহলে ফোর হুইল ড্রাইভ ট্রাকও আমাদের পিছু নিতে পারবে না। তাদেরকে ত্রিশ থেকে চল্লিশ মাইল ঘুরে ওয়াদি যেতে হবে। ওয়াদিতে একবার পৌঁছালে দুই থেকে তিন ঘণ্টা আগে থাকতে পারব আমরা।

'তোমাকে একশ কুমারী উপহার দেয়া উচিত।' হাসতে হাসতে বলল হেক্টর।

আমি একজনেই খুশি। তারিক হাসল। কিন্তু ভালো হতে হবে। হেক্টর তাকে পাম্প হাউসের ছায়ায় আরেকটা সিগারেট খেতে ছেড়ে দিয়ে এলো।

সিচুয়েশন রুমে ঢুকতেই ডেভ্ ডাকল।

'গুগল আর্থ থেকে অঞ্চলটার এ ছবিগুলো নামিয়েছি, বস।' হেক্টরের সামনে শিট বিছিয়ে দিল ডেভ্।

আমিরা গ্রামটা খুঁজে পেলেও মরুদ্যানের আশ্চর্য নামে কিছু পাইনি।

'এসো দেখি।' হেক্টর হাই রেজ্যুলেশন ছবি খুটিয়ে দেখল তারপর বুড়ো আঙুল দিয়ে দেখাল। 'এই যে পেয়েছি।' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সে 'মো'জিজা। আশ্চর্য। কো-অর্ডিনেটস, বের করো ডেভ্।' ডেভ্ কাজ করতে লাগল আর হেক্টর ম্যাপ স্ক্যান করতে লাগল। এখন সে জানে কী খুঁজে বের করতে হবে। তৎক্ষণাৎ ওয়াদি পেয়ে গেল। ডেভের ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে ওয়াদি পরীক্ষা করতে লাগল। তারিকের দেয়া তথ্য মিলে গেল। কোনো রাস্তা বা পথ নেই ওয়াদি যাওয়ার।

সবকিছু গুটিয়ে দরজার বাইরে বার্নি আর নেলার কাছে গেল। সিগারেট ফুঁকছে দুজনে। হেক্টর আস্তে করে তাদের সাথে কথা বলতে লাগল। আজ রাতে তোমরা আমিরা গ্রামের যত কাছাকাছি পারো তারিককে নামিয়ে দেবে। আমি তাকে অঞ্চলটা সম্পর্কে জানতে পাঠাচ্ছি। এরপর সোজা জিগজাগ ল্যান্ডিং স্ট্রিপে চলে যাবে। তোমাদের প্লেনে থাকা ডেভ্ আর অন্য বহরকে নামিয়ে দেবে। ট্রাকসহ তাদেরকে রেখে সিডি-এল-রাজিগে ফিরে আসবে। হ্যাজেলের দিকে তাকাল হেক্টর। সে জানে হ্যাজেলকে এখানে একা রেখে যাওয়াটা ভালো হবে না।

'মিসেস ব্যানক আর আমি তোমাদের সাথে জিগজাগ আর আমিরা ভ্রমণ করব।' হ্যাজেল সম্মতিসূচক মাথা নাড়তেই হেক্টর আবার বার্নির দিকে তাকাল।

BanglaBook.org

'প্রতিটি ফ্লাইটের জন্য কাজ শুরু করে দাও। আমাদেরকে জিগজাগে পৌঁছাতে হবে একদম রাতের বেলা। ওই জায়গাতে বেশিক্ষণ ঘোরাঘুরি করে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই না আমি। তোমার কি মনে হয় একেবারে খুঁজে পাবে জায়গাটা?'

'গাধার মতো প্রশ্ন করো না।' উত্তর দিল নেলা। 'আমরা সেখানে আগেও গিয়েছি। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই।' নাকের ওপর উজ্জ্বল কমলা রঙের প্লাস্টিক ফ্রেমের রিডিং গ্লাস বসাল সে। তারপর ক্যালকুলেটর নিয়ে বার্নির সাথে কাজ শুরু করল। কয়েক মিনিট পরেই চোখ তুলল নেলা বলল, 'ঠিক আছে, একেবারে কাঁটায় কাঁটায় রাত ৮টায় টেকঅফ করব। যে উঠতে পারবে না তাকে রেখে যাওয়া হবে।'

হ্যাজেল আর হেক্টর একত্রে হারকিউলিসের পেছনের ফ্লাইট ডেস্কে দাঁড়িয়ে আছে। পাইলটের মাথার ওপর দিয়ে আফ্রিকান রাত নামা দেখছে। হ্যাজেল হালকাভাবে হেক্টরের দিকে ঝুঁকে আছে। সামনের পর্বতে এসে পড়েছে সূর্যের শেষ আলো। ব্রোঞ্জ আর গলানো সোনালি আভায় আলোকিত চারপাশ। একই সময়ে তাদের পায়ের নিচের জমি ইতিমধ্যে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসেছে। শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাপি আলো দিয়ে পান্টল্যান্ডের গ্রামগুলোর অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে।

'খুব সুন্দর', ফিসফিস করে বলে উঠল হ্যাজেল। কিন্তু ভয়াবহতার কবলে পড়ে সৌন্দর্য দেখতে পারছি না আমি। এখানেই কোথাও আছে কায়লা। রাত নেমে এলো তাদের ওপর। আকাশ ভরে গেল তারকারাজিতে। নেলা সিট থেকে ঘুরে বসে কান থেকে হেডফোন সরাল।

'আমি এখন অবতরণ শুরু করব। ড্রপ জোনে যেতে মিনিট বিশেক লাগবে। তোমার লোককে তৈরি হতে বলো।' হেক্টর মেইন কেবিনে চলে গেল। প্যাডির বেশির ভাগ লোকেরাই ট্রাকে উঠে ঘুমিয়ে গেছে। তারিক টেইল গেইটের কাছে হেক্টরের জন্য অপেক্ষা করছে। সোমালিয়ার কৃষকদের মতো পোশাক পরেছে সে কোমরের কাছে ছাগলের চামড়ার বস্তায় তার সম্পত্তি বেঁধে রেখেছে। হেক্টর তাকে প্যারাসুট পরে নিতে সাহায্য করল।

'আর দশ মিনিট!' নেলার কণ্ঠ ভেসে এলো।

হ্যাজেল এসে তারিকের সাথে করমর্দন করল।

'তুমি আমার জন্য আগেও নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছ তারিক। আমি চেষ্টা করব এর শোধ দিতে।'

BanglaBook.org

'আমি কোনো পারিশ্রমিক চাই না। মিসেস ব্যানক।'

'আমি আল্লাহর আশীর্বাদ আর নিরাপত্তা প্রার্থনা করি তোমার জন্য।'

আবারো ভেসে এলো নেলার কণ্ঠ।

'পাঁচ মিনিট। আমি টেইল গেইট খুলে দিচ্ছি, তোমার সেফটি হারনেস হুকে লাগনো আছে কিনা দেখে নিতে ভুলো না।' র‍্যাম্প খুলে গেল। রাতের বাতাস এসে ধাক্কা দিল সকলের গায়ে।

'আমি আমিরার আলো সামনেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।' নেলা গান গেয়ে উঠল। 'এক মিনিট বাকি জাম্প করতে।' এরপর সেকেন্ড গুনতে শুরু করল সে, পাঁচ, চার, তিন, দুই আর যাও! যাও! যাও!'

তারিক সামনে দৌড়ে র‍্যাপের কিনারে দাঁড়াল। মুহূর্তের মাঝেই অন্ধকার গ্রাস করে নিল তাকে। নেলা টেইল র‍্যাম্প তুলে ইঞ্জিনের গতি বাড়াল আস্তে আস্তে তারপর কোর্স বদলে জিগজাগের দিকে ছুটল।

প্রত্যুষে এয়ারস্টিটের ওপর ঘুরতে লাগল। বিভিন্ন ধরনের বিল্ডিংয়ের ভাঙা ছাদ, অবশিষ্টাংশ পড়ে আছে। আশি বছর পরও পরিত্যক্ত রানওয়েতে হোয়াইট ওয়াশ করা পাথর দেখা যাচ্ছে। জীবনের একমাত্র চিহ্ন বলতে স্ট্রিপের ওপর পাহাড়ে আগুন জ্বালিয়ে বসা লাল কাথা মুড়ি দেয়া একটা ছেলেকে দেখা গেল। পাশেই আছে তার ছাগলের দল। আগুনের ধোঁয়া থেকে বাতাসের গতিপথ বুঝতে পারল নেলা। হারকিউলিসের বজ্রগর্জনে ছোট্ট ছেলেটা আর ছাগলগুলো আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে লাগল। নেলা এতবড় বিশাল যন্ত্রটাকে এমনভাবে মাটিতে নামিয়ে আনল যেন গোলাপের ওপরে বসেছে প্রজাপতি। এরপর রানওয়ে ধরে এগোতে লাগল। নেলা টেইল গেইট খুলে দিল। প্যাডি তিনটা ট্রাকের ছোট্ট বহরকে নামিয়ে দিল। এরপর গ্লাভস পরা হাত নেড়ে সোমালি সীমান্তের দিকে চলে গেল। নেলা ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে নিল হারকিউলিসকে। তারপর নিচে নামার পাঁচ মিনিটের মাঝে আবার উড়ে চলল।

'সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা লাগবে বাসায় ফিরতে। হেক্টর ঘোষণা করল। হ্যাজেলের কাঁধে হাত রাখল। এতটা সময় আমরা কিভাবে কাটাব?'

'এই পুরো কার্গো হোলে শুধু আমরা দুজন আছি।' হ্যাজেল আঙুল তুলে দেখাল। 'আমি একটা পরামর্শ দেব?'

'আমি বুঝতে পারছি, অসাধারণ হবে এটি। মিসেস ব্যানক, তুমি অসাধারণ।'

BanglaBook.org

তারিক ছোট্ট একটা গর্ত পেয়ে প্যারাস্যুট আর হেলমেট রেখে দিল। মাথায় পাগড়ি বেধে নিল। কাঁধে ফেলল ছাগলের চামড়ার ব্যাগ। নামার সময় সাবধানে গ্রামের রাস্তা দেখে নিয়েছিল। মাত্র একটা কি দুটো মিটমিট আলো জ্বলছে। তারিক অবাক হয়ে নেলা ভোসলুর দৃষ্টি শক্তির প্রখরতার তারিফ করল। দশ হাজার ফুট ওপর থেকেও ঠিকই দেখতে পেয়েছিল আমিরা গ্রামটাকে। মাত্র আধা মাইল চলার পরেই তারিকের নাকে এসে লাগল কাঠের ধোঁয়ার গন্ধ, মানুষ আর ছাগলের চিৎকার। গ্রামে ঢোকার মুখে একটা কুকুর গর্জন করে উঠল। আরেকটাও যোগ দিল সাথে। কিন্তু গ্রামটা ঘুমিয়েই রইল। দশ বছর আগে সে একবার এখানে এসেছিল। কিন্তু চাঁদের আলো ঠিকই তাকে কুঁড়েঘরগুলোর মাঝে রাস্তা দেখাচ্ছে। কুয়ার পরে তিন নম্বরটি তার খালার বাসা। দরজায় টোকা দিতেই খানিক পরে এক মোলায়েম নারী কণ্ঠ শোনা গেল।

'কে? এত রাতে কী চাও? আমি একজন ভদ্র নারী। চলে যাও।'

'আমি তারিক হাকাম। আমি আমার মায়ের বোন তাহিরার খোঁজ করছি।'

'দাঁড়াও!' অদেখা নারী বলে উঠল। তারিক শুনতে পেল ঘরের মাঝে নড়াচড়ার শব্দ। তারপর দিয়াশলাইয়ে এর আগুন জ্বলে উঠল। মাটির দেয়াল ভেদ করে কেরোসিনের লণ্ঠনের নরম হলুদ আলো বাইরে এসে পড়ল। দরজা খুলে গেল অবশেষে। নারীটি দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

'এটা সত্যিই তুমি তারিক হাকাম?' উঁচু করে লণ্ঠনটি তারিকের মুখের ওপর ধরল। 'হ্যাঁ, আস্তে করে ফিসফিস করে উঠল সে, 'এটা তো তুমিই।' নিজের মাথার কাপড় সরিয়ে নিল সে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল তারিক। 'তুমি কে?' বয়সে তরুণী আর বেশ সুশ্রী একটি মেয়ে। বেশ নারীসুলভ কমনীয়তা সব অঙ্গে।

'আমার খারাপ লাগল যে তুমি আমাকে চিনতে পারোনি। আমি, তোমার খালাতো বোন ডালিয়া।'

'ডালিয়া! তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ!' লজ্জা পেয়ে ডালিয়া আবার মুখ আর নাকের ওপর কাপড় টেনে দিল। মাত্র দশ বছর আগে তারিকের পিছু পিছু ভ্যাবলার মতো ঘুরত একটা মেয়ে। নাকের থেকে গড়িয়ে পড়া সর্দির ওপর মাছি বসত। অগোছালো স্কার্ট আর উসকুখুসকো চুল ছিল মাথায়।

'তো তুমিও তো বড় হয়ে গেছ।' ডালিয়া জানাল। 'আমি ভেবেছিলাম তোমাকে আর দেখতে পাব না। প্রায় ভাবতাম তুমি কোথায় গেছ, কী করছ।' এক পাশে সরে দাঁড়াল সে। দরজা মেলে ধরল।

BanglaBook.org

‘খালা আছে এখানে ডালিয়া?’

‘মা মারা গেছে, তারিক।’ ‘আল্লাহ তার আত্মার শান্তি দিন। আমি আমিরাতে ফিরে এসেছি তার জন্য শোক করতে।’

‘আল্লাহ তাকে স্বর্গে ডেকে নিন।’ আস্তে করে বলল তারিক। আমি জানতাম না।

‘অনেক দিন ধরে অসুস্থ ছিল।’

‘তোমার খরব কী, ডালিয়া? তোমাকে দেখার কেউ আছে? বাবা বা তোমার ভাইয়েরা?’

‘পাঁচ বছর আগে বাবা মারা গেছে। ভাইয়েরা চলে গেছে। মোগাদিসুতে আল্লাহর সেনাবাহিনীতে যোদ্ধা হিসেবে যোগ দিয়েছে। এখানে আমি একা থাকি।’ একটু থেমে আবার বলে চলল। ‘এখানকার পুরুষগুলো অনেক ভয়ংকর। আমার ভয় লাগে। এই কারণে দরজা খুলতে ভয় পাচ্ছিলাম।’

‘তোমার কী হবে তাহলে?’

‘মৃত্যুর আগে মা মরুদ্যানের আশ্চর্য দুর্গে আমার জন্য কাজের ব্যবস্থা করে গেছে। আমি এখানে এসেছি মাকে কবর দিতে। সকাল বেলা আবার দুর্গে ফিরে যাব। ঘরের মাঝে ছোট্ট হেলে পড়া রান্নাঘরে নিয়ে গেল তারিককে ডালিয়া। লণ্ঠন নামিয়ে রেখে তার দিকে তাকাল। তুমি কিছু খাবে? আমার কাছে কয়েকটি খেজুর আর রুটি আছে। ছাগলের দুধের দইও আছে। তারিককে খুশি করার জন্য বেশ ব্যস্ত সে।

‘ধন্যবাদ, ডালিয়া। আমার কাছে খাবার আছে। আমরা এটা ভাগ করে খাব।’ নিজের চামড়ার থলে খুলে মিলিটারি রেশন বের করল সে। এটা দেখে ডালিয়া অবাক হয়ে গেল। তারিক বুঝতে পারল ডালিয়া অনেক দিন ধরে তেমন কিছু খেতে পায় না। শুকনো মাটির মেঝেতে দুই পা ভাঁজ করে বসল দুজনে। একে অন্যের মুখোমুখি বসে মাঝখানে এনামেল বাটি রাখল। তারিক দেখল ডালিয়া আরাম করে খেলো। ডালিয়া জানতো তারিক তাকে দেখছে, চোখ নিচু করে রাখল সে। কিন্তু নিজের মনে মাঝে মাঝেই হাসল। শেষ করার পরে বোল রেখে এসে আবার তারিকের সামনে বসল ডালিয়া।

‘তুমি দুর্গে কাজ করো?’ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল সে।

‘দুর্গে আমার কিছু কাজ আছে।’ আগ্রহ নিয়ে তারিকের দিকে তাকাল ডালিয়া।

‘এই কারণে তুমি এখানে এসেছো? কী খুঁজছো?’ তারিক মাথা নাড়াল। ‘একটা মেয়ে বিবর্ণ চুলের সাদা চামড়ার মেয়ে।’ ডালিয়া অবাক হয়ে মুখে হাত দিল। চোখে দেখা দিল ভয় আর আতঙ্ক।

BanglaBook.org

'তুমি তাকে চেন!'

তারিক বলে উঠল। উত্তর না দিয়ে মাথা নামিয়ে রাখল ডালিয়া।

'আমি তাকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।' তারিক বলল।

বিষণ্নভাবে মাথা নাড়াল ডালিয়া, 'সাবধান তারিক হাকাম। এভাবে কথা বলা বেশ বিপজ্জনক হচ্ছে। আমি তোমার জন্য ভয় পাচ্ছি।'

অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। তারিক দেখতে পেল যে ডালিয়া কাঁপছে।

'তুমি আমাকে সাহায্য করবে ডালিয়া?'

'আমি মেয়েটাকে চিনি। আমার মতোই তরুণী, তারা তাকে পুরুষদের হাতে তুলে দিয়েছে খেলা করার জন্য।' প্রায় দুর্বোধ্য স্বরে বলে চলল ডালিয়া। 'সে অসুস্থ। পুরুষগুলোর অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে সে। একাকিত্ব আর আতঙ্কের কারণেও অসুস্থ সে।'

'আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো ডালিয়া। অন্তত পথ দেখাও।'

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না ডালিয়া। তারপর বলা শুরু করল। 'যদি আমি তোমার কথামতো চলি তারা জেনে যাবে যে আমি কাজটা করেছি। তারা আমার সাথেও একই কাজ করবে, তার সাথে যা করেছে। যদি আমি তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাই, তাহলে আমি আর এ জায়গাতে থাকতে পারব না। তাহলে কি তুমি যাওয়ার সময়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে তারিক? তাদের রোষানল থেকে আমাকে বাঁচাবে?'

'হ্যাঁ, ডালিয়া। আমি আনন্দের সঙ্গেই তোমাকে আমার সাথে নিয়ে যাব।'

'তাহলে আমি এ কাজটি করব তারিক হাকাম।' লজ্জা পেয়ে হাসল ডালিয়া, লণ্ঠনের আলোয় তার কালো চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পূর্বমুখী হয়ে থাকা একটি পাথরের নিচে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রইল তারিক। রাত নামার পরে এক ঘণ্টা যাবৎ এখানে আছে সে, ডালিয়া সম্পর্কে ভাবতে লাগল। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল কিভাবে মেয়েটা ছোট থেকে পূর্ণাঙ্গ নারীতে পরিণত হয়েছে। ডালিয়াকে ভাবতে গিয়ে ভালোই লাগছে তার। আজ সকালে চার মাইল দূরে মরুদ্যানের আশ্চর্যতে কাজ করতে যাওয়ার আগে তাকে ছুঁয়ে ডালিয়া বলেছে, 'আমি অপেক্ষা করব যখন তুমি আসবে।' হাতের যে জায়গায় ডালিয়া স্পর্শ করেছিল সেখানে হাত দিয়ে হাসল তারিক।

BanglaBook.org

আকাশে হালকা কোনো শব্দ হওয়াতে তার ভাবনায় ছেদ পড়ল। ওপরের দিকে তাকাল, তারার দল ছাড়া আর কিছু নেই। মাথা ঘুরিয়ে আবার শুনল সে। শব্দটা জোরালো হলো। সে ঢাকনা খোলা কেরোসিনের টিন নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ডালিয়া এটা দিয়ে গেছে। চারপাশ থেকে জড়ো করার পাথরের স্তূপ বানিয়ে তার মাঝে সাবধানে কেরোসিনের টিন বসানো। আবার কান পাতল, কোনো ভুল নেই। বহুসংখ্যক এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনের শব্দ পাওয়া গেল। নিজের থলে থেকে নেভাল ডিসট্রেস ফ্লেয়ার বের করে ইগনিশন টেপ খুলে ফ্লেয়ার ভরে দিল টিনের ভেতরে। তারপর পিছিয়ে এলো। উজ্জ্বল আলো উঠে গেল ওপর দিকে। প্রায় মাথার ওপর উঠে এলো ইঞ্জিনের গর্জন।

নেলার কণ্ঠ শোনা গেল, 'আমি লাল ফ্লেয়ারের আলো দেখতে পাচ্ছি। দুই মিনিটের মাঝে ড্রপ জোনে পৌঁছে যাব। টেইল গেইট খুলে দিচ্ছি।' হেক্টর তার মানুষদেরকে পাঁচজন করে দুটি দলে ভাগ করল। প্রথমে সে লাফ দেবে। সাথে থাকবে চারজন। এরপর উথম্যান, তার চারজনকে নিয়ে লাফ দেবে। তারা সবাই ট্রাডিশনাল পোশাক পরে কালো স্কার্ফ দিয়ে চেহারা ঢেকে রেখেছে। কিন্তু এর ওপরে সবাই ফ্ল্যাক জ্যাকেট আর যুদ্ধ হেলমেট দিয়েছে মাথায়। এছাড়াও প্রত্যেকের সাথে আছে সারভাইভাল প্যাকেট, ওয়েবিং বেল্টে ঝোলানো অ্যাসল্ট রাইফেলের জন্য দশ ক্লিপ করে অ্যামো আর ট্রেঞ্চ নাইফ। ক্রস বোর কারিগর ফলাকে এতই পালা আর তীক্ষ্ণ করেছে যেন শেভ করা যায়।

'প্রথম বাহিনী দাঁড়িয়ে পড়ো!' হেক্টরের নির্দেশ তার লোকেরা টেইল গেইটে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল 'মার্কার লাইট জ্বালিয়ে নাও!' সবার হেলমেটের সামনে ইলাস্টিক ট্র্যাপ দিয়ে ছোট ফ্লুরোসেন্ট লাইট লাগানো আছে, তারা নিজ নিজ লাইট জ্বালিয়ে নিল। নীল রঙের আলো এতই ক্ষীণ যে মাটিতে কোনো প্রহরীর পক্ষে দেখা অসম্ভব। কিন্তু এ ক্ষীণধারা নামার সময়ে একে অন্যকে দেখতে সাহায্য করবে। হ্যাজেল হেক্টরের পাশে বেঞ্চে বসা ছিল। এখন উঠে দাঁড়িয়ে হেক্টরের গলা জড়িয়ে ধরল সে।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি!' ফিসফিস করে জানাল হ্যাজেল আর বহু, বহুদিন পর কেবল হেক্টর এই ভাগ্যবান হলো। 'ফিরে এসো। ফিরে এসো আমার কাছে।' নেলার কণ্ঠ ফাইনাল কাউন্ট ডাউন শুরু করে দিল।

'আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি বলে বোঝাতে পারব না।' হেক্টর কিস করল হ্যাজেলকে। গালে ছোট দাগ এঁকে দিল। তারপর নিচের বুড়ো আঙুল

BanglaBook.org

দিয়ে আস্তে করে মুছে দিল। 'যখন ফিরে আসব, আমার সাথে কায়লা থাকবে।' তাড়াতাড়ি হ্যাজেল ফিরে ফ্লাইট ডেকে চলে গেল। চায় না হেক্টর তাকে কাঁদতে দেখুক। সে ফ্লাইট ডেকে পৌঁছানোর আগেই নেলা লাফ দেয়ার নির্দেশ দিল।

'এক নম্বর দল! যাও! যাও!' যাও! হ্যাজেল আস্তে করে ঘুরে তাকে শেষবারের মতো দেখতে চাইল। কিন্তু ইতিমধ্যে রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে হেক্টর।

বাতাসের গতি উপেক্ষা করে হেক্টর নিজের পতনকে যথাস্থানে এনে তারিকের লাল ফ্লেয়ারের দিকে তাকাল। দেখতে পেল এটা দশ হাজার ফুট নিচে প্রায় ৪৫ ডিগ্রি কোণে। এরপর নিজের চারপাশে নীল আলোর দল দেখল। সবাইকে দেখতে পেয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে গন্তব্য দেখিয়ে দিল। চার সঙ্গী প্রায় স্পর্শ করার মতো দূরত্বে থেকে লাল ফ্লেয়ারের কাছে নামল। স্টপওয়াচ আর অলটিমিটার চেক করে দেখল সে। এক মিনিটের একটু বেশি সময় লেগেছে। ইতিমধ্যেই তারা তাদের টার্মিনালের কাছাকাছি চলে এসেছে। ধরণী দ্রুত এগিয়ে আসছে। তারা মাটির সাড়ে চারশ ফিট ওপরে থাকতেই হেক্টর ফ্লেয়ার বের করার নির্দেশ দিল। এরপর সবকিছু সহজে হয়ে গেল। লাল ফ্লেয়ারের বিশ কদমের মাঝে নেমে এলো সকলে–একদল সারস পাখির মতো করে। তৎক্ষণাৎ অস্ত্র বাগিয়ে ধরে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে ফেলল।

'তারিক!' হেক্টর মোলায়েম স্বরে ডাকল। 'সামনে এসো!'

'এটা আমি', তারিক হাকাম, ভাঙা পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে এলো তারিক। 'গুলি করবেন না!' দৌড়ে হেক্টরের কাছে গিয়ে কোলাকুলি করল তারা।

'সবকিছু ঠিক আছে?' হেক্টর জানতে চাইল। তোমার খালাতো বোন কোথায়? তারিক আজ সকালে স্যাটেলাইট ফোনে ডালিয়ার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জানিয়েছে হেক্টরকে।

'সে দুর্গের মাঝেই আছে। সে আমাদের ব্যানক কন্যার কাছে নিয়ে যাবে।'

'তুমি তাকে বিশ্বাস করো?'

হেক্টর জানতে চাইল। দুর্গের ভেতর কাউকে পাওয়া মানে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া আর এতটা ভাগ্য তাকে সব সময় ভয় পাইয়ে দেয়।

'সে আমার রক্ত।' তারিক উত্তর দিয়ে যোগ করল। আর আমার হৃদয়। সে চেষ্টা করল শয়তান ইবলিশকে প্ররোচিত না করতে।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে। আমি এটা স্বীকার করব।' হেক্টর বাড়তি রাইফেল আর প্যাকেট দিল তারিককে। একই সময়ে উথম্যান চারজনকে নিয়ে তাদের পাশে নামল। তারিক কেরোসিনের টিন ধাক্কা দিয়ে ফেলে জ্বলন্ত ফ্লেয়ারের ওপর পাথর চাপা দিল। অন্যরা প্যারাসুট ভাঁজ করে পাথর চাপা দিয়ে দিল।

মিনিট খানেকের মাঝেই তারা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গেল। হেক্টর নির্দেশ দিল, 'তারিক আগে বাড়ো।'

সকলে সাবধানতার সাথে তারিককে অনুসরণ করল। অস্ত্র বাগিয়ে ধরে ছাগলের তৈরি পথ দিয়ে মাটির সাথে প্রায় মিশে এগোতে লাগল সকলে। চুয়াল্লিশ মিনিটের সময় মরুদ্যানের প্রথম তালগাছের কাছে পৌঁছে পেট নিচে মাথা ওপরে দিয়ে আবার প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করল। সামনে থেকে তারিক পথ পরিষ্কারের সিগন্যাল দিল আর হেক্টর হাত নেড়ে তাকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল। তারিক গাছের আড়ালে চলে গেল। উথম্যান হামাগুড়ি দিয়ে হেক্টরের পাশে চলে এলো।

'সে কোথায় যাচ্ছে? আমরা এখানে কেন থেমে আছি?' উথম্যান জানতে চাইল।

'দুর্গের মাঝে তারিকের কেউ আছে। সে যোগাযোগ করতে গেছে। তারপর পাশের দরজা দিয়ে নিয়ে যাবে আমাদেরকে।'

'আমি এ সম্পর্কে কিছু জানি না। কে এটা? নারী না পুরুষ? তারিকের আত্মীয়?' উথম্যান আবারো প্রশ্ন শুরু করল।

'এর কোনো প্রয়োজন আছে?' হেক্টর একটু শঙ্কা বোধ করল। উথম্যান বেশি চাপ দিচ্ছে।

'এ সম্পর্কে আমাকে তো কিছু বলেননি হেক্টর।'

'এখন পর্যন্ত তোমার জানার দরকার নেই।' হেক্টর উত্তর দিতেই উথম্যান অন্যদিকে তাকাল। মাথা আর শরীর দেখে বোঝা গেছে যে সে রেগে গেছে। সে কি এটা বোঝাতে চাইছে যে হেক্টর তাকে কেন বিশ্বাস করেনি? এটা উথম্যানের ভঙ্গি নয়। হেক্টর অবাক হয়ে ভাবল সে কি খেলার পক্ষে বেশি বৃদ্ধ হয়ে গেছে কি না। নার্ভ হারাচ্ছে উথম্যান? হেক্টর কোনো সম্ভাবনা নিয়ে ভাবতে চায় না। হঠাৎ করেই উথম্যানের হাত ধরে তার চেহারার দিকে তাকাল।

'উথম্যান, তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে এখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। যদি আমরা দুর্গের মাঝে কোনো সমস্যায় পড়ি তাহলে তাড়াহুড়া করে ফিরে আসবো। তুমি এখানে আমাদেরকে কাভার করবে। বুঝতে পেরেছো?' সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল হেক্টর।

BanglaBook.org

'আমি সবসময় আপনার পাশেই ছিলাম।' তীক্ত স্বরে বলে উঠল উথম্যান। এ ধরনের আচরণ মাত্রাতিরিক্ত। তাই হেক্টর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল যে একে পশুদের গুহায় নেয়া যাবে না।

'এই সময়ে না, বন্ধু আমার।' আর কোনো কথা না বলে উথম্যান হামাগুড়ি দিয়ে দ্বিতীয় দলের কাছে তার অবস্থানে চলে গেল। হেক্টর তার কথা মাথা থেকে বের করে দিয়ে মরুদ্যানের গাছের দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট্ট মথের মতো করে ছায়া সরে যেতে দেখল। সাথে সাথে পরিচিতি হুইসেল দিল হেক্টর। তৎক্ষণাৎ উত্তর পেল আর তারিক আস্তে করে গাছের ছায়া থেকে বের হয়ে এলো। তার সাথে কেউ একজন আছে। লম্বা কালো আবায়া পোশাক পরা ক্ষীণ কায়া।

'এটা আমার খালাতো বোন ডালিয়া।' হেক্টরের পাশে দাঁড়িয়ে বলল তারিক। তার সংবাদ খানিকটা ভয়ের। সে বলতে চাইছে যে খানের লোকদের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্গের প্রায় সব পুরুষকে মসজিদের পেছনে উত্তর দিকে পাঠানো হয়েছে।

'কেন?' হেক্টর মেয়েটার কাছে জানতে চাইল।

'আমি জানি না।' কোমল কণ্ঠে বলল ডালিয়া।

হেক্টর একটু থেমে আবার জানতে চাইল। 'উত্তর দিকে যেখানে সবাইকে পাঠানো হয়েছে সেখানে কোনো গেইট আছে?'

'একটা গেইট আছে।' ডালিয়া উত্তর দিল, কিন্তু মেইন গেইট নয়।

'তুমি কি এই গেইট দিয়ে আমাদেরকে ভেতরে নিয়ে যেতে চেয়েছো?'

'না!' মাথা নাড়ল ডালিয়া। পূর্ব দিকে রান্না ঘরের পেছনের দেয়ালের আরেকটা প্রবেশ পথ আছে। এত ছোট যে একবারে একজন মানুষ ঢুকতে পারবে মাত্র। এটি ব্যবহার করা হয় না আর কয়েকজন মাত্র মানুষ এর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানে। এই কারণেই আমি এই দরজার কথা চিন্তা করেছি।'

'এটা তালা দেয়া?'

'হ্যাঁ, তালা দেয়া। কিন্তু আমার কাছে চাবি আছে। আজ সকালে রাঁধুনির পকেট থেকে নিয়েছি আমি।'

'পাহারা? এই গেইটে পাহারা আছে?'

'কখনো কোনো প্রহরী দেখিনি। এই পথেই বাইরে এসেছি আমি—পথটা খোলা আর পরিত্যক্ত।'

'তারিক, তোমার খালাতো বোন বেশ বুদ্ধিমতি আর সাহসী।' হেক্টর ডালিয়ার দিকে তাকাল কিন্তু ঘোমটার আড়ালে কিছু বোঝা গেল না।

BanglaBook.org

'আমি জানি।' তারিক বলে উঠল।

'সে কি বিবাহিত?'

'তা এখনো নয়।' উত্তর দিল তারিক। 'কিন্তু হয়তো শীঘ্র হবে।' ডালিয়া নম্রভাবে মাথা নিচু করে রাখল। কিছু বলল না। 'ডালিয়া বলছে দুর্গে ঢোকার আগে এখানে কিছু সময় অপেক্ষা করতে। দুর্গের ভেতরের পরিস্থিতি আগে শান্ত হোক।

'কতক্ষণ অপেক্ষা করব এখানে?' হেক্টর জিজ্ঞাসা করতেই তারিক হাত তুলে চাঁদ দেখাল। পূর্ণিমা হতে এখনো পাঁচ দিন বাকি।

'চাঁদ লম্বা তালগাছটার মাথায় না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা। এই সময়ের মাঝে প্রহরীরা শান্ত হয়ে যাবে। তাদের কেউ কেউ হয়তো ঘুমাতেও যাবে।'

'প্রায় দেড় ঘণ্টা।' হেক্টর হিসাব করে দেখল। নিজের হাতঘড়িও দেখল। উথম্যানের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে নিজের পরিকল্পনা জানিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এলো। চুপচাপ পড়ে রইল সবাই। লুমিনাসের ডায়াল শুধু ঘুরে চলল। হঠাৎ করে দুর্গের দেয়ালের নিচে এক জোড়া শিয়াল চিৎকার করে উঠতেই ভেঙে গেল নীরবতা। সাথে সাথে একদল হাউন্ড দেয়ালের ভেতর থেকে এর উত্তর দিল।

'মাই গড! খান কতগুলো কুকুর পুষে, ডালিয়া?'

'অনেক। সে তাদের নিয়ে শিকার করতে পছন্দ করে।'

'সে কি শিকার করে... গ্যাজেল,

তারিক, শিয়াল?'

'হ্যাঁ, সব ধরনের প্রাণী', ডালিয়া উত্তর দিল। কিন্তু বেশি পছন্দ করে মানুষ শিকার।

'মানুষ?' এমনকি হেক্টরও চমকে উঠল। 'তোমার কথার মানে মানুষ?' মাথা নাড়ল ডালিয়া। চাঁদের আলোয় দেখা গেল ঘোমটা বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

'হ্যাঁ, তাই। নারী অথবা পুরুষ যে'ই তাকে রাগিয়ে দেয়। তাদের কয়েকজন আমার আত্মীয় বা বন্ধু ছিল। খানের মানুষেরা তাদেরকে মরুভূমিতে নিয়ে ছেড়ে দেয়। এরপর খান আর তার পুত্রেরা কুকুর নিয়ে তাদেরকে তাড়া করে। এই খেলার মজা বেড়ে যায় যখন হাউন্ড কুকুরেরা হতভাগাদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেয়। কুকুরদেরকে সেসব মাংস খেতে দেয়া হয়। খানের বিশ্বাস এতে কুকুরগুলো আরো হিংস্র হয়ে ওঠে।'

BanglaBook.org

'কতটা ভয়ংকর উন্মাদ সে। আমি আমাদের প্রথম সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছি।' হেক্টর দাঁত কিড়মিড় করে উঠল। এরপর চিৎকার শান্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল তারা। তালগাছের আড়াল থেকে বের হয়ে এলো চাঁদ। আবার নড়ে উঠল হেক্টর।

'যাওয়ার সময় হয়েছে তারিক। ডালিয়াকে বলো পথ দেখাতে আমরা তার পিছু নেব। যদি দুর্গ থেকে কারো সাথে দেখা হয় যায় তাহলে যেন এড়িয়ে গিয়ে আমাদেরকে মোকাবিলা করার সুযোগ দেয়। তুমি তাকে অনুসরণ করো, আমি বাকিদেরকে নিয়ে আসছি।'

ডালিয়া আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে দ্রুত সরে গেল। তারা ওর পিছু নিল পাহাড়ের ওপরে। এখন প্রথমবারের মতো হেক্টর দুর্গটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তাদের ওপরে উঠে গেছে, বিশাল আর কালো অন্ধকারময়। কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না। তাদের পিছু নেয়া চাঁদের মতোই জীবন বিহীন। পথ উঠে গেছে খাড়া। মেয়েটা তার ছোটার গতি কমাচ্ছে না। পাথরের দেয়ালে উঠে গেছে ওপর দিকে। মনে হলো কোনো বিশাল প্রাগৈতিহাসিক জন্তু শিকারের আশায় ওত পেতে রয়েছে। হঠাৎ করেই ডালিয়া ঘুরে গিয়ে একপাশের ছোট্ট একটি রাস্তা ধরে এগোতে লাগল। দেয়ালের ওপর থেকে ছুড়ে ফেলা হাড়গোড় পাশ কাটিয়ে গেল তারা। শিয়ালের দল ধস্তাধস্তি করতে থাকলেও মানুষের আসার শব্দ পেয়ে ছুট লাগাল। অবশেষে ডালিয়া এসে থামল। জং ধরা লোহার পাত দিয়ে মোড়া দরজাটা শূন্য পড়ে আছে। পাশেই কুয়ার মাঝে মানুষের মল ফেলা হয়। গন্ধে নাড়িভূড়ি উল্টে আসার জোগাড়। ডালিয়া কুয়াটা পার হয়ে দ্রুত পাথরের দেয়ালের মাঝে সংকীর্ণ একটা রাস্তা নিল। আসলেই মাত্র একজন করে যেতে পারবে। মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তারাও একে একে তাকে অনুসরণ করল। অনেকগুলো ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উঠল তারা। ওপরে ডালিয়া অপেক্ষা করেছিল তাদের জন্য। ছোট্ট একটি কাঠের দরজা বন্ধ করা আছে।

'এখন থেকে সবাই একসাথে থাকবে। ভেতরে পথ হারানো অনেক সহজ।' ফিসফিস করে কথা কটা বলেই গাউনের ভেতর থেকে প্রাচীন আমলের নকশা করা ভারি লোহার চাবি বের করল। তালায় ঢুকিয়ে মোচড় দিল। কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দরজা মেলে ধরল। নিচু হয়ে ভেতরে ঢুকল। শেষ মানুষটা ঢোকার পর আবার আটকে দিল দরজা।

'তালা লাগিয়ো না। ফেরার সময় আমাদেরকে তাড়াহুড়া করতে হবে।' হেক্টর আস্তে করে বলে উঠল। ভারি বোঝার মতো করে জাঁকিয়ে বসেছে অন্ধকার। হেক্টর তার হেলমেটের ফ্লুরোসেন্ট বাতি জ্বালিয়ে নিল। অন্যরাও তাই করল। এরপর গলি-উপগলি পেরিয়ে তাদের নিয়ে চলল ডালিয়া। মাঝে

BanglaBook.org

মাঝে বিভিন্ন রুম থেকে শব্দ আসতে লাগল। একটা রুম থেকে মহিলারা হাসছে, কথা বলছে। আরেকটা রুমে কেউ একজন জোরে নাক ডাকল। এরপর ডালিয়া তাদের থামতে বলল।

'এখানে অপেক্ষা করো।' ফিসফিস করে তারিককে জানাল ডালিয়া। 'লাইট বন্ধ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। আমি গিয়ে দেখে আসি নিরাপদ কিনা।' সামনের করিডরে হারিয়ে গেল সে। হেক্টর আর তার দলবল শান্তভাবে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে আস্তে করে ফিরে এলো ডালিয়া।

'মেয়েটার রুমের সামনে দুজন পাহারাদার আছে। এটা অভিনব।' সাধারণত পাঁচ বা ছয়জন থাকে। আজকের রাতে অন্যদের নিশ্চয় উত্তরের গেইটে পাঠানো হয়েছে। একজনের হাতে মেয়েটার সেলের চাবি আছে। 'কোনো শব্দ না করে আমাকে অনুসরণ করুন'। ডালিয়ার দুইপাশে হেক্টর আর তারিক নিঃশব্দে এগোতে লাগল। কিছুক্ষণ এগিয়েই থেমে সামনের দিকে নির্দেশ করল ডালিয়া। গলিটা হঠাৎ করে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। বাঁকের ওপাশ থেকে পুরুষ কণ্ঠের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আর লণ্ঠনের আলোতে এ পাশে তাদের ছায়া দেখা যাচ্ছে।

হেক্টর মনোযোগ দিয়ে শুনলো অন্তত দুজন পুরুষ ইশার নামাজ পড়ছে। ছায়ার মাঝে আবার দেখা গেল তারা হাঁটু গেড়ে আবার উঠে বসেছে। হেক্টর দুটো আঙুল তুলে দেখাতেই তারিক মাথা নাড়ল। হেক্টর তার বুকে টোকা দিয়ে একজনকে দেখাল আর নিজের বুকে টোকা দিয়ে আরেকজন বোঝাল।

'প্রত্যেকে একজন করে!' তারিক মাথা নাড়ল। নিজেদের রাইফেল পেছনের লোকদের হাতে দিয়ে দিল। প্রত্যেকে নিজের পকেট থেকে পিয়ানো তার গেরোটে বের করে হাতে সোজা করে নিল। হেক্টর কোণের দিকে এগিয়ে গেল। তারিক তাকে অনুসরণ করল। দুজনে অপেক্ষা করল। নামাজরত প্রহরী দুজন মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সেজদা দিল। তারিক আর হেক্টর তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। মেঝে থেকে উঠে বসতেই গলার মাঝে তার পেঁচিয়ে ধরল প্রহরীদের। আরবিয় দুজন হাত-পা ছুড়ে যুদ্ধ করতে লাগল। কিন্তু একটা শব্দও করতে পারল না। হেক্টর তার বন্দির ঘাড়ে হাঁটু ঠেকিয়ে দুই হাত দিয়ে আঘাত করল। মানুষটা পেট থেকে বাতাস বের করে দিয়ে শক্ত হয়ে গেল। হেক্টর তাড়াতাড়ি প্রহরীর কাপড়ের মাঝে হাত ঢুকিয়ে লোহার চাবি পেয়ে গেল। ডালিয়া কোণায় দাঁড়িয়ে ছিল। ঘোমটার পেছনে তার চোখ ভয়ে আর আতঙ্কে বড় বড় হয়ে গেছে। হয়তো সে হত্যাকাণ্ড আশা করেনি।

'কোন দরজা?' হেক্টর জানতে চাইল। সামনের দেয়ালে তিনটা দরজা কিন্তু ডালিয়া উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই। তারিক উঠে দাঁড়িয়ে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাল। 'কোন দরজা?' নিজের সাহস জড়ো করে মাঝখানেরটা দেখিয়ে দিল ডালিয়া।

BanglaBook.org

'আমাদের কাভার দাও।' হেক্টর তারিককে জানাল। দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে আস্তে করে খুলে ফেলল চাবি ঢুকিয়ে। ভেতরে কোনো আলো নেই। নিজের হেডলাইট জ্বালালো সে। ক্ষীণ আলোতে দেখা গেল কত ছোট একটা কক্ষ। কোনো জানালা বা ঘুলঘুলি নেই। এক কোণায় টয়লেটের বালতি আর মাটির কলস পড়ে আছে। বালতি থেকে দুর্গন্ধ আসছে। মেঝের মাঝখানে খড়ের বিছানাতে ছোট্ট একটা শিশুর মতো দেহ দুমড়ে-মুছড়ে শুয়ে আছে। একটা নোংরা কাপড় কোমর পর্যন্ত পরে আছে সে। তাই কোনো ভুল নেই যে এটা একটা নারী দেহ। আস্তে করে তার পাশে হাঁটু গেঁড়ে হেক্টর কায়লাকে তার দিকে ফেরাল। ভয়ংকর ভিডিওতে এই মেয়েটার ছবিই দেখিয়েছে। হ্যাজেল তাকে এই মেয়েটার ছবি দেখিয়েছে। কিন্তু এতটাই বিবর্ণ আর পাতলা যে চামড়া স্বচ্ছ হয়ে গেছে।

'কায়লা!' কানে কানে ফিসফিস করল হেক্টর। 'উঠে বসো কায়লা!' চোখ খুললেও কিছু বুঝতে পারল না কায়লা। 'জেগে উঠো কায়লা আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।' হঠাৎ করে কায়লার চোখ খুলে গেল। মনে হলো সারা চেহারা ঢাকা পড়ল তাতে। ভয়ংকর সব স্মৃতির ছায়া পড়েছে চোখ দু'টোতে। চিৎকার করার জন্য মুখ খুলতেই হেক্টর হাত চাপা দিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠল।

'ভয় পেয়ো না। আমি তোমার বন্ধু। তোমার মা আমাকে পাঠিয়েছে তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য।'

ভয়ের চোটে বোধ-বুদ্ধি হারিয়ে তার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়েই যুদ্ধ করতে লাগল কায়লা। 'তোমার মা আমাকে জানিয়েছে যে তোমার একটি বুগাটি বেয়রন আছে যাকে তুমি মিস্টার টরটয়েজ বলে ডাকো। তোমার মনে আছে সে তোমার শেষ জন্মদিনে কী উপহার দিয়েছিল? তুমি নাম দিয়েছিলে মিল্ক চকলেট।'

যুদ্ধ বন্ধ করে চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকাল কায়লা।

'আমি এখন মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু চিৎকার করবে না।' মাথা নাড়ল কায়লা। আর হেক্টর হাত সরিয়ে নিল।

'মিল্ক চকলেট', ফিসফিস করে জানাল কায়লা। 'চটলেট শুধু চকলেট।' ফোপাতে লাগল সে, কেঁপে উঠল সারা শরীর। পাখির মতো হালকা দেহ জ্বরের তাপে পুড়ে যাচ্ছে।

'চলো, কায়লা। তোমাকে বাসায় নিয়ে যাব। মা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।' তারিক দরজায় তাকে পাহারা দিচ্ছিল। হেক্টর দুই আরবের লাশের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। তাদেরকে সেলে আটকে দাও! পা ধরে লাশ

BanglaBook.org

দুটোকে তাড়াতাড়ি ঘরের মাঝে নিয়ে গেল তারা। হেক্টর দরজা আটকে চাবি পকেটে ফেলে বলল, 'এখন তোমার বোনকে বলো এ জায়গা থেকে বাইরে নিয়ে যেতে আমাদের।'

ডালিয়া যে পথে এসেছিল সেখান দিয়েই ফিরে চলল। প্রতিটি বাঁকের মুখে হেক্টর আশা করেছিল কারো সামনে পড়ে যাবে বা গুলির আওয়াজ পাবে। 'সবকিছু বেশ সহজ হয়ে গেছে। এতটা সহজ হওয়ার কথা না। আমার মন বলছে বড়সড় কিছু অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।' আপন মনেই বলে উঠল হেক্টর। কিন্তু অবশেষে ছোট্ট দরজাটা দিয়ে বের হতেই মরুভূমির বাতাস লাগল চোখে-মুখে। কুমারী মেয়ের চুম্বনের মতোই মিষ্টি, ফুসফুস ভরে বাতাস নিল হেক্টর। তার হাতের মাঝে কায়লা কাঁপছে। আস্তে করে তাকে নামিয়ে রাখল হেক্টর। পর্বতের নিচে দিয়ে তাদের পালানোর রাস্তা দেখা যাচ্ছে। পাথুরে ভূমিতে তাকে নামিয়ে দিয়ে তার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসল হেক্টর। হ্যাজেল কায়লার জন্য পরিষ্কার ক্যামোফ্লেজ কাপড়, ক্যানভাস স্নিকার আর প্যান্টি পাঠিয়েছে। হেক্টর নিজের ব্যাগ থেকে বের করে ছোট্ট শিশুর মতোই পরিয়ে দিল কায়লাকে। কেমন অদ্ভুত পিতাসুলভ ভাব জাগলো মনে। কিন্তু নিজের স্নেহপ্রবণতা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল তার। কখনো নিজের ছেয়েমেয়ে ছিল না তার। কখনো চায়ওনি। অন্যান্য জিনিসেই পূর্ণ ছিল জীবন। বাচ্চার জন্য কোনো শূন্যস্থান ছিল না। এখন বুঝতে পারল সন্তান থাকলে কেমন হতো। হ্যাজেলের বেবি, কোনো একভাবে তারও সন্তান। এ ধরনের কোনো অনুভূতি যে তার ভেতরে থাকতে পারে কখনো ভাবতে পারেনি হেক্টর। প্যাকেটের ভেতর থেকে প্লাস্টিক বোতল বের করে জোর করে কায়লাকে তিনটি ব্রড-স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেট খাওয়ালো। ঠোটের কাছে বোতল রেখে পানি খাওয়ালো। 'হাঁটতে পারবে?' স্নেহের স্বরে জানতে চাইল কায়লার কাছে।

'হ্যাঁ, অবশ্যই পারব।' দাঁড়িয়ে উঠে দুই পা হাঁটতেই পড়ে গেল কায়লা।

'ভালোই চেষ্টা করেছ। কিন্তু আরো একটু প্র্যাকটিস করা প্রয়োজন। হেক্টর আবারো তাকে হাতের মাঝে তুলে নিয়ে দৌড়াতে লাগল। তারিক আর ডালিয়া জায়গা মতো যাচ্ছে। বাকিরা হেক্টরকে কাভার করছে। এবড়ো খেবড়ো পথে এসে দেয়াল পার হয়ে প্রধান পথে নামল তারা। আর সোজা পাহাড়ের নিচে নামল। নিঃশব্দ রাতে মনে হচ্ছে সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে আছে। মরুদ্যানে প্রবেশ করতেই ধীরে চলা শুরু করল তারা। তালগাছের নিচে দিয়ে উথম্যান ও অন্যান্যদের দিকে এগোতে লাগল।

BanglaBook.org

একটু বেশি চুপচাপ, হেক্টর ভাবল। বেশি নিশ্চুপ চারপাশ। পুরো জায়গাতে পশুর গন্ধ ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ করেই তারিক আর ডালিয়া মাটিতে

মিশে গেল। তারিক ডালিয়াকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিল। মনে হলো কোনো চোরাবালিতে ডুবে গেল তারা। তৎক্ষণাৎ হেক্টর ডালিয়াকে কোলে নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। লক্ষ্য রাখল যেন কায়লা ব্যথা না পায়।

কায়লা ফুঁপিয়ে উঠতেই হেক্টর ফিসফিস করে সাবধান করল, 'আস্তে, সুইটহার্ট, আস্তে! কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে সামনে তাকিয়ে রইল। নাইট স্কোপ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সব। কিন্তু এমন কিছুই পেল না যা তারিককে সচেতন করতে পারে। এরপর তারিককে দেখতে পেল আস্তে করে মাথা তুলতে। পুরো পাঁচ মিনিট পরে পরিচিত বাঁশির সুরে হুইসেল দিল সে। কোনো উত্তর নেই। আস্তে করে ঘুরে হেক্টরের দিকে তাকাল তারিক। নির্দেশের অপেক্ষা করছে।

'এখানে বসে থাকো, নড়বে না', হেক্টর কায়লাকে জানাল।

'আমার ভয় লাগছে। আমাকে ছেড়ে যেও না।'

'আমি ফিরে আসবো। প্রমিজ করছি।' এরপর পায়ে পায়ে দৌড়ে তারিকের পাশে বসে পড়ল। তারপর শত্রু আছে কিনা সংকেত দিয়ে জেনে দিল। নীরবতা হয়ে উঠেছে ভারি আর ভয়ংকর।

'কোথায়?' জানতে চাইল সে।

তালগাছের পেছনে। একজন মানুষ শুয়ে আছে। কিন্তু নড়ছে না। হেক্টর কালো ছায়াটা খুঁজে নিয়ে তাকিয়ে রইল। আসলেই কোনো নড়াচড়া নেই।

'কাভার দাও, আমাকে।' সে আবার এগোতে লাগল। তার ফ্ল্যাক জ্যাকেটও এই রেঞ্জ থেকে রাইফেল বুলেটকে আটকাতে পারবে না। অন্ধকার মানব শরীরের কাছে গিয়ে থেমে গেল। হেক্টরের দিকে তাকিয়ে থাকা চেহারাটা খালিলের, তার অত্যন্ত ভালো একজন সহকারী।

খালিল! হেক্টর ডাকল কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। কারোটিভ আর্টারি চেক করে দেখল। ত্বক এখনো গরম হলেও পালস পাওয়া গেল না। আঙুলের মাথায় রক্ত মতন লাগল, সে জানতো এটা কী। সারা জীবনে একজন শল্যবিদের মতোই রক্ত দেখেছে সে। আঙুল দিয়ে ক্ষতস্থান খুঁজতে লাগল সে। ঠিক যে জায়গায় ভেবে ছিল, সেখানেই পেয়ে গেছে। কানের নিচে চোয়ালের পেছনে। ছোট্ট একটা গর্ত, খুবই পাতলা তীক্ষ্ম ফলার কাজ। কানের গর্ত হয়ে ব্রেইনে পৌঁছে গেছে। হেক্টর অসুস্থ বোধ করল। সে চায়নি তার অনুভূতি সত্যি হোক। একজন মাত্র মানুষ আছে তার জানামতে যে কিনা এহেন সূক্ষ্ম কাজ করতে পারে। হাত দিয়ে তারিককে ডাকল। সে হেক্টরের কাছে এগিয়ে এলো। এক নিমিষেই দেখে গেল হেক্টরের হাতে রক্ত। এরপর খালিলের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে কানের পেছনে ক্ষতস্থান পেল। কিছুই বলল না।

BanglaBook.org

'অন্যদের খুঁজে বার করো।' নির্দেশ দিল সে। সামনের দিকে তাকিয়ে থাকা প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করা তিনটি মৃতদেহ পাওয়া গেল। তারা খুনিরকে বিশ্বাস করেই এতটা কাছে আসতে দিয়েছিল। প্রত্যেকেই মুর্হূতের মাঝে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। সবাই প্রায় একই ক্ষতের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে।

'উথম্যান কোথায়?' অযাচিত প্রশ্ন। তারপরও হেক্টর জানতে চাইল। সে এখানে নেই। তার হৃদয়ের কাছে ফিরে গেছে।' তারিক চোখ তুলে দুর্গের দিকে তাকাল।

'তুমি জানতে। আমাকে সাবধান করোনি কেন তারিক?'

'আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতাম। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চাইতাম না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতেন?' তারিক জানতে চাইলে হেক্টর হাসল।

'উথম্যান ছিল আমার ভাই? কিভাবে বিশ্বাস করতাম তোমাকে?' হেক্টর বললেও তারিক দূরে তাকাল।

'এখন আপনার প্রিয়তম ভাই ফিরে আসার আগে আমাদেরকে এ জায়গা ত্যাগ করতে হবে।' তারিক বলল। যাদেরকে সে সত্যিকারে ভালোবাসলেও তারা কেউ আপনাকে ভালোবাসে না হেক্টর ক্রস।'

উথম্যান দেখল হেক্টর আর তারিক ডালিয়া নামের মেয়েটার সাথে অন্যদের নিয়ে তালগাছের আড়ালে চলে গেল। সে রেগে গেল। হতাশা পেয়ে বসল। হেক্টর ক্রস তার সব পরিকল্পনার গায়ে পানি ঢেলে দিয়েছে। এখন তাকে তার অবস্থান পাল্টাতে হবে দ্রুত। শেখ টিপ্পো টিপ আর তার দৌহিত্র আদম উত্তরের গেইটে বেশির ভাগ পুরুষ নিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। উথম্যান আদমের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে হেক্টর ক্রসকে সেখানে তার হাতে তুলে দেবে। প্রথমে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাকে আদমের কাছে সংবাদ পাঠাতে হবে যে হেক্টর এই ফাঁদে পা দেবে না। অন্য গেইট দিয়ে ঢুকবে। তাদের প্রয়োজন সব গেইট বন্ধ করে দেয়া। বেরোবার আগেই তাকে দুর্গের মাঝে বন্দি করে ফেলতে হবে। একটি মাত্র পথ আছে যার মাধ্যমে সে আদমকে সংকেত পাঠাতে পারে। তাকেই বহন করে নিতে হবে এ সংবাদ। কিন্তু তার আগে নিজের চারজনের মোকাবেলা করতে হবে বাঁ হাতের সাথে বাঁধা জাগার চেক করে দেখল সে। জিএম ট্রাকের সামনের স্প্রিংয়ের লোহা থেকে এর ফলা বানিয়েছে সে। বহু ঘণ্টা ধরে বালি দিয়ে ঘষে, তাপে পুড়ে, শেপ দিয়ে এই অবস্থায় এসেছে জাগার। হ্যান্ডেলের সাথে আরিস্কের চামড়া দিয়ে বাঁধানো হাতল আছে, যা তার হাতের মাপে তৈরি। ব্যালান্স অতুলনীয়। এতটাই তীক্ষ্ম

BanglaBook.org

ধার যে এক আঘাতে হাড় পর্যন্ত কেটে যাবে। ওজনের ভারেই যে কোনো মাংসে ঢুকে যাবে ফলা। দশ মিনিট সময় দিল। হেক্টর দল নিয়ে অদৃশ্য হতেই আস্তে করে সে তার দলের দিকে এগিয়ে গেল।

'খালিল সব চুপচাপ আছে?' জানতে চাইল উথম্যান। 'না আমার দিকে তাকিয়ো না। সামনে তাকিয়ে থাকো।' খালিল বাধ্যভাবে মাথা নাড়ল। হেলমেটের নিচে ডান কানের ফুটো দেখা যাচ্ছে। উথম্যান ছুরি ঢুকিয়ে দিল কানের ফুটো দিয়ে ব্রেইনের মাঝে। খালিল আস্তে করে একটা শব্দ করেই রাইফেলের বাঁটের ওপর মাথা ফেলে দিল। উথম্যান স্বাচ্ছন্দ্যে খালিলের হাতায় ছুরির ফলা মুছে ফেলে আরেকজনের কাছে এগিয়ে গেল।

'ভালো করে লক্ষ রাখো, ফায়সিল' মানুষটার পাশে পৌঁছে জানাল উথম্যান। এরপর দ্রুত আর নিঃশব্দে তাকেও হত্যা করল সে। অন্যান্য দুজন মাত্র ত্রিশ কদম দূরে থাকা সত্ত্বেও কিছুই শুনতে পায়নি। উথম্যান হামাগুড়ি দিয়ে তাদের কাছে এগিয়ে গেল। চারজনকেই হত্যা করে উথম্যান ওঠে দাঁড়িয়ে দুর্গের দিকে ছুটল। দৌড়ে পাহাড়ে উঠল। মাত্র একবারই এ পথে এসেছিলো। কিন্তু বাঁ পাশে ঘুরে উত্তর গেইটের কাছে এগিয়ে গেল। একশ কদম দূরে থাকতেই দেয়ালের ওপরে থাকা মানুষগুলোকে সতর্ক সংকেত দিয়ে উঠল।

'গুলি করো না! আমি উথম্যান। আমি খানের লোক, আমি আদমের সাথে কথা বলতে চাই।' কোনো উত্তর নেই। গেইটের কাছে দৌড়ে একই কথা চিৎকার করল সে। পঞ্চাশ মিটার দূরে থাকতেই সাদা আলো ধরে ফেলল তাকে। থেমে গিয়ে চোখের ওপর হাত তুলল। একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

'অস্ত্র ফেলে দাও! ধীরে ধীরে গেইটের কাছে হেঁটে আসো। পালানোর চেষ্টা করলে গুলি করব।' উথম্যান গেইটের কাছে এগিয়ে গেল। সে পৌঁছাতেই খুলে গেল দরজা। কিন্তু ঝলসানো আলোতে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দ্বিধা করতেই আবারো শোনা গেল, হাঁটতে থাকো। থামবে না!' গেইট দিয়ে ঢুকতেই একদল মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে মারতে মারতে হাঁটুর ওপর ফেলে দিল তাকে।

'আমি খানের লোক!' উথম্যান দুই হাতে মাথা বাঁচাতে চেষ্টা করল। তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এনেছি। তার কাছে নিয়ে চলো আমাকে। লোকগুলো হয়তো তাকে মারতেই থাকত। কিন্তু বজ্রকণ্ঠে আদেশ এলো, 'তাকে ছেড়ে দাও! আমি তাকে চিনি। সে আমাদের বিশ্বস্ত এজেন্টদের একজন।' উথম্যান উঠে দাঁড়িয়ে ছায়ার বাইরে বেরিয়ে আসা মানুষটার দিকে তাকিয়ে কুর্নিশ করল।

BanglaBook.org

তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক আদম। তোমার শ্রদ্ধেয় দাদা শেখ খান টিপ্লো টিপের ওপরেও আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক।

'এসব কি উথম্যান। কথা ছিল তুমি অবিশ্বাসীটাকে এখানে নিয়ে আসবে। কোথায় সেই বদমাশ ক্রস?'

'ক্রসের পশুর ন্যায় একটা জান্তব অনুভূতি আছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে সে আমাকে খসিয়ে দিয়েছে। এমন একটা নারীকে পেয়েছে সে দুর্গটা ভালো চেনে। সে আমাকে বাইরে রেখে মেয়েটাকে নিয়ে অজ্ঞাত পথে দুর্গের ভেতরে এসেছে।' আদম তাকিয়ে রইল তার দিকে।

'কোথায় ক্রস?'

'কোনো সন্দেহ নেই যে সে এখনো ভেতরে আছে।'

'তুমি আমাদেরকে আগে সাবধান করোনি কেন?' আদমের কণ্ঠ পৌঁছে গেল উচ্চ গ্রামে।

'কারণ আমি নিজেও খানিক আগে ছাড়া জানতেই পারিনি।'

উথম্যান উত্তর দিল। সময় নষ্ট না করে সব গেইট বন্ধ করে দাও। এরপর বন্দির কক্ষটাকে পাহারা দিতে আরো মানুষ পাঠিয়ে বাকিদের ক্রসের খোঁজে পাঠিয়ে দাও।

'আমার সাথে এসো!' আদম রাগে গড়গড় করে উঠল। 'আমরা দাদা জানের কাছে যাব। যাই হোক যদি তুমি বন্দিকে সাথে নিয়ে তাকে পালাতে দাও। তাহলে তোমার খবর আছে। এ ব্যাপারে কোনো ভুল নেই। আদম নিজের রোব তুলে দৌড় লাগাল। কিন্তু দাদার সভাকক্ষে পৌঁছাতেই হাঁপাতে লাগল।

নবীজির এই শিষ্য বৃদ্ধ নারীর স্তনের মতোই নরম। ভাবল আদম। আদমকে অনুসরণ করে খানের পায়ের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার স্তুতি করতে লাগল।

যথেষ্ট হয়েছে! শেখ খান কুশন থেকে উঠে উথম্যানের ওপর চড়াও হলো। 'কেন কাঁপছো? জ্বর হয়েছে? আমার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছো? আমার শত্রুকে নিয়ে এসেছো যাতে আমি রক্তের ঋণ শোধ করে নিশ্চিন্তে কবরে যেতে পারি, নাকি আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে সে? উত্তর শুয়োরের বিষ্ঠা, খ্রিস্টান বেশ্যার ছেলেটা তোমার বন্দিত্ব বরণ করেছে? নাকি না?

'অবিশ্বাসীটা সম্পর্কে আমি জানতাম না যে'

'তুমি জানতে না? তাহলে আমি তোমাকে জানাচ্ছি। উথম্যানের পিঠে গণ্ডারের চামড়ার চাবুকের বাড়ি লাগাল বৃদ্ধ। ফ্ল্যাক জ্যাকেট হজম করে নিলেও

BanglaBook.org

উথম্যান ঠিকই বুঝতে পারল এর কার্যকারিতা। প্রায় অর্ধডজন বাড়ি মারার পর বৃদ্ধের প্রাচীন হস্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লে পেছনে হেলান দিল খান।

'খ্রিস্টান বেশ্যাটার সেলে আরো লোক পাঠাও। আমার কাছে নিয়ে এসো। আমার পাশে তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে আমি নিজে পাহারা দেব। যাও!' তাড়াতাড়ি যারা কায়লাকে আনতে গিয়েছিল কিছুক্ষণের মাঝেই ফিরে এসে তার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। আতঙ্কে জমে গেছে তারা। তার পরেও যা জানাল খান শ্রবণ শক্তির অপ্রতুলতার কারণে দেরিতে বুঝতে পারল।

'বেজন্মাটা পালিয়ে গেছে আর প্রহরীরা মারা গেছে?' রাগে কাঁপতে শুরু করল বৃদ্ধ। অশক্ত দেহ হয়ে পড়ল বাঘের মতো শক্তিশালী।

সব গেইট আটকে দাও যেন তারা পালাতে না পারে। প্রাসাদ খুঁজে মেয়েটা আর বদমাশগুলোকে বের করতে হবে। আদম নিজেও জানে দাদাজানের রাগ প্রশমিত করাটা কতটা দুরূহ।

'বন্ধ করো গেইট!' গর্জন করে উঠল খান। 'প্রাসাদের প্রতিটা রুম খুঁজে দেখো। আমার কাছে নিয়ে এসো।' এরপর আদমের দিকে তাকিয়ে বলল 'তুমি তাদেরকে পালাতে দিতে পারো না।'

'আমরা শুধু সময় নষ্ট করছি দাদাজান। ক্রস প্রাসাদে নেই। প্রতিটি মিনিটে সে আমাদের হাত থেকে আরো দূরে চলে যাচ্ছে। ক্রসের সাথে মাত্র পাঁচজন লোক আছে। উথম্যান বাকিদেরকে নিকেশ করেছে। 'আমাকে আপনার কুকুরের দল, ট্রাক, লোকজন দিন, আমি তাকে আপনার কাছে ফিরিয়ে আনব।'

'একটা মাত্র ট্রাক আছে। তাও দুটো চাকা পাংচার। এখনো মেরামত করা হয়নি। আমি বেশির ভাগ ট্রাক আর লোকজনকে গণডঙ্গাবে'তে নৌকায় আক্রমণ করার জন্য তোমার চাচার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

খান বলে চলল, 'কিন্তু আমরা আমার ব্যক্তিগত শিকার করার ট্রাকটা নিতে পারি। বড় ট্রাকের চাকা মেরামত হয়ে গেলেই বাকিরা আমাদেরকে অনুসরণ করবে। সাথে আমার কুকুরগুলোকেও নেব। আমিও তোমার সাথে যাব। আমি তোমার সাথে থাকতে চাই যখন তুমি তাদের পেছনে দৌড়াবে। আমি তাদের রক্ত আর মরণ চিৎকার শুনতে চাই।'

BanglaBook.org

'মরুদ্যান ছাড়ার আগে হ্যানস লেটিগানকে ফোন করে জানাতে হবে যেন আমাদেরকে নিতে আসে।' হেক্টর তারিককে বলে স্যাটেলাইট ফোন বের করল

নিজের প্যাকেট থেকে। এরিয়াল বর্ধিত করে হ্যান্ডসেট অন করল। প্রথম রিং বাজার সাথেই উত্তর দিল হ্যানস। হেক্টর হেসে ফেলল। নিশ্চয় বোতামের ওপর বুড়ো আঙুল রেখেই অপেক্ষা করছিল।

'কুডু বলছি।' হ্যানস নিজের কল সাইন, জানাল।

'স্টিলটন চিজ!' হেক্টর উত্তর দিল। তাদের পূর্বপরিকল্পিত কোড এটি। এর মানে কায়লাকে নিয়ে দুর্গ থেকে বের হয়ে তারা এখন গন্তব্য স্থানে চলেছে। হেক্টর ভাবল নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও হেলিকপ্টারের আওয়াজ পাওয়া যাবে। কিন্তু এর ইঞ্জিনের আওয়াজ আবার শত্রুদের সতর্ক করে দিতে পারে।

'রজার দ্যাট! ডাচেস আনন্দে আত্মহারা।' 'ধুত্তেরি হ্যান্স আর সময় পেল না চ্যাট করার।' হেক্টর মনে মনে রেগে গেল। ডাচেস হ্যাজেল ব্যানকের কোড নেইম। কিন্তু তিনি তো সিডি-এল-রাজিগে অপেক্ষা করছেন, কিভাবে জানতে পারল যে কায়লা দুর্গ থেকে উদ্ধার পেয়েছে। ভাবনায় ছেদ ঘটালো হেক্টর। উত্তরের খাদ থেকে তাদেরকে তুলে নেওয়ার কথা। হ্যানস জিগজাগ এয়ারস্ট্রিপ থেকে তাদের নিতে আসবে। খাদের ওপর উড়তে থাকবে যতক্ষণ না হেক্টর সিগন্যাল পাঠায়। আরো একটা লাল ফ্লেয়ার। হ্যানস হিসাব কষে দেখল যে দুই ঘণ্টা দশ মিনিট লাগবে উড়ে যেতে। হেক্টর দেখল প্রায় চার মাইল দূরে আছে খাদটি। তাদের পেছনে নিশ্চয় ফোর-হুইল ড্রাইভ ধাওয়া করে আসবে। এবড়ো-থেবড়ো পথ হওয়া সত্ত্বেও পাথুরে রাস্তায় তার ছোট দলের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে এগোবে ট্রাক বহর। অসুস্থ আর উপোস থাকায় কায়লার বড় জোর একশ পাউন্ড ওজন। হেক্টর জানে যে তার লোকের এক ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিটের মাঝে খাদে পৌঁছাতে পারবে। কিন্তু এই অন্ধকার, ভাঙাচোরা রাস্তা আর কায়লাকে সাথে নিয়ে এ সময় ঠিকঠাক মতো হিসাব করে চলবে না। আর যদি তারা কুকুর সাথে আনে? আপন মনেই ভাবল হেক্টর। 'নরকে যাক কুত্তার দল!' উত্তর দিল নিজেই।

তারিক তার দিকে তাকিয়ে ছিল। হেক্টর জোরে জোরে বলে উঠল।

'আমি জানি তুমি আমাকে কী জিজ্ঞেস করতে চাও', আমি কী উথম্যানকে বলেছিলাম কি না যে উত্তরে খাদে যাচ্ছি আমরা? উত্তর হলো না, বলিনি। যদিও সে আমাদের শুরুর পথ জানে, জানে না কোথায় যাব। অন্ধকারে আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাটা সহজ হবে না। হেক্টর কুকুরের কথা উচ্চারণ করতে চাইল না। তাই চল সময় নষ্টা করব না। উঠে দাঁড়াল হেক্টর। সবাই যতটা পারো পানি পান করে নাও। হেলিকপ্টারের শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত আর থামব না আমরা। কথা বলতে বলতে তিনটি বেল্ট দিয়ে কায়লার জন্য দোলনা মতন বানিয়ে নিল হেক্টর। তাকে তুলে নিল।

BanglaBook.org

‘হেক্স ট্রান্সপোর্ট আর রিমুভ্যাল সার্ভিস আপনার সেবায় সদা নিয়োজিত মিস ব্যানক।’

‘তোমার সত্যিকারের নাম এটা?’ হেক্? দুর্বল কণ্ঠে জানতে চাইল কায়লা।

‘অবশ্যই।’ স্লিং সিটে বসতে কায়লাকে সাহায্য করল হেক্টর। দুই পা দুই দিকে ছড়িয়ে পেছনে নিয়ে দিল তাকে। ‘আমার গলায় দুই হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে বসে থাকো।’ হাস্যোজ্জ্বল মুখে বাধ্য মেয়ের মতো তাই করল কায়লা। নিজের গতির চেয়ে সামান্য আস্তে দৌড়াতে লাগল হেক্টর। তারিক দুজনকে সামনে পাঠালো আর দুজন মরুভূমিতে বালির ওপর তাদের কোনো চিহ্ন থাকলে মুছে ফেলার জন্য গেল। প্রথম মাইল অতিক্রম করল তারা।

‘তুমি বলেছো তোমার নাম হেক্। এটা কি হেক্টরের সংক্ষিপ্ত রূপ। মা তোমার কথা বলেছিল। তুমি নিশ্চয়ই হেক্টর ক্রস।’

‘আশা করছি আমার সম্পর্কে তিনি ভালো কথাই বলেছেন।’

‘তেমন না। সে বলেছে তুমি নাকি উদ্ধত, নিজেকে জাহির করতে ওস্তাদ আর প্রথম সুযোগেই তোমাকে বরখাস্ত করবে। কিন্তু চিন্তা করো না আমি মায়ের সাথে কথা বলব।’

‘কায়লা ব্যানক। আমার ত্রাণকর্তা।’ ‘তুমি আমাকে কে ডাকতে পারো। আমার বন্ধুরা এ নামেই ডাকে আমাকে।’ হেক্টর হেসে উঠল। কায়লা শক্ত করে ধরল তাকে। সে সবসময় ভাবতো যদি সময় আসে ছেলে হলে ভালো হবে।

চুলোয় যাক সব, একটা মেয়ে হলেও চলবে আমার। ঠিক করল হেক্টর। আরো চল্লিশ মিনিট দৌড়াবার পর হেক্টর থেমে পেছনে তাকাল। মনে হলো কিছু শুনতে পেয়েছে। এখন নিশ্চিত হলো। হালকা হলেও স্পষ্ট বুঝতে পারল সে।

‘কী এটা হেক্?’ কায়লা ভয় পেয়ে গেল। কণ্ঠে আতঙ্ক ধরা পড়ল। ‘আমার মনে হয় কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনতে পেয়েছি।’

ওহ, ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই। আশপাশে অনেক কুকুর আছে। তারি‘ককে ডাকল, শুনতে পেয়েছো?’

‘শুনেছি। তাদের সাথে কুকুর আর অন্তত একটা ট্রাক আছে। খাদে পৌছানোর আগেই ধরে ফেলবে আমাদের।’

‘না। তারা পারবে না। এখন আমরা দৌড়াতে শুরু করব।’

তোমরা কী বলছো? আমি বুঝতে পারছি না। তারা আরবিতে কথা বলছিল বিধায় কায়লা কিছুই বুঝতে পারছিল না।’

BanglaBook.org

'আমি ভয় পাচ্ছি হেক্।'

'ভয়ের কিছু নেই। তুমি আমার দেখভাল করেছ। আমি তোমার খেয়াল রাখবো। ঠিক আছে? ঢিল পাঁকা? দিগন্তের ঠিক ওপরে উত্তরের তারার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দৌড়াতে শুরু করল সে। দৌড়াচ্ছে, ফুসফুস থেকে বাতাস বের হয়ে যাচ্ছে। নিজের হার্ট বিটের শব্দে মনে হচ্ছে কানে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। পা কাঁপতে থাকায় প্যাক, রাইফেল ফেলে দৌড়াতে লাগল। পা শক্ত হয়ে গেলেও কোথা থেকে সে দৌড়াবার শক্তি পেল, জানে না। আরো এক মাইল দৌড়াল, তারপর আরো এক মাইল অবশেষে মনে হলো সে শেষ। আর এক পাও এগোতে পারবে না। শরীরের ভার নিতে চাইছে না পা। তারিক আর ডালিয়া তার পাশে দৌড়াচ্ছিল। ডালিয়া তার ফেলে দেয়া রাইফেল আর তারিক প্যাক তুলে নিয়েছে।

'মেয়েটাকে আমার কাছে দিন।' তারিক অনুনয় করল। হেক্টর মাথা নাড়ল। ছোটখাটো হলেও তারিক শক্ত সমর্থ। তার পরও এই বোঝা বহন করা চাট্টিখানি কথা নয়। হেক্টর জানে সে যদি এক সেকেন্ডের জন্যও থাকে তাহলে আর এগোতে পারবে না। আরো এক মাইল দৌড়ালো হেক্টর। এখন বুঝতে পারল শেষ হয়েছে সব। সত্যিই শেষ হয়েছে।

'এখানেই আমি মারা যাব। ভাবল সে। আমার কাছে একটা রাইফেলও নেই। জীবন একটা বাঞ্চোত ছাড়া কিছু নয়।'

কায়লাকে নামিয়ে রাখল সে। পা কাঁপছে। কুকুরের শব্দ কাছে এগিয়ে আসছে। জোরে জোরে শোনা যাচ্ছে। বেল্টে এখনো পিস্তল রয়েছে।

'আমি তাদেরকে কায়লাকে নিতে দেব না। আবার তাদের খপ্পরে পড়তে দিবো না তাকে। একেবারে শেষে দরকার হলে বুলেট ভাগ করে নেব দুজনে।' এটি তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন আর দুঃখতম সিদ্ধান্ত। চেতনা এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল যে তার নাম ধরে ডাকা শুরু হলেও সে বুঝতেই পারল না কিছু। শুধু কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছিল। মরুভূমিতে দূরের শব্দও কাছে শোনা যায়। আপন মতেই ভাবল সে। বাতাসের কারসাজিতে তাদেরকে এত কাছে মনে হচ্ছে।

আমরা খাদে পৌঁছে গেছি হেক্টর। তারিক তার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল। অবশেষে তার মাথায় ঢুকল শব্দগুলো।

'কাম অন হেক্টর। আপনি পেরেছেন। খাদের মুখ আর মাত্র বিশ মিটার সামনে। চলুন।' হেক্টরের বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে গেছে। ব্রেইনের মাঝে শুধু একটাই কথা ঘুরছে, 'আমি শেষ। আমি পারব না।' কিন্তু আবারো কায়লাকে তুলে নিয়ে দৌড় লাগাল সে। পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে গেল। গড়িয়ে,

BanglaBook.org

হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল হেক্টর। খাদের প্রথম ধাপে, হাসছে সে, কায়লা তার পাশে বসে আছে।

ধুলার পাউডার লেগে আছে গায়ে। কনুই আর গালের এক পাশ চিড়ে গেছে। অবিশ্বাসে হেক্টরের দিকে তাকিয়ে রইল কায়লা। তারপর বিড়বিড় করে উঠল।

'তোমার একজন ডাক্তার দরকার হেক্টর। তুমি পাগল। কিন্তু তোমার পাগলামি দেখতে ভালোই লাগছে।' হাসতে হাসতে খাদের দেয়াল বেয়ে নিজেকে দাঁড় করালো হেক্টর।

'তারিক!' গড় গড় করে উঠল হেক্টর। 'কুকুরের হাতে পড়তে চাই না এখানে। এই উপত্যকার উত্তরে পৌঁছাতেই হবে যেখানে হ্যানস আমাদেরকে তুলে নেবে। তোমার লোকদের জড়ো করো।' এরপর কায়লার দিকে ফিরল। চলো কে , আর বেশি দূরে নেই।'

তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে সবকিছুই সম্ভব। এখন থেকে আমিই এগোবো।' কিনার বেয়ে বসে পড়ল সে। টলোমলো করে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। তারপর আবার নিজেকে শক্ত করে উঠে দাঁড়াল। হেক্টর তার হাত ধরল। কাঁধে আরেক হাত রেখে সাহস জোগালো।

'তুমি পারবে!' উৎসাহ দিল হেক্টর। 'তোমার শরীরে ভালো সব জিন আছে কে ব্যানক।' তারিক তাদের পেছনে ঢাল বেয়ে নামল দৌড়বিদের মতো। তার লোকেরাও নামল অনুসরণ করে। হেক্টরের কাছে এসে তার প্যাক আর রাইফেল এগিয়ে দিল তারিক।

'আপনি এগুলো ফেলে এসেছিলেন।'

'খেয়াল করিনি।' হেক্টর আবার কাঁধে তুলে নিল। এরপর উত্তরের দেয়ালের মুখোমুখি হলো। কায়লা হাঁপাচ্ছিল। কথা বলতে পারছে না। তবুও হেক্টর তাকে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দিল না। হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল তাকে। এটা বেশ খাড়া উঠে গেছে। তার পরও অবশেষে তারা মাটির ওপর উঠে এল। খাদের একেবারে শেষে ফিরে তাকাল। পূর্ব দিকে প্রথমবার আলো দেখা গেল। শত্রুদের না দেখা গেলেও কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট।

'তারিক, হেলিকপ্টার আসা পর্যন্ত থাকার জায়গা খুঁজতে হবে।' সৈন্যের শ্যেনদৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে খুঁজতে লাগল হেক্টর। 'বাম পাশে পাথুরে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ? ভালোই দেখাচ্ছে। চলে এসো কে।'

পাথরের আড়াল নিতে ছুটল তারা। হেক্টরের ধারণাই সঠিক হলো। এই জায়গা থেকে খানিক সুবিধা পাবে তারা। খাদের মুখে উথম্যান আর

BanglaBook.org

কুকুরদেরকে অনেকটা জায়গা পেরিয়ে আসতে হবে তাদেরকে হত্যা করতে হলে। জায়গাটা বড় বড় বোল্ডারে পূর্ণ হয়ে আছে। হেক্টর জানে কুকুরগুলো মানুষ শিকারের উপযোগী করে তৈরি। তারা দল বেঁধে কাজ করে নিশ্চয়ই। কিন্তু বাধা পেলে ছত্রভঙ্গ হলে নিশানা হারিয়ে ফেলবে। হেক্টর কায়লাকে আদেশ করল বড় পাথরটার আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে আশ্রয় নিতে। পাথরের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসতে। তার পাশে প্যাক রেখে কায়লার হাতে পিস্তল ধরিয়ে দিল হেক্টর।

'গুলি করতে পারো?' হেক্টর জিজ্ঞেস করল। কায়লা মাথা নাড়ল। বোকার মতো প্রশ্ন ক্রস। আপন মনেই হাসল কায়লা। সে হেনরি আর হ্যাজেল ব্যানকের কন্যা। অবশ্যই সে গুলি করতে পারে। বুলেট লোড করা আছে। সেফটি ক্যাচ নেই। আমি তোমাকে বেশি কিছু বলব না। শুধু ওই নরকের কীটগুলোকে মেরে ফেলো। যদি তোমার কাছে আসে। তারিকের পাশে গিয়ে নিজের অবস্থান নিল সে। উভয়েই আকাশের দিকে তাকাল। পুরোপুরি আলো ফুটতে শুরু করেছে। দিনের আলো।

'আমি খাদের মুখে একজনকে রেখে এসেছি।' তারিক সামনে দেখাল। 'আকাশচুম্বী একটি বোল্ডারের পেছনে লুকিয়ে আছে সে। কুকুরদের দেখতে পেলেই আমাদেরকে সংকেত দেবে।'

'গুড।' দশ মিনিটের মাঝেই সূর্যোদয় হবে। হেক্টর জানাল একই সময়ে হ্যানস এসে পড়বে। শুধু হেলিকপ্টারে উঠা পর্যন্ত তাদেরকে ঠকিয়ে রাখতে হবে। তারা অপেক্ষা করতে লাগল আর চারপাশ ফর্সা হতে থাকল। এরপর সামনে লোকটি আরবিতে চেঁচিয়ে উঠল, কুকুরেরা আসছে। অনেকগুলো, অবস্থান ছেড়ে হেক্টরের কাছে পিছিয়ে এলো সে।

কোনো মানুষ আসছে সাথে? হেক্টর চিৎকার করে জানতে চাইল।

'না শুধু কুকুর। অসংখ্য!' মানুষটাও তাদের সাথে জায়গা নিল। শিকারি কুকুরের অবিশ্রান্ত গর্জন হয়ে উঠল ভয়ংকর। মৃত্যু দূতের মতো এগিয়ে আসতে লাগল পশুগুলো।

বিশাল মার্সিডিজ ট্রাকের হুইলে বসেছে উথম্যান। আদম তার পাশের বেঞ্চের আসনে আর শেখ খান তাদের পেছনে শিকারির উঁচু আসনে। দুই পাশে বডিগার্ডরা তাকে ধরে রেখেছে যেমন অন্ধকার ভাঙা রাস্তায় ঝাঁকি খেয়ে পড়ে না যায় বৃদ্ধ। পেছনে খোলা ট্রাকে আরো চারজন মানুষ জড়ো হয়ে রয়েছে। উথম্যান অনেক জোরে চালাচ্ছিল। অনেক আগেই শিকারি কুকুরের দল সামনে

BanglaBook.org

এগিয়ে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে। কিন্তু সে তাদের সম্মিলিত গর্জন অনুসরণ করে চলেছে।

'তারা উত্তরের ওয়াদিতে গেছে। কেমন করে এর সম্পর্কে জানতো তারা?' ট্রাকের ইঞ্জিন ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠল আদম। 'তুমি তাদেরকে বলেছো উথম্যান?'

'না, কিন্তু ক্রুসের লোকদের মাঝে একজন এই জেলাটা ভালো চেনে। তার পরিবার আছে এখানে।' উথম্যান উত্তর দিল।

'যদি তারা পৌঁছে যায় তাহলে অনুসরণ করা যাবে না। আমাদেরকে ঘুরে যেতে হবে। প্রায় পঞ্চাশ মাইল বাড়তি ঘুরতে হবে। ততক্ষণে তারা পালিয়ে যেতে পারবে। বৃদ্ধ শেখ পরিতাপ করে উঠল। 'তুমি এটা করতে দিতে পারো না, নাতি।'

'ওপরে একটা হেলিকপ্টার নিতে আসবে তাদেরকে।' উথম্যান জানাল।

'তুমি নিশ্চিত এ ব্যাপারে?'

'প্ল্যানিং সেশনে আমিও ছিলাম। তাই আমি নিশ্চিত শেখ।'

কুকুরগুলো অনেক সামনে। তাই তারা বুঝতে পারল যে ঠিক পথেই এগোচ্ছে। উথম্যান ট্রাকের ইঞ্জিন বন্ধ করে খানিক শুনে আবার স্টার্ট দিল।

'হেলিকপ্টার তাদেরকে কিভাবে খুঁজে পাবে?' আদম জানতে চাইল।

'তাদের স্যাটেলাইট ফোনে জানাবে আর ফ্লেয়ার জ্বালিয়ে তাদের সঠিক অবস্থান জানাবে।'

উথম্যান ব্রেক কষে থেমে গেল। আদমের মাথা ঠুকে গেল সামনের ভাঁজ করা উইন্ডস্ক্রিনে। ট্রানের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

'এটা কেন করলে?' আদম রাগে চিৎকার করে উঠল। মাথায় স্কার্ফ দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ করতে চাইল কপালের। 'আমাদেরকে প্রায় খুন করে ফেলেছিল আরেকটু হলে।' উত্তরে উথম্যান হাত তুলে সামনে দেখাল।

'আমরা ওয়াদির দক্ষিণ দেয়ালের সামনে পৌঁছে গেছি। আর কয়েক মিটার পার হলেই সবাই ভর্তা হয়ে যেতাম।'

উথম্যান ড্রাইভারের সিট থেকে লাফ দিয়ে নেমে জায়গাটা দেখে এলো। মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে কিছু শুনে আবার ট্রাকের কাছে ফিরে এলো। 'কুকুরগুলো এখনো গন্ধ শুঁকে চলছে। আমি তাদেরকে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি।' ট্রাক এখানে রেখে হেঁটে এগানো দরকার।' দৌড়ে ট্রাকের পেছন থেকে পড়ে যাওয়া মানুষগুলোর কাছে গেল সে। একজন সম্ভবত মারা গেছে। ভাঙা ঘাড়ের ওপর

BanglaBook.org

মাথা ঝুলছে। অন্য দুজন প্রায় বাতিলের দলে। ডান কনুই থেতলে গেছে একজনের। আরেকজনের দুই পা জখম হয়েছে। চতুর্থ জন পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও অবচেতনের পথে প্রায় পৌঁছে গেছে।

'এই শুয়োরদের একটাও আর কাজে আসবে না। গড়গড় করে উঠল উথম্যান। শেখের দুপাশে বসে থাকা দুজনের দিকে নির্দেশ দিল সে। তোমরা দুজনে নেমে আসো আর আমাকে অনুসরণ করো!'

'না! আদম চিৎকার করে উঠল। 'তারা আমার দাদাজানের দেহরক্ষী।' তারা সবসময় দাদার সাথে থাকবে। আমরা তাকে এভাবে রেখে যেতে পারি না। দুর্গ থেকে হেঁটে আরো ত্রিশ জন আসছে। এগোবার আগে তাদের জন্য অপেক্ষা করব।'

'এই সময়ের মাঝে ক্রস আর মেয়েটা হেলিকপ্টারে উঠে যাবে। আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। আমার সাথে আসার সাহস না থাকলে থাকো যতক্ষণ ইচ্ছা।'

'আমার দৌহিত্র, সাহস আর সম্মানের প্রতিমূর্তি। সে তোমার সাথে যাবে, 'তোমাকে পথ দেখাব।' শেখ খান বাধা দিয়ে বলে উঠল। আদম লাফ দিয়ে মাটিতে নামল। এখনো কপালে রক্তমাখা কাপড় ধরে রেখেছে।

'তুমি যুদ্ধের জন্য তৈরি?' উথম্যান জানতে চাইল।

'তোমার চেয়েও বেশি।' গড়গড় করে উঠল আদম। সিটের পেছন থেকে রাইফেল তুলে নিল।

'তোমার উচিত আল্লাহকে ধন্যবাদ জানানো যে তিনি তোমাকে পাথরের মাথা দিয়েছেন।' হেসে ট্রাকের পেছনে গেল উথম্যান। পেছনে স্তূপীকৃত বিভিন্ন অস্ত্রের মাঝ থেকে রাশিয়া নির্মিত আরপিজি আর ক্যানভাস পাউচে মোরা দুটো বোমা নিয়ে নিল উথম্যান। পেছনে তুলে নিয়ে ট্রাকের সামনে এসে শেখ খানের দিকে তাকাল।

'আমরা কোথায় মিলিত হব প্রভু খান?' বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল উথম্যান।

'আমি ট্রাক নিয়ে পথ খোঁজার চেষ্টা করব। পেয়ে গেলে এখানে এসে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব।' উত্তরের বিশাল ভূমির দিকে আঙুল তুলে দেখাল বৃদ্ধ। 'এর মাঝে সূর্য উঠে গেছে—তোমার পথচিহ্ন বা কুকুরের শব্দ খুঁজে বের করব।'

'আবার যখন আমরা একত্রিত হব আপনার পায়ের কাছে অবিশ্বাসীটার ছিন্ন মস্তক এনে রাখব আমি। যে কিনা আমার পিতা আর চাচাকে হত্যা করেছে। এখন আমাকে আশীর্বাদ দিন দাদাজান।'

BanglaBook.org

'আমার আশীবাদ তোমার সাথেই আছে আদম। আল্লাহর সাথে যাও আর হৃদয়ে এই জিহাদের ক্ষমতাকে ধারণ করো।'

উথম্যানকে ধরার জন্য আদমকে দৌড়াতে হলো। নিচে পা হড়কাতে হড়কাতে নামল তারা খাদের মাঝে। আদম হেরে গেল উথম্যানের কাছে। চিৎকার করে বলে উঠল, 'আমার জন্য অপেক্ষা করো।' তার শার্ট ইতিমধ্যে ঘামে ভিজে গেছে। ফাঁপাতে লাগল আদম।

'তাড়াতাড়ি! হেলিকপ্টার হয়তো তাদেরকে নিতে চলে এসেছে।' উথম্যান না থেমে চিৎকার করে উঠল। অবিশ্বাসীটা আল্লাহ আর তোমার দাদার রোষানল থেকে পার পেয়ে যাবে। আদমের পা যেন গলে যেতে লাগল। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সে। আবার উঠে দাঁড়িয়ে কাশি দিয়ে ধুলা ঝাড়তে লাগল মুখ থেকে। আবারো কাঁপতে কাঁপতে দৌড়াতে লাগল। উথম্যান পৌঁছে প্রথমবারের মতো থেমে পেছন ফিরে তাকাল।

নরম শুয়োরছানা কোথাকার! খালি পারে নারীদের নিয়ে মজা করতে আর বন্দিদের মাথা কাটতে। উথম্যান মনে মনে ভাবলেও বাইরে কিছু প্রকাশ করল না।

'ভালোই এগোচ্ছ। আর বেশি দূরে নেই। উথম্যান বললেও আবারো পড়ে গেল আদম। এইবার সামনের দিকে পড়ে পাথুরে ভূমিতে শক্তভাবে ব্যথা পেল। গড়িয়ে চলে গেল শেষ বিশ ফুট। আবারো উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল কিন্তু ডান পায়ের গোড়ালি মচকে যাওয়ায় পারছিল না। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে।

'আমাকে সাহায্য করো।' চিৎকার করে উঠল আদম। উথম্যান পেছনে ফিরে তাকে তুলে দাঁড় করালো। আদম কয়েক কদম এগিয়েও থেমে গেল।

'আমার গোড়ালি! আমি কিছুতেই ভার নিতে পারছি না।'

'তোমাকে চেষ্টা করতেই হবে। আমি তোমাকে সাহায্য করব—এমন কিছু নেই এখানে।' উথম্যান বলে উঠল 'আমার পেছনে আসো, যত জোরে পারো।'

আদমকে ছেড়ে হাঁটা ধরল উথম্যান।

'আমাকে এখানে ফেলে যেতে পারো না তুমি! আদম চিৎকার করে উঠলেও তাকাল না উথম্যান।'

BanglaBook.org

'কুকুরগুলোর আওয়াজ শোন। তারা আমাদের গন্ধ পাচ্ছে। গরম গরম আর মিষ্টি। হেক্টর চিৎকার করে উঠল, লক অ্যান্ড লোড!'

রাইফেলের ব্রিচ বোল্ট শব্দ করে উঠল। ছয়টা রাইফেল প্রতিটির ম্যাগাজিনে ত্রিশ রাউন্ড করে গুলি। আগুনে খাড়া দেয়াল তৈরি করতে সক্ষম এগুলো। সামনে প্রায় একশ গজ জায়গা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হেক্টরের

প্রতিটি লোকের নিশানা দক্ষ। একটা কুকুরও তাদের কাছে পৌঁছাতে পারবে না। যদি তারা পৌঁছায়ও বাকি কাজ করবে বেয়নেট।

'বেয়নেট তৈরি রাখো!' হেক্টর নির্দেশ দিতেই রাইফেলের মাজলের ভেতর থেকে ভাঁজ করা বেয়নেট খুলে তৈরি রাখল সকলে। 'তারিক! হেলিকপ্টারের জন্য ফ্লেয়ারের সিগন্যাল দাও!' ফ্লেয়ার বিশ মিনিট ধরে জ্বলবে। এতক্ষণে হেলিকপ্টার থেকে হ্যানস নিশ্চয়ই দেখতে পাবে তাদের। সবার প্যাকের মাঝে একটা করে ফ্লেয়ার আছে। তারিকের নির্দেশে সবাই ফ্লেয়ার ছুড়ল। হেক্টর দেরিতে বুঝতে পারল যে সবাইকে পেছন দিকে ফ্লেয়ার ছুড়তে বলা উচিত ছিল। সামনে নয়। তাদের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রত্যুষের বাতাস তাদের মুখে ঝাপটা দিয়ে ধোঁয়াটে মেঘের দ্বারা ঢেকে দিল। ফলে দৃষ্টিশক্তি পুরো ঝাপসা হয়ে গেল। হেক্টর ফ্লেয়ার সরিয়ে আনার জন্য কাউকে পাঠানোর আগেই ধোঁয়ার ভেতর বের হয়ে এলো প্রথম কুকুরটা। মাত্র পঞ্চাশ ফিট সামনে কুকুরগুলোকে দেখা গেল। পুরো গতিতে ছুটে এলো জন্তুগুলো। সংখ্যায় এতো যে হেক্টর গুনতেও পারল না। খোলা চোয়ালের মাঝে রক্তখেকো দাঁত দেখা যাচ্ছে।

'গুলি!' চিৎকার করে উঠল হেক্টর। 'গুলি করো!' তিনটাকে তিনটা শটে মেরে ফেলল সে। তার দুই পাশের লোকগুলোও একই গতিতে গুলি করছে। গোঙিয়ে উঠে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে কুকুরগুলো। কিন্তু অন্ধকার ধোঁয়া ঠেলে বের হয়ে আসছে আরো কুকুর। হেক্টরের পাশে তারিকের বুকের ওপর বিশাল কালো হাউন্ড চড়ে বসল। ভারের চোটে পড়ে গেল তারিক। ঘুরেই জন্তুর কাঁধে বেয়নেট ঢুকিয়ে দিল হেক্টর। পা ছুড়তে ছুড়তে উল্টে পড়ল এটি। কিন্তু একই সময়ে পেছন থেকে হেক্টরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আরেকটা। মাটিতে ফেলে দিল তাকে। তার ওপর চড়ে বসল হাউন্ড। এক্ষেত্রে রাইফেল কোনো কাজেই আসবে না। হেক্টর রাইফেল ফেলে দিয়ে বাম হাতে কুকুরটার গলা চেপে ধরল। ডান হাতে বেল্টে গোঁজা ট্রেঞ্চ নাইফ খুঁজতে লাগল। ছুরি বের করার আগে আরো দুটো এসে তার ওপর চড়াও হলো। গড় গড় করতে করতে নখ ঢুকিয়ে দিতে চাইল। একটা কুকুর তার ফ্ল্যাক জ্যাকেটের কাঁধ খামচে ধরল। সামনের পা ছোড়ায় কাঁধে হুল ফুটতে লাগল। তৃতীয় কুকুরটা হেক্টরের ছুরি ধরা হাতের কনুই কামড়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। প্রথমটা এখনো তার ওপরে রয়ে গেছে। চোখের থেকে ইঞ্চি খানের দূরে ঝুলছে চোয়াল। হেক্টরের মুখ ভরে আছে লালায়। এত জোরে মোচড় খাচ্ছে যে হেক্টর বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবে বলে মনে হলো না।

তার ডান কানের ফুট খানেক পাশ দিয়ে শিস কেটে বের হয়ে গেল বুলেট। শব্দে মনে হলো সে কালা হয়ে যাবে। তার ওপরে পড়ে থাকা

BanglaBook.org

কুকুরটার মাথা থেকে রক্তে ভেসে যেতে লাগল হেক্টরের শরীর। তার ওপরেই ঝুপ করে পড়ল ভারি কুকুরটার মৃত শরীর। আরো দুটি গুলি হলো পর পর। তাকে আক্রমণ করা বাকি কুকুর দুটোও পড়ে গেল নিমেষে। হেক্টর উঠে বসে শার্টের হাতায় মুখের রক্ত মুছে থু থু ফেলল। দৃষ্টিশক্তি পরিষ্কার হতেই কায়লার দিকে তাকাল অবাক হয়ে। পাথরের আড়ালে নিরাপদ আরাম ছেড়ে বের হয়ে তার পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে। ডান হাত প্রসারিত করে পেশাদার ভঙ্গিতে পিস্তল ধরে আছে। পরবর্তী টার্গেট খোঁজার জন্য এপাশ-ওপাশ করছে।

'ইউ বিউটি!' হাঁপাতে লাগল হেক্টর। তুমি তোমার মায়ের কন্যা। যাই হোক ঠিকই আছে! রাইফেল তুলে নিয়ে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ডগ ফাইট প্রায় শেষ হয়ে গেছে। সামনের মাঠে ছড়িয়ে আছে রক্তাক্ত দেহ। ব্যাথায় কাতরাতে থাকা বাকিগুলোকে শেষ করছে তার লোকজন। দিগন্তে তাকিয়ে দেখতে পেল—এক মাইলেরও কম দূরত্বে বিশাল রাশান এমআইএল-২৬ হেলিকপ্টার ধেয়ে আসছে তাদের দিকে।

'হ্যানস এসে পড়েছে।' হাসতে লাগল হেক্টর। 'সব শেষ হয়েছে সিডি-এল-রাজিগে আজ রাতে ডিনার হবে স্টেক আর রিচবোরগে এর বোতল দিয়ে।' কায়লাকে দাঁড় করিয়ে পিতাসুলভ স্নেহে কাঁধের ওপর হাত রাখল। একত্রে তাকিয়ে দেখল বিশাল যন্ত্রদানব এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। ফ্লেয়ারের ধোঁয়ার মেঘে অদৃশ্য হয়ে গেলেও প্রতিবার বাতাস এসে ধোঁয়া সরিয়ে হেলিকপ্টারকে আরো কাছে নিয়ে আসছে। ইঞ্জিনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মাটি থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে তাদের সামনে থামল। হ্যানস তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। হেসে স্যালুট করল হ্যানস। ফিউজিলাজের প্রধান হ্যাচ খুলে গিয়ে দুটি শরীর দেখা গেল। একজন ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার; কিন্তু হেক্টর তাকিয়ে রইল অপরজনের দিকে।

'ক্রেজি পাগল মহিলা!' ফিসফিস করে উঠল সে। জিগ জাগ এরপর সিডি-এল-রাজিগে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সে। কিন্তু সে জানতো হ্যাজেল ব্যানক নির্দেশ মানার পাত্রী নন। হ্যাঁ বললেও তেমন মান্য করে না।

'মাম্মি! মাম্মি!' কিচিরমিচির করে উঠল কায়লা। লাফাতে শুরু করল। মাথার ওপর পিস্তল ধরা হাত নাড়াতে লাগল। হ্যাচের কাছে হ্যাজেলেরও প্রায় একই দশা হ্যানস এমআইএল-২৬ কে ধীরে ধীরে মাটিতে নামাল। ল্যান্ডিং গিয়ার নিচে নামতেই হ্যাচ থেকে লাফ দিয়ে নামল হ্যাজেল। দৌড় লাগাল মেয়ের দিকে। কায়লা হেক্টরের হাত ছেড়ে মায়ের কাছে যেতে চাইল।

'এটাই হলো দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য!' হাসি মুখে হেক্টর দুই নারীর মিলিত হওয়ার দৃশ্য দেখতে লাগল। একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল মা আর

BanglaBook.org

মেয়ে। হেক্টর খেয়াল করল না যে তার চোখ দিয়েও পানি গড়াচ্ছে। মাথা নড়ল শুধু।

'তুমিও নরম হেয়ে যাচ্ছ ক্রস।' হ্যাজেল মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কাঁধের ওপর দিয়ে হেক্টরের দিকে তাকাল। গাল বেয়ে, চিবুক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে চোখের জল। মোছার কোনো চেষ্টাই করল না হ্যাজেল। বলার দরকার নেই দুজনের চোখে চোখেই কথা হলো।

'আর আমিও তোমাকে ভালোবাসি হ্যাজেল ব্যানক!' সারা দুনিয়াকে শুনিয়ে চিৎকার করে উঠল হেক্টর। এরপর বাকি কাজে মনোযোগ দিল। ডালিয়া আর তার লোকদের ডেকে বলল হেলিকপ্টারে উঠে যেতে। তারা দৌড়ঝাপ শুরু করে দিল।

'হ্যাজেল!' কায়লাকে তোল আগে। হ্যাজেল হেক্টরের কথা শুনে কায়লাকে ধরে নিয়ে গেল। এরপর আরেকটা শব্দ শুনতে পেয়েই হেক্টরের শিরদাড়া বেয়ে শীতল স্রোত নেমে গেল।

'খাদের ধারে হেক্টর!' তারিকের গলা। হেলিকপ্টারের পেছন দিক দেখাচ্ছে। হেক্টর ফিরে তাকাল প্রায় দুইশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষ। খাদের মুখে শুধু তার মাথা দেখা যাচ্ছে। একনজরেই চিনে ফেলল হেক্টর।

'উথম্যান ওয়াদ্দা!' আতঙ্কিত হয়ে উঠল সে। তারিক নিজের জায়গা থেকে প্রাক্তন কমরেডকে ভালো দেখতে পাচ্ছে না। ডালিয়া আর দুজন এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। হেক্টর শুধু এই বিশ্বাসঘাতকের মোকাবেলার মতো অবস্থায় আছে। কিন্তু মনে হলো কয়েক সেকেন্ডের জন্য সে প্যারালাইজড হয়ে গেছে। উথম্যান ছাড়া অন্য যে কোনো লোক, যে কোনো সময় হলে হেক্টর নিমিষে নড়ে উঠতো। কিন্তু কায়লা আর হ্যাজেলকে এক সাথে দেখে খানিকটা আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েছিল সে। শেষ পর্যন্ত নড়ার চেষ্টা করলেও মনে হলো মধুর ওপরে সাঁতার কাটছে। দেখতে পেল উথম্যান দৌড়ে খাদের মুখে হাঁটু গেঁড়ে বসল। হেক্টর আরো দেখল যে উথম্যান ডান কাঁধে লম্বা একটা মেটাল টিউব স্থাপন করল।

'আরপিজি।' এত দূরত্ব সত্ত্বেও হেক্টর বুঝতে পারল এটা কী। রকেট চালিত গ্রেনেড। দুর্বৃত্তদের প্রথম পছন্দ। সশস্ত্র ট্যাঙ্ককেও এমনভাবে গুড়িয়ে দিতে পারে যেন সস্তাদরের কনডম। উথম্যান শক্ত করে হেলিকপ্টারের দিকে নিশানা করল।

হেকটরের কাঁধে বরেটা অ্যাসল্ট রাইফেল। অবচেতনে খেয়াল করল যে উথম্যান এখনো তার ফ্ল্যাক জ্যাকেট পরা আছে। এক্ষেত্রে ব্যানকরা জড়িত

BanglaBook.org

তার ওপরে আবার সিরামিক প্লেট লাগানো কেভলার আছে উথম্যানের ওপরের পর্বতে। এই অবস্থায় হেক্টরের হালকা ৫.৫৬ মিমি ন্যাটো বুলেট কোনো কাজেই লাগবে না। সত্যিকার অর্থে কাঠবিড়ালি, শিকারি কুকুর মারার জন্য তৈরি এই বুলেট হয়তো মাংসে গাথবে না। কিন্তু উথম্যানকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। গুলি করল হেক্টর। জানে তার লক্ষ্য অব্যর্থ। ঠিক গুলি করার আগ মুহূর্তে আরপিজি নিয়ে লাফ দিল উথম্যান।

হেক্টর দেখতে পেল উথম্যানের পেছনে থেকে রকেট ছুটলো ধোঁয়া ছুটিয়ে। এটা টার্গেটে পৌঁছানোর আগেই হেক্টরের বুলেটের আঘাতে পাথুরে ভূমিতে আছাড় খেতে লাগল উথম্যান। একই সাথে উথম্যান মাটিতে পড়ল আর গ্রেনেড হেলিকপ্টারের ফ্রন্ট প্যানেলে বিস্ফোরিত হলো। বিস্ফোরণের ধাক্কা খেলেও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রইল হেক্টর। যান্ত্রিক দানবটার একটু দূরেই এক সাথে ধাক্কা খেয়ে লাফ দিল হ্যাজেল আর কায়লা। ডালিয়া আর তার লোকেরাও বিস্ফোরণ স্থলেই আশপাশে ছিল। সবাই নিচে পড়ে আছে। হেক্টরের মনে হলো সবাই আহত তো বটেই—কেউ হয়তো মারাও যেয়ে থাকতে পারে। হ্যাচওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার উধাও হয়ে গেল। ছিন্ন মস্তক আর একটা হাত বাতাসে ভেসে গেল।

হেলিকপ্টারের ফিউজিলাজের নাক আর সামনের অংশ নেই হয়ে গেল। ককপিট বিরাট হা করে মুখব্যাদান করে আছে। হ্যানস লেটিগানের কোনো পাত্তা নেই। তার ওপর দিয়েই গেছে পুরো বিস্ফোরণের ধাক্কা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একপাশে কাত হয়ে পড়ল বিশাল হেলিকপ্টার। রোটর বাড়ি খেতে লাগল পাথুরে জমিতে। দুমড়ে মুচড়ে এক কিনার হয়ে অবশেষে বন্ধ হলো ইঞ্জিন।

কিছু সময়ের জন্য যেন মনে হলো চারপাশে নেমে এলো পিনপতন নিঃস্তব্ধতা। হঠাৎ তারিক চিৎকার করে উঠল। উথম্যান উঠে দাঁড়াচ্ছে। গুলি করুন হেক্টর। আল্লাহর দোহাই গুলি করুন। ধোঁয়া আর ধুলায় আবছা হয়ে গেছে হেক্টরের দৃষ্টিশক্তি। কিন্তু খাদের মুখে অলস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ানো দেহটা লক্ষ্য করে আবারো গুলি করল সে। হেক্টর ঠিক বুঝল না যে তার গুলিতে নাকি এমনিই ধারের ওপর দিয়ে পড়ে গেল উথম্যান। তারিক দৌড় লাগাল।

তারিক, ফিরে আসো! হেক্টর চিৎকার করে উঠল। ওকে ছাড়ো! পেছনে নিশ্চয়ই আরো লোক আসছে। আমাদেরকে যেতে হবে। অন্যদের দেখো, ডালিয়াকে দেখো। তারিক ফিরে এলে হেক্টর কায়লা আর হ্যাজেলের দিকে দৌড় দিল। তাদের চিন্তায় পা কাঁপছে কিকি করে ভয়ে। গ্রেনেড শার্পনেল বা ফিউজিলাজের ভাঙা কোনো অংশ উড়ে আসতে পারে তাদের দিকে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল হেক্টর। হ্যাজেল কায়লার ওপর পড়ে দুই হাতে ঢেকে

BanglaBook.org

রেখেছে মেয়েকে। হেক্টর ভয় পেল রক্ত দেখবে কি না। ঝুঁকে হ্যাজেলের হাত স্পর্শ করল সে। মাথা ঘুরিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল হ্যাজেল। পর মুহূর্তে উঠে বসে হেক্টরের দিকে হাত এগিয়ে দিল।

হেক্টর! তাড়াতাড়ি হেক্টরকে কিস করল সে। এরপর দুজনেই কায়লার দিকে তাকাল। তাকে ধরে দাঁড় করালো।

'ব্যথা পেয়েছো বেবি?' হ্যাজেল উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল।

'না, মাম্মি। আমি ভালো আছি। ভয় পেও না।'

'খুব ভালো।' হেক্টর বলে উঠল। 'কারণ আমাদেরকে এখনই সরে যেতে হবে এখান থেকে। হ্যাজেল তোমার মেয়েটা নবজাতকের মতো দুর্বল হলেও তাবাস্কোর মতো হিংস্র। কোনো মতেই হাল ছাড়ে না। আমি কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমাকে সাহায্য করবে। ডালিয়া আর অন্যদের দিকে দৌড় লাগাল হেক্টর। কারো কোনো ওপরে উড়ন্ত ভাঙা অংশ এসে পড়েছে। চোট আর কাটাছেড়া সত্ত্বেও বাতিলের দলে যায়নি কেউই। ডালিয়া তো পুরো অক্ষতই বলা চলে।

'মেয়েটার তোমার সাহায্য দরকার।' ডালিয়াকে বলল হেক্টর। দৌড়ে চলে গেল সে কায়লা আর হ্যাজেলের কাছে। এরপর নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে হেক্টর নির্দেশ দিল, 'সবার জিনিস গুছিয়ে নাও। এখনই রওনা দেব আমরা।'

'আমরা কোথায় যাব হেক্টর?' তারিক জানতে চাইল।

'খাদ পার হয়ে পিছনে। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।' তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করল সে, 'পূর্ব দিকে অগ্রসর হলে মরুভূমি ছাড়া কিছু পাবো না। কুকুর হারিয়ে তারা ভালো বুঝবেও না যে আমরা কোথায় গিয়েছি। কিন্তু তারা হয়তো আশা করবে আমরা পূর্ব দিকে উপকূলের দিকেই যাবো।' ঘুরে, যেখান দিয়ে এসেছে সে পথ দেখাল হেক্টর। 'প্রধান উত্তর-দক্ষিণ হাইওয়ে মরুদ্যানের আশ্চর্যের পাশ দিয়েই গেছে। তাই না তারিক?'

'হ্যাঁ, আর দুর্গের পশ্চিমে দশ মাইলের মতো। অনেক যানবাহন আছে এ রাস্তায়।' নিশ্চয়তা দিল তারিক।

'যদি সেখানে যেতে পারি তাহলে বাস বা ট্রাক যেটাই হোক জোগাড় হয়ে যাবে।' সবাই তাড়াতাড়ি একজোট হলো। হেলিকপ্টার হারিয়ে হতাশায় মুষড়ে পড়েছিল সবাই। কিন্তু হেক্টর নতুন রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে আর আশাও জাগিয়েছে। মিনিট খানেকের মাঝে প্রস্তুত হয়ে গেল সবাই।

ছোট অদ্ভুত একটা ক্যারাভান তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন রঙের আর বয়সের তিনজন নারী সাথে ছয়জন রক্তমাখা ক্যামোফ্লেজ পরা পুরুষ। সবার গায়ে

BanglaBook.org

লেগে আছে ময়লা আর ধুলার আস্তরণ। হেক্টর পথ দেখাচ্ছে। তারিক, তার দুজন লোক মিলে কলামটাকে শৃঙ্খল রেখেছে। ডালিয়া আর হ্যাজেলের মাঝে কয়লা। অন্যরাও সাথে চলেছে। সবাই খাদের মুখে দিয়ে নামতে লাগল। আবার দেয়ালের ওপর উঠতে উঠতে সবাই শ্রান্ত হয়ে চলার গতি মন্থর হয়ে গেল। হেক্টর লাইনের আগু-পিছু করে সবাইকে মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করল। বিভিন্ন জোকস বলে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করল। ভাগ্য ভালো হ্যাজেল বা কায়লা বুঝতে পারেনি। আরপিজি বোমা বর্ষণে আহতরা ব্যথা অনুভব শুরু করল। কায়লার পাও অবাধ্যতা শুরু করেছে। হেক্টর তাকে আবারও কাঁধে তুলে শেষ খাড়াই থেকে ওয়াদির ওপর পর্যন্ত নিয়ে গেল। ওপরে ওঠার পর খানিক ছায়া পেয়েই লুটিয়ে পড়ল সকলে। কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছে সবাই। পানির বোতল শুকিয়ে কাঠ।

হেক্টর, হ্যাজেল আর কায়লার পাশে বসে বোতলের তলানিতে থাকা অবশিষ্ট কয়েক চুমুক ভাগ করে নিল ওদের সাথে। কায়লাকে আরো একটা অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেট খাইয়ে দিল সাথে। সে নিশ্চিত যে ওষুধ কাজ শুরু করেছে। কায়লার গায়ের রং স্বাভাবিক হয়ে আসছে। শক্তিও ফিরে পাচ্ছে। কপালে হাত দিয়ে দেখল যে জ্বরও প্রায় নেই বললেই চলে।

'তোমার জিহবা দেখাও আমাকে!' আদেশ দিল হেক্টর।

'আনন্দের সাথে জাহাপনা।' মুরগির মতো গলা উঁচু করে যত দূর সম্ভব জিভ বের করে দিল কায়লা। সাদা অংশ ক্রমেই চলে যাচ্ছে। হেক্টর কাছে এগিয়ে এসে কায়লার নিঃশ্বাস শুঁকে দেখল ইনফেকশনের কোনো গন্ধ পাওয়া গেল না।

'এটা ভেতরে ঢোকাও।' হেক্টর জানিয়ে দিল, 'মানুষ হোঁচট খেয়ে পড়বে না হয়।' কায়লা হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করল। হ্যাজেল হেসে হেক্টরের কাঁধে মাথা রাখল। হেক্টর আস্তে করে হ্যাজলের ঘামে ভেজা চুলে হাত বুলাতে লাগল। বিড়বিড় করে উৎসাহ দিতে দিতে চোখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিল।

দুজন দুজনকে এতটাই মগ্ন যে খেয়াল করল না। কায়লা চোখের পাপড়ির ফাঁক দিয়ে তাদেরকে দেখছে। এরপর পুরো চোখ খুলে বলল, 'তো হেক্‌কে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত আমরা পরিবর্তন করেছি, তাই না মা?'

এক মুহূর্তের জন্য হতচকিত দেখাল হ্যাজেলকে। এরপর সোজা হয়ে বসে হেক্টরের দিকে না তাকিয়ে বেগুনি হয়ে গেল লজ্জায়। হেক্টর হাসি মুখে সব দেখতে লাগল।

'গড্ এ রকমটা করলেই আমার তাকে আরো বেশি ভালো লাগে।' মনে মনে ভাবল হেক্টর।

BanglaBook.org

‘ঠিক আছে, মাম্মি, আমি ইতিমধ্যে ভাবতে শুরু করেছিলাম যে, তোমাদেরকে কিভাবে একত্রিত করব। এখন দেখা যাচ্ছে এ ব্যাপারে আমার না ভাবলেও চলবে।’

‘অল রাইট, লেডিস, উঠে দাঁড়াও! যাওয়ার সময় হয়েছে।’

‘হেক্টর হ্যাজেলকে ধাতস্থ হওয়ার সময়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সামনের দিকে তাকাল। সকালের স্নিগ্ধ সূর্যের আলোয় মরুভূমি কঠোর একটা ভাবর্মূতি নিয়ে জ্বলজ্বল করছে। সবুজের বিন্দুমাত্র ছোঁয়া না থাকা সত্ত্বেও সূর্য রশ্মির প্রভাবে হীরকের মতো আলো ছড়াচ্ছে ধূলি আর বালি কণা। পাথুরে চূড়াগুলো ঠিক রোডিন ভাস্কর্যের মতোই দীপ্যমান লাগছে। হেক্টর অনুভব করল যে তাপ বাড়ছে। শেষ যেটুকু পানি ছিল মেয়েদেরকে দিল। নিজের মুখ শুকিয়ে গেছে। ঠোঁট মনে হচ্ছে শিরীষ কাগজ। জীবনের অনেকটা বছর মরুভূমিতে কাটিয়েছে হেক্টর। তাই যেমনভাবে অযাচিত শত্রুর সন্ধান করছে টিক তেমনিভাবে খাবার পানির দিকেও চোখ রেখেছে সে। শীঘ্রই তাই ডিহাইড্রেশনের কবলে পড়ে সবাই নিঃশেষ হয়ে পড়লে, হেক্টর আবারো তাদেরকে বিশ্রাম দিল। কয়েকটা কোয়ার্ট্জ পাথর কুড়িয়ে পেয়ে কায়লা আর হ্যাজেলকে একটা করে দিল।

‘এটা চুষতে থাকো!’ বুঝিয়ে দিল হেক্টর ‘এটা মুখকে পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে। নাক দিয়ে শ্বাস নাও। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলবে না। শরীরের জলীয় অংশ ধরে রাখতে হবে। এরপর নিজের লোকদের দিকে তাকাল, একজনের চোখে মুখে বিদ্রোহী ভাব দেখা যাচ্ছে। ছোট্ট একটা মেঘ এসে সূর্য ঢেকে দিল। আর তাই খানিকক্ষণের জন্য হলেও সকলেই খুশি হলো। চোখ ওপরে তুলে পাখি দেখল হেক্টর। ধূসর মেঘের আড়ালে কালো দেখাচ্ছে। পাঁচটা বিশাল আর দ্রুত পাখা ঝাপ্টাচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে চোখের ওপর হাত দিল হেক্টর। নারীরা উভয়েই তাকিয়ে ছিল।

‘কী দেখছো?’ জানতে চাইল কায়লা।

‘পক্ষী বিশারদদের কাছে কোলাম্বা গিনি’, উত্তর দিল হেক্টর। কিন্তু তোমার আমার কাছে শুধুই পুরাতন পাথুরে কবুতর।’

‘ওহ! কায়লা অতৃপ্তি লুকাতে পারল না।’ ‘কতটা অসহ্যকর, আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না হেক্।’ ঝাঁক বেঁধে কবুতরের দল নামতে লাগল। সূর্যের আলোয় ওয়াইন রঙের গলাবিশিষ্ট পাখিগুলোতে সুন্দর নীল রং খেলা করতে লাগল। চোখের চারপাশে সাদা গোলক।

‘দিনের এই সময়ে একসাথে উড়ে যাওয়ার মানে পানির খোঁজে চলেছে পাখিগুলো।’ ‘পানি’? উভয় নারী একত্রে জানতে চাইল।

‘এভাবে ওড়া মানে তারা খুঁজে পেয়েছে। এটা বেশ অসহ্যকর তাই না, কে?

BanglaBook.org

'মাঝে মাঝে তুমি আমাকে হতবুদ্ধি করে দাও।' কায়লা জানাল।

'মাঝে মাঝে তুমিও অসম্ভব আচরণ করো। উঠে দাঁড়াও ভদ্রমহিলাদ্বয়। চলো দেখে আসি। কোয়ার্টার মাইল সামনে—যেখানে পাখির দল উড়ে গেছে—জায়গাটা দেখাল হেক্টর। কাছাকাছি হতেই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাদের পথের ওপর আরেকটা ছোট্ট ওয়াদি। বিভিন্ন পাথর কেটে গঠিত হয়েছে জায়গাটা। পানি ধরে রাখা চুনাপাথর দেখা গেল পরিষ্কারভাবে। গায়ে উজ্জ্বল কমলা পদার্থ। হঠাৎ করেই ওয়াদির দেয়ালের ওপর থেকে ডানা ঝটপট করে উড়ে গেল পাখির দল। দিগন্তজুড়ে সমান্তরালভাবে পড়ে থাকা পাথুরে দেয়ালের আড়ালে ছিল পাখিগুলো।'

'জ্যাকপট!' হেক্টর হেসে চিৎকার করে উঠে সকলকে নিয়ে ওয়াদি দেয়ালের কাছে গেল। এর ছায়ায় বসে পড়ল সকলে। চুনাপাথরের নিচের অংশে চোখ বোলালো হেক্টর। পানির গন্ধ পেল। কনুই আর পেটে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দেয়া যাবে কেবল। নিচু হয়ে গুহার মতো জায়গা থেকে পানি নিতে হবে। এক মুঠো ভরে পানি নিয়ে খেলো হেক্টর।

'শিট্! বস্তুত তাই! কবুতর শিট! কিন্তু যেটা তোমাকে মারবে না, মোটা করবে।' চিৎকার করে তারিককে পানির বোতল আনতে বলল হেক্টর। শার্ট ভিজিয়ে নিল জলে। বিস্বাদ সত্ত্বেও বোতল ভরে পানি পান করে আরো বোতল পূর্ণ করে নিল তারা। অবশেষে সবাই তৃষ্ণা মিটিয়ে পানি পান করার পর হেক্টর তৃতীয়বারের মতো বোতল ভরে নিল। দেয়াল ছাড়ার আগে ছোট্ট দলটার দিকে তাকাল সে। প্রায় পুরুষেরা হাসছে, গল্প করছে নিচু স্বরে। হ্যাজেল মেয়ের পেছনে বসে চুল আঁচড়ে দিচ্ছে ধীরে ধীরে।

'নারী!' হেক্টর মাতা নেড়ে বিড়বিড় করে উঠল, 'এ রকম নরকের মতো জায়গায় চিরুনি এলো কোথা থেকে? বেশি আরাম পাওয়ার চেষ্টা করো না বাছারা, আমরা এখনই রওনা হব।'

সবাই চটপট জায়গা নিয়ে ওয়দি ছাড়াল। পশ্চিমে যেতে যেতে যত উচুতে উঠা যায়—উঠতে লাগল হেক্টর। পাশাপাশি আশপাশের দিকেও কড়া নজর রাখল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই নিজের ওপর খুশি হয়ে ওঠার কারণ পেয়ে গেল। দক্ষিণে কয়েক মাইল আকাশে খানিকটা ধুলা উড়তে দেখল পালকের ন্যায়। থেমে গিয়ে খনিকক্ষণ পরীক্ষা করল। খুব আস্তে আস্তে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে ধুলার গতিপথ। আফসোস করল বাইনোকুলার আনা হয়নি ভেবে। কিন্তু তখন তো ওজন যত কমানো যায় সেটাই ছিল বিবেচ্য বিষয়। খানিকটা পর্যবেক্ষণের পর এটুকু বোঝা গেল যে কোন ধরনের ধীর গতির বাহনই এহেন ধূলার জন্য দায়ী।

BanglaBook.org

'যাই হোক, আমার জন্য যথেষ্ট।' উঠে দাঁড়িয়ে তারিককে কাছে ডাকল। খুব দ্রুত নির্দেশ দিল দুজন পুরুষকে রেখে যাওয়ার জন্য। নারীদের দেখভাল করবে। সে এবং বাকিরা দেখিয়ে আসা বাহনটার দিকে দৌড়াবে। একটু পরেই বোঝা গেল যে এটা একটা শুকিয়ে যাওয়া নদীর বালু তীর। তাই তেমন ভাঙা বা এবড়ো-খেবড়ো নয়। এরপর নদীর কাছে অগভীর অংশে পৌছাতেই হেক্টর স্পষ্ট দেখতে পেল। একনজরেই বুঝে ফেলল এটা মাঝারি সাইজের ফোর-হুইল ড্রাইভ মার্সিডিজ ট্রাক। উইন্ডস্ক্রিন ভাঁজ করে নামানো, ড্রাইভার আর তার পেছনে আরো তিনজন। সবাই সশস্ত্র। সবার পরনে ট্রাডিশনাল পাঞ্জাবি আর পাগড়ি। হেক্টর অপেক্ষা করল নদীর তীরে ট্রাকটা আবার হারিয়ে যাওয়ার জন্য।

'ফলো মি!' হেক্টর লাফ দিল, অন্যরাও তাই করল। দৌড়ে পাহাড় বেয়ে একেবারে ট্রাকের মুখের সামনে থামল সবাই। মার্সিডিজ তাদের পেছনে দুইশ গজ দূরত্বে। হেক্টর তাদের কাছাকাছি আসতে দিল ট্রাককে। এরপর সে এবং তারিক রাইফেল বাগিয়ে এগিয়ে গেল।

'অস্ত্রে হাত দিও না, নতুবা খুন করে ফেলব।' আরবিতে চিৎকার করে উঠল হেক্টর, 'ইঞ্জিন বন্ধ করে মাথার ওপরে হাত তোলো।' ড্রাইভার আর তার পেছনের দুজন নির্দেশ মতো কাজ করলেও পেছনেব বসা তৃতীয়জন উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। বেশ লম্বা হলেও বেশ বৃদ্ধ। বলিরেখা আবৃত মুখে হেনা রঙের দাড়ি। বাম হাতে ধরে আছে একে ৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল। হেক্টরের দিকেনবীর মতো সম্মোহিত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ডান হাত তুলে আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে বলে উঠল,

'তুমি আমার তিন পুত্রের হত্যাকারী ক্রস, যার সাথে আমি রক্তাক্ত জাতিবাদ ঘোষণা করেছি। দুষ্ট, অবিশ্বাসী পাপাচার। আমি আল্লাহ্‌র নামে তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি। কখনো শান্তি পাবে না তুমি—এমনকি আমি মেরে ফেলার পরেও।'

'এটা শেখ টিম্পো টিকা।' সতর্ক করে চিৎকার করে উঠল তারিক। হেক্টর শেখের বুক লক্ষ্য করে টার্গেট করল।

'রাইফেল রাখো! কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল সে। ট্রাক থেকে নামো বৃদ্ধ! তোমাকে হত্যা করতে আমাকে বাধ্য করো না।' শেখ মনে হলো কালো হয়ে গেছে।' হেক্টরের দিকে থেকে চোখ না ঘুরিয়েই একে-৪৭ হাতে তুলতে লাগল। ঘৃণায় কাঁপতে লাগল তার ভাঙাচোড়া শরীর।

'এমনটা করো না!' হেক্টর সাবধান করলেও বৃদ্ধ যেন তার বুকের মাঝে ধরা রাইফেল দেখতেই পেল না। কাঁধে তুলে নিল একে-৪৭-এর হাতল। ব্যারেলের ওপর দিয়ে নিশানা ঠিক করল।

BanglaBook.org

'গড্ আমাকে ক্ষমা করো! ফিসফিস করে বুক বরাবর গুলি করল হেক্টর। টিপ্পো টিকা রাইফেল ফেলে দিয়েও রেইল ধরে পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে রইল।

'আমি তোমাকে আর তোমার বংশধরদের অভিশাপ দিচ্ছি। নরকের আগুন আর কালো পরীদের নখ আর আঘাত গ্রাস করে নেবে তোমাকে...' হেক্টর থামানোর আগেই তারিক আবার গুলি করল শেখকে। এবার মাথায়। শেখ ট্রাকের বাইরে বালির ওপর গিয়ে পড়ল। দুজন দেহরক্ষী চিৎকার করে অস্ত্র হাতে তুলে নিল। কিন্তু তারা একটাও গুলি ছোড়ার আগে হেক্টর প্রত্যেকের ওপর তিন রাউন্ড করে খরচ করল। সিট থেকে ছিটকে পড়ল তারা। ড্রাইভার পিস্তল হাতে নিতেই গুলি করল তারিক। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হলো তার। এরপর ট্রাকের কাছে গিয়ে ড্রাইভারকে তুলে ওয়াদিতে ছুড়ে মারল। মৃতদেহগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে কাছ থেকে আবারো গুলি করল। শেখের মৃতদেহের কাছে যেতেই তাকে থামাল হেক্টর।

'না, তারিক! যথেষ্ট হয়েছে।' থামো। পড়ে থাকুক বাঞ্চোতটা।' তারিক অবাক হয়ে তাকাল। হেক্টর নিজেও তার নিস্পৃহতা দেখে অবাক হয়ে গেল। লোকটা বৃদ্ধ। সে জানে টিপ্পো টিকা কতটা নিষ্ঠুর আর শয়তান ছিল, কিন্তু তার পরও লোকটা বৃদ্ধ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ হ্যাজেল এটা দেখতে পায়নি।

ট্রাকের কাছে গিয়ে ড্রাইভারের সিটে চড়ে বসল সে। স্টার্ট দিল। ইঞ্জিন গর্জে উঠল।

'মধুর শব্দ।' হেক্টর ফুয়েল পরীক্ষা করল, 'ট্যাঙ্কের চার ভাগের তিন ভাগ ভর্তি।' কিন্তু দেখল ট্রাকের পাশে লং রেঞ্জ ফুয়েল ট্যাংক বাধা আছে। 'প্রতিটাতে একশ গ্যালন'। সন্তুষ্টি ফুটলো স্বরে। 'নিশ্চিন্তে এক হাজার বা তারো বেশি মাইল যাওয়া যাবে। সামনের সিটের পেছনে একটি পানির ট্যাংকও রয়েছে। টোকা দিল। 'ভর্তি!' বলল বটে কিন্তু দেখল তাদের ছোড়া বুলেটে ছোট্ট গর্ত দিয়ে পানি ছইয়ে পড়ছে। হেকট্র তার মাথার কাপড় থেকে খানিকটা ছিড়ে লিক আটকালো। এরপর তার মানুষদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তেই উঠে এলো সকলে। সিটের মাঝে লকার হাতড়ালো সে। বড়সড় একটা ম্যাপ উঠে এলো হাতে। গ্রাম আর সব বাজারের নাম-ধাম লেখা আছে। মনে হলো কোনো পুরস্কার পেয়েছে সে কিন্তু তার চেয়েও মূল্যবান হলো সবুজ ক্যানভাস পাউচে মোড়া শক্তিশালী মোড়া শক্তিশালী নিকন বাইনোকুলার।

'মনে হচ্ছে ক্রিস্টামাসের সকালে গিফট্ পেয়েছি।' খুশিতে ড্যাম্যা করে উঠল হেক্টর। গলায় ঝুঝিয়ে নিল বাইনোকুলার। সবাই উঠেছে কিনা চেক করে বাকিদের কাছে ফিরে এলো ট্রাক চালিয়ে। হ্যাজেল তাকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এলো ট্রাকের কাছে।

BanglaBook.org

'তোমরা কি আছো? আমরা গুলির শব্দ পেয়েছি।'

'আমরা গুলি করেছি, দেখতেই পাচ্ছো। এখন আমরা আরামে যেতে পারব। হ্যাজেল, তুমি সামনে বসে যাবে আমার সাথে।' এরপর বুড়ো আঙুল নাচাল।' 'কে, ট্রাকের মেঝেতে মাথা নামিয়ে রাখবে। যদি আরো ঝামেলা হয়।' কায়লা ট্রাকে চড়েই থতমত খেয়ে গেল।

'ওহ, গ্রস! এখানে রক্তে ভেসে আসছে সব। আমি এখানে বসব না। মায়ের সাথে সামনের সিটে বসব। 'কায়লা ব্যানক, মহান নারী নিয়ে ঝগড়া থামাও। কথা শোন। ট্রাকে ঝগড়া থামাও শোন। ট্রাকে উঠে বসো, এখনি!'

'কিন্তু আমি–,

'আমার কথা শোন বাছা, এত রক্তপাত, মৃত্যু তোমার জন্য, এখন থেকে যা বলব, শুনবে।'

'আমি কখনো ভুল কিছু করিনি... কায়লা আবার শুরু করল।

ওহ, তুমি তা করেছ। তুমি রোজিয়ার মার্সেল মোরিআউ ওরফে আদম টিপ্পো টিপকে মায়ের ইয়টে দাওয়াত দিয়েছো।'

'তুমি কিভাবে জানো?' হা করে তাকিয়ে রইল কায়লা।

'যদি তুমি সত্যিই না জানো তাহলে বলার কিছু নেই। এখন ট্রাকে ওঠ!' আর কোনো টু শব্দ না করে কায়লা ট্রাকের মেঝেতে ডালিয়ার সাথে চড়ে বসল।

হেক্টর ক্লাচ টেনে চলা শুরু করল। তার পাশে চুপচাপ বসে রইল হ্যাজেল। হেক্টর না তাকাতে চাইলে তার রাগ টের পাচ্ছিল। সে জানে হ্যাজেল কায়লার জন্য কতটা ভাবে। খুব দ্রুত চালাচ্ছে হেক্টর। নদীগর্ভে ফিরে এলো আবার। বালু থাকায় ভারি যান যেতে কষ্ট হলেও পাথুরে ভূমির চেয়ে দ্রুত এগোনো যাচ্ছে। খানিক দূর এগাতেই হঠাৎ করে থাইয়ের ওপর হাতের স্পর্শ পেল হেক্টর। অবাক হয়ে তাকাল। হ্যাজেলের চোখ চিকচিক করছে। আস্তে করে হেক্টরের দিকে ঘেঁষে আসল সে। কান থেকে ইঞ্চি খানেক দূরে ঠোঁট।

'বাচ্চাদের তুমি ভালোই সামলাও, হেক্টর ক্রস, তাই না?' ফিসফিস করে রুক্ষ গালে ঠোঁট ঘষতে লাগল হ্যাজেল। তুমি জানো না কতবার আমি ঠিক এ কাজটিই করতে চেয়েছি। মাদমোয়া জেল কায়লা অভিনয়ে বেশ দক্ষ।'

বিস্মিত হলো হেক্টর। পায়ের ওপরে হাতের ওপর নিজের বিশাল থাবা দিয়ে চাপ দিল সে।

'এর মানে হলো সে তার শক্তি ফিরে পাচ্ছে। কিন্তু তোমার সংকটাবস্থা বুঝতে পেরেছি হ্যাজেল। অনেক দিন ধরে কে'র কোনো বাবা নেই। আর তুমি ও ততটা শক্ত হতে পারো না।' এবার হ্যাজেলের অবাক হওয়ার পালা।

BanglaBook.org

নিজেকে স্থির করে বলে উঠল মোলায়েম স্বরে, 'কাউকে তার পিতার ভূমিকা পালন করতে দিতে চাই আমি।'

'ভাগ্যবান হবে সেজন।' হাসতে হাসতে গাড়ি চালাতে লাগল হেক্টর।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নদীগর্ভ ছেড়ে আরো উঁচুতে উঠে গেল তারা। হঠাৎ করে ব্রেক কষে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল হেক্টর।

'কী হয়েছে?' হ্যাজেল উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল।

'আমাকে কয়েকটা স্যাট ফোন কল করতে হবে। নিশ্চয় আমাদের জন্য উষ্ণ অভ্যার্থনা অপেক্ষা করছে। গাড়ি থেকে নেমে বনেটের ওপর ম্যাপ বিছিয়ে ফোন সুইচ্ অন করল। তারিককে বলল, 'সবাইকে এক মগ করে ড্রিংক দাও। তাদেরকে হাত-পা টানটান করে গোলাপে পানি দিতে সাহায্য করো।' ফোনের এরিয়াল খুলে হ্যাডেলের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়াল। 'গুড্ কনট্যাক্ট! মনে হচ্ছে মাথার ওপরেই কোথাও স্যাটেলাইট আছে।'

'কাকে ফোন করছো?,

'এমটিবিতে রনি ওয়েলস্‌কে',

হেক্টর নাম্বার ডায়াল করল। কয়েকটা রিং বাজার পর রনির গলা পাওয়া গেল।

'কোথায় তুমি?, জানতে চাইল হেক্টর।

'আমি...উপকূল থেকে পাঁচ মাইল দূরে পাথুরে একটা গুহার মাঝে নোঙর করে আছি।' কো-অর্ডিনেট জানাল রনি, ম্যাপে চিহ্নিত করে নিল হেক্টর।

'ঠিক আছে। আমি জায়গাটা চিনতে পেরেছি। ওখানেই থাকো। আমি আবার ফোন করব। হ্যান্‌স লেটিগান কাজ শেষ করতে পারেনি। হেলিকপ্টার ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা আসছি। একটা বাহনও জোগাড় করেছি। সামনে কী আছে তার ওপর নির্ভর করছে। আশা করছি আট ঘণ্টার মাঝে তোমার অবস্থানের বিপরীত প্রান্তে পৌঁছাতে পারব।'

'গুড্ লাক হেক! আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।' উভয়ে লাইন কেটে দিল।

'এমটিবিতে না যেয়ে প্যাডি আর তার বহরের সাথেই যাই না কেন আমরা?' হ্যাজেল জিজ্ঞেস করল।

'ভালো বলেছো।' স্বীকার করল হেক্টর। 'এটা আমি জানার জন্য ফোন করেছি। রনি যে উপকূলে অপেক্ষা করছে তার চেয়েও একশ মাইল দূরে ইথিওপিয়ান সীমান্তে প্যাডি ও কুইন দাঁড়িয়ে আছে।'

BanglaBook.org

'কিন্তু কোনো ভালো রাস্তা পাওয়া যাবে না? যদি আমরা উপকূলের উদ্দেশে পূর্ব দিকে যেতে থাকি তাহলে তো দেশের মাঝখান দিয়ে যেতে হবে।'

'ঠিক তাই।' হেক্টরও একমত হলো। ফোনে নাম্বার ডায়াল করল। 'দেশের মাঝখানের উচ্চভূমি যেহেতু উর্বর, তাই জনসংখ্যাও বেশি। তাছাড়া এটা এখন নিশ্চয়ই টিপ্পো টিপের মিলিশিয়ায় গিজগিজ করছে। প্রায় প্রতিটা জংশনে রোড ব্লক থাকবে। এখন আমি প্যাডিকে ফোন করে জানাবো আমাদের প্ল্যানের কথা। রনিকে না পেলে সেই আমাদের শেষ ভরসা।'

প্রায় রিং বাজার সাথে সাথে ফোন ধরল প্যাডি। 'কোথায় তুমি?' জানতে চাইল হেক্টর।

'আমি ইথিওপীয় সীমান্তের একটা পাহাড়ের ওপরে বসে আছি। সোমালিয়ার পশ্চাদভূমির নৈসর্গিক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। তুমি কোন নরকে পচে মরছো?'

'আমরা মরুদ্যানের পূর্বে মাইল বিশেক। উথম্যান ওয়াদ্দা বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। অন্য ক্যাম্পের সাথে হাত মিলিয়েছে।'

'সন্ অব আ গান! উথম্যান বিশ্বাসঘাতক? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'সে হুইসেল বাজিয়েছে। তারা আমাদের ধরার জন্য পথ চেয়ে ছিল। উথম্যান নিজে হ্যানস্ লেটিগানের হেলিকপ্টারে আরপিজি মেরেছে। হ্যানস্ মারা গেছে আর এমআইএল ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি একটা বাহন জোগাড় করতে পেরেছি আর এখন রনির জন্য উপকূলের দিকে যাচ্ছি।'

প্যাডি আস্তে করে শিষ দিয়ে উঠল। 'তুমি এই ব্ল্যাক-হার্টেও বাঞ্চোত উথম্যানকে হত্যা করোনি?'

'আমি গুলি করেছিলাম কিন্তু সে ব্ল্যাক জ্যাকেট পরা ছিল। আঘাত লাগলেও বোধ হয় না মরেছে। বুলেট পিছলে গেছে।'

'কী যে করেছো! প্যাডি ঘাউ ঘাউ করে উঠল। আমার মনে হচ্ছিল যে কিছু একটা অঘটন হবে। আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে প্রতিটা রাস্তা গাড়িতে ছেয়ে গেছে। বাইনোকুলার দিয়ে একটা শত্রুর ট্রাক দেখতে পাচ্ছি আমি। পেছনে না হলেও বিশজন। সবাই ভারি অস্ত্রে সজ্জিত।'

'ঠিক আছে, প্যাডি। এ জায়গাতে থাকো আর আমার ফোনের অপেক্ষা করো। যদি রনির সাথে দেখা করতে না পারি তাহলে হয়তো তোমার কাছে আসতে বাধ্য হব। সীমান্তে এসে আমাদেরকে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি থেকো।' ফোন কেটে দিয়ে হ্যাজেলের দিকে তাকাল হেক্টর।

BanglaBook.org

'শুনেছো প্যাডি কী বলেছে?' মাথা নাড়ল হ্যাজেল। 'তুমি ঠিক বলেছো। এটাই আমাদের শেষ উপায়। কিন্তু উপকূলে পৌঁছাতে সত্যিই কি আট ঘণ্টা লাগবে?'

'যদি ভাগ্য ভালো হয়।' হেক্টর উত্তর দিল। দেখল হ্যাজেল চোখ নাচাচ্ছে। কায়লা কখন যেন এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে।

'আমি তোমাকে সরি বলতে এসেছি , হেক্।' হাসোজ্জ্বল চোখে বলল কায়লা। 'মাঝে মাঝে আমার ওপর যেন শয়তান ভর করে। আমরা আবার বন্ধু হতে পারি না?' হাত বাড়িয়ে দিল কায়লা। হেক্টর ও করমর্দন করল।

'আমরা কখনো আমাদের বন্ধুত্ব হারাব না কে। কিন্তু আমাকে সরি না বলে তোমার উচিত মা'কে সরি বলা।'

'কায়লা হ্যাজেলের দিকে তাকাল।' আই অ্যাম সো সরি, মাম্মি। হেক্টর ঠিকই বলেছিল। আমি রোজিয়ারকে ডলফিনে নিমন্ত্রণ দিয়েছিলাম আর জর্জি পর্জিকে ঘুষ দিয়েছি চাকরি দেওয়ার জন্য।'

হ্যাজেল ছটফট করে উঠল। এক মুহূর্ত আগ পর্যন্ত সে চেষ্টা করেছিল এটা অবিশ্বাস করতে; কিন্তু সত্য নগ্নভাবে স্পষ্ট হয়ে গেছে। তার ছোট্ট সোনা আর ছোট নেই। নিজেকে মনে করিয়ে দিল যে কায়লার উনিশ বছর চলছে। হ্যাজেল ওর চেয়ে কম বয়স ছিল যখন টেনিস কোচের পুরাতন ফোর্ডের পেছনের সিটে সে নিজে নারীতে রূপান্তরিত হয়েছিল সেই বিশেষ রাতে। নিজেকে সামলে নিয়ে কায়লার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল হ্যাজেল।

'আমরা সবাই ভুল করি বেবি। কৌশলটা হলো একই ভুল পুনরায় না করা।'

কায়লা হেক্টরের দিকে তাকাল।

ওয়াদির উত্তরাংশে নিজেকে নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল উথম্যান। প্রতিটা পা ফেলতে মনে হচ্ছে জান বেরিয়ে যাবে। প্রতিটা নিঃশ্বাসের সময় অসহ্য কষ্ট হচ্ছে। আরপিজি ছেড়ে দিয়ে দুই হাত দিয়ে নিজের বুক চেপে ধরল। হেক্টরের ছোড়া বুলেট তার ফ্লাক জ্যাকেটের ফ্রন্ট প্যানেলে লেগেছে। প্রথমে ভেবেছিল হেক্টর আর তার দল পিছু নেবে। কিন্তু খানিক পরেই বুঝতে পারল যে তারা হেলিকপ্টার হারিয়ে আবারো দলবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছে। কয়েক মিনিট থেমে ফ্ল্যাক জ্যাকেট খুলে ফেলে নিজের ক্ষত পরীক্ষা করে দেখল। বুলেট মাংসে না ঢুকলেও প্রতিক্রিয়া হয়েছে মারাত্মক। সতর্কতার হাতে আঙুল ঘুরিয়ে অনুভব করল যে পাজরের ভাঙা হাড় চোখা হয়ে আছে। ভয় পেল ফুসফুসের কিছু

BanglaBook.org

হয়েছে কি না। ব্যথা প্রচণ্ড হলেও গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিল উথম্যান। মনে হল না এ যাত্রায় বেঁচে গেছে। ফুসফুসের কোনো ক্ষতি হয়নি। আস্তে আস্তে নিজেকে টেনে ওয়দির নিচে যেখানে আদমকে ছেড়ে এসেছে সে পানে চলল সে। কিন্তু আদম সেখানে নেই। তাহলে সে নিশ্চয় শেখ আর তার ট্রাকের কাছে চলে গেছে। উথম্যানও একই রাস্তায় উঠে ওয়াদির ওপরে আদমকে পেয়ে গেল। একটা পাথরের ওপর বসে নিজের শার্টের কাপড় ছিড়ে গোড়ালি ব্যান্ডেজ করছে।

'কী ঘটেছে?' উথম্যানকে দেখতে পেয়েই জানতে চাইল আদম। 'আমি গোলাগুলি আর একটা বড় বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছি।'

সতর্কতার সাথে শ্বাস ফেলতে ফেলতে উথম্যান সব সবিস্তারে জানাল আর আদম খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

'তার মানে তারা পালাতে পারেনি! ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, এইবার পেয়েছি তাদের আমার হাতের তালুতে।'

'হ্যাঁ, আমরা তাদেরকে ফাঁদে ফেলতে পেরেছি। কিন্তু আমি তোমাকে আর তোমার দাদাকে যেমনটা বলেছি ক্রস অন্যান্য পালানোরে রাস্তাও তৈরি করে রেখেছে। এখন সম্ভবত উপকূলের দিকে যাবে, সেখান থেকে সৌদিতে। তোমার দাদা কোথায়? ওনার ট্রাক দরকার ক্রসদেরকে ফলো করার জন্য।'

'নিশ্চয়ই আয়োজন মত ওয়াদির নিচের দিকে গেছে।'

'আমরা দুজনেই আহত। হেঁটে তোমার দাদা বা ক্রস কাউকেই ধরতে পারব না। দুর্গ থেকে অন্যান্য ট্রাক আসার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আরো আগেই তো চলে আসার কথা ছিল।'

'মনে হয় অন্ধকারে আমাদের অনুসরণ করতে পারেনি।' হতাশায় মুষড়ে গেল আদম। অথবা অন্য কোনো সমস্যা হয়েছে।

আরো ঘণ্টাখানেক কেঁটে যাওয়ার পর তারা গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেল। অবশেষে দেখাও গেল। ক্যাবে দুজন আর পেছনে আরো ডজনখানেক। উথম্যান ট্রাকের ফার্স্ট এইড কিট্ থেকে ব্যান্ডেজ নিয়ে নিজের বুকে আর আদমের গোড়ালিতে বাঁধল। এরপর সবাই মিলে একত্রে শেখের শিকারি ট্রাকের খোঁজে চলল। মাইলখানেক দূরত্ব থেকেই ভন ভন আওয়াজ পাওয়া গেল। আকাশে মাছি উড়ছে। আদম ড্রাইভারকে সচকিত করল আর তার দাদার মৃতদেহের কাছে পৌঁছাল। শুকনো নদীগর্ভের বালুর ওপর মৃতদেহ পড়ে আছে। বৃদ্ধ মানুষটার অর্ধেক চেহারাটাই নাই হয়ে গেছে। পাখিরা ঠুকরে খেয়েছে। কিন্তু দাড়ি অক্ষত আছে। আদম নির্বাক হয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল দাদার লাশের কাছে। অন্য কোনো জন্তু, সম্ভবত শিয়াল কোট

BanglaBook.org

খুবলে নিয়েছে। গরমে নাড়িভুড়ি গলতে শুরু করেছে। গন্ধে টিকে থাকা দায় হয়ে পড়েছে।

মৃতের জন্য ঐতিহ্যমাফিক নামাজ পড়ল আদম; কিন্তু অন্তরে খুশির বান ডেকেছে। অবশেষে দাদাজানের স্বৈরআমল শেষ হয়েছে। টিপ্পো টিপ গোত্রের অবিসংবাদিত শেখ এখন সে নিজে। মাত্র চার দিন আগে মসজিদে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে মোল্লা, অন্যান্য পুত্র ও দৌহিত্রদের সামনে আদমকে মনোনীত করেছে. বৃদ্ধ। এখন থেকে তাই গোত্রপ্রধান হিসেবে আদমের অবাধ্যতা করার কারো সাহস নেই।

নামাজ শেষে নিজের লোকদের আদেশ দিল দাদার মৃতদেহ তারপুলিনে ঢেকে ট্রাকের মেঝেতে উঠিয়ে নিতে। সবার চোখে মুখে সমীহ দেখতে পেল আদম। এমনকি আদমের পদোন্নতির চিন্তায় তার প্রতি উথম্যানের আচরণও আমূল পাল্টে গেল।

আদম যতক্ষণ নামাজ পড়ছিল উথম্যান সতর্কতার সাথে পুরো এলাকাটা খুঁজে দেখল। হেক্টর আর তার অ্যামবুশ দলের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে সে, আদমের কাছে ফিরে গিয়ে বর্ণনা করল কেমন করে অবিশ্বাসীর দল হেলিকপ্টার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরেও ওয়দি এসেছে আর শয়তানের সহায়তায় শেখের ট্রাক দখল করে নিয়েছে। বৃদ্ধকে হত্যা করেছে।

'আপনার নির্দেশ কী শেখ?' উথম্যান জানতে চাইল। আদমের অন্তকরণ পর্যন্ত ডগোমগো করে উঠল শেখ পদবি শুনে। যেমনটা হয় হাশিশের পাইপ টানলে।

'দাদাজানের চুরি হয়ে যাওয়া বাহনের খোঁজ করতে হবে, তাহলেই তাদের গন্তব্য ও আমাদের দায়িত্ব নির্ধারণ করতে পারব।'

উথম্যান আবারো নিজের পরামর্শ দিতে চাইল। যেমনটা আমি ইতিমধ্যেই আপনাকে বলেছি, এই ক্রস ব্যাটাকে আমি ভালোভাবে চিনি। তাই বুঝতে পারছি সে কী করবে। এখন তো সে একটা গাড়িও চুরি করেছে। তাই নিশ্চিতভাবে উপকূলে অপেক্ষারত নৌকার কাছেই যাবে।'

'যদি নৌকায় করে পালাতে না পারে তাহলে সে কী করবে?' জানতে চাইল আদম।

'তাহলে আরেকটা পথ অপেক্ষা করে আছে ইথিওপিয়া সীমান্তে। দেখা যাক তুমি সত্যি বলছো কিনা। লোকদের জড়ো করে তাহলে তাদেরকে অনুসরণ করা যাক।' দেহরক্ষীদের মৃতদেহ পাখি আর শিয়ালের খোরাকের জন্য ফেলে হেক্টরদের পিছু নিল তারা। একটু পরে হেক্টর যেখানে থেমেছিল সে জায়গাটাও খুঁজে পেল। সবার পদচিহ্ন স্পষ্ট দেখা

BanglaBook.org

গেল। বুকের আঘাত সত্ত্বেও উথম্যান পরীক্ষা করে দেখল। এরপর আদমের কাছে গিয়ে জানাল।

'তারা নয়জন ছিল; ছয়জন পুরুষ আর তিনজন নারী।'

'তিনজন নারী? আদম জানতে চাইল।' একজন তো আমার বন্দি কিন্তু অন্য দুজন কে?'

'আমার মনে হয় একজন হলো তারিকের আত্মীয়া, যে ক্রসকে পথ দেখিয়ে দুর্গে নিয়ে গেছে। তৃতীয় আর শেষ জন হেলিকপ্টারে করে এসেছে। আরপিজি ছোড়ার আগে কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমি দেখেছিলাম। দূর থেকে দেখেছি। তাছাড়া ফিউজিলাজও বাধা হিসেবে ছিল। তাই নিশ্চিত না হলেও আমার মনে হয় তৃতীয় জন আপনার বন্দির মা। আমি সিডি-এল- রাজিগে বেশ কয়েকবার দেখেছি তাকে, তাই আমি প্রায় নিশ্চিত যে এটা তিনি।'

'হ্যাজেল ব্যানক!' উথম্যানের দিকে তাকিয়ে নিজের সৌভাগ্য বুঝতে পেরে খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠল আদম। এখন সে শুধু তার গোত্রের শেখ নয়—এমনকি হাতের মুঠোয় পৃথিবীর ধনী নারীদের একজন কে'ও পেয়ে গেছে। যদি একবার তাকে মুঠোয় পুরা যায় তাহলেই আফ্রিকা আর আরবিয়দের মাঝে সেই হবে সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষ।

'কোটি কোটি ডলার আর আমার নিজের সেনাবাহিনী আছে এখন আমার। এমন কিছু নেই যা আমি চাইবো অথচ পাব না।' আকাশ কুসুম শুরু হয়ে গেল আদমের। একবার মুক্তিপণের অর্থ হাতে এলেই হ্যাজেল ব্যানক আর তার মেয়ে ভয়াবহ পরিণতি বরণ করে নেবে। আমি আমার লোকদের ছেড়ে দেব তাদের সাথে মজা করার জন্য। যদি এতেও তাদের মৃত্যু না হয় তাহলে বাকি কাজ সারবে বেয়নেট। বেশ মজাদার দৃশ্য হবে। এই আনন্দ মন্থনে আমাদের সঙ্গী হবে হেক্টর ক্রস। এরপর ক্রসের জন্য সত্যিকার কিছু ভাবতে হবে। শেষতক হয়তো তাকে আমি গোত্রের বৃদ্ধাদের হাতে ছেড়ে দেব ছোট্ট ছুরি দিয়ে কাজ উদ্ধারের জন্য। কিন্তু তার আগে পেছন থেকে তাকে উপভোগ করবে আমার লোকেরা। যেন একটা ঘোড়া ঢুকে যেতে পারে। তাঁর মতো মানুষের জন্য শারীরিক ব্যথার চেয়েও এ অবমাননা হবে বিশাল।' আনন্দে হাতে হাত ঘষতে লাগল আদম। 'আমি মুক্তিপণের অর্থ আর আমার পরিবারের রক্তের ঋণ উভয়ই শোধ হবে।'

ট্রাক ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'মরুদ্যানে ফিরে চলো!' এরপর উথম্যানকে বলল, 'দাদাজানকে সম্মানের সাথে সমাহিত করব আমি। এরপর কামাল চাচাকে সংবাদ পাঠাতে হবে যে দুর্বৃত্তের দল নৌকা

BanglaBook.org

নিয়ে পালাতে চাইছে। যদি ক্রস এক্ষেত্রে সফল না হয় তাহলে ইথিওপীয় সীমান্তে যাবে। আর এখানেই আমাদের দেখা পাবে সে।'

দিনের বাকি সময়টুকুজুড়ে তারা পূর্ব দিকে ছুটে চলল। যাত্রা বেশ কষ্টকর। তিনবার হেক্টর আলজ্ঘনীয় খাদে পড়ে আবারও বিকল্প রাস্তা খুঁজে নিয়েছে। অন্ধকার নেমে এলেও হেডলাইট জ্বালাতে ভয় পেল হেক্টর। যদি কেউ পিছু নিয়ে থাকে। তাই চাঁদ ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করে আবারো চলতে শরু করল তার ছোট্ট ট্রাক।

হেক্টর হিসাব করে দেখল যে এডেন উপসাগরের তীরে যেতে এখন বিশ্ মাইল বাকি আর এখানেই নাটকীয়ভাবে চিরতরের জন্য বদলে যাবে তাদের ভাগ্য। মসৃণ লবণাক্ত সমভূমিতে পৌঁছাল তারা। চাঁদের আলোয় চকচক করছে চারপাশ। মার্সিডিজ হাইজ্যাক করার পর থেকে প্রথমবারের মতো টপ গিয়ার পরিবর্তন করল হেক্টর। স্পিড মিটারের কাঁটা ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল গতিতে ছুটলো। সামনে, আকাশে ঝুলে আরছ রুপার থালার মতো চাঁদ। অন্তত দশ মাইল অতিক্রম করার পর ট্রাকের নিচের লবণাক্ত ভূমি ভেঙে পড়ে গেল। বিশ্বাসঘাতক হলুদ মাটির নিচে চোরাবালির মাঝে অ্যাক্সোন ডেবে যেতে চাইল। প্রায় তিন ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করল হেক্টর। ট্রাকের হাই লিফট জ্যাক ব্যবহার করে হুইল চালালো সে। টোলাইনের শেষে স্পেয়ার হুইল জুড়ে দিল। নোঙরের মতো কাজ করল এটি। অবশেষে চোরাবালি থেকে উঠে এলো মার্সিডিজ।

দ্বিতীয় দিন প্রত্যুষে এডেন উপসাগর দেখতে পেল তারা। গ্রেট হর্ন অব আফ্রিকার মাঝে দিয়ে এসেছে ইয়েমেনের দিকে। যেখানে হেক্টর পার্ক করল সেখানে তীরে পৌঁছাবার জন্য একটাই সিঙ্গেল-লেইন রস্তা। এর নিচে লাল বালির সংকীর্ণ বেলাভূমি। পানি কাচের মতো স্বচ্ছ, তেমন গভীরও নয়। প্রায় একশ গজব্যাপী কোরাল প্রাচীর চোখে পড়ল হেক্টরের। এমটিবিতে পৌঁছাতে হলে এত দূর রাস্তা পানির মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। যে কোনো বিপদ হতে পারে এ সময়।

এ সময়ে বিচ রাস্তা ধরে শুধু একটাই বাস গেল। পুরো মহাদেশের প্রতিটা মাইল রাস্তা চষে বেড়ায় এই সর্বব্যাপী আফ্রিকান বাস গুলো। এতটাই ধূলিমলিন হয়ে আছে বাসের গায়ে যে সত্যিকারের পেইন্টিংস্ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আরোহীদের পর্বত প্রমাণ লাগেজ্, মুরগির খাঁচা, নারিকেলের গোছা সব ছাদে বেঁধে রাখা হয়েছে। শৈলশিরার ওপর দাঁড়িয়ে ইঞ্জিনের র‍্যাকেট,

BanglaBook.org

গিয়ারের গর্জন, চেসিসের শরীরী ভাষা সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে হেক্টরেরা। আর কোনো যানবাহনই নেই। শত্রুর কোনো উপস্থিতিও দেখতে পাচ্ছে না তারা। স্যাট ফোন সেট করে রনি ওয়েলস্‌কে ফোন করল হেক্টর।

'আমরা বিচের কাছে। তুমি আমাকে যে কো-অর্ডিনেট দিয়েছো তার বিপরীতে। তীর থেকে তোমরা কত দূরে?'

হেক্টর নিজের নিকন বাইনোকুলার ব্যবহার করে খোলা সাগরে রনিকে খুঁজতে লাগল। ছোট ছোট দ্বীপগুচ্ছ পেয়ে গেল। তিমির গায়ের মতো কালো। প্রায় রনি যেমনটা বলেছে সে রকম।

রজার, রনি! আমার মনে হয় তোমাকে খুঁজে পেয়েছি। আমি চাই তুমি একটা হলুদ ধোঁয়ার রকেট ছাড়ো যেন আমি বুঝতে পারি যে সঠিক দিকেই আছি।'

'ঠিক আছে, হেক্‌। দাঁড়াও, রকেট ছুড়তে কয়েক মিনিট লাগবে আমার।' দিগন্তে হলুদ লেজ উঠিয়ে উড়ে গেল রকেট। প্রায় তখনই বাতাসে মিলিয়ে গেল। এতটাই ক্ষণস্থায়ী যে খুব সাবধানে দেখে নিতে হবে। হেক্টরও এটা জানে। রনির অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে তাকে।

'রজার, রনি! আমাদের অবস্থান থেকে পনেরো ডিগ্রি বিয়ারিং এ আছ তুমি। বিচের দিকে এগিয়ে এসো।' 'আমার আশপাশে আর কোনো জলযান দেখতে পাচ্ছো হেক্‌?' ছোট ছোট ফিশিং বোট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নোঙর করা আছে। তোমার বেশ কয়েক মাইল পেছনে বিশাল একটা কন্টেইনার শিপও আছে। অস্বাভাবিক কিছু না।

'ওকে হেক্‌। আমি ফুল থ্রটলে আসছি। দ্রুত উঠে পড়ার জন্য তৈরি থাকো। বিচে কোনো হাঙ্গামা চাই না?'

'তোমাকে আরো একটা বিষয় সতর্ক করে দিতে রনি। আমাদের মাঝে একটা বিশ্বাসঘাতক ছিল। উথম্যান ওয়াদ্দা শত্রুপক্ষের চর। সে জানে এখানে আমরা আসব। যে কোনো সমস্যায় তুমি পিছু হটবে।'

'উথম্যান ওয়াদ্দা! খেলাটা কঠিন হয়ে গেছে হেক্‌। আমি জানি তুমি তাকে কোন চোখে দেখ।'

'আমি তার সম্পর্কে কী ভাবতাম তা এখন অতীত হয়ে গেছে রনি। পরের বার যখনই দেখা হবে আমি তাকে খুন করব। ইতিমধ্যে একবার চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু পরের বার আর কোনো ভুল করব না।'

'রজার দ্যাট! বিচে দেখা হচ্ছে তোমার সাথে।'

BanglaBook.org

উথম্যান ওয়াদ্দার কাছ থেকে সমুদ্রপথে হেক্টর ক্রসের পলায়নের পরিকল্পনা জানার পর থেকে কামাল টিপ্পো টিপ তার সমস্ত অ্যাটাক বোটগুলোকে গণডঙ্গা পোতাশ্রয় থেকে বের করে উত্তর দিকের স্টেশনে নিয়ে গেছে। মরুদ্যানের আশ্চর্য আর দুর্গের কাছাকাছি এ উপকূল। এ জায়গাতে পান্টল্যান্ড থেকে পালানোর সময় অবিশ্বাসীদের দলটাকে ধরা যাবে। তীর থেকে মাইলখানেক দূরে নৌকাগুলো নোঙর ফেলেছে। একটা থেকে আরেকটা নৌকাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাই প্রায় পঞ্চাশ মাইল লম্বা একটা অবজারভেশন চেইন তৈরি হয়েছে। কামাল নিজে পূর্ব দিকের আকাশে হলুদ ধোঁয়ার লেজ দেখতে পেয়েছে। ধোঁয়া সরে যাওয়ার আগে নিজের শর্টওয়েভ রেডিওতে তেইশটি জলযানের বহরকে নিজের চারপাশে জড়ো করল কামাল।

কামালের অ্যামবুশ দলের চেয়ে তিন নটিক্যাল মাইল দূরত্বে রনি তার ক্রুদের নির্দেশ দিল নোঙর তুলতে। গত বাহাত্তর ঘণ্টা যাবৎ এখানে আছে তারা। এরপর বো-এর কাছে গিয়ে জোড়া ৫০ ক্যালিবার ব্রাউনিং ভারি মেশিনগানের ওপর থেকে তারপুলিন সরিয়ে ফেলল। উভয় অস্ত্র লোড করে পোর্ট আর স্টারবোর্ডে ঘুরিয়ে দেখল ঠিক আছে কিনা। এরপর দ্রুত এমটিবির কক্‌পিটে চলে এলো। ইঞ্জিনে স্টার্ট হলো। মসৃণভাবে শুরু হলো চলা। ৩০০০ রেভস্ পর্যন্ত তুলল—এরপর থ্রটল টেনে দিল। ইঞ্জিনে টেম্পারেচারের গজকে সবুজ ঘরে উঠতে দিল। ফোরডেক ক্রুদের দিকে তাকিয়ে হাত ইশারা করল। নোঙরের চেইন উঠতে শুরু করল। একটু পরে পুরো নোঙর উঠে এলো। ক্রুরা নিরাপদে গুছিয়ে রাখল। মার্কাস থাম্বস্ আপ দেখাতেই রনি রিভার্স গিয়ার এনগেজ করে বোটটাকে চালিয়ে গুহার প্রবেশ মুখে নিয়ে গেল। উভয় ইঞ্জিনে চালু করে দেয়ার পর সগর্জনে ছুটলো খোলা সাগরে। বাইনোকুলারে হেক্টর দেখতে পেল রোলস্ রয়েস মোটরস্ সরাসরি তার দিকে এগিয়ে আসছে।

রনি এসে গেছে! নিশ্চিত হওয়ার পরই চেচিয়ে হ্যাজেলকে সুসংবাদ জানাল হেক্টর।

'দ্বিতীয়বার ভাগ্যবান।' বলতেই মাথা নাড়াল হ্যাজেল আর হেক্টর।

'খেলার এটাই নিয়ম। কিন্তু একই সাথে হেক্টরের মাথায় খেলে গেল প্রাচীন একটি প্রবাদ। প্রথমটা হয় ভয়াবহ, দ্বিতীয়টা একই আর তৃতীয়টা হয় সব খেলার মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ।'

মাথা থেকে সরিয়ে দিল প্রবাদটা। তারিককে ডেকে বলল সবাইকে নিয়ে মার্সিডিজে চড়তে। সবাই দৌড়ালো আর হেক্টর হুইলে উঠে ইঞ্জিনে স্টার্ট করল শেষবারের মতো সমুদ্রের দিকে তাকাল। সব কিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা

BanglaBook.org

দেখতে আর যা দেখতে পেল কলজে পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হ্যাজেল দেখতে পেল হেক্টরের পরিবর্তন।

'কী হয়েছে হেক্টর?' সতর্ক স্বরে জানতে চাইল হ্যাজেল। আমরা ভাগ্যকে ডেকেছি আর ভাগ্যও শুনেছে। আস্তে করে বলল হেক্টর যেন কায়লা না শুনতে পায়। চিবুক দিয়ে সমুদ্রের দিকে ইশারা করল সে। হ্যাজেল ও সাথে সাথেই দেখতে পেল।

ওহ ঈশ্বর মাতা! ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে হেক্টরের হাতে চেপে ধরল সে। যেগুলোকে তারা ছোট্ট ফিশিং বোট ভেবে ছিল সেগুলো মোটেও তা নয়। সমুদ্রের উপরিভাগ, খানিক আগে যেখানে মৃদুমন্দ বাতাস ছাড়া আর কিছু ছিল না, এখন স্যুপের পটের মতো ফুটছে। দ্রুতগতির রুপালি রঙের ছোট্ট অসংখ্য জলযানে ছেয়ে গেছে চারপাশ। প্রতিটি দিক থেকে ছুটে আসছে। মনে হলো মাঝখানে কিছু একটা আক্রমণ করতে আসছে তারা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে রনি ওয়েলস্‌ের এমটিবি এই কর্মযজ্ঞের উদ্দেশ্য। হেক্টর মার্সিডিজের সুইচ বন্ধ করে স্যাট ফোন তুলে নিল ছোঁ মেরে। এমটিবিতে একবার রিং হতেই তুলে নিল রনি।

'হেক্টর? জানতে চাইল সে, 'রনি! পালাও! পালাও? হেক্টর চিৎকার করে উঠল। প্রতিটি দিক থেকে জলদস্যু নৌকা এগিয়ে আসছে তোমার দিকে। অ্যামবুশ পাতা হয়েছে। নির্ঘাত উথম্যান এমনটা করেছে। ফিরে যাও এখন থেকে। শুনছো?

'রজার! আমার বিখ্যাত কাজ দেখতে থাকো।'

'স্যাট কানেকশন খোলা রাখো।' হেক্টর নির্দেশ দিল। রনি কানেকশন না কেটে তার পাশের চার্ট টেবিলে রিসিভার নামিয়ে রাখল। হেক্টর এখন এমটিবিতে যাই ঘটুক না কেন শুনতে পাবে।

'থামো!' নিজের ক্রুদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করল রনি। হুইলকে সর্বশক্তি দিয়ে ঘুরাল। বিশাল বোটটা আচমকা ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেল। অপ্রস্তুত অবস্থায় এক নাবিকের হ্যাচওয়ের সাথে মাথা ঠুকে গেল। সশব্দে মাথার খুলি ফেটে গেল। এমনভাবে পড়ে গেল যেন .৪৪ ম্যাগনাম রিভলবারের গুলি খেয়েছে।

রনি এ ঘটনাকে অগ্রাহ্য করে চিৎকার করে উঠল।

'মার্কাস সামনে এসে ব্রাউনিং চালু করো। টার্গেট পেলেই ঘুরিয়ে দেব। গুলি করো কোন বোট্ দেখলেই। তারা সব্বাই ডাকাত!'

রনি পেছন দিকে ঢেউয়ের ওপর তাকাল, কোনো কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু সে জানে তারা আছে। পানিতে এত নিচে থাকে যে কয়েক শ গজ কাছে

BanglaBook.org

না এলে দেখতে পাওয়া যায় না। চার্ট টেবিলের নিচের লকার থেকে একটা উজি মেশিনগান বের করল সে। হাঁটুর সামনে রাখার আগে ম্যাগাজিন চেক করে দেখল। এরপর একই লকার থেকে চারটি এম .৬৭ ফসফরাস গ্রেনেড বের করে উজি এমএমজির পাশে রাখালো।

স্টার্নে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল একজনের কাঁধ আর মাথা উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। যদিও তার নিচে আঁকা বোট দেখা যাচ্ছে না; কিন্তু বুঝতে পারল এটি প্রথম অ্যাটাক বোটের চালক। দুটো জলযানের মাঝের দূরত্ব অবিশ্বাস্য ভাবে কমে গেল। স্যাট ফোন তুলে নিল রনি।

'এ থেকে আমি বের হতে পারব না হেক্টর। আমার ওপরে পা ফেলেছে তারা। আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। তারা নিশ্চয়ই -এটা আশা করেনি।'

'এই কারণেই তুমি তৈরি হয়েছো, সমুদ্র কুক্কুট কোথাকার।' হালকাভাবে উত্তর দিলেও পাথর চেপে বসেছে হেক্টরের বুকে। 'তাদেরকে নরকে পাঠাও, রন!'

'সরি, এমন আনন্দ তুমি উপভোগ করতে পারলে না।' রনি আবারো ফোন নামিয়ে রাখল। হেক্টর শুনতে পেল জোড়া মেশিনগানের পেছনে মার্কাসের উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে রনি, 'তৈরি হয়ে যাও!,

ডান হাত মুঠি করে দেখাল মার্কাস। রনি হুইল টেনে দিল। নিজের কক্ষপথে ঘুরে গেল এমটিবি। সর্বশক্তি নিয়ে পেছনে যাচ্ছে। দুটি জলযান পরস্পরের সাথে ঘণ্টায় প্রায় একশ মাইল বেগে ধাক্কা খেল। আরবিয় নৌকাটা বিস্মিত হয়ে গেল। গান ওয়েলের নিচ থেকে এর ক্রুরা বেরিয়ে আসার আগেই এমটিবির মেশিনগানের গুলি হাল চিবিয়ে স্প্লিন্টার আর কাঠের টুকরা ছোটালো। প্রায় সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নৌকাটা পরবর্তী ঢেউয়ে নাক ডুবিয়ে ডুবে গেল।

'দেখতে বেশ সুন্দর লাগল!' হেসে ফেলল রনি। কিন্তু আরো তিনটা অ্যাটাক বোট দেখা গেল পেছনে। প্রতিটা নাবিকের হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল দেখা গেল এমটিবির দিকে তাক করা। রেঞ্জে আসার অপেক্ষা করছে। বেশির ভাগ গুলি লাগল হালের সামনের ঢেউয়ের গায়ে বা মাথার ওপর দিয়ে শিষ কেটে বেরিয়ে গেল। কিন্তু কয়েকটা এমটিবিরর ওপরেও পড়ল। রনি'র উইন্ডশিল্ড ভেঙে কাচের টুকরার আঘাতে কপাল কেটে গেল। চোখের ওপর রক্ত পড়তে লাগল। কিন্তু কাছাকাছি থাকা বোটটার বো থেকে বোতে লাগিয়ে দিল সে। বিশাল সাইজ হওয়াতে পারল এমটিবি। পানির একটি স্লিম ধারার মতো দূরত্ব রেখে একে অন্যকে পাশ কাটাল জলযান দুটো। রনি ফসফরাস গ্রেনেড ছুড়ে মারল অ্যাটাক বোটটাতে সাদা ধোয়া ছড়িয়ে বিস্ফোরিত হলো

BanglaBook.org

গ্রেনেড। দুজন আরবীয় ক্রু বোটের ওপর নেই হয়ে গেল। হাল ধরে রাখা মানুষটা ধোঁয়ায় মিলিয়ে গেল যেন।

রনিকে যুদ্ধ করার নেশা পেয়ে বসেছে। কোনো ওষুধেই কাজ হবে না এখন। পরবর্তী বোটের গায়ে ফুল অনে আক্রমণ করল রনি। এতে এমটিবির বো ভেঙে গেলেও নিজের বোট দিয়ে শত্রু জলযানকে পিষে ফেলল রনি। নাবিকেরা সমুদ্রে তলিয়ে গেল।

প্রায় প্রতিটি দিক থেকে এমটিবির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে শত্রু জলযান। আরবিয় নাবিকেরা দোয়া পড়ছে, 'আল্লাহ্ আকবর! এমটিবিকে খুব কাছ থেকে অটোমেটিক গুলি ছুড়ছে। মার্কাস একে থেকে ছুটে আসা গুলিতে নিহত হয়ে নিজের অস্ত্রের ওপর ঢলে পড়ল। জোড়া ব্যারেল ঘুরে আকাশে বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়তে লাগল। আরেকটা নৌকা পাশে চলে এলো। আলখেল্লা পরা, দাড়ি মুখে এক আরব এমটিবির ডেকে আয়রনের দড়ি ছুড়ে মারল। হুক আটকে গেল কাঠের গান ওয়েলে। মিনিট খানের মধ্যে আরো একজন একই কাজ করল। রনি তার নিজের পেছনে ছোট্ট একটা বহর টেনে নিয়ে যেতে লাগল। চারপাশে তাকিয়ে দেখল একমাত্র সেই বেঁচে আছে। নিজেদের রক্তে গড়াগড়ি খাচ্ছে রনির নাবিকদের মৃতদেহ। কাকতালীয়ভাবে এত বুলেট বৃষ্টির মাঝেও অক্ষত থেকে গেছে রনি। স্টার্নের দিকে তাকিয়ে দেখল এক দল আরব গ্যাপলিং দড়ি টেনে নিজেদের নৌকা এমটিবির ওপর তুলে দিতে চেষ্টা করছে। আফটারডেকে প্রায় উঠে পড়েছে তারা। উজির পুরো ম্যাগাজিন তাদের ওপর খালি করে ফেলল রনি। পড়ল মাত্র দুজন। ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেলে অস্ত্র ফেলে দিল রনি। হুইলকে অ্যাস্টার বোর্ডের সাথে শক্ত করে লক্ করে দুহাতে গ্রেনেড নিয়ে নিল। দাঁত দিতে গ্রেনেডের পিন ধাক্কা দিয়ে অ্যাটাক বোটে মারতে চাইল। কিন্তু দু'কদম আগাতেই পেটের নিচে আঘাত করল একে থেকে ছোড়া বুলেট। নিচের ভার্টেব্রার দুটি ছিঁড়ে গেল। পা ভেঙে ডেকের ওপর আছড়ে পড়ল রনি। পা দুটো অসাড় হয়ে গেলেও কনুই ঠেলে এগোতে লাগল অক্সিলিয়ারী ফুয়েল ট্রাঙ্কের দিকে। বুকের মাঝে গ্রেনেড ধরা আছে এখনো।

বুঝতে পারল এমটিবির পাশে উঠে এসেছে অর্ধডজন অ্যাটাক বোট। ডেকের ওপর উঠে এলো জলদস্যুর দল। দোয়া পড়ছে। বিজয়োল্লাস করছে, একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে পুরস্কার প্রাপ্তির আনন্দে মেতেছে। একজন দেখতে পেল যে রনি ফুয়েল ট্যাংকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দৌড়ে রনির সামনে দাঁড়িয়ে মাথা পেছনে টেনে গলায় বাঁকানো আরবিয় ড্যাগার ধরল লোকটা। আঘাতটা তেমন গুরুতর হয়নি; কিন্তু শ্বাসনালি কেটে গেছে। আবারো গলায় দুরি বসানোর আগে রনি গড়িয়ে গেল, হাতে তখনো গ্রেনেড দু'টো ধরা আছে।

BanglaBook.org

বাকি জলেদস্যুরা ফরোয়ার্ড ডেকে জড়ো হয়ে হাসি ঠাট্টায় মত্ত। কিন্তু গ্রেনেড দেখতে পেয়েই আতঙ্কে পিছিয়ে যেতে চাইল তারা। রনি কোনো ব্যথা অনুভব করেনি; অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহ মনে হলো তাকে ম্যাজিক কার্পেটে করে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। স্পষ্ট বুঝতে পারল এটাই চেয়েছিলাম সে; হাতে অস্ত্র, সামনে শত্রু আর জায়গাটা যেন চেলসি্তে রয়্যাল হসপিটাল না হয়। তাদের দিকে তাকিয়ে হাসল রনি। ক্ষতবিক্ষত শ্বাসনালি দিয়ে গোলাপি কুয়াশা ছুটলো। চাইল বুদ্ধিদীপ্ত কিছু বলে।

স্বর্গোদ্যানে তাদেরকে প্রহার করার কথা মনে করিয়ে দিতে সত্তর জন কুমারীর আলিঙ্গনের কথা বলতে। কিন্তু ভোকাল কর্ড নষ্ট হয়ে যাওয়া কোনো শব্দ করতে পারল না রনি। হাত খুলে গ্রেনেডকে উড়ে যেতে দিল সে।

জলদস্যুরা আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। কিন্তু কেউই পাশে বেধে রাখা নৌকায় পৌঁছাতে পারল না। বিস্ফোরণের ধোয়ায় পরিণত হলো সবাই। গায়ের ওপর দিয়ে জোড়া বিস্ফোরণের সময়েও হাসছিল রনি। খানিক পরেই ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হলো। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডুলি উঠল আকাশে।

হেক্টর বাইনোকুলার দিয়ে সবকিছু দেখল। অনুভব করল শক্ ওয়েভের ফলে চুল দাঁড়িয়ে গেছে। ঢেউয়ের মাথায় জ্বলন্ত ফসফরাস সূর্য রশ্মির চেয়েও বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একই সময়ে তার কার্গো পকেটে থাকা স্যাট ফোন নিশ্চুপ হয়ে গেল। আরো কয়েক মুহূর্ত লেন্সের মধ্যে গিয়ে তাকিয়ে থেকে নিজেকে শান্ত করল সে। হ্যাজেল হাত ধরল।

'আমি দুঃখিত, ডার্লিং।' প্রথমবারের মতো কোনো আদুরে শব্দ উচ্চারণ করল হ্যাজেল। বাইনোকুলার নামিয়ে রেখে তার দিকে তাকাল হেক্টর।

'থ্যাংক ইউ। কিন্তু রনিও এমনটাই চাইতো। ঠিক এই মুহূর্তে নিশ্চয় সে তার ভাগ্য নিয়ে বিদ্রূপ করছে।' আস্তে করে মাথা নেড়ে দুঃখকে একপাশে ঠেলে রেখে তারিকের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল হেক্টর,

'সবাইকে আবার জড়ো করো।' এরপর হ্যাজেলের দিকে ফিরে তাকাল। 'ধোঁয়ার রকেট ছুড়তে বলাটা আমার ভুল হয়েছে। তারা জানে যে আমরা এখানে আছি, রনি আমাদেরকে সিগন্যাল দিচ্ছে। আমাদেরকে দ্রুত সরে যেতে হবে।'

মার্সিডিজ নিয়ে হেক্টর উপকূলের রাস্তা ছেড়ে জোরে ড্রাইভ করে বিপরীত দিকে ছুটতে শুরু করল। প্রায় পনেরো মাইল অতিক্রম করার পর হেক্টর খেয়াল করল যে একটা অদ্ভুত বাহনের ধোঁয়া উত্তর দিক থেকে ছুটে আসছে। দ্রুত রাস্তা ছেড়ে পাশের একটা কাটা ঝোপের পেছনে পার্ক করল গাড়ি। সবাইকে নির্দেশ দিল গাড়ি থেকে নেমে ট্রাকের পেছনে বসে থাকতে। মোটা

BanglaBook.org

ধুলার আস্তরণ আর শুকনো চোরাবালিতে ক্যামোফ্লেজ লুক্ এসেছে ট্রাকে। চট করে চোখে পড়বে না। ট্রাকের পেছনে কাটা গাছের নিচে লুকিয়ে রইল হেক্টর। দেখতে পেল আরেকটা প্যাসেঞ্জার–বাস, দক্ষিণে যাচ্ছে। চওড়া ডাবল্ টায়ারের নিচে হেক্টরদের গাড়ির চাকার চিহ্ন মুছে গেল। এটি দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই সে আর তারিক দুজনে গাছের ডাল কেটে রাস্তায় কিনারায় ফেলে আসল। পার্ক করা ট্রাকের কাছে এসে আগু-পিছু হেঁটে সতর্কতার সাথে নিজেদের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলল। বাদামি ঘাসের ডগা তাদের ট্রাকের চাপায় ভেঙে গেছে, সেগুলোকেও টেনে সোজা করে দিল।

সন্তুষ্ট হয়ে যখন বুঝতে পারল যে কোনো দস্যুর দল তাদের পিছু নিলেও বুঝতে পারবে না তারা কোনোদিকে গেছে, তখন সবাইকে আবার ট্রাকে চড়ে বসার নির্দেশ দিল হেক্টর। যেখান থেকে এসেছে সেদিকেই আবার ফিরে চলল। মরুদ্যানের আশ্চর্যতে, আর ইথিওপীয় সীমান্তে। অন্ধকার নেমে এলে পাথরে ধাক্কা খাওয়ার বা ওয়াদির কাছে পড়ে চুড়মার হওয়ার পড়ে হেক্টর মার্সিডিজ পার্ক করে ফেলল। সতর্কতার সাথে অল্প আগুন জ্বালিয়ে কফি বানিয়ে খেলো সবাই। শুকিয়ে যাওয়া আর্মি সারভাইভাল রেশনের বদৌলতে কফি হলো ব্ল্যাক আর তিতকুটে। সবাই প্রায় অবসন্ন হয়ে পড়েছে। তাই প্রথমে পাহারা দেয়ার দায়িত্ব হেক্টর নিজের কাঁধে তুলে নিল। বাকি সবাই শক্ত মাটির ওপর শুয়ে প্রায় সাথে সাথে ঘুমিয়েও পড়ল। এমনকি সবার মাঝে সবচেয়ে কঠিন আর সাহসী হিসেবে খ্যাত হ্যাজেলও ভেঙে পড়ল। কায়লাকে হাতের মাঝে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল মা আর মেয়ে। মূর্তির মতো নিশ্চুপ আর স্থির হয়ে পড়ল দুজনে। রাতের বাতাস শীতল হয়ে উঠলে হেক্টর নিজের জ্যাকেট দিয়ে ঢেকে দিল তাদের; কেউ নড়ল না পর্যন্ত।

চাঁদ ওঠার পরেও ঘণ্টা খানিক সবাইকে ঘুমাতে দিল সে। এরপর সবাইকে ডেকে তুলে ট্রাকে উঠে যেতে বলে তারিককে ড্রাইভ করার দায়িত্ব দিল। পাথুরে রাস্তায় মার্সিডিজের দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়ল হেক্টর। পেটের কাছে রাইফেল প্রস্তুত অবস্থায় স্ট্যাপ দিয়ে বেঁধে উঁচু শিকারের আসনে বসে ঘুমিয়ে পড়ল হেক্টর। যেন যেকোনো পরিস্থিতিতে চট্ করে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। ট্রাকের গতি পরিবর্তন হলে ঘুম থেকে জেগে উঠল সে। হঠাৎ করেই মসৃণ হয়ে উঠল পথ আর তারিক হাইয়ার গিয়ার এন্‌গেজ করল। হেক্টর চোখ খুলে দেখতে পেল তারা কঠিন একটা পথ দিয়ে দ্রুত চলেছে। পূর্ব দিকের তারার পানে চোখ দিল হেক্টর। পশ্চিমাকাশে অরিয়ন তার কুকুর সিরিয়াসকে নিয়ে শিকারে বেরিয়েছে! হেক্টরের সামনে ছুটছে। চাঁদও অনেক ওপরে। হেডলাইট না জ্বালিয়ে এখনো পশ্চিমে ছুটছে তারা। চাঁদ আর ছায়াপথের আলো তাদের ভরসা। নিজের রিস্ট-ওয়াচ্ চেক করল সে; প্রায় তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। তারা

BanglaBook.org

নিশ্চয়ই প্রধান হাইওয়ের পাশে আরো উর্বর ও জনসংখ্যাপ্রবণ এলাকার কাছাকাছি চলে এসেছে। সামনে ঝুঁকে তারিকের কাঁধে হাত রাখল।

'মূত্র বিয়োগের বিরতি।'

হেক্টর ঘোষণা দিতেই সবাই নিচে নামল। মহিলারা ট্রাকের পেছনে গেল। পুরুষেরা সামনে। তারিকের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে হেক্টর আস্তে করে বলে উঠল,

'আমাদেরকে এই গাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। পান্টল্যান্ডের নারী-পুরুষ, শিশু সবাই এটির খোঁজ করছে। আমরা আরেকটা জোগাড় করে নেব। এরপর স্থানীয় জনগণের সাথে মিশে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় জোগাড় করতে হবে।

'তুমি আর ডালিয়া শুধু ঠিকঠাক কাপড় পরে আছো।' হ্যাজেল আর কায়লা ও এ সময় তাদের সাথে এসে যোগ দিল। খানিকটা আরবি বাক্যালাপ শুনে হ্যাজেল ধৈর্য হারাল,

'এসবের মানে কী?,

'আমাদের অন্য কোনো বাহন দরকার। তারিক এবং আমি আরেকটা গাড়ি হাইজ্যাক করার প্ল্যান করছি। তারপর ছদ্মবেশের কাপড় জোগাড় করতে হবে। বিশেষ করে তোমাদের মা-মেয়ের জন্য।

'হাইজ্যাক?' জানতে চাইল হ্যাজেল। তার মানে আরো নিরীহ পথচারীদের হত্যা করা?'

'যদি প্রয়োজন হয় তাই-ই, হেক্টর একমত হলো।

'ঠিক মানবিক না। তারিক আর ডালিয়াকে পাঠিয়ে কাছাকাছি শহর থেকে ট্রাক আর সঠিক যন্ত্রপাতি কিনতে পারো না?'

'ভালোই বলেছো।' চাঁদের আলোয় হেসে উঠল হেক্টর।

'একটু অপেক্ষা করো, আমি একটা ব্যাংক ডাকাতি সেরে আসি।'

মাঝে মাঝে তোমার বুদ্ধি স্থূল হয়ে যায় হেক্টর ক্রস।'

'আমাকে শেষ এ কথাটা বলেছিল হাই স্কুলের গণিতের শিক্ষক।'

'সে পুরোপুরি সঠিক ছিল। আমার সাথে এসো।' হেক্টরকে নিয়ে ট্রাকের পিছনে চলে গেল হ্যাজেল। যখন বুঝতে পারল যে কেউ দেখছে না শার্টের বোতাম খুলে ফেলল।

'মিসেস ব্যানক অন্য কোনো সময় হলে এ পরিকল্পনার তুলনা ছিল না।' কোনো কথায় কান না দিয়ে শার্ট তুলল হ্যাজেল। হেক্টর হা করে তাকিয়ে দেখলে তার মসৃণ পেটের সাথে পাকার বেল্ট স্ট্যাপ দিয়ে আটকানো।

BanglaBook.org

ভেল্‌ক্রো খুলে ফেলে হেক্টরের হাতে বেল্ট ধরিয়ে দিল হ্যাজেল। এরপর একজোড়া সবুজ ইউএস ব্যাংক নোট তুলে হাত বুলাল।

'এখানে কত আছে?, সাবধানে জানতে চাইল হেক্টর।'

'প্রায় ত্রিশ হাজার। মাঝে মাঝে বেশ কাজে লেগে যায়।'

'হ্যাজেল ব্যানক, তুমি একটা যাচ্ছে তাই রত্ন!'

'ওহ্‌, শেষ পর্যন্ত তুমি টের পেলে, যাক। হয়তো তোমাকে যতটা মাথা-মোটা ভেবেছি আমি, তুমি ততটা নও।' হ্যাজেল বলতেই হেক্টর তাকে ধরে কিস্‌ করল। 'আর সময়ের সাথে সাথে আরো স্মার্ট হচ্ছো।' জড়ানো স্বরে বলল সে।

'পরে এর বাকি অংশ হবে, তাই না?,

'এর থেকে সঠিক আর কিছু নেই।' একমত হলো হেক্টর।

তারা আবার চলতে শুরু করল। এখনো হেডলাইট জ্বালায়নি। দিনের আলো ফুটতে শুরু করতেই আরো সাবধানী হলো। অবশেষে শুকনো গমের ক্ষেতের মাঝে দিয়ে চলতে শুরু করল তারা। এর আগে পথের পাশে কয়েকটা জীর্ণ কুটির পার হয়ে এসেছে তারা। একটা কুঁড়েঘরের ছাদের গর্ত থেকে বের হওয়া ধোঁয়া ছাড়া আর কোনো প্রাণের চিহ্ন নজরে এলো না। একটু পরেই দূরে বড়সড় স্থাপনা দেখতে পেল। আলো থেকে মনে হচ্ছে কাঠ বা কেরোসিন নয়, বৈদ্যুতিক আলো। বোঝা গেল প্রাথমিক হলেও কোনো সভ্য লোক বাস করে সেখানে। তারা থেমে গেল। হেক্টর টর্চের আলোর ছায়া ফেলে ম্যাপের দিকে তাকাল।

'একটাই শহরের কথা পড়েছি, এটাই হয়তো সেটা।' ম্যাপে চিহ্ন দিয়ে তারিককে দেখাল।

'লাস্‌কানুড। ডালিয়াকে জিজ্ঞেস করো সে চেনে কি না।'

'আমি চিনি। বাবার সাথে আগেও এসেছি। তার কিছু আত্মীয় আছে এখানে। ডালিয়া নিশ্চয়তা দিল। 'নৃগাল প্রদেশে এটাই বড় শহর।'

'ইথিওপিয়া থেকে কত দূরে?' হেক্টর জানতে চাইল। অস্বস্তিতে পড়ল ডালিয়া। একটা সাধারণ গ্রাম্য মেয়ের জন্য দুর্বোধ্য হলো প্রশ্নটা।

'ঠিক আছে। তোমার বাসা থেকে কত দূরে—হেঁটে একদিনেই আসতে পারো?'

'দুই দিনে, একদিনে না।' নিশ্চিত হয়ে বলল ডালিয়া। তাহলে সে নিশ্চয় আগেও এসেছে।

'তুমি জানো এই শহর থেকে ইথিওপিয়া যাওয়ার কোনো রাস্তা আছে কিনা?'

BanglaBook.org

'লোকজনকে বলতে শুনেছি যে একটা রাস্তা আছে। কিন্তু কেউ এটা এখন ব্যবহার করে না। এদেশে সমস্যা বাধার পর থেকে আর করেনি।'

'ধন্যবাদ, ডালিয়া।' হেক্টর হ্যাজেলের দিকে ফিরল। ডালিয়া এই শহরটা চেনে আর বলছে এখান থেকে সীমান্তে যাওয়ার রাস্তা আছে। যদিও আমি ম্যাপে পাইনি। এটা কেউ ব্যবহার করে না, তাই আমাদের জন্য ভালোই হবে।'

'তাহলে আমরা এখন কী করব?' হ্যাজেল জানতে চাইল।

'দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকার জন্য জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। আর আমি তারিক আর ডালিয়াকে শহরে পাঠিয়ে বাস্ বা লরি আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে আনব।' হেক্টর আবার ডালিয়ার দিকে তাকাল। 'তুমি কি এ জায়গায় এমন কোনো জায়গা বা ওয়াদি চেনো যেখানে তুমি আর তারিক শহরে গেলে আমরা ট্রাক নিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারি?' এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে মাথা নাড়ল ডালিয়া।

'একটা জায়গা চিনি। একমত হলো সে। তারিকের পাশে বসে রাস্তা দেখাতে লাগল কর্তৃত্বের সুরে। হেক্টর তাকে গাইড হিসেবে সিলেক্ট করায় গর্ববোধ করছে সে। সূর্য ওঠার ঠিক আগ মুহূর্তে পথ থেকে ঘুরে পাশের অ্যাকেশিয়া কাঁটা ঝোপের মাঝে একটা রাস্তায় নেমে গেল। এর মাঝখানে একটি পানির গর্ত আছে। তেমন গভীর নয়, এখন শুকিয়ে আছে। নিচের মাটি খটখটে হয়ে ভেঙে কিনারে টাইলসের মতো হয়ে আছে। প্রায় চারপাশে কাটা গাছ ঢেকে আছে।

'এখানে আমি আর বাবা ক্যাম্প করতাম। ডালিয়া জানাল। পরিষ্কার রাস্তার ধারে এক জায়গায় কালো ছাই দেখাল সে। সবাই ট্রাক থেকে নেমে পড়ল। তারিক গাছের নিচে ট্রাক চালিয়ে নিয়ে গেল। গাছের ডাল কেটে ঢেকে দিল। চট্ করে কারো নজরে পড়বে না। হ্যাজেল হেক্টরকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল। তারিক আর ডালিয়া শহরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল।

'তারিক'কে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে অর্থ দেব?'

'তাকে একশ ডলার দাও। স্থানীয়দের মতো কাপড় আর খাবার কেনার জন্য যথেষ্ট। শুকনা রেশন খেতে খেতে আমি অসুস্থ হয়ে গেছি।'

'সীমান্তে যাওয়ার জন্য গাড়ি?' হ্যাজেল জানতে চাইল। তার তো হাজার হাজার ডলার লাগবে, তাই না?,

'না। এটা বেশি হয়ে যাবে।'

'তুমি তাকে বিশ্বাস করো না?,

'উথম্যান এমনটা করার পর থেকে আমি কাউকেই বিশ্বাস করি না। তারিক বিক্রেতা খুঁজে দরকষাকষি করতে পারে, কিন্তু ক্যাশ আমি দিব।'

BanglaBook.org

হেক্টর তারিকের কাছে গিয়ে একশ ডলার ধরিয়ে দিল খুচরা জিনিস ক্রয়ের জন্য।

তারিক আর ডালিয়া শহরের পথ ধরল। ডালিয়া তার চেয়ে বিশ কদম পিছিয়ে রইল, যেমনটা প্রতিটা ধর্মপ্রাণ মুসলিম স্ত্রী করে থাকে। তারা দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই বাকিরা কাটা গাছের ছায়ায় বসে রইল। হেক্টর স্যাট ফোন সেট করে দুই-তিনবারের চেষ্টায় প্যাডি ওকুইন'কে পেল।

'রনি কাজ শেষ করতে পারেনি।' প্যাডিকে জানাল হেক্টর। তারা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ভাল যুদ্ধ করেও শেষ পর্যন্ত ফার্ম কিনে নিয়েছে।'

'আমি এই শুয়োর উথম্যান ওয়াদ্দাকে হাতের নিচে পেতে চাই। ঘোৎ ঘোৎ করে উঠল প্যাডি। এখন শোক বা আবেগের সময় নয়।

'সারিতে দাঁড়িয়ে পড়ো।' হেক্টর একমত হলো।

'তুমি এখন কোথায় হেক্?

'তোমার দিকে আসছি। আমরা কাছে চলে এসেছি প্যাডি। আমরা লাস্কানুড নামের একটা গ্রামের কাছে লুকিয়ে আছি। তোমার ম্যাপে এটা আছে?, একটু বিরতি নিয়ে প্যাডি চেক্ করে দেখল।

'হ্যাঁ, পেয়েছি। দেখে মনে হচ্ছে সীমান্ত থেকে সত্তর-আশি মাইল পেছনে।'

'কোন রাস্তা দেখতে পাচ্ছো যেখান থেকে আমাদের কাছাকাছি হতে পারবে?' হেক্টর জানতে চাইল।

'একটু দাঁড়াও, ঠিক আছে, লাল লাইনে আঁকা একটা রাস্তা দেখতে পাচ্ছি। ভালো কোনো চিহ্ন নয়। রাস্তাটার অস্তিত্ব অনুমান করা হচ্ছে, সত্যি আছে কিনা বলা যাচ্ছে না। লাস্কানুজের উত্তরে দশ থেকে পনেরো মাইল গিয়ে প্রধান হাইওয়ের সাথে মিশেছে।'

'প্যাডি, আমাদের দিকে আসতে থাকো। আমাকে ফোন করবে না। আমি আবারো বলছি ফোন করবে না। আমার আশপাশে হয়তো দুষ্ট ছেলের দল থাকতে পারে। এ থেকে বের হতে পারলেই আমি আবার তোমাকে ফোন করব।'

'রজার দ্যাট।' একমত হলো প্যাডি। উভয়ে কানেকশন কেটে দিল।

মধ্যাহ্নের দুঘণ্টা আগে তারিক আর ডালিয়া শহর থেকে ফিরে এলো। আবারো ডালিয়া তারিক থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে এসেছে। মাথায় বিশাল বড়ো একটা বোঝা। কাটা গাছের পেছনে এসে তারিক তাকে সাহায্য করল মাথা থেকে নামাতে। সবাই ভিড় করে এলো দেখতে যে ডালিয়া তার সাথে কী এনেছে।

BanglaBook.org

প্রথমত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ডালিয়া বড় এক গোছা গমের শিষ এনেছে আর তিনটা মৃত মুরগি। তৎক্ষণাৎ কয়লার ওপর চাপিয়ে দেয় হলো। এগুলো গ্রিল হতে হতে পুরুষেরা ক্রস বো ইউনিফর্ম খুলে রেখে বান্ডেল থেকে জিহাদিদের পোশাক বের করে পরে নিল। ব্যাগি প্যান্ট আর কালো ওয়েস্টকোট, এর নিচে লম্বা হাতা সাদা শার্ট। এরপর মাথায় হালকা পাগড়ি বেধে নিল; এমনকি হেক্টরের পরিবর্তনও বেশ বিশ্বাসযোগ্য হলো। তারিককে এক পাশে ডেকে গ্রামের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইল সে।

'শুক্রবার হওয়াতে অনেক লোক মসজিদে নামাজ পড়তে এসেছিল আর জনসমক্ষে শাস্তিও দেখা হলো।'

'তাই তো। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে কী বার আজ। কিন্তু একরকম ভালেই হলো। ভিড়ের মাঝে অনেকেই থাকাতে আমাদেরকে নজরে পড়বে না।'

'এক দল মানুষকে আমি শেখের মৃত্যু আর মরুভূমিতে যুদ্ধ সম্পর্কে কথা বলতে শুনেছি। নতুন শেখ হয়েছে আদম টিপ্পো টিপ আর আমাদের মাথার দাম পাঁচ হাজার ডলার নির্ধারণ করেছে।' হেক্টর চিন্তিত হলো। পৃথিবীর এ প্রান্তে এ অর্থের পরিমাণ বিশাল আর তাই হাজার হাজার মানুষ এখন তাদের ওপর নজর রাখবে এ অর্থ পাওয়ার আশায়।

তারা দুজনে কথা বলছে, এই ফাঁকে ডালিয়া হ্যাজেল আর কায়লাকে ট্রাকের পেছনে নিয়ে গেল। দেখিয়ে দিল কেমন করে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো লম্বা আবায়া আর বোরখা পরতে হবে। পুরো পর্দানশীল হয়ে পৃথিবীকে দুই নারী দেখতে লাগল ঝাপসা কাপড়ের মধ্য দিয়ে। ডালিয়া এরপর তাদের পশ্চিমা জুতা বদলে দিল। চামড়ার জুতা পরে নিল মা আর মেয়ে। পুরুষেরা এখনো গভীর আলোচনায় রত। তাই ডালিয়া তাদের দেখিয়ে দিল কেমন করে হাত আর পায়ে লাল হেনা দিয়ে নকশা করতে হয়। স্থানীয় রীতি অনুযায়ী হওয়াতে এ নকশা তাদের ফর্সা আর বিবর্ণ চামড়াকেও ঢেকে ফেলবে। হেক্টর তারিককে জিজ্ঞেস করল অন্য কোনো বাহন জোগাড় করতে পারবে কিনা।

'হ্যাঁ, একজন ক্রেতা পেয়েছি, যে চল্লিশ আসনের একটি বাস্ বিক্রি করতে রাজি হয়েছে। অবস্থা ভালোই আছে। পাঁচশ ডলার চেয়েছে।'

'ঠিকই আছে। যদি সে পঞ্চাশ ডলার চাইতো তাহলে আমি চিন্তায় পড়ে যেতাম। তোমাকে দেখতে দিয়েছে?' হেক্টর জানতে চাইল। মাথা নাড়ল তারিক।

'ডালিয়া তাকে চেনে, তার মতে লোকটা সৎ। আজ সন্ধ্যায় তার ছেলে বাসটাকে শহরে নিয়ে আসবে। এ ছাড়াও আমরা যত একে-৪৭ আর অ্যামো

BanglaBook.org

চাই তার কাছ থেকে কিনতে পারব। প্রতিটার জন্য পঞ্চাশ ডলার করে চেয়েছে। আমি বলেছি আমাদের ছয়টা দরকার।' তারিক হাসল।

'আমার মনে হয় সে তিনশ ডলার হলে বাসটা আর বাকি দুইশ দিয়ে অস্ত্র আর পাঁচশ রাউন্ড অ্যামো দেবে। সম্ভবত এগুলো রাশিয়া নির্মিত, স্থানীয়ভাবে বানানো হয়েছে।'

'আর ব্যারেল এমনভাবে বানানো হয়েছে যেন প্রথমবারে গুলি বিস্ফোরিত হয় আর দক্ষভাবে মালিকের খুলি উড়িয়ে দেবে। হেক্টর চিন্তিত স্বরে বলে বলে উঠল। 'কিন্তু আমরা বেরেটা এস সি ৭০/৯০ নিয়ে এভাবে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি না।' 'রাইফেলের বাটে বাড়ি মারল সে।' 'যাওয়ার সময় মার্সিডিজের মতো এগুলোকেও ছেড়ে যেতে হবে।'

তারা কথা বলার সময়ে ডালিয়া দুই নারীকে অপরিচিতের সামনে কেমন আচরণ করতে হবে তার ওপর একটা ক্র্যাশ কোর্স করিয়ে ফেলল। অবশেষে গ্রামে যাওয়ার আগে হেক্টর হ্যাজেল আর কায়লাকে পরীক্ষা করে জানাল,

'তোমার পুরুষ সঙ্গীর চেয়ে অন্তত দশ কদম দূরে থাকবে। চেহারা ঢেকে চোখ নিচের দিকে রাখবে। কথা বলবে না। ভান করবে যেন তোমার অস্তিত্বই নেই।' কায়লার দিকে তাকিয়ে হাসল হেক্টর। 'যেমনটা তুমি সবসময় করো মিস্ ব্যানক।' মাথার বোরখার ঘোমটা তুলে হেক্টরকে জিভ্ বের করে ভেংচি দিল কায়লা। হ্যাজেল আনন্দ নিয়ে এতটা স্বল্প সময়ে এই দুজনের বন্ধুত্ব নিয়ে ভাবতে লাগল। এতে কোনো ভুল নেই যে কায়লা ইতিমধ্যেই হেক্টরের মাঝে পিতার আকৃতি খুঁজে বেড়াচ্ছে। একই সময়ে সহজ আর সত্যিকারের বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছে দুজনের মাঝে।

আমি নিশ্চিত এ পর্যন্ত কেউ যা পারেনি, হেক্টর তাই কায়লাকে সুন্দর ভাবে ম্যানেজ করে দেখাবে। মুচকি হাসল হ্যাজেল। এই মানুষটার দক্ষতা আর গুণের শেষ নেই। দুজনকে স্নেহভরে দেখতে লাগল হ্যাজেল। হেক্টর তার দিকে তাকাল।

'হ্যাজেল, এই কাঠের রাজ্যে খুব বেশি নারী গোল্ড প্যাটেক ফিলিপ্পি ঘড়ি পরে না। এটা লুকাও প্লিজ।'

'তুমি নিজেও তো রোলেক্স সাবমেরিনার পরে আছো,' মনে করিয়ে দিল হ্যাজেল।

'এখানে কাছাকাছি যে কোন বাজারে সত্যিকারের মিথ্যে বাংলাদেশি প্রস্তুতকৃত রোলেক্স পাবে পঁচিশ ডলারে। তুমি যেভাবে স্মরণ করিয়ে দিলে, আমি প্রথা মেনে চলছি।'

BanglaBook.org

শহরের উদ্দেশে যাত্রা করার সময়ে তারিক সবাইকে পথ দেখাল। বাকি পুরুষেরা তাকে অনুসরণ করল। হেক্টর পুরো দলের মাঝখানে রইল। যেন অনাকাঙ্ক্ষিত আকর্ষণ এড়িয়ে চলা যায়। এক টুকরা কয়লা দিয়ে নিজের দাড়ি কালো রং করে নিলেও মুখের নিচের অংশটুকু ঢেকে রেখেছে সে। তিনজন নারী অনুসরণ করল তাদেরকে। গ্রামের বাইরের দিকটাতে শুধু কয়েকটা কুকুর ছায়ায় ঝিমোচ্ছিল। উলঙ্গ বাদামি দেহত্বকের শিশুরা সংকীর্ণ গলিতে স্তূপ করে রাখা ইটের ওপর খেলা করছে। হেক্টররা গলিতে ঢুকতেই বাচ্চারা তাদের পিছু নিল। ভিড় জমে গেল। প্রতি পায়ে পায়ে ধাক্কা মেরে এগোতে হলো। হেক্টর ভয় পেয়ে গেল যে নারী তিনজন হয়তো তাদের কাছ থেকে বা একে অন্যের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাবে। ভয় পেয়ে পিছনে তাকাতেই দেখতে পেল যে, না, হ্যাজেল সবাইকে শক্ত হাতে ধরে রেখেছে। একটা পরিত্যক্ষ গলির মুখে পৌঁছাতেই হেক্টর তারিককে ফিসফিস করে জানাল যে এই হট্টগোল থেকে বের করে নেয়ার জন্য। কিন্তু হঠাৎ করেই একদল অস্ত্রধারী মিলিশিয়া এসে পথ আটকালো, চিৎকার করে ভিড় ঠেলে বলতে লাগল,

'মসজিদে জনসমক্ষে শাস্তি প্রদান করা হবে। সবাইকে সেটা অবশ্যই দেখতে যেতে হবে।'

'আমি এটা আশা করি।' হেক্টর ভাবতে লাগল শরীয়াহ্ আইনের এহেন দৃশ্য হ্যাজেল আর কায়লার মনের অবস্থা কী হবে। ওদেরকে সাবধান করা দরকার।' ভিড় ঠেলে হ্যাজেলের কয়েক কদম পিছনে গেল সে। আস্তে আস্তে কথা বলতে লাগল সে। আশা করল চারপাশের আরবি ভাষার কলকাকলিতে তার ইংরেজি শোনা যাবে না।

'আমার দিকে তাকিয়ো না ডার্লিং, বুঝতে পারলে মাথা নাড়বে।' হ্যাজেল মাথা নাড়ল। 'আমাকে ভয়ংকর কিছু দেখতে যেতে হবে। ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তোমাকে শক্ত হতে হবে। কায়লার দিকে খেয়াল রাখবে। ও যেন কোনো অদ্ভুত আচরণ না করে। প্রতিবাদ করে কান্না করে ওঠা বা এ-জাতীয় কোনো আচরণ যাতে তার ওপর নজর পড়ে। ওর চোখ আর চেহারা ঘোমটা দিয়ে ঢেকে রাখবে। ও যেন চুপচাপ থাকে। বুঝতে পেরেছো?' হ্যাজেল দোনো-মোনোভাবে মাথা নাড়ল। হেক্টর চাইছিল ওকে জড়িয়ে ধরতে বা অন্তত হাতে চাপ দিয়ে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু কিছুই না বলে নিজের লোকদের কাছে এগিয়ে গেল সে।

মানুষের ভিড় সবুজ রঙের একটি মসজিদের সামনে ধূলিমাখা প্রাঙ্গনে গিয়ে থামল। চত্বরে পৌঁছাতেই অস্ত্রধারী ধর্মীয় প্রহরীরা নারী–পুরুষকে আলাদা করে ফেলল। পুরুষেরা চত্বরকে মাঝখানে রেখে গোল হয়ে বসল। নারীরা বেশ পেছনে হাঁটু গেড়ে বসে সাবধানে চেহারা ঢেকে রাখল। বড়সড়

BanglaBook.org

একজন পেটমোটা আর কোকড়া কালো দাড়িওয়ালা জিহাদি এসে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে হাতে লাউড স্পিকার নিয়ে কথা বলতে লাগল। দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে প্রায় দুর্বোধ্য হয়ে উঠল তার ভাষা। হাজারো স্যান্ডেলের আক্রমণে লাল ধুলা উড়ছে সর্বত্র। আশপাশের বিল্ডিংয়ে আটকে গিয়ে তাপ ঝরে পড়ছে। সবকিছুর ওপরে নীল ভুমো মাছি ওড়াওড়ি করছে , চেহারার দিকে এগিয়ে এসে ভিড়ের মানুষদের চোখে-মুখে ঢুকে যেতে চাইছে। গর্ভবতী একজন মহিলা প্রায় হেক্টরের সামনে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। প্রহরীরা তাকে কাছের দেয়ালের কাছে টেনে নিয়ে গেল। তার স্বামীকেও কাছে ঘেঁষতে দিল না।

পুরো শহরের আর আশপাশের জেলার মানুষদেরকে জড়ো করতে প্রায় দুঘণ্টা লেগে গেল। এরপর শুরু হলো শাস্তি পর্ব। অবশেষে চারজন অধস্তনকে সাথে নিয়ে মসজিদের ভেতর থেকে বের হয়ে এলো মোল্লা। প্রধান জিহাদি'র হাত থেকে লাউড স্পিকার কেড়ে নিয়ে উচ্চস্বরে কথা বলতে শুরু করল।

'সর্বশক্তিমান, সর্বদয়ালু আল্লাহর নাম নিয়ে, পুরো চত্বরজুড়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো তার ভাষা, সকল প্রশংসা আর ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য শান্তি আর আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক তাঁর দূতের ওপর। আমার ইসলামী ভাইয়েরা—আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি আল্লাহ্‌র নামে দেয়া শাস্তি চাক্ষুষ করার জন্য। তাঁর শক্তিশালী শরীয়াহ্ আইন মোতাবেক এ শাস্তি দেয়া হবে। সবাই তাঁর আশীর্বাদ আর ন্যায়বিচার এবং অপরাধীরা সচেতন হয়ে ওঠো।' দুজন জিহাদি টানতে টানতে প্রথম অপরাধীকে নিয়ে এলো। আট বছর বয়সী আর কোমরের নিচে হালকা কাপড় পরা। শুকনো গমের শিষের ন্যায় পেশি, ধূলিমলিন চামড়ার ওপর দিয়ে পাজরের সব হাড় বের হয়ে রয়েছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে হাত ছাড়াতে চেষ্টা করছে বেচারা। ধুলা আর ময়লামাখা চেহারা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুজল। মোল্লা ভিড়ের সামনে তার পরিচয় দিল।

'এই দুষ্কৃতিকারী বাজারের একটা দোকান থেকে এক টুকরা পাউরুটি চুরি করেছে। কোরআন আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে যে চৌর্যবৃত্তির শাস্তি হলো হাত কেটে নেয়া।' ভিড়ের মাঝে সমর্থনের সুরে গুঞ্জ উঠল, 'ঈশ্বর মহান!' আর 'ঈশ্বর ব্যতীত আর কোনো ঈশ্বর নেই!'

হাত তুলে সবাইকে শান্ত করল মোল্লা, আবারো বলতে শুরু করল, 'আল্লাহ জ্ঞান আর দয়ার্দ্র হৃদয়ে বলেছেন যে কিছু পরিস্থিতিতে শাস্তির মাত্রা কমানো যাবে। আমার সহকর্মীদের সাথে যাবে। আমার সহকর্মীদের সাথে আলোচনার পর এটা নির্ধারিত হয়েছে হস্ত পুরোপুরি কেটে ফেলা হবে না এই ক্ষেত্রে।' প্রহরীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করতেই কিছুক্ষণ পরে তাদের একজন চার-টন ওজনের একটা মালবাহী ট্রাক এনে চত্বরে ঢোকাল। ধূসর রঙের

BanglaBook.org

পাথরে বোঝাই হয়ে আছে পুরো ট্রাক। একেকটা পাথরের সাইজ বেস্ বলের মতো। এটা দেখেই বাচ্চাটা আরো জোরে কেঁদে উঠে নিজেদের একামাত্র কোমরের কাপড়টাও ভিজিয়ে ফেলল। ভিড়ের জনতা এ আতঙ্ক দেখে হাসিতে ফেটে পড়ল।

একজন প্রহরী পেট ধরে শুইয়ে দিল বাচ্চাটাকে। অন্য দুইজনে পা চেপে ধরল। তৃতীয় আরেকজন কব্জির ওপর কাঁচা চামড়া দিয়ে তৈরি ফাঁস আটকে দিল। উভয় হাতকে সামনে এনে রাখল। মাটিতে টান-টান করে শুইয়ে দিল। মোল্লা ট্রাকের ড্রাইভারকে ইশারা করল। আস্তে আস্তে ট্রাক ছেলেটার সামনে এলো। আরেকজন জিহাদি হাত দিয়ে ইশারা করে ট্রাকটাকে ছেলেটার বাড়ানো হাতের কুনই পর্যন্ত নিয়ে এলো। ট্রাকের পেছনের চাকা ছেলেটার কনুইয়ের ওপর। এমতাবস্থায় ইঞ্চি ইঞ্চি করে আগে বাড়াল ট্রাক।

ছেলেটার সারা শরীরে ঝাঁকুনি খেলে গেল। মনে হলো শুকর ছানার গলা কাটা হচ্ছে, এমন আওয়াজ বের হতে লাগল। কিন্তু তার আর্তচিৎকার ও হাড় ভাঙার শব্দ ঢাকাতে পারল না। পাথরবোঝাই ভারি ট্রাকটা বাচ্চা ছেলেটার হাত গুড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। প্রহরীরা অবশেষে তাকে ছাড়লো। কিন্তু ছেলেটা কাঁপত কাঁপতে মাটিতেই পড়ে রইল। একজন ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে আর পাশের গলি দেখিয়ে দিল। বাচ্চা ছেলেটা নিজের গুঁড়িয়ে যাওয়া হাতের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলো। উভয় পাশে ঝুলতে লাগল হাত দু'খানি। পাশের গলিতে টলোমলো পায়ে হাঁটতে পড়ে গেল। আঙুল ছেচড়াতে লাগল মাটিতে।

'আল্লাহ্, প্রজ্ঞা আর দয়াবলে চোরের বাহু কেটে নিয়েছে।' মোল্লা চিৎকার করে উঠতেই সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, 'আল্লাহ্ দয়াবান! আল্লাহ্ মহান!'

পরবর্তী অপরাধীদেরকে কাঁচা চামড়া দিয়ে তৈরি রশি দিয়ে হাত পেছনে বেঁধে চত্বরে নিয়ে আসা হলো। দুজন পুরুষ, একজন মধ্যবয়সী কিন্তু দ্বিতীয় জন অত্যন্ত সুদর্শন আর নারীসুলভ চলনভঙ্গিসম্পন্ন। প্রতিজন বন্দির পেছনে একজন করে জল্লাদ দাঁড়িয়ে গেল। বন্দি দুজনের সামনে বাঁকা আরবিয় তরবারি ধরা হলো।

'এই শয়তান প্রাণী দুইটা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধ করেছে।' ঘোষণা করল মোল্লা। 'তারা একে অন্যের সাথে এমনি পাপ করছিল যা কেবল একজন পুরুষই এতজন নারীর সাথে করতে পারে। চারজন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী পাওয়া গেছে তাদের অপরাধের বিরুদ্ধে। এই শরীয়াহ্ আদালতে তাদের দুজনের গলা কেটে হত্যার বিধান দেয়া হলো।' ভিড়ের দর্শনার্থী জনতা চিৎকার করে হর্ষধ্বনি জানিয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য স্তুতি করতে লাগল।

BanglaBook.org

চত্বরের মাঝখানে দুজন বন্দিকে বাধ্য করা হলো একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে হাঁটু গাঁড়তে। যেন একে অন্যের মুখ দেখতে পায় তারা। জনতা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রিয়তমার চেহারার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে তরুণটি পুরো চত্বরকে সচকিত করে কান্না করে উঠল, 'তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা, আল্লাহ্‌র প্রতি আমার ভালোবাসাকেও ছাড়িয়ে গেছে!'

খেপা ষাঁড়ের মতো গর্জন করে উঠল মোল্লা, 'মারো! মাথা কেটে ফেলো কোপ দিয়ে!'

তার সামনে দাঁড়াল জল্লাদ দুই হাত দিয়ে তরবারি নামিয়ে আনল। তরুণটার ধড় দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য ঘাড়ের ওপর থেকে বেগুনি ঝরণা ছুটল ফিনকি দিয়ে। মাথাহীন শরীরটা সামনের দিকে পড়ে গেল। বয়স্ক লোকটা দুঃখে চিৎকার করে প্রিয়তমের মৃতদেহের ওপর আচড়ে পড়ল।

'মারো!' আবারো মোল্লার গর্জন শোনা গেল। জল্লাদ ফলা নামিয়ে আনতেই দ্বিতীয় মুণ্ডুহীন দেহ প্রথম মৃতদেহের ওপর পড়ে গেল। মৃত্যু এসে দুজনকে এক করে দিল। দর্শনার্থীরা উত্তেজনায় চিৎকার করে আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন করতে লাগল। কয়েকজন নারী গরম আর রক্ত দেখার উত্তেজনা সহ্য করতে না পেরে যেখানে বসে ছিল সেখানেই মূর্ছা গেল। ভিড়ের কেউ তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে গেল না। হেক্টর চারপাশে তাকাল দেখল কায়লাও আছে তাদের মাঝে। তার সন্দেহ হলো যে নিশ্চয়ই হ্যাজেল তাকে অবচেতন হয়ে পড়ে থাকার ভান করতে বলেছে। যেন এসব আতঙ্ক দেখতে না হয়।

শাস্তি ভবনে প্রবেশ করা শেষ জন একজন নারী। লম্বা আবায়া আর পুরো কালো ঘোমটার জন্য বয়স আন্দাজ করা গেল না। কিন্তু পোশাকের নিচে তরুণী মেয়ের মতোই চলাফেরা করছে সে। মোল্লার সামনে হাঁটু গেঁড়ে পুরোপুরি সমর্পণের ভঙ্গি করল।

'এই বিবাহিত মহিলার বিরুদ্ধে তার স্বামী এবং চারজন বিশ্বাসভাজন সাক্ষী ব্যভিচারের নৈতিক পাপের অভিযোগ এনেছে। তার সঙ্গীও অপরাধ কবুল করেছে। আর ইতিমধ্যে ভারি বেতের একশ টা আঘাতও সহ্য করেছে। এই শরীয়াহ্‌ আদালত এই নারীকে পাথর ছুড়ে মৃত্যুর বিধান দিয়েছে।'

মোল্লা মসজিদের অভিভাবককে ইশারা করতেই বিশাল মালবাহী ট্রাক এগিয়ে এলো। আস্তে করে চত্বরে এসে থামল। ড্রাইবার থেমে ভিড়ের সামনে সামনে পাথরের স্তূপ ফেলল। শরীয়াহ্‌ আইন মোতাবেক পাথর নির্বাচন করা হয়েছে। এগুলো নুড়ি পাথর নয় যেন কোনো আঘাত সৃষ্টি করার পথে বাধা

BanglaBook.org

হয়। আবার এত বড়ও নয় যেন এক আঘাতে নারীর মৃত্যু হয়। পুরুষদের সামনের সারি এগিয়ে এলো উত্তেজনা যোগে নিজেদের মিসাইল নেয়ার জন্য। হাতের মাঝে নিয়ে ভারসাম্য আর ওজন পরীক্ষা করে দেখল। প্রথা অনুযায়ী হেক্টরও বাধ্য হলো পাথর নিতে আসতে। কিন্তু গলা ঠেলে বমি এলো তার। চত্বরের মাঝ বরাবর ইতিমধ্যে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। নারীটির পা থেকে কোমর সমান উঁচু। গর্তের মাঝ থেকে বের করা মাটি পাশেই রাখা আছে। সব রকম প্রস্তুতি নেয়া হয়ে গেলে জল্লাদরা বাধ্য করল নারীটিকে মাটিতে মুখ দিয়ে শুয়ে পড়তে। তারপর সাদা সুতির কাপড় এনে পায়ের সোল থেকে মাথা পর্যন্ত পেঁচিয়ে ফেলল। এরপর দুজন ধরে গর্তে নামিয়ে দিল তাকে। কোমর সমান গর্তে মাটি দিয়ে ভরাট করে দেয়া হলো। ফলে নারীটির নড়াচড়ার উপায় রইল না। শুধু শরীর এপাশ-ওপাশ আর ব্যান্ডেজ বাধা মাথা আগু পিছু করতে পারবে সে।

মোল্লার কাছ থেকে ইশারা পাওয়ার অপেক্ষা করতে করতে পুরুষেরা নিজেদের মাঝে হাসি তামাশা করতে লাগল। কে প্রথম মাথার আঘাত করার সুযোগ পাবে তা নিয়ে জল্পনা শুরু হলো। মোল্লা সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা সেরে তাদের কৃতকর্মে আল্লাহর আশীর্বাদ চেয়ে নারীর অপরাধ আবারো ব্যাখ্যা করল।

'দুর্ভাগা নারীর ওপর প্রথম পাথর ছোড়ার দাবী নিয়ে এগিয়ে এলো তার স্বামী। মোল্লা তাকে আশীর্বাদ করে আল্লাহর অনুমোদন দান করল। আবার লাউড স্পিকারে চেঁচিয়ে উঠল, 'আইনের অধীনে তোমার কর্তব্য পালন করো।'

স্বামী পুরুষটি উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতে পাথর নিয়ে নিশানা ঠিক করল। তারপর পুরো শরীরের ভার দিয়ে হাত ঘুরিয়ে মারল পাথরটি। হতভাগ্য নারীর কাঁধে আঘাত পড়তেই আর্তচিৎকার করে উঠল সে। পুরুষেরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। এরপর সবাই নিজ নিজ পাথর নিয়ে ছুড়ে মারতে লাগল। টার্গেটে লাগুক বা না লাগুক একটা পাথর মারার সাথে সাথে দ্বিতীয়টি নিয়ে নিতে উদ্যত হলো তারা। একটা কি দুটা নারীর শরীরে আঘাত করলে ব্যথায় কান্না করে উঠল সে। ব্যথা, অন্ধ হয়ে যাওয়া সব মিলিয়ে পাগলের মতো ব্যর্থ চেষ্টা করল বেচারি তীক্ষ্ণ মিসাইল থেকে বাঁচার। অবশেষে একজন তার মাথায় লাগাতে সক্ষম হলো। পাথরটা কপালে আঘাত করায় মাথা পেছন দিকে হেলে গেল। প্রায় সাথে সাথে সাদা কাপড়ে রক্ত ফুটে উঠল। নারীর মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল মাটিতে থাকা ফুলের মতো। আবারও আঘাত পেয়ে মাথা ঘুরে গেল। একটু পরেই প্রাণের সব চিহ্ন মরে গেল। তার পরেও উড়ন্ত পাথর ছুটে আসতে লাগল প্রাণহীন দেহের ওপর।

BanglaBook.org

অবশেষে মোল্লা আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাল তাদের পবিত্র দায়িত্ব পালনে দিকনির্দেশনা দেয়ায়। সে এবং অন্যান্য ধর্ম গুরুরা মসজিদের মাঝে অন্তর্হিত হলো। পুরুষেরা শেষ পাথর ছুড়ে ভিড় ভেঙে চলে যেতে লাগল। গান গাইতে গাইতে, পশুর মতো উল্লাস করতে করতে চলে গেল তারা। কয়েকজন এসে অর্ধসমাহিত মৃতদেহের চারপাশে জড়ো হলো। এখনো খুব কাছ থেকে অনেকে পাথর মারতে লাগল। কেউ একজন আঘাত করতে সক্ষম হলেই অন্যেরা হেসে উঠতে লাগল।

'আমরা যেতে পারি, আস্তে করে তারিককে জানাল হেক্টর। শুধু একবার তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল যে হ্যাজেল আর বাকি দুইজন নারীও তাদের অনুসরণ করছে কিনা। তারিক তাদেরকে বাজারে নিয়ে এলো। দোকানদাররা পথের ওপর আবার পসরা সাজিয়ে বসছে। শাস্তি দান পর্ব শেষে নগরের জীবনযাত্রা আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। যেন কিছু ঘটেইনি। বাজারের একেবারে শেষ দিকে ডিপো মতন জায়গায় বাস্ আর লরি রাখা আছে। এছাড়াও ভ্রমণকারীদের ক্যারাভান আছে। খোলা জায়গায় ক্যাম্প করেছে তারা। খোলা জায়গার মাঝখানে একটা কূপ আছে। এর চারপাশের ক্যাম্প থেকে রান্নার ধোঁয়া আসছে।'

তারিক একজনের কাছ থেকে জ্বালানি কাঠ কিনলো। আরেকজনের কাছ থেকে ভেড়ার মাথা ও পায়ের নলা কিনে নিল। ডালিয়া অন্য নারীদের সাথে কূপের পানি নেয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। আগুন জ্বালাতেই সবাই এর চারপাশে জড়ো হয়ে মাটন গ্রিল দেখতে লাগল। যেহেতু এটা পারিবারিক আড্ডা তাই হেক্টরের পেছনে কায়লা আর হ্যাজেল বসে পড়ল। এখনো বোরখা পরা রয়েছে। যা দেখেছে তার পর একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেছে তারা। হ্যাজেল প্রথম কথা বলল। 'আমি কায়লাকে তাকাতে বারণ করেছিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আরো কয়েকজন নারী অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, তাই ওর দিকে কেউ নজর দেয়নি। ইস্ আমিও যদি না দেখতাম। আমি কখনোই এই বর্বরতা ভুলব না। এরা মোটেই মানুষ নয়। ভয়ংকর কোনো দুঃস্বপ্নেও আমি এমন কিছু ভাবতে পারি না, তারা কায়লার সাথে যা করল আজ। আমি ভেবেছিলাম ইসলাম হচ্ছে শান্তি আর দয়ার ধর্ম, ভালোবাসা আর ক্ষমার। এই দানবীয় পৈশাচিকতা আর নিষ্ঠুরতা নয়।'

'মধ্যযুগীয় খ্রিস্টানরাও এমনটাই বর্বর ছিল।' হেক্টর যুক্তি দেখাল। 'তুমি স্প্যানীশ হত্যাযজ্ঞ, ক্রুসেড অথবা যীশুর নামে হওয়া আরো অসংখ্য যুদ্ধ আর নির্যাতনের দিকে তাকাও।'

'কিন্তু এর মতো কখনোই নয়।' হ্যাজেল প্রতিবাদ করে উঠল।

BanglaBook.org

কিছু খ্রিস্টান এখনো তাদের ভাবনা-চিন্তায় এমনটাই রয়ে গেছে। কিন্তু মোটের ওপরে, তুমি ঠিক বলেছো, আধুনিক খ্রিস্টবাদ সাধারণ অর্থে অনেক মানবীয় আর ভদ্র হয়েছে। জুদাবাদ, বুদ্ধ আর শিন্টোদের কাছাকাছি। একই ভাবে বুদ্ধিমান অনেক মুসলিম নিজেদের আদর্শ বদলে ফেলছে। 'তারা খ্রিস্টান এবং ইসলাম উভয়কে মহৎ ধর্ম হিসেবে স্বীকার করে।'

'তাহলে এ রকম যথেচ্ছার আজ যা দেখলাম কেমন করে চলে এখনো?' হ্যাজেল জানতে চাইল। হেক্টর দেখল হ্যাজেলের চোখে পানি।

'যদি গুটিকয়েক রোমান ক্যাথলিক প্রিস্ট তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে ছোট ছেলে মেয়েদের সাথে অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক করে তাহলে কি পুরো খ্রিস্টধর্ম দূষিত হয়ে যায়?' হ্যাজেলকে প্রশ্ন করল হেক্টর। 'যদি অল্প কয়েকটা ধর্মান্মাদ যেমন মোল্লা কসাইয়ের মতো আচরণ করে ষোড়শ শতকের শিক্ষা অনুসরণ করে তাহলে কি ইসলাম দূষিত হয়ে যায়? অবশ্যই না।'

'না, আমি তোমার সাথে একমত। কিন্তু এই অল্প কয়েকজন জনসাধারণকে প্রভাবিত করতে যথেষ্ট আর নিষ্ঠর ও ঘৃণার আবহ তৈরি করে যেমন কায়লা ভোগ করেছে, এটাই স্বাভাবিক হয়ে যায়।'

হ্যাজেলের কণ্ঠ কেঁপে উঠল। হেক্টর তাকে থামিয়ে দিল।

'ডার্লিং, সব মুসলমান সন্ত্রাসী নয়।'

'আমি জানি, কিন্তু আমি আমার সব শক্তি আর শরীরের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে এই শরীয়াহ আইনের বিরোধিতা করব।'

ইসলামসহ সব জাতি, ধর্মের , সকল আলোকিত নারী-পুরুষ, আমিসহ একই কাজই করব। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে আমাদের প্রথম সাক্ষাতের আচরণ ও নীতি পরিবর্তন করতে হবে তোমাকে?'

'তোমার কথার অর্থ কি এই যে আমি তোমাকে রক্তপিপাসু জাতিবিদ্বেষী বলেছি?' হ্যাজেল জানতে চাইল। হেক্টর তার গলার স্বর আর ঘোমটার আড়ালে চোখ দেখতে না পেলেও বুঝতে পারল হ্যাজেল হাসছে। সম্ভবত গ্রামে ঢোকার পর থেকে এই প্রথম'

'শুরুর জন্য ভালোই।' হেক্টরও হাসল।

'তুমি দেরি করে ফেলেছ, হেক্টর ক্রস। কিছু সময় আগেই এটা সংশোধন হয়ে গেছে।'

এই সময়ে তারিক ফিরে এসে হেক্টরের পাশে বসে পড়ল।

'যে মানুষটার কথা বলেছিলাম সে বাস আর তোমাকে দেখানোর জন্য অস্ত্র নিয়ে এসেছে।'

BanglaBook.org

ক্যাম্পগ্রাউন্ড থেকে বেশ দূরে ডজনখানেক অন্যান্য বাহনের সাথে পার্ক করে রাখা হয়েছে বাস্টি। টাটা, অনেক বছর আগে ভারতে নির্মিত হয়েছে। একনজরেই বোঝা গেল যে এর ওপর দিয়ে বহু ঝড় পার হয়ে গেছে। চারপাশে পার্ক করে রাখা অন্যান্য বাস থেকে আলাদা কিছু নয়। পার্থক্য এই যে এর ওপরে আরোহী আর মালের বোঝা নেই। তারিক মালিকের সাথে হেক্টরের পরিচয় করিয়ে দিল। নিয়মমাফিক পরিচয় শেষ হতে হেক্টর ঘুরে বাস্টাকে দেখল। তিনটা জানালা ভাঙা, একটার কোন হদিস নেই। হেক্টর হাঁটু গেড়ে ইঞ্জিন দেখল। কালো রঙের তেল চুয়ালেও পরিমানে বেশি না। বনেট আছে জায়গামত। হেক্টর বনেট খুলে তেলের লেভেল পরীক্ষা করল কাঠি ঢুকিয়ে। প্রায় সম্পূর্ণ ভর্তি, রেজিয়টরে পানি ও আছে –পরিষ্কার বোঝা যচ্ছে যে কিছুক্ষণ আগেই ভরা হয়েছে। ড্রাইভারের সিটে উঠে বসে ফুয়েল কাট-অফ্ প্লাঙ্গার ডিসএনগেজ্ করল হেক্টর। চাবি টিপে গরম হতে অপেক্ষা করল কখন প্যানেলে লাল বাতি জ্বলে ওঠে। এরপর ইগনিশনের বোতাম টিপল। মালিক ক্যাব পর্যন্ত তার পিছু এলো।

'আপনি কি রাজি ইফেন্দী?' হেক্টর মালিকের দিকে আসন ইশারা করল। মালিক থ্রটল আর স্টার্টার বোতাম চেপে প্র্যাকটিস করল। অবশেষে ইঞ্জিন মৃতপ্রায় হওয়ার আগে গর্জে উঠল, থেমে গেল, আবার একটু গর্জে উঠল। অধ্যবসায়ী মালিক আবার একই কাজ করল। ইঞ্জিন মরতে মরতে চলতে শুরু করল আবার, বিজয়ীর হাসি ফুটলো মালিকের চোখে। হেক্টর তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আবার ঘুরে এলো বাসের চারপাশে। এ্যাজস্ট পাইপ দিয়ে নীল ধোঁয়া ছুটছে আবার পানি ও পড়ছে ফোটা ফোটা।

ব্লক ভেঙে গেছে। ভাবল হেক্টর। আবার বনেট খুলে দেখতে পেল সিলিন্ডার থেকে জোরে শব্দ আসছে। একটা আফ্রিকান বাসের জন্য এটা কোনো ব্যাপারই না। আরো কয়েকশ মাইল অনায়াসে যেতে পারবে, আর এটাই আমি চাই।

এরপর মালিকের চোখের দিকে তাকাল সে, কত?'

'পাঁচশ আমেরিকানি।' আস্তে করে উত্তর দিল মালিক।

'আড়াইশো।' জানিয়ে দিল হেক্টর। মালিক এমন ভাবে ভ্রু কোচকালো যেন হেক্টর তার বাবা আর মা দুজনকেই অপমান করেছে।

'পাঁচশ, জোরে দিল মালিক। এরপর দু'জনেই যা ভেবে রেখেছিল শুরু থেকে তিনশ ডলার রফা হলো। হাতের তালুতে থুথু ফেলে হাততালি দিয়ে ডিল পাকা হলো। এরপর বাসে উঠে দুই সিটের মাঝে রাখা কাঠের বাক্সের

BanglaBook.org

দিকে নজর দিল দুজনে। মালিক ঢাকনা সরাতেই দেখা গেল উজ্জ্বল উপস্থিতি: ছয়টি একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল আর পাঁচশো রাউন্ড গুলি। রাইফেলের কাঠের হাতলে বেশ কাটাছেড়ার দাগ। একটা ব্যারেলের বোর দিকে তাকিয়ে হেক্টর দেখতে পেল সেটা এতটাই খারাপ অবস্থায় রয়েছে যে পঞ্চাশ গজের বেশি টার্গেটে লাগাতে পারবে না সঠিকভাবে। হেক্টর আর মালিক উভয়েই প্রতিটির জন্য পঁচিশ ডলার ধার্য করল। একে অন্যের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বিদায়ের পূর্বে মালিক বাসের কাগজপত্র বুঝিয়ে দিল। এরপর যেন অন্য মনস্কভাবেই উল্লেখ করল যে স্থানীয় জিহাদি মিলিশিয়া বাহিনী একদল অবিশ্বাসীর খোঁজ করছে। যারা কিনা বৃদ্ধ শেখকে হত্যা করে তার গাড়ি চুরি করে নিয়ে গেছে। তার হাবভাব দেখে মনে হলো বৃদ্ধ শেখের মৃত্যুতে তার তেমন কোনো হেলদোল হয়নি। আরো যোগ করল যে কয়েক ঘণ্টা আগে শহরের থেকে বেশি দূরে নয় এমন জায়গায় পাওয়া গেছে গাড়িটা। নতুন শেখ, আল্লাহ তাকে প্রজ্ঞা আর মহান জীবন দান করুক, কারফিউ জারি করেছে, এর সাথে আরো ঘোষণা দিয়েছে যে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত ও রোড ব্লকে থামতে ব্যর্থ হওয়া যে কোনো চলমান গাড়িকে তৎক্ষণাৎ গুলি করা হবে।

'আমি ভাবলাম আপনাকে সতর্ক করে দেই।' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মালিক।

'ধন্যবাদ ভ্রাতা।' হেক্টর ক্যাশের তোড়ার সাথে আরো একশ ডলার সংযুক্ত করে হাত বিনিময় করল। মালিক চলে যেতেই তারিকের দিকে ফিরে বলে উঠল,

'এখন কয়েকজন আরোহী দরকার বাস্ ভর্তি করার জন্য। যদি ছাদে' কোন মালামাল না থাকে আর ভেতরে শুধু আমরা নয়জন ফার্স্ট-ক্লাস প্যাসেঞ্জারের মতো বসে থাকি তাহলে কেউ এক বিন্দু বিশ্বাস করবে না যে আমরা মক্কার তীর্থযাত্রী। সময়ের মাঝে সূর্য ডুবে গেল। তারিক ক্যাম্পের মাঝে ঘুরে আরোহী জোগাড় করার কাজ করল। মূল্যতে বিশাল ছাড় দিয়ে উপকূলের বারবারা অঞ্চল পর্যন্ত যাত্রা স্থির হলো। হেক্টরের দলের তিনজন নারী আর অন্য পুরুষেরা উঠে নিজ নিজ সিট দখল করে ঘুমিয়ে পড়ল। অন্যান্য আসনও দ্রুত ভর্তি হয়ে গেল। সূর্যোদয়ের ঘণ্টাখানিক আগে ভেতরে শুধু দাঁড়াবার মতো একটু জায়গা রইল। আরো অর্ধ-ডজন দেরিতে আসা আরোহী ছাদে স্তূপ করে রাখা মালের ওপর উঠে গেল। ভারে নুইয়ে গেল বাস। হ্যাজেল, কায়লা আর ডালিয়া ভেতরে বেঞ্চে কুঁকড়ে বসে রইল। কায়লা সবাইকে রাজি করিয়ে জানালার পাশের আসন দখল করল। কাচ নেই। ডালিয়া দুজনের মাঝখানে বসল যেন তাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হলে সে উত্তর দিতে পারে। কায়লা, ডালিয়ার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে

BanglaBook.org

মাকে জানাল, 'অবশেষে আমি একটু তাজা বাতাস পাবো। দুর্গন্ধে চোখে পানি চলে আসছে।'

হ্যাজেল প্রায় অর্ধেক তার পাশে বসা ভারি শরীরের বিশাল এক নারীর নিচে চাপা পড়ে গেছে। কোলের মাঝে শুকনো মাছ সাবধানে ধরে রেখেছে মহিলা। মাছগুলো অর্ধেক পরিষ্কার করা হয়েছে আর গন্ধ মহিলার গয়ে থেকে আসা দুর্গন্ধের সাথে যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছে। হেক্টর পা ভাঁজ করে মাঝখানের লাইনে বসে আছে। তার সামনে লাগেজের স্তূপ আর কোলের ওপর রাখা প্রাচীন একে-রাইফেল। নারীদের কাছে পৌঁছাতে হলে হেক্টর আর মালামাল উভয়ের মোকাবেলা করতে হবে সেই বীরপুরুষকে। তারিক গাড়ির ড্রাইভার নিযুক্ত হয়েছে। যে কোন রোড ব্লকে প্রশ্ন করলে তার উত্তর একদম পাকা পান্টল্যান্ডবাসীর মতো দিতে পারবে সে। ক্রস বোর বাকি চার সহযোগীকে কৌশল এমনভাবে বসিয়েছে হেক্টর যেন কোনো পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরভাগকে তারা কাভার করতে পারবে।

নতুন দিনের শুরুতে পাহাড়ের ওপরে লাল গম্বুজের ন্যায় সূর্যরশ্মি দেখা গেল। চৌদ্দটি বাস যেগুলো কারফিউ থাকাতে ক্যাম্প গ্রাউন্ডে রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছে, ইঞ্জিন চালু করে আরোহীদের জন্য হর্ন বাজাতে লাগল। লম্বা এক কনভয়ের আকার নিল। আরোহীরা চেঁচিয়ে নিরাপদ যাত্রার জন্য আল্লাহর সহায়তা কামনা করার পর প্রধান হাইওয়ে ধরে উত্তরে ছুটলো সবাই। তারিক তার বাস্‌কে লাইনের মাঝখানে রাখল। 'আমরা শুরুতে বা শেষে পড়তে চাই না।' হেক্টরকে জানিয়েছে সে। 'শুরু আর শেষেরটাই বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে।' শহর ছাড়ার পর এক মাইল যেতে না যেতেই প্রথম রোড ব্লক পড়ল। দশজন জিহাদি দাঁড়িয়ে আছে। কনভয় থেমে গেল। ড্রাইভার ও প্যাসেঞ্জারদেরকে অস্ত্রের মুখে বাধ্য করা হলো বাস থেকে নেমে তাদের সব লাগেজ খুলে দেখাতে। হেক্টর সামনে গিয়ে তারিকের পাশে ঝুঁকে তাদের তল্লাশি প্রক্রিয়া দেখতে লাগল। প্রায় আধা ঘণ্টা হয়ে যাওয়ার পর প্রথম ট্রাককে যেতে দিল তারা। দ্বিতীটির সময় লাগল এর অর্ধেক। কয়েকজন পুরুষকে নামতে বাধ্য করা হলো। তাদের একজনকে কোনো কারণ ছাড়াই রাইফেলের বাঁট দিয়ে মেরে অচেতন করে দেয়া হলো। এরপর রাস্তার পাশে রাখা লরির ওপরে ছুড়ে ফেলে দিল লোকটাকে। পঞ্চম বাস্‌ রোড ব্লকে পৌঁছাতে পৌঁছাতে মিলিশিয়ারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। তিনজন মিলিশিয় বাসে উঠল আর বাকিরা জানালা দিয়ে ঘুরে ঘুরে উঁকি দিল ভেতরে।

'এটাই নেতা।' হেক্টর মাথা নেড়ে লম্বা আর বিশাল দাড়িওলা একজনকে দেখাল তারিককে। লোকটা কোমরে কিছু একটা রাখতে রাখতে বাস থেকে নামল। এরপর ড্রাইভারকে হাত ইশারা করে এগিয়ে যেতে বলল।

BanglaBook.org

'তোমার কী ধারণা, কত?'

'দশ ডলার, তারিক অনুমান করল।

'যথেষ্ট। একই ভাবে তুমিও চেষ্টা করো।' তারিক মাথা নাড়ল। হেক্টর গিয়ে মালামালের পেছনে তার আসন নিল। অবশেষে জিহাদিরা তাদেরকে এগোতে বলল। হাতের অস্ত্র উঁচিয়ে, চিৎকার করে কাছে ডাকল। তল্লাশি দলের প্রধান আবারো ওপরে উঠে এলো। তারিকের দিকে ঝুঁকল। হেক্টর নিজের জায়গা থেকে লোকটার বদ্‌গন্ধ পেল। প্রায় চোখের পলকে তারিকের দেয়া দশ ডলার লুকিয়ে ফেলল লোকটা। এরপর সোজা হয়ে হেক্টরের সামনে এলো। হেক্টরের মুখে রাইফেল ধরে জিজ্ঞেস করল,

'তুমি কে আর কোথায় যাচ্ছো?'

'আমি সুলেমান বাগদাদী। বারবারাতে গিয়ে জেদ্দা যাওয়ার ফেরি ধরব, মক্কার তীর্থ যাত্রার জন্য।'

'সৌদি শুয়রের মতন কথা বলছো তুমি।' হেক্টরকে অযথা অপমান করে অদূরে বসা মোটা মহিলার দিকে চেয়ে হাসল। এরপর মাঝখান দিয়ে দরজার কাছে ফিরে গিয়ে রাস্তায় লাফিয়ে নামল। তারিকের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতেই তারিক গাড়ি চালাতে লাগল। এভাবে করে আরো দুবার থেমে পনেরো মাইল অতিক্রম করার পর রাস্তার পাশের কুঁড়েঘরের কাছে এলো বাস্। রাস্তার পাশে কয়েকজন বৃদ্ধ মহিলা হেলে পড়া কুঁড়েঘরে বসে মানুষের কাছে চুবড়ি আলু আর কদলী ফল বিক্রি করছে। তারিক বাস্ থামাতেই বেশির ভাগ আরোহী নেমে গেল বৃদ্ধ মহিলাদের কাছ থেকে কেনাকাটা করার জন্য। তারিক ভাজা চিনাবাদাম কিনে বিক্রেতাকে এক ডলার বখশিশ দিল। ফলে সাথে সাথে বুড়ি তার ভক্ত হয়ে গেল। পাঁচ মিনিট দুজনে আলাপ-আলোচনা করে তারিক তার জায়গায় ফিরে এলো। হেক্টর সামনে এগিয়ে গিয়ে আবার তারিকের পাশে বসল। তারিক বাদাম এগিয়ে দিতেই হেক্টর এক মুঠো নিল।

'হ্যাঁ? কী খুঁজে পেয়েছ তুমি?' চিবোতে চিবোতে জানতে চাইল হেক্টর।

'সামনে কিছু দূর এগোলেই পর্বতে যাওয়ার প্রধান রাস্তাটা পড়বে। শুকনো একটা ওয়াদি পার হতে হবে শুধু। মহিলা জানিয়েছে যে এর কথা পুরোনরাই শুধু জানে। তার মতন। কেউ এটা ব্যবহার করে না। সে এটাও জানে না যে এখনো এটি চলাচলের উপযুক্ত আছে কিনা।'

'সে কি জানে সামনে আর রোড ব্লক আছে কিনা।' হেক্টর কয়েক মিনিট ভেবে নিয়েই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল।

'ঠিক আছে, তারিক। এইখানেই আমরা আরোহীদের বিদায় জানাব। তুমি জানো তাদের কী বলতে হবে।' তারিক রাস্তায় নেমে গেল। আরোহীদের ও একই কাজ করার নির্দেশ দিল। তারপর জানাল দুঃসংবাদ।

BanglaBook.org

'ইঞ্জিনের ফুয়েল লিক্ হয়ে গেছে। আগুনের ঝুঁকি দেখা দিয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে তোমাদের বা তোমাদের সম্পত্তি আগুনে পুড়ে যেতে পারে। তোমাদেরকে নিরাপদে আর সামনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আরোহীরা রাগে চিৎকার করে উঠল। মাছের ঝুড়ি হাতে মোটা মহিলার স্বর শোনা গেল সবার আগে।

'আমরা যে অর্থ দিয়েছি তার কী হবে?' জানতে চাইল মহিলা।

'আমি তোমাদের সবার অর্থ ফেরৎ দেব। প্রত্যেককে আরো দশ ডলার করে বেশি দেব অন্য বাসে্ যাওয়ার জন্য।'

তৎক্ষণাৎ কোলাহল থেমে গেল; নিজেদের মধ্যে হাসিমুখে আলোচনা শুরু করে দিল তারা। মোটা মহিলা আবার তেড়ে উঠল,

'প্রমিজ করা সহজ। তোমার অর্থ দেখাও। নয়তো ফুয়েল লিক্ লাগবে না। আমরাই তোমার বাস্ পুড়িয়ে দেব।' মুখের নেকাব সরিয়ে হুমকি আরো জোরদার করার জন্য তারিকের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

'তোমাকেই প্রথম পরিশোধ করব আমি, বৃদ্ধ মা।' তারিক তাকে নিশ্চয়তা দিয়ে হাতের তালুতে ক্যাশ নিল। মহিলার সব রাগ পানি হয়ে গেল। এমন ভাব করল যেন সে হারানো বুকের ধন ফিরে পেয়েছে। অন্যরাও ভিড় করে সামনে এলো। অর্থ পেয়ে যাবার পর সবাই নিজ নিজ মাল নামিয়ে মাটিতে রাখল। এরপর আনন্দে বিদায় জানাল বাসটাকে। থেকে যাওয়া অন্য যাত্রীদের মাঝেও উৎসবের ছোঁয়া লেগেছে।

'আমি ভেবেছিলাম আর বেশিক্ষণ এই গন্ধ সহ্য করতে পারব না।' কায়লা বলে উঠে বোরকার ঘোমটা তুলে খেলো জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিল। গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে নিজের ভেজা চুল বাতাসে শুকাতে লাগল।

'আমরা এটাকে বলি এলইউডি আফ্রিক।' হেক্টর সহানুভূতির স্বরে জানাল। 'যদি তুমি এটা বোতলে ভরে নিয়ে রূ ফার্বুগ সেইস্ট অনরে বিক্রি করো তাহলো তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে।' কায়লা নাক কুঁচকালো।

'আমার মনে হয় আমরা যে ওয়াদির খোঁজ করছি সেটা ঠিক সামনেই।' তারিক ধূলিমলিন উইন্ডস্ক্রিনের দিকে ইশারা করল।

'দেখো সবাই!'

হেক্টর সবাইকে হুঁশিয়ার করল। 'এখানে আরো দুটি মিলিশিয়া লরি পার্ক করা আছে। তোমার মাথা ঢুকাও কায়লা। ঘোমটা দাও।'

সে তৎক্ষণাৎ তাই করল। হ্যাজেল মেয়েকে ধরে উভয় সিটের মাঝে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইল। পুরুষেরা মাথায় স্কার্ফ দিয়ে চেহারার নিচের অংশ ঢেকে রাখল। তারিক শক্ত হাতে চালাতে লাগল।

BanglaBook.org

জিহাদিদের ইউনিফর্ম পরিহিত কয়েক দল পুরুষ পার্ক করা ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বাস দেখতে পেয়েই সবাই গল্প থামিয়ে এদিকে মনোযোগ দিল। একজন রাস্তার দিকে পা বাড়ালো। কাঁধে রাইফেল ঝুলছে। হাত তুলল। তারিক ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। মানুষটা ড্রাইভারের পাশের জানালায় এলো।

'কোন দিকে যাচ্ছ?'

'বারকারা।'

'মাত্র এই কয়জন আরোহী কেন?'

'আমরা লাকসানূতে থেমেছিলাম। অনেকেই তাই অপেক্ষা না করে চলে গেছে। তারিক বর্ণনা করতেই মানুষটা মেনে নিল। আমরা তৃষ্ণার্ত!' তারিক সিটের নিচে হাত ঢুকিয়ে এক বোতল আরাক বের করে আনল। এ-জাতীয় পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই সে লাসকানূতে কিনেছিল। মানুষটা দাঁত দিয়ে কর্ক খুলে ফেলল। তারপর এক চুমুক খেয়ে তাদেরকে হাত নেড়ে চলে যেতে বলল। সবাই স্বস্তির শ্বাস ফেলল। কায়লা আবার ঘোমটা খুলে জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিল।

বাস্ ওয়াদি তীরে নেমে গেল। শুকিয়ে যাওয়া নদী গর্ভের আলগা বালির মধ্য দিয়ে কষ্ট করে এগোতে লাগল। হঠাৎ করেই অপ্রত্যাশিতভাবে ওপর দিকে পার্ক করা একটি গাড়ির সামনে এসে পড়ল। অফ-হোয়াইট টয়োটা হাইল্যাক্স। হুইলের পেছনে একজন আর ভেতরে দুইজন দাঁড়িয়ে আছে। উভয়ের হাতে বাইনোকুলার। পশ্চিমে ইথিওপীয় সীমান্তের দিকে চোখ। একজন বাইনোকুলার চোখ থেকে নামিয়ে বাসের দিকে তাকাল।

'শিট্!' হেক্টর হিসহিস করে উঠল। 'এটা উথম্যান ওয়াদ্দা। তোমাদের চোহারা ঢেকে রাখো।' নিজের লোকদের বলল হেক্টর। নারীদের দিকে তাকাল। উথম্যান কখনো ডালিয়া বা কায়লাকে দেখেনি। কায়লা ট্রাক দেখতে পেয়েই মাথা ভেতরে টেনে নিয়েছে। কিন্তু আর চুল আর চোহারা ঢাকা হয়নি। দ্রুত নিজের আলখাল্লার এক প্রান্ত দিয়ে চুল ঢাকলো আর অন্যদিকে ফিরে গেল তার চেহারা লুকাতে। হ্যাজেল তার বোরকার ঘোমটা সরায়নি। উথম্যান হয়তো হেক্টর বা তার অন্যান্য সঙ্গীদের চিনতে পারবে।

বাস্ হাইলাক্সের কাছাকাছি হতেই দ্বিতীয় জন বাইনোকুলার ফেলে দিল। বুকের ওপর ঝুলতে লাগল এর স্ট্যাপ। কোমরে হাত রেখে বাসে্র জানালা দিয়ে চেহারা গুলো দেখতে লাগল। সে উথম্যানের চেয়ে তরুণ আর অসম্ভব সুদর্শন। মনে হলো পলিশ করা দেহ সৌষ্ঠব। হেক্টরের দিকে তাকাল। তৎক্ষণাৎ হেক্টর তাকে চিনতে পারল। কায়লাকে অত্যাচার করার সময়

BanglaBook.org

ভিডিওতে এই ছিল মুখ্য চরিত্র। হেক্টর সতর্ক করার আগেই দেখতে পেল মানুষটার চোখ বাসের পেছনের জানালায় ঘুরে গেছে। তৎক্ষণাৎ তার চেহারা বদলে ভয়ংকর হয়ে উঠল। কায়লা একনজর দেখার জন্য চোখ ঘুরিয়ে ছিল। সরাসরি আদমের চোখে চোখ পড়ল তার।

'এই তো সে! এই তো অবিশ্বাসী বেশ্যাটা!' আদম আরবিতে চিৎকার করে উঠল। একই সময়ে কায়লাও আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার শুরু করল।

'এটা আদম! বাসের মেঝেতে লাফ দিয়ে নেমে দুই হাতে নিজের মুখ ঢাকলো সে। ম্যালেরিয়া রোগীর মতো কাঁপতে লাগল সে। হেক্টর পেছন থেকে তারিককে পিঠে চাপড় দিল।

'চালাও! যত জোরে পারে যাও। আমরা একেবারে খোলা জায়গায়।' তারিক গিয়ার চেপে টপ-স্পিডে চালাতে লাগল। হেক্টর পেছনের জানালার কাছে গিয়ে রাইফেলের বাট দিয়ে গ্লাস ভেঙে ফেলল। 'কায়লার দিকে খেয়াল রাখো।' হ্যাজেলের দিকে না তাকিয়েই বলল হেক্টর। 'তাকে নিচে নামিয়ে রাখো। অস্ত্রের খেলা হবে এখন।

হেক্টর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। দেখতে পেল উথম্যান হাইলাক্সের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আদম ক্যাবে নেমে বাসের পিছু নিয়েছে। উড়ে চলার জন্য বাস্ হাইলাক্স থেকে অন্তত একশ গজ এগিয়ে আছে। কিন্তু হেক্টরের ছোট গাড়ি তাদের চেয়ে দ্রুত চলবে। আদম পাশের জানালা দিয়ে কাত হয়ে বের হয়ে তাদের দিকে রাইফেল তাক করছে। দূরত্ব এখনো বেশ দূরে। প্রথম বিস্ফোরণ এত চওড়া হলো যে হেক্টর বুঝতে পারল না বুলেট কোথায় লেগেছে। অভিজ্ঞ হওয়ায় উথম্যান গুলি চালাচ্ছে না। এতটা দূরত্ব থেকেও সে এবং হেক্টর একে অন্যকে পরখ করে নিচ্ছে। একে অপরকে তারা বেশ ভালোভাবেই চেনে। উভয়েই জানে যে অপরের কোনো নির্দিষ্ট খুঁত নেই। উভয়েই দ্রুত আর ভয়ংকর। ডান হাত দিয়ে টয়োটার ছাদের হ্যান্ডেল ধরে নিজেকে সামলাচ্ছে উথম্যান। বাম হাতে রাইফেল ধরে আছে। হেক্টর জানে যে উথম্যান উভয় কাঁধে রেখেই স্বাচ্ছন্দ্যে রাইফেল চালাতে পারে। হেক্টর দেখতে পেল উথম্যান এখনো নতুন। ব্যানক-ইস্যু বেরেটা বহন করছে। এ যাবৎ তৈরি হওয়া সবচেয়ে সুন্দর অস্ত্র।

হেক্টরের হাতে প্রাচীন আর ব্যবহৃত একে-৪৭, যা সে আগে কখনো ব্যবহার করেনি। উথম্যান ওয়াইড অ্যাঙ্গেল অপটিকাল সাইট থেকে সহজেই দুইশ গজের মাঝে টার্গেটে লাগাতে পারবে। আর তার মতো দক্ষভাবে গুলি ছুড়তে হেক্টর আর কাউকে দেখেনি।

তোমার ছুটে চলা ট্রাক উথম্যানের জন্যও যোগ্য প্লাটফর্ম নয়। নিজেকে প্রবোধ দিল হেক্টর। এই পুরাতন টাটা স্টিল হালকা ৫.৫৬ এম এম ন্যাটো

BanglaBook.org

বুলেট ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম। অন্যদিকে হেক্টর ভারি লোহার মাঝে দিয়ে তাকিয়ে আছে। তার একে'র বোর মারাত্মক আহত আর বুলেট হয়তো ব্যারেলের মাঝে দিয়ে পথ হারিয়ে ফেলবে গুলি ছোড়া হলে। একমাত্র খোদাই জানে যে এগুলো কোথায় আঘাত করবে।

চেষ্টা করা যাক। সিদ্ধান্ত নিয়েই টয়োটার সামনের টায়ারে টার্গেট করল হেক্টর। বুলেট কোথায় আঘাত করে তার হদিস ও পাওয়া যাবে। তিন রাউন্ড বিস্ফোরণের পর দেখা গেল তার টার্গেটের চেয়ে ছয় ফিট বাম পাশে রাস্তার ধুলা উড়ছে। মনে মনে দেখতে পেল যে এহেন গুলিতে উথম্যান বিদ্রূপের হাসি হাসছে। পেছনে তাকিয়ে হ্যাজেলকে জানাল, 'উঠে সামনে যাও আর মেঝেতে শুয়ে পড়ো। যে কোনো মুহূর্তে আমাদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু হবে।' তৎক্ষণাৎ নির্দেশ মান্য করল হ্যাজেল। কায়লা'কে টেনে নিয়ে গেল, ডালিয়াও তাদেরকে অনুসরণ করল। হেক্টরের বাকি চারজন লোক হামাগুড়ি দিয়ে পেছনে এসে হেক্টরের উভয় পাশে অস্ত্র তাক্ করল।

'মানুষের ওপর গুলি করো না। হেক্টর আদেশ দিল। 'সামনের টায়ারে লাগবে। এগুলোই সহজ টার্গেট হবে। তৈরি তোমরা? দ্রুত গুলি করেই নিচু হয়ে যাবে। তোমরা সবাই উথম্যানকে চেনো। তাকে গুলি করার সুযোগ দিও না। যে মিস্ করে না। নিজ নিজ অস্ত্র ধরল সবাই। এখনো জানালার স্টিলের নিচে মাথা।

'গুলি চালাও!' হেক্টর চিৎকার করে উঠল। সবাই একসাথে লাফিয়ে ওঠে অটোমেটিক রাইফেল থেকে গুলি ছুড়তে লাগল। রাস্তায় ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট পড়লেও হেক্টর দেখল কেউই সামনের চাকায় লাগতে পারেনি। টয়োটার পেছনে উথম্যান হেলে দুলে বেরেটা হাতে তুলে নিল। দ্রুত দুইবার গুলি করল, শব্দ হলো একবারই। প্রথম বুলেট হেক্টরের পাশে দাঁড়ানো লোকটার মাথায় লাগল, তৎক্ষনাৎ মৃত্যু হলো তার। উল্টে সিটের ওপর পড়ে গেল লোকটা। উথম্যানের দ্বিতীয় বুলেট হেক্টরের পাগড়িতে লাগল 'ডান কানের লতিতে আঘাত করল। নিচু হয়ে কানে হাত বুলাতে লাগল সে। হাতের তালুয় রক্ত দেখে অনেক রেগে গেল সে।

'বাস্টার্ড!' সজোরে চিৎকার করল হেক্টর। 'বিশ্বাসঘাতক বাস্টার্ড!' যাই হোক ক্রোধে উন্মত্ত হওয়ার পরও সে স্বীকার করল যে জাদুকরী প্রভাবে গুলি ছুড়েছে উথম্যান। দুটি গুলিতে দুটি মাথা। মাথা একটু উঁচু করে দেখতে পেল যে টয়োটা একেবারে কাছে চলে এসেছে। ঝট করে মাথা নামিয়ে নিতেই উড়ে গেল বুলেট। হেক্টর দ্রুত মাথা না নামিয়ে নিলেই হয়েছিল সর্বনাশ। অবস্থান পরিবর্তন করে দ্রুত আবারো তিনবার গুলি ছুড়ল হেক্টর। তাড়াতাড়ি বসে পড়ল। ডান দিকে শিষ কেটে গেল উথম্যানের বুলেট। টয়োটা এতটাই কাছে

BanglaBook.org

চলে এসেছে যে টাটা ছাপিয়ে এর ইঞ্জিনের গর্জন শুনতে পাচ্ছে সে। হেক্টরের চেয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ক্রস বো সৈনিক একে নিয়ে লাফ দিল। কিন্তু সে গুলি করার আগেই উথম্যান তাকে হত্যা করল।

এই সময়ের মাঝে, যখন উথম্যান পরবর্তী খুনের আগে সময় নিচ্ছে হেক্টর আবার লাফ দিল। দেখতে পেল টয়োটা বাসের চল্লিশ গজের মাঝে চলে এসেছে। অথচ একে'র জন্যও এটি পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্করেঞ্জ। হেক্টর সামনের চাকায় আবারো গুলি করল। একের বাম পাশে যাওয়ার কথা মাথায় রেখে। ভাগ্যবশত সামনের চাকা বিস্ফোরিত হলো। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার মাঝে ঘুরতে ঘুরতে পাশের ড্রেইনে, কুয়ায় পড়ে গেল। হেক্টরের পরেই উথম্যানও গুলি চালিয়েছে। কিন্তু ঘূর্ণায়মান গাড়ির কারণে বুলেট পিছলে গেছে। টয়োটা ধুলা আর পাথরের মাঝে গড়াগড়ি খেতে লাগল। কারো কিছু হয়েছে কিনা হেক্টর দেখতে পেল না। এক মুহূর্তের জন্য ভাবল, এই বোধ হয় সুযোগ ফিরে গিয়ে উথম্যানকে মেরে ফেলার। এরপরই দেখতে পেল যে পয়োটার পেছনে ফুল স্পিডে জিহাদিদের দুটো ট্রাক আসছে ধুলা উড়িয়ে। তারা নিশ্চয় গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেয়ে অংশগ্রহণ করতে এসেছে।

'থেমো না!' হেক্টর তারিককে জানাল। 'যত জোরে পারো চালাও।' বাসের মাঝে হ্যাজেল আর কায়লার কাছে এসে থামাল। কায়লার অবস্থা খুব খারাপ। একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে, কাঁপছে, কাঁদছে। হেক্টরেরর দিকে চোখ তুলে তাকাল।

'তুমি তাকে মেরে ফেলেছ, হেক?' 'আমি দুঃখিত, ডার্লিং। মনে হয় না পেরেছি। পরবর্তী সময়ে ঠিকই তোমার জন্য নিয়ে আসব।'

কায়লা আর্তচিৎকার করে উঠে মায়ের কাঁধে মুখ লুকালো। এই সময়ের আগ পর্যন্ত তাকে দেখতে ভালোই প্রাণচঞ্চল লাগছিল, ভাবল হেক্টর। অথবা সে ভেবেছিল যে, কায়লার সাথে হওয়া বর্বর আচরণ হয়তো তার মানসিক স্বাস্থ্যের তেমন একটা ক্ষতি করেনি। কিন্তু কেন বুঝতে পারল যে হেক্টর ভুল বুঝেছিল। আঘাত এতটাই গভীরে পৌঁছে গেছে যে কায়লার নিজস্বতা পর্যন্ত নড়বড়ে হয়ে গেছে। ফিরিয়ে আনতে অনেক যুদ্ধ করতে হবে। হেক্টর বুঝতে পারল হ্যাজেল আর তার ভালোবাসা দরকার।

এর জন্য সময় পাওয়া যাবে। নিজেকে বোঝাল হেক্টর। আমার প্রধান দায়িত্ব তাদেরকে পশুর মুখ থেকে বের করে আনা। ওদেরকে রেখে তারিকের কাছে গেল হেক্টর।

'পুরোনো রাস্তা কিন্তু হারানো চলবে না।' আস্তে করে তারিককে মনে করিয়ে দিল হেক্টর। 'বৃদ্ধ মহিলাটা বলেছিল যে পথনির্দেশ হারিয়ে গেছে। কিন্তু

BanglaBook.org

যে পোলের সাথে ঝুলানো ছিল তা এখনো আছে। এখানেই হবে।' জং ধরা এতটা স্টিলের পানির পাইপ দেখাল তারিক। তাদের সামনে বাম দিকে আগাছা জন্মানো একটা পথের ধারে লাগানো। ব্রেক চেপে টার্ন নেয়ার পদক্ষেপে নিল তারিক।

'আমি কোনো পথ দেখতে পাচ্ছি না।'

'এই যে। দুইটা পাথরের মাঝখানে। এগুলোই নিশ্চয় সঠিক পথনির্দেশ।' হাইওয়ের ওপর ঝাঁকি খেয়ে দুটি বিশাল পাথরের মাঝে আচড়ে পড়ল বাস্।

'এই যে! এখন তুমি পুরাতন রাস্তা দেখতে পাবে।' হেক্টর তারিককে পথ দেখাল, রাস্তার আগাছা পার হওয়ার পরেই রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা গেল। হেক্টর পেছনে তাকিয়ে দেখল এগিয়ে আসা ট্রাকের ধুলা উড়ছে কিনা। একই সময়ে সামনে পাথরের স্তূপের দিকে তারিককে ইশারা করল। নিশ্চয় জিহাদি ট্রাকগুলো পড়ে যাওয়া টয়োটাকে সাহায্যে করতে থেমেছে। তাই এখনো দেখা যাচ্ছে না। হয়তো বেশ খানিকটা সময় লেগে যাবে। হেক্টর বাইনোকুলার নিয়ে তাকাতেই দেখতে পেল যে সামনের গাড়িতে আদম আর উথম্যান। দুঃখের বিষয়! তারা উভয়েই সুস্থ আছে।

ধুলার মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে হেক্টর তারিককে জানাল, 'বেশি সময় তাদেরকে বোকা বানানো যাবে না। দ্রুত চালাও।'

জায়গায় জায়গায় গ্রীষ্মকালীন ঝড় আর বর্ষার বন্যা পথ ধুয়ে মুছে ফেলেছে। তারিক খানা-খন্দ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এবড়ো-থেবড়ো রাস্তায় ঝাঁকি খেতে খেতে এগোচ্ছে। হেক্টর উদ্বিগ্ন চোখে তাকাতে লাগাল। সে জানে উথম্যান যদি বুঝতে পারে যে তারা পাশের কোনো রাস্তায় এসেছে তাহলে ফিরে আসবে টাটার চিহ্ন খুঁজতে। খোলা পাহাড়ি রাস্তায় বাস্টাকে খুঁজে পেতেও দেরি হবে না। কষ্ট করে বাস্টা ওপরের দিকে উঠছে। সামনে ইথিওপিয়ার নীল পর্বতের সারি দেখা যাচ্ছে। চূড়ার কাছাকাছি আসতেই হেক্টর জানালা দিয়ে আবার পেছনে তাকাল।

'ধুত্তেরি।' বিড়বিড় করে উঠল সে। দেখতে পেল হাইওয়ে থেকে উত্তরে। সামনে তাকাতে দেখতে পেল তারা এখনো খোলা পাহাড়ি রাস্তায় আর পাহাড়ের মাথা থেকে খানিকটাই দূরে।

'আমরা পারব না!' শ্বাস নিতে কষ্ট হলো হেক্টরের। তারিককে তাগাদা দিয়ে কোনো লাভ নেই। সে ভাঙা রাস্তায় সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। পেছনে আসা ট্রাকদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। হঠাৎ করেই সামনের ট্রাকটা থেমে গেল। হেক্টর শত চেষ্টাতেও বুঝতে পারল না পেছনে কারা আছে। কিন্তু কল্পনা করে নিল যে নিশ্চয়ই উথম্যান দাঁড়িয়ে বাইনোকুলার দিয়ে টাটাকে দেখছে।

BanglaBook.org

হঠাৎ করে থামার পর আবার হঠাৎ করেই চলা শুরু করল ট্রাক দুটো। টাটা যেখানে থেমেছিল সে রাস্তাটা খুঁজে পেয়ে প্রায় হাঁটার গতিতে দুটো ট্রাকই হেক্টরের পিছু নিল পুরোনো রাস্তায়।

'তারা আসছে!' ক্ষোভ ঝড়ল হেক্টরের কণ্ঠে। 'আমাদের মাত্র আর মাইলখানেক বাকি আছে।' দেখতে পেল পেছনের ট্রাকগুলো তাদের পেছনে পাহাড়ে উঠেছে। যাই হোক, বাসের মতো তাদেরকেও ভাঙা রাস্তার ঝাক্কি সামলাতে হচ্ছে। দ্রুত গতি কোনো কাজে লাগছে না। টাটা পাহাড়ের ওপরে উঠে গেল। সামনে নিচে আরেকটা অগভীর উপত্যকার আরো মাইলখানেক যাওয়ার পর অবশেষে পর্বতে ওঠার রাস্তা পাওয়া যাবে। বাস্ নিচে নেমে গেল। পিছু ধাওয়াকারীদের দৃষ্টির বাইরে। নিচে মসৃণ হওয়ায় তারা দ্রুত গতিতে যেতে পারছে।

হেক্টর তারিকের কাঁধের ওপর দিয়ে সামনের রাস্তা দেখল। পাহাড়ের পাদদেশে সংকীর্ণ রাস্তা দেখে মনে হচ্ছে তারা কিছুতেই পার হতে পারবে না। পাশের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেল প্রথম শত্রু ট্রাক ঠিক তাদের পেছনেই। দ্বিতীয়টিও প্রথমটির কাছে। একটু সময় থেমে থাকার পর উথম্যান পথচিহ্ন দেখতে পেল। নামতে শুরু করল উপত্যকায়। হেক্টর বুঝতে পারল তাদের পুরোনো বাসের চেয়ে মসৃণ তলার ফায়দা লুটবে উথম্যানের ট্রাক। আবারো ভাগ্য উথম্যানের পক্ষ নিল। হেক্টর সামনে তাকিয়ে সংকীর্ণ রাস্তাটা দেখল। দুটা ট্রাক তাদের ধরতে পারার আগে পৌছানো বোধ হয় সম্ভব হবে না। হ্যাজেল আর কায়লা তার দিকে তাকিয়ে ছিল। নিশ্চয়তা দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল হেক্টর।

'আমি স্যাট ফোনে প্যাডি ও'কুইকে ধরছি, সে আমাদের থেকে বেশি দূরে নয়।' হেক্টর হ্যাজেলের অভিব্যক্তিতে বুঝতে পারল যে এই ডাহা মিথ্যা সে একবিন্দু বিশ্বাস করেনি। প্যাডি এগিয়ে না আসার পেছনে ডজন খানেক অজুহাত আছে। হয়তো উদ্ধারকাজে তার উজ্জ্বল সাদা পোশাক দেখা যাবে না। যাই হোক, কায়লা একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছলো। ওর চোখের দিকে তাকাতে পারল না হেক্টর, মিথ্যে আশায় দীপ্তময় হয়ে উঠেছে। হেক্টর আবার রিয়ার ভিউ মিরর দিয়ে দেখতে পেল যে পেছনের ট্রাকগুলো ছুটে আসছে। স্যাট ফোন অন্ করল সে। অপেক্ষা করল কাছাকাছি স্যাটেলাইট কানেকশনের জন্য। আগ্রহ নিয়ে ছোট্ট স্ক্রিনটার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু হালকা একটু আলো জ্বলে উঠেও তৎক্ষণাৎ হারিয়ে গেল আবার।

'পর্বত আমাদেরকে ব্লক করে রেখেছে।' বিরক্ত হলো হেক্টর। প্যাডির নাম্বারে ডায়াল করল—শুনতে পেল দুর্বল সিগন্যাল যাওয়া-আসা করছে।

BanglaBook.org

এরপর হঠাৎ করেই ক্ষীণ আর দুর্বোধ্য একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল। হতে পারে প্যাডির অথবা অন্য কারো।

'যদি তুমি প্যাডি হও, তাহলে ভালো শুনতে পাচ্ছি না। যদি তুমি আমার কথা শুনতে পাও আমাদের অবস্থা হলো এই—আমরা পুরাতন রাস্তা ধরে পর্বতের দিকে এগিয়ে আসছি। কিন্তু শয়তানেরা লেজ কামড়ে ধরতে চাইছে। মনে হয় না তাদের তাড়াতে পারব। তাই বাধ্য হয়ে লড়তে হবে। আমরা সংখ্যায় একেবারে কম আর অস্ত্রও তেমন নেই। উথম্যান ওদেরকে পথ দেখাচ্ছে। তুমি আমাদের শেষ ভরসা। যদি পারো এসো।'

আস্তে আস্তে কিন্তু পরিষ্কারভাবে মেসেজটা পুনরাবৃত্তি করল হেক্টর। কানেকশন কেটে দেয়ার পর দেখতে পেল যে ইঞ্জিনের গর্জনে ছাপিয়ে হ্যাজেল আর কায়লা উভয়েই প্রতিটি শব্দ শুনতে পেয়েছে। তাদের চোখের দিকে তাকাতে পারল না সে। খোলা রিয়ার জানালা দিয়ে তাকাল। ট্রাকগুলো একেবারে তাদের পেছনে। ইতিমধ্যেই সামনে থাকা ট্রাকের পেছনে দাঁড়ানো উথম্যানের লম্বা অবয়ব দেখা যাচ্ছে। ক্ষীণ হলেও তার চারপাশে থাকা মানুষগুলোর বিজয় উল্লাস শোনা যাচ্ছে। সামনে তাকিয়ে দেখতে পেল পর্বতের মাঝ খানের রাস্তার মুখটা আর বেশি দূরে নেই। মুখের দুই পাশে লাল বাদামি পাথুরে দেয়াল। উথম্যান যাদেরকে হত্যা করেছে তাদের অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে মা-মেয়েকে ধরিয়ে দিল হেক্টর।

সে জানে রাইফেলে হ্যাজেল দক্ষ। তাই কায়লা'কে বলল, 'জানি তুমি পিস্তল হাতে পেলে বদলে যাও, মিস ব্যানক। কিন্তু একইভাবে না হলেও একে থেকে গুলি ছুড়তে পারবে না?'

এখনো কথা বলার মতো অবস্থা নেই কায়লার। কিন্তু তার পরও মাথা নেড়ে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাসল। নিজের টিউনিকের নিচে থেকে বেরেট পিস্তল বের করে দুটি এক্সট্রা আমুনিশন ক্লিপসহ কায়লাকে দিল হেক্টর।

'তোমার মাকে বলো, একে ম্যাগাজিন রি-লোড করা দেখিয়ে দেবে। তুমি আমাদেরকে সাপ্লাই দিতে পারবে যখন বাদামি জিনিসগুলো পাখায় মারবে।' খানিকক্ষণের জন্য হলেও ম্যাগাজিন রি-লোডের ভাবনায় আসন্ন ভয়বাহতা নিয়ে চিন্তা করা থেকে বিরত থাকবে তারা। হেক্টর সামনে তাকিয়ে পাথুরে দেয়ালের দিকে তাকাল।

'ওয়েল, লেডিস মনে হচ্ছে আমরা পারব পার হতে।' খুশি খুশি কণ্ঠে বলে উঠল হেক্টর। পেছনে শত্রুদের দিকে নজর দিল রিয়ার জানালা দিয়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে সবাই ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল। টাটার শরীরে এসে বিঁধেছে ঝাঁক

BanglaBook.org

ঝাঁক বুলেট। রিয়ার উইন্ডো দিয়ে এসেও একটা লাগল। তারিকের সামনের উইন্ডোস্ক্রিন ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়েছে।

'তারা একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছে।' কায়লার দিকে তাকিয়ে হাসল হেক্টর। রিয়ার উইন্ডো দিয়ে বাইরে তাকাল। তাদের মাত্র কয়েক শ গজ পেছনে প্রথম ট্রাকটা। এখন পরিষ্কারভাবে শত্রুদের চিৎকার-চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। কিন্তু মান্ধাতা আমলের একে'র রেঞ্জে আসেনি এখনো। হেক্টরের বাসের পেছনে ধুলা ঝড় বইছে জিহাদিদের ট্রাকের কল্যাণে। উথম্যানকে দেখা যাচ্ছে রাইফেল প্রস্তুত অবস্থায় হেলে রয়েছে। আরেকটা গুলি করার অপেক্ষা করছে। মুখের একপাশে লাল আঘাতের চিহ্ন, শার্টে রক্ত। সম্ভবত হাইলাক্স থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে। হেক্টর দেখে খুশি হয়ে উঠল। যাক্ একবারে বেঁচে যায়নি , একটু হলেও আঘাত পেয়েছে।

ঠিক পর্বতের মাঝে রাস্তার প্রবেশমুখে আবার বিস্ফোরণ হলো বাসের ওপরে। পাশের চাকার একটাতে লেগেছে গুলি। সশব্দে ফেটে গেল টায়ার। বাস একপাশে এমন ভাবে কাত্ হয়ে পড়ল যেন মোটা এক মহিলা হাওয়াইন হুলা করছে। খানিক পরেই প্রবেশমুখে গড়িয়ে পড়ল বাস্। এই সময়ে পাথরের দেয়াল তাদেরকে রক্ষা করল আগুন লেগে যাওয়ার হাত থেকে।

হেক্টর বাধ্য হলো ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিতে। বৃদ্ধ বাসটা শেষ পায়ের ওপর ভরসা করে হেঁচড়ে চলতে লাগল। শুনতে পেল আহত টায়ারের গোঙানি আর গতি কমে আসছে দ্রুত। আর বেশি দূর যেতে পারবে না। তাই দাঁড়ানোর জায়গা ঠিক করতে হবে। প্রবেশ মুখের আকার খানিকটা আশা জোগাল মনে। এ রকম জায়গায় উথম্যান দলবদ্ধ হওয়ার জায়গা পাবে না। মাথায় মাথায় যুদ্ধ করতে হবে। হেক্টর পাশের জানালা দিয়ে মাথা বের করে দেখল যে প্রবেশমুখ তেমন চওড়া নয়। হতে পারে বাসের শরীর দিয়ে মুখটা আটকে দেয়া যাবে। লোহার চেসিসের পেছনে তারা প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করতে পারবে।

দুপাশের লাল পাথুরে দেয়ালের দিকে তাকাল। এই অ্যাঙ্গেল থেকে উচ্চতা বোঝা যাচ্ছে না ঠিকমতো। শত বছরে বন্যার পানি এসে কেটে-ছেটে মসৃণ করে দিয়েছে। উথম্যান ওপরে কাউকে উঠিয়েও গুলি করতে পারবে না। তাদেরকে হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়তে হবে। কিন্তু সমস্যা ছাড়া জীবনে কিছুই হতে পারে না!

সামনে তাকিয়ে দেখতে পেল প্রবেশমুখ এসে পড়েছে। আবার পেছনে তাকাল। শত্রু দেখা যাচ্ছে না। বৃদ্ধ বাস্'টা প্রবেশ মুখের কাছে ঘুরে যেতে লাগল। হেক্টর হতাশা নিয়ে তাকিয়ে রইলে সামনে। খানিকটা সামনে পথ একেবারে রুদ্ধ। ডানদিকের লাল পাথুরে দেয়ালের চূড়া ভেঙে প্রবেশমুখে পড়ে

BanglaBook.org

প্রায় চলাচলের অযোগ্য হয়ে গেছে। কয়েকটা স্ল্যাব প্রায় বাসের চেয়েও বড়ো। চিন্তার ঝড় বইলো তার মাথায়। হঠাৎ করেই মনে হলো এটি হয়তো মৃত্যুফাঁদ নয়। তাদের জন্য স্বর্গ। যদি তারা উথম্যান আর আদম আসার আগেই ওপরে উঠে যেতে পারে তাহলেই সব বদলে যাবে। পাথুরের স্তূপ কাজে লাগানো যাবে। আদম আর তার ডাকাতদল বাধ্য হবে ট্রাক ছেড়ে পদব্রজে উঠতে।

'তারিক! পাথুরগুলোর যত কাছে পারো চলো।' চিৎকার করেই তিন নারীর দিকে ছুটলো হেক্টর। দ্রুত কথা বলে ডালিয়াকে অনুবাদ করে জানাল,

'এখন তোমরা আমার কথা শোন। হ্যাজেল! তুমি আর ডালিয়া আগে যাবে। কায়লা কে মাঝখানে রাখবে। বাম পাশে দেখতে পাচ্ছো বড় পাথরের ছাইয়ের পাশের রাস্তা? তোমরা তার ভেতর দিয়ে ঢুকে যাবে। বেশি দূরে নয়। ওপরে না ওঠা পর্যন্ত থামবে না। আমরা বাকিরা তোমাদের পেছনেই আসব। সবাই নিজ নিজ অস্ত্র বহন করবে। আমি অ্যামুনিশনের কেস্ নেব।' এটার ওজন প্রায় একশ পাউন্ড। একমাত্র সেই সহজে এই ভয়ংকর ভার বহনে সক্ষম।

তারিক দেয়ালের নিচে চওড়া অংশে বাস স্কিড করে থামাল। তারা সবাই নেমে দৌড়াতে লাগল। পেছনে আসা জিহাদি ট্রাকের শব্দ পাওয়া গেল। পাথুরে বাড়ি খেয়ে প্রতি সেকেন্ডে আরো জোরালো হচ্ছে। কায়লা পড়ে গেল। তার নিচে হ্যাজেল আর ডালিয়া পড়ে গেল। হেক্টর অ্যামুনিশন বক্স ফেলে হ্যাজেলকে দাঁড় করিয়ে কায়লাকে কাঁধে তুলে নিল। দৌড়ে তাকে পাথরের আড়ালে রেখে এলো। হ্যাজেল আর ডালিয়া অনুসরণ করল। একটু ও না থেমে ঢালুতে অ্যামুনিশন বক্স আনতে দৌড়ে গেল হেক্টর।

'না, নাহ!' হ্যাজেল চিৎকার করতে লাগল। 'ওটা ছাড়ো। চলে আসো।' হেক্টর অগ্রাহ্য করে বক্স তুলে নিল। একমাত্র সেই দেয়ালে রয়ে গেছে শত্রুর সামনে। কাঁধে বক্স তুলে নিয়েই হাঁটতে লাগল। নিচে ট্রাকের গর্জনে তীব্র হয়ে উঠেছে। পেছনে চিৎকার চেঁচামেচি আর রাইফেলের বিস্ফোরণ শুনতে পেল হেক্টর। অনুভব করল কাঁধে রাখা বক্সে বুলেট লেগেছে। খানিকটা ভারসাম্য হারিয়েও ওপরে উঠে হ্যাজেলের হাতের মাঝে গিয়ে পড়ল সে।

'ওহ ঈশ্বর, আমি ভেবেছি তোমাকে হারিয়ে ফেলব।' কাতর স্বর বের হলো হেক্টরের গলা থেকে।

'সরি।' দ্রুত হ্যাজেলকে বুকে টেনে নিয়ে ছেড়ে দিল হেক্টর।' 'আমার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া এত সহজ হবে না।' দ্রুত গিয়ে প্রতিরক্ষার কাজে লেগে গেল সে। দেখতে পেল উথম্যানের ট্রাক নিচে এসে দ্রুত থেমে গেল। প্রথমটার পেছনেই দ্বিতীয়টা এলো। জিহাদিরা নেমে এগিয়ে এসে তাদের

BanglaBook.org

দিকে গুলি ছুড়তে লাগল। উথম্যান এখনো নিজের লোকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। হেক্টর, তারিক আর ক্রস বোর বেঁচে যাওয়া অন্য দুজন দেয়ালের ওপর শুয়ে নিচে গুলি করতে লাগল। নিচে সবাই টুপ টুপ করে পড়ে যেতে লাগল। আক্রমণ ভেঙে, এলোমেলোভাবে দৌড়াতে লাগল তারা। নিচের প্রবেশমুখে পড়ে রইল অনেকেই। এই রেঞ্জে অর্থ একে-৪৭ও ভালোই কারসাজি দেখাচ্ছে।

বেঁচে যাওয়ারা ট্রাকের পেছনে আশ্রয় নিয়েছে। কয়েকজন প্রবেশ মুখের সামনের বাঁকে পালিয়েছে। দ্রুত ট্রাকের ড্রাইভারদ্বয় ঘুরে ফিরতি পথ ধরল। একের বুলেট তাদের শরীর ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। উভয় ট্রাক চলে যাওয়ার পর দেখা গেল ছয়টা মৃতদেহ পড়ে আছে। এদের মাঝে দুটা এখনো নড়ছে। একজন সাহায্যের আশায় কমরেড্‌কে ডাকল। আরেকজনের পেছনে অবশ পা দুটো টেনে টেনে আনছে। দেয়ালের ওপর থেকে আবার গুলিবর্ষণ শুরু হলো। হেক্টর তাদেরকে থামানোর আগেই আহত জিহাদিরা মৃত্যুবরণ করল।

ক্রিকেট নয়, কিন্তু কেউই ঠিকভাবে লড়তে পারল না। মৃত মানুষগুলোর জন্য একটুও সহানুভূতি দেখাল না হেক্টর। সে জানত যদি পাত্র -পাত্রী বদলে যেত তাহলে তারা কতটা দয়া-মায়া পেত। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে তাই হবে।

'তারিক কাউকে পাঠিয়ে ম্যাগাজিনগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে এসো। নারীদেরকে দাও ভর্তি করে দেবে। উথম্যান নিশ্চয় দ্রুত আবার ফিরে আসবে। পরবর্তী ঘণ্টাখানেকের মাঝে উথম্যান দুবার চেষ্টা করল পাথরের বাধা অতিক্রম করতে। বহু দাম দিতে হলো এ কারণে। হেক্টরের সামনে জমে গেল চৌদ্দটি মৃতদেহ।

দ্বিতীয় আক্রমণের পর নীরবতা চিরে দিয়ে প্রবেশমুখের কাছে শত শত ট্রাকের গর্জন শোনা গেল।

'আদম রেডিওর মাধ্যমে আরো সৈন্য এনেছে। নিচে হয়তো কয়েক শ মানুষ আছে। হেক্টর হ্যাজেলকে জানাল। 'আমাদের কাছে আর কত গোলা বাকি আছে?'

'তুমি যে বাক্স এনেছো সেখানে তিনশো রাউন্ড বাকি আছে। দ্রুত ব্যবহার করছো তোমরা।' একটু বিরতি দিয়ে জানতে চাইল 'তুমি চূড়ার দিকে কেন তাকাচ্ছো বারবার?'

'আমি ভাবতে চাইছি উথম্যান এরপর কী করবে। এখন নিজের লোকদের জড়ো করছে।'

'কী করবে সে?'

BanglaBook.org

‘সে ত্রিশ থেকে চল্লিশ জনকে ওপরে পাঠিয়ে দেবে। যেন আমাদের ওপর গুলি চালাতে পারে। একবার তার পজিশন পেয়ে গেলে আমাদের মেরে ফেলবে। তখন উথম্যান নিজে আবার সরাসরি আক্রমণ চালাবে। এইবার আমাদের আর কিছু করার থাকবে না।’

‘তো, আমরা তাহলে কী করব?’ হ্যাজেল জানতে চাইল। ‘চূড়ার নিচে ঝুলানো জায়গায় চলে যাবো আমরা। তাহলে ওরা আমাদেরকে সরাসরি গুলি করতে পারবে না।’ ব্যাখ্যা করল হেক্টর। ‘এরপর আমরা পাথর দিয়ে উঁচু পাচিল বানিয়ে নেব—তাহলে গুলির হাত থেকে বাঁচতে পারব।

তিনজন নারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। পুরুষেরা দ্রুত একটার ওপর একটা পাথর ফেলে পাথুরে পাচিল বানাতে লাগল। কাজ শেষ করে নারীদের সাথে এসে আক্রমণের অপেক্ষা করতে লাগল।

হ্যাজেল খানিকক্ষণ প্রস্তুতি দেখে আস্তে করে হেক্টরের কাছে জানতে চাইল যেন কায়লা না শুনতে পায়, ‘এটা তো কাজ করবে না, তাই না?’

‘না।’ স্বীকার করল হেক্টর। ‘বেশিক্ষণ না।’

‘তাহলে এরপর কী করব আমরা?’ জানতে চাইল হ্যাজেল।

‘প্রার্থনা করতে কতটা দক্ষ তুমি? আমার একেবারে প্র্যাকটিস নেই।’

‘তুমি প্যাডি ও কুইনের সাথে আবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করো।’ হ্যাজেল পরামর্শ দিল।

‘হ্যাঁ’ এটা করা যায়। কোনো ক্ষতি তো নেই। অন্তত সময় কাটবে। একমত হয়ে স্যাট ফোন অন করল হেক্টর।

‘এই সময়ের মাঝে তুমি অন্য নারীদেরকে নিয়ে পাথুরে পাচিলের আশ্রয়ে চলে যাও। আমরা যখন-তখন গুলির আওয়াজ পেতে পারি।’ হেক্টর দেখল ওরা উঠে গেল। সে স্যাট ফোন সেট আপের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। শেষে হাল ছেড়ে দিল।

‘মনে হচ্ছে গভীর গাড্ডায় পড়ে আছি।’ নিজেকে শুধোলো হেক্টর—পাচিলের পেছনে গিয়ে হ্যাজেলের পাশে বসল।

‘ঝড়ের আগের নীরবতা।’ আস্তে করে বলল হ্যাজেলকে।

‘একটা সেকেন্ড ও নষ্ট করো না, তাহলে। আমাকে ধরো।’

‘এটা ভালোই লাগবে।’ হেক্টর জানাল।

‘হ্যাঁ। কিন্তু জানো যদি এভাবে এখানে সব শেষ হয় তাহলে অনেক শুধু অপচয় হবে। আমার সুন্দর সব পরিকল্পনা ছিল।’

‘আমার’ও।

BanglaBook.org

'যদি তুমি এখন আমাকে কিস করতে চাও তাহলে তেমন বাধা পাবে না।' স্বীকার করল হ্যাজেল।

'কায়লা দেখছে আমাদের।' উভয়ে কায়লার দিকে তাকিয়ে হাসল। কায়লাও হাসল। কিন্তু অনিশ্চিত ভঙ্গিতে।

'তোমার মাকে আমি কিস করলে তুমি কিছু মনে করবে মিস ব্যানক?' হেক্টর জিজ্ঞেস করতেই মাথা নেড়ে দুষ্টুমির হাসি হাসল কায়লা।

'তোমরা দুজন অনেক দুষ্ট!' দেখতে পেল আগ্রহ নিয় কিস করল হেক্টর-হ্যাজেল। একটু পরেই তাদের নিচে চূড়ায় পুরুষ কণ্ঠের গুঞ্জন ভেসে এলো। তিনজনে ওপরে তাকাল।

'চলে যেয়োনা।' হেক্টর ফিসফিস করে হ্যাজেলকে জানাল। 'যেখানে ছেড়ে গেছি সেখান থেকেই শুরু করব আমি এসে।'

উঠে দাঁড়িয়ে নিজের রাইফেল তুলে নিল। দেখতে পেল ইতিমধ্যে তারিক আর অন্য দুজন ওপরে তাকিয়ে প্রথম শত্রুর চেহারা দেখার অপেক্ষা করছে। হ্যাজেল আর কায়লা পাচিলের নিচে হেক্টরের পায়ের কাছে জড়ো হয়ে ওপরে কী হচ্ছে দেখতে চেষ্টা করল। হ্যাজেল কাঁধে একের বাট প্রস্তুত রেখেছে। কায়লার কোলে বেরেটা পিস্তল। দুহাতের গ্রিপে ধরে রেখেছে। ডালিয়া তাদের পেছনে।

'তুমি অস্ত্র চালাতে জানো, ডালিয়া? হেক্টর জিজ্ঞেস করতেই মাথা নেড়ে চোখ নিচু করল ডালিয়া।

'তাহলে কায়লাকে দেখাশোনা করো।' হেক্টর জানাতেই আবারো মাথা নেড়ে হাসল ডালিয়া। এখনো তার চোখে চোখ রাখেনি। হেক্টর তাদেরকে রেখে তারিকের সাথে এসে যোগ দিল। এখন তারাও নিচে চিৎকার শুনতে পাচ্ছে। পাথরে বাড়ি খেয়ে স্বর ঘুরছে ফিরছে। হেক্টর শুনতে পেল উথম্যান ওয়াদ্দা চিৎকার করে সকলকে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করে তুলছে।

হেক্টর জানে যে তাদের ওপরে যারা আছে তারাই প্রথম দেখা দেবে। সেদিকে মনোযোগ দিল সে। নীল আকাশের গায়ে হালকা নড়াচড়া দেখা গেল। অপেক্ষা করল। নড়াচড়া বাড়তেই হেক্টর কাঁধে রাইফেলের বাট রাখল। চূড়ার মুখে একটা চেহারা দেখা যেতেই তিন রাউন্ড গুলি ছুড়লো সে। চূড়ার ওপর থেকে পাথরের টুকরা পড়তে লাগল নিচে। মাথাটা ঝাকুনি খেয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। হেক্টর ভাবল যে সে মিস করেছে। আরো কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল। পরের টার্গেটের জন্য রেডি। তখনই হঠাৎ করে একটা রাইফেল গড়িয়ে পড়ল ওপর থেকে। হেক্টর যেখানে বসে আছে তার পাশেই পড়ল। সেকেন্ড খানেক পরে একই ভাবে একটা প্রাণহীন মানব শরীর নেমে

BanglaBook.org

এলো। সাদা আলখেল্লা পতাকার মতো উড়তে উড়তে রাইফেলের ওপর পড়ে গেল দেহটা। মৃত লোকটা আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইল। চোখে অবাক দৃষ্টি। এক চোখ খোলা। আরেক চোখ হেক্টরের বুলেট উপড়ে নিয়েছে।

হেক্টর কাছে গিয়ে রাইফেলের কাছ থেকে সরিয়ে দিল। হাতে তুলে নিল অস্ত্রটা। খুশি হয়ে ওজন দেখে বুঝল বেরেটা এস সি ৭০/৯০। এক মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে ভাবল যে এটা এলো কোত্থেকে। সাথে সাথে মনে পড়ল মরুদ্যানে উথম্যান যেসব ক্রস বো সহকারীকে মেরেছিল, এগুলো তাদেরই অস্ত্র। এক চোখের মৃতদেহটার কোমরে কাপড় বাঁধা। হেক্টর খুলে ফেলল। চেক্ করে দেখল পাঁচটা ক্লিপ। প্রতিটাতে ত্রিশ রাউন্ড করে গুলি। নিজের কাঁধে তুলে নিল কাপড়টা।

তাড়াতাড়ি চেক করে দেখল যে নিচে পড়ার ফলে রাইফেলের অপটিকাল সাইটের ক্ষতি হয়েছে কিনা। এটি ঠিক আছে ভাবার আগেই দেখতে পেল চূড়ায় আরেকটা শরীর। অবচেতন মনে রাইফেল ওপরে তুলতেই চোখের সামনে ম্যাগনিফাইং গ্লাসে শত্রুর মাথা দেখতে পেল। গুলি করল হেক্টর। ঠিক যেখানে চাইল সেখানেই লাগল বুলেট। চূড়ার কিনারায় জিহাদির টলোমলো দেহ পড়ে গিয়ে হেক্টরের পায়ের কাছে এসে থামল।

কিন্তু হাতে সত্যিকারের রাইফেল পাওয়ার আনন্দ স্থায়ী হলো না। প্রায় সাথে সাথে ডজন ডজন পাগড়ি বাঁধা মাথা দেখা গেল চূড়ায় উঁকি-ঝুঁকি মারতে। তাদের চারপাশে বুলেট বৃষ্টি শুরু হলো। দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেল শত্রুদের রণ হুঙ্কার। চিৎকার ভেসে আসছে নিচে উথম্যান ওয়াদ্দার জড়ো করা লোকদের মাঝে থেকে।

'আসো।' হেক্টর, তারিক আর অন্য দুজনকে ডাকল। 'আমরা কুকুরের পেটে মাছির ন্যায় থাকতে পারি না। পাচিলের আড়ালে যেতে হবে!' লাফ দিয়ে বাধা অতিক্রম করতে লাগল তারা।

প্রায় সাথে সাথে একজন পড়ে গেল ওপর থেকে ছোড়া বুলেটে। কাপড়ের পুটুলির মতো পেঁচিয়ে পড়ে গেল। হেক্টর বুঝতে পারল মারা গিয়েছে তার আরো এক ক্রস বো সহকারী। তারপরও গোলাবৃষ্টির মাঝেও থেমে দেখল লোকটাকে সাহায্য করা যায় কিনা। এরপর আবার লাফ দিয়ে বাকি দুজনের সঙ্গী হলো। বাধার নিচে পৌঁছাতেই তারিক আহত হলো, খোঁড়াতে লাগল সে। হেক্টর দেখতে পেল তারিকের পেছন থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। চোখে অন্ধকার দেখল সে।

BanglaBook.org

'তারিক না। হে ঈশ্বর, তারিককে না।' বাম হাতে রাইফেল নিয়ে দৌড়াতে গিয়ে তারিককে তুলে নিল। তারিকের ওজন তেমন নয়। হেক্টর তাকে সহজেই তুলে ফেলে পাথরের পাঁচিলের আড়ালে ফেলে দিল।

'যা পারো করো।' হ্যাজেলকে বলে দিল হেক্টর। আবার সে রেগে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে শক্ত মুখে চূড়ার মোকাবেলা করতে এগিয়ে গেল। সমানে গুলি করল। তিনটা শত্রুদেহ মাটিতে পড়ল। অন্য মাথাগুলো কাভারের মধ্যে ঝাঁকুনি খেয়ে ঢুকে গেল। হ্যাজেল আর ডালিয়া ইতিমধ্যে তারিকের সেবা-যত্ন শুরু করে দিয়েছে। হেক্টর যখন দেখল যে ডালিয়া কান্না শুরু করেছে, এ অবস্থাতেও অবাক হলো সে।

'সে কেন ফোঁপাচ্ছে?'

'বোকার মতো কথা বলো না। ডালিয়া ওকে ভালোবাসে।' হ্যাজেল মাথা না তুলেই উত্তর দিল।

'ওহ ঈশ্বর! সবাই একই কাজ করছে।' হেক্টর বেপরোয়াভাবে হাসল। তার রক্তে যুদ্ধের নেশা ভর করেছে। 'তারিকের কতটা লেগেছে?' আরো দু'বার গুলি করে একজনকে খতম করল।

'জানি না। আঘাত লেগেছে পেছনে। কিন্তু রক্তে কোনো বুদবুদ নেই। তাই হয়তো ফুসফুসে লাগেনি।'

'আঘাতের ওপর চাপ দাও। রক্ত বন্ধ করো। এখন এটুকুই করা যাবে কেবল। কিন্তু পবিত্র সবকিছুর নামে বলছি তোমার মাথা নামিয়ে রাখো। কায়লা তুমিও। এই হ্যান্ডগান দিয়ে তাদের কিছুই করতে পারবে না তুমি।' সিঙ্গেল রাইফেল শটের মাধ্যমে বাক্য শেষ করল সে।

পাচিলের ওপর আছড়ে পড়ল শত্রুর গুলি। পাথরের টুকরা ধুলা উড়তে শুরু করেছে। হেক্টর নিচু হয়ে পাথর কুড়িয়ে নিল। তারপর মাথা তুলল কিছু একটা শোনার জন্য। প্রবেশমুখের কাছ থেকে ইসলামিক রণ হুঙ্কার ভেসে আসছে। উথম্যানের লোকেরা কোন বাধা না পেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। হেক্টর পেট দিয়ে পাচিলের ওপর উপুড় হয়ে গুলি করার প্রস্তুতি নিল। খেয়াল রাখল যেন চূড়ার লোকগুলো তার মাথা না দেখতে পায়। পাথরের বাধার ওপরে প্রথমজন মাথা তুলল। প্রস্তুত হেক্টর কিন্তু অপেক্ষা করল বাকিদের মাথা দেখার জন্য। প্রথম মাথা আবার নেমে গেল। কোনো গুলি না হওয়ায় আবার মাথা তুলল। এরপর অন্য মাথাগুলোও দেখা দিয়েই নেমে গেল। হেক্টর অপেক্ষা করল কখন তাদের সতর্কতা থেমে যায়। এরপরই তাদের তিনজন পুরো দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রব তুলল, 'আল্লাহু আকবর!'

BanglaBook.org

হেক্টর দ্রুত পাঁচটা গুলি করল। মনে হলো অটোমেটিক ফায়ার। মানুষগুলো পড়ে গেল। বিস্মিত হয়ে ব্যথা পেয়ে চিৎকার করছে। ওপরের দিকে, পুরোপুরি নিশ্চিত না হলেও হেক্টর বুঝতে পারল যে তিনজনকে পেয়েছে।

'বেশি ধুলা নেই।' নিচু স্বরে নিজেকে বাহবা দিল হেক্টর।

'আমরা পুরোপুরি খেলা থেকে দূরে সরে যাইনি।'

বাকি শত্রুর দল ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। একাধারে চূড়া আর পাথরের বাধা থেকে অটোমেটিক ফায়ার শুরু করল হেক্টরের দিকে। চূড়া থেকে বুলেট বৃষ্টির ফলে সাদা কুয়াশার মতো ধুলায় ভরে গেল বাতাস। হেক্টর এক হাতে হ্যাজেল আর অন্য হাতে কায়লাকে ধরে পাথুরে মাটিতে চেপে রাখল। পাথুরে ধূলায় তাদের চোখ-মুখ সব সাদা হয়ে যেতে লাগল। গুলির আওয়াজ আর রণহুঙ্কার ভেদ করেও হেক্টরের কানে এলো দূর থেকে এগিয়ে আসা বেশ কয়েকটি ট্রাকের গর্জন।

উথম্যান এখন নতুন কোন কৌশল নিচ্ছে? নিজেকে প্রশ্ন করল সে। উথম্যান নিশ্চয়ই নিজের বাহনকে পাথরের বাধার কাছে আনতে সাহস করবে না। আমার তাহলে ভালই লাগবে দেখতে। কিন্তু ইঞ্জিনের গর্জন বেড়ে গেল। জিহাদিদের চিৎকার প্রায় চাপা পড়ে গেল। হঠাৎ করেই হেক্টর বুঝতে পারল যে ইঞ্জিনের শব্দ তাদের নিচে থেকে নয়, পেছন থেকে আসছে। মা-মেয়েকে মাটিতে রেখেই গড়িয়ে গেল হেক্টর। নিজের দেহ দিয়ে তাদেরকে ঢেকে রেখে পেছন দিকে পাথুরে দেয়ালের দিকে তাকাল।

এই মুহূর্তে তার চোখে ধরা পড়ল এগিয়ে আসা তিনটি বিশাল জিএম ট্রাকের সারি। ঠিক নিচেই তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ট্রাকগুলোর পাশে জ্বলজ্বল করছে ক্রস বো লোগো। প্রতিটার সামনে জোড়া ৫০ ক্যালিবার ব্রাউনিং ভারি মেশিনগান। প্রথম ট্রাকে মেশিনগানের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে প্যাডি ও কুইন। হাসিমুখে তাকিয়ে হেক্টর দেখতে পেল জোড়া ব্যারেল ঘুরিয়ে প্রবেশমুখের কাছে পাথুরে বাধার ওপর থাকা জিহাদিদের ওপর গুলি করতে চলেছে প্যাডি। তার পেছনের ট্রাকে ডেভ্ ইমবিস্ নিজের মেশিনগান ঘুরিয়ে চূড়ার দিকে টার্গেট করেছে।

'প্যাডি ও কুইন ও তার রক্ এন্ রোল ব্যান্ড এখন তাদের বিখ্যাত সিগনেচার টিউন পরিবেশন করবে এখন।' হেসে মা-মেয়েকে জড়িয়ে ধরল হেক্টর। বজ্রগর্জন করে শুরু হলো গুলিবর্ষণ, প্যাডির গোলা পাথুরে বাধার ওপরটা গুঁড়িয়ে দিয়ে ধুলাঝড় ছোটালো। আরবিয়রা দৌড়ে পালাতে চাইলেও পারল না। দ্বিতীয় ট্রাক থেকে ডেভ্ চূড়ার ওপরটা ধুয়ে মুছে ফেলল গুলি করে।

BanglaBook.org

প্রবেশমুখে মানব শরীর পড়তে লাগল টুপটুপ করে। মনে হলো যে দমকা বাতাসে বেশি পেকে যাওয়া ফল ঝরে পড়ছে গাছ থেকে। সেকেন্ডের মাঝে দেখা যাচ্ছিল এমন সব টার্গেট নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। প্যাডি চারপাশে তাকিয়ে দেখতে পেল হেক্টররা পাথুরে পাচিলের আড়ালে। আনন্দিত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সে।

'টপ ও' তোমাদেরকে সুপ্রভাত জানাচ্ছে। হেক্টর, তোমাকে এখনো এত তরতাজা দেখে ভালোই লাগছে। তোমাকে বাসায় লিফট্ অফার করব?'

'সানন্দ।' হেক্টরও চিৎকার করল। 'এই মুহূর্তের আগে কখনো ভাবিনি তোমার হাসি এত সুন্দর।' আস্তে করে তুলে নিল তারিককে। 'কেমন আছো ভাই?' প্রথম ট্রাকে তাকে নিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল হেক্টর।

'আরো অনেক বছর আপনার সাথে থাকব। এই শয়তানের বাচ্চা উথম্যান ওয়াদ্দাকে খুন করব দুজনে মিলে।' তারিক জানাল। কণ্ঠস্বর দুর্বল হলেও মুখে কোন রক্ত দেখা গেল না। হেক্টর জানে সে পারবে। ট্রাকের পেছনে উঠালো তারিককে। দুপাশে মহিলারা উঠল।

'তার দিকে ভালো মতন খেয়াল রেখো।' হ্যাজেলকে বলল হেক্টর। আদেশের চেয়েও অনুনয় বেশি।

'ভেবো না হেক্টর।' হ্যাজেল উত্তর দিল। 'ডালিয়া আর আমি ওর কিছু হতে দেব না।'

'বাকি'রা কোথায়?' হালকা স্বরে জানতে চাইল প্যাডি। তার পাশে উঠে বসল হেক্টর।

'যা দেখছো তাই'ই সব প্যাডি। দুঃখিত স্বরে বলল হেক্টর। আর কেউ নেই।' প্যাডি হাসি বন্ধ করে ঠোঁটের মুখে আসা মন্তব্যটাও গিলে ফেলল।

'ঈশ্বর তাদের আত্মাকে শান্তি দিন।'

শান্ত স্বরে বলল প্যাডি।

'আমেন।'

'কিন্তু তুমি মেয়েটাকে ঠিকই বাঁচিয়েছ।'

'বাসায় না যাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত না। চলো প্যাডি!'

BanglaBook.org

ইথিওপীয় সীমান্তে চলে এলো তারা। শীঘ্রই বোঝা গেল যে পাথুরে বাধা অতিক্রম করে উথম্যান গাড়ি এদিকে আনতে পারেনি। তাই কেউ পিছু ধাওয়া করল না। একবার থামল তারা। প্যাডির সাথে আসা ব্যানক অয়েলের ডাক্তার

তারিককে পরীক্ষা করে দেখল। ক্ষত বেঁধে অ্যান্টিবায়োটিক আর পেইনকিলারসহ প্লাজমা ড্রিপ দেয়া হলো তারিককে।

এরপর আবারো চলতে লাগল তারা। যদিও রাস্তা প্রায় মুছেই গিয়েছে। প্যাডির লোকেরা যতটা পারল তাড়াহুড়া করে ঠিক করে নিল। পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছাল তারা, উপত্যকা আর পর্বতের মুখ মিশে গেছে। দিনের বাকি সময়টুকু পশ্চিমে ছুটলো তারা। ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠে গেল। যত দূর চোখ যায় কোনো জনবসতি নেই। তাই ঝুঁকি নিয়ে ট্রাকের হেডলাইট জ্বালানো হলো। অন্ধকারেও পথ চলল ট্রাকগুলো। প্যাডি ট্রাকের জিপিএস দেখে রাস্তা জেনে নিচ্ছে। রাত নামার পর চার ঘণ্টা হয়ে গেলে সে ঘোষণা দিল যে তারা ইথিওপিয়ায় পৌঁছে গেছে। যাই হোক সীমান্ত চেনার কোনো পথ চিহ্ন নেই। কনভয়কে সংক্ষিপ্ত বিরতিতে থামিয়ে গরম চা দিয়ে সাফল্য উদ্‌যাপন করা হলো। হেক্টর স্যাট ফোন অন করল। এতটা উঁচু জায়গা থেকে পরিষ্কার পাওয়া গেল সিগন্যাল। নেলা ভোসলূর সাথে কথা বলল হেক্টর। নেলা সিডি-এল-রাজিগে থাকলেও মনে হলো তার পাশেই বসে আছে।

'প্রথম আলো ফোটার আগেই জিগজাগে পৌঁছে যাব। এসে আমাদেরকে নিয়ে যাও, ডার্লিং।'

'বার্নি আর আমি সেখানে থাকব। বিশ্বাস রাখো!'

নেলা জানাল। রাতভর গাড়ি চালালো তারা। হেক্টর প্যাডির পাশে অস্ত্র প্রস্তুত রেখে দাঁড়িয়ে রইল। দুজনেই সতর্ক আর বিনিদ্র রাত কাটাল। কিন্তু অন্ধকারময় পর্বতের কোথাও কেউ নেই। ভোর হওয়ার দু'ঘণ্টা আগে এয়ারষ্ট্রিপে পৌঁছে গেল। পথে একটা কোন জীবন্ত প্রাণীর দেখা মিললো না।

এয়ারস্ট্রিপের এক কোণায় প্রতিরক্ষা ব্যূহের মধ্যে গিয়ে নারীরা নাশতা তৈরিতে বসে গেল। লরি থেকে প্যাডি দুইডজন তাজা ডিম নিয়ে এলো। বেকন্ আর চার টুকরা পাউরুটিও পাওয়া গেল। কয়লার ওপর চাপিয়ে রুটি টোস্ট করে গরম থাকতে থাকতেই ক্যান করা নিউজিল্যান্ড বাটার লাগানো হলো। ডালিয়ার সহায়তায় তারিকও উঠে বসল। ধর্মপ্রাণ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো বেকনে কামড় বসাল। ধোঁয়া ওঠা গরম কালো চায়ের মগ হাতে থাকতেই হারকিউলিস ইঞ্জিনের গর্জন কানে এলো। প্যাডি'র নির্দেশ স্ট্রিপের প্রতিটি কোনায় একটা করে ট্রাক পার্ক করে হেডলাইট জ্বালানো হলো। ট্রাকের মাঝখানে সুদক্ষভাবে বিশাল উড়োজাহাজ নামিয়ে আনল নেলা। এরপর লোডিং র‍্যাম্প নামিয়ে দিতেই কার্গো বেতে তিনটা ট্রাক উঠিয়ে ফেলল প্যাডি। নিরাপদে বেঁধে ফেলা হলো সাথে সাথে। মাটি স্পর্শ করার বারো মিনিট পরেই আবার আকাশে উড়লো হারকিউলিস।

BanglaBook.org

ডাক্তার সাহেব তারিকের ক্ষত ড্রেসিং করে দিল। সাথে আরো যোগ করল, 'সে অনেক ভাগ্যবান। বুলেট কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশে আঘাত করেনি। সে যেমন শক্ত তেমনি মজবুত। যে কোনো মুহূর্তে নিজ পায়ে দাঁড়াবার মতো সুস্থ হয়ে যাবে।'

ডালিয়া ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠল এ কথা শুনে। তারিক আরবিতে অনুবাদ করে দিয়েছে ওর সুবিধার্তে। এরপর হ্যাজেলের অনুরোধে ডাক্তার কায়লাকে পরীক্ষা করে দেখল। ফ্লাইট ডেকের পেছনে পাইলটের ছোট্ট কেবিনে নিয়ে কায়লাকে চেক করে দেখল ডাক্তার।

'শারীরিকভাবে সে সুস্থ আছে।' ডাক্তার ঘোষণা দিল। 'মি. ক্রস অ্যান্টিবায়োটিক দেয়াতে ফুড় পয়জনিং হয়নি। কিন্তু সভ্য জগতে ফেরার সাথে সাথে কোনো রকম ইনফেকশন হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। হ্যাঁ সে এখনো দুর্বল, কিন্তু যা হয়েছে ওর সাথে তাতে তো এটা স্বাভাবিক। মানসিক অবস্থার যত্ন নিতে হবে। এটা আমার ক্ষেত্র নয়। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভালো কাউকে দেখাতে হবে।'

'আমিও ঠিক এটাই ভাবছি।' একমত হলো হ্যাজেল। 'সিডি-এল-রাজিগে আমার জেট অপেক্ষা করছে। এখনকার মতো ও'কে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চেষ্টা করি।' হেক্টরের দিকে তাকাল।

'তুমিও ঘুমাতে যাও! তিন দিন ধরে ঘুমাওনি।'

'এমন করো না, সোনা।' হেক্টর চেষ্টা করল বাধা দিতে। বাঙ্কের ওপর থেকে স্লিপিং ব্যাগ পেয়ে হেক্টরকে তার মাঝে ঢুকিয়ে দিল হ্যাজেল

'এই কাজটা আমি ভালোই পারি। এখন পর্যন্ত তুমি আদেশ করছিলে হেক্টর ক্রস। এই মুহূর্ত থেকে তোমার ওষুধ তোমার ওপরই প্রয়োগ করব আমি। কথা বন্ধ করে ঘুমাতে যাও তাড়াতাড়ি!' আলো বন্ধ করে দিল হ্যাজেল। নেলা সিডি-এল-রাজিগে হারকিউলিস নামিয়ে আনল একটু পরই। তখনো ঘুমে কাদা হয়ে আছে হেক্টর আর কায়লা।

ল্যান্ড করার পর থেকে হ্যাজেলের দেখা পেল না হেক্টর। বাকি দিনটুকুতেও লাপাত্তা রইল সে। ব্যানক হেডকোয়ার্টারের এক্সিকিউটিভ অফিসে অদৃশ্য হয়ে গেল হ্যাজেল। ব্যস্ত রইল বার্ট সিম্পসনের সাথে মিটিংয়ে অথবা হিউস্টনে কনফারেন্স নিয়ে। হেক্টর যতবার নিজের অফিসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, দেখতে পেল বিশাল গালফস্টিম জেট অপেক্ষা করছে কায়লা আর হ্যাজেলকে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে পাড়ি জমাবার জন্য। ইতিমধ্যে লাগেজ তুলে ফেলা হয়েছে; পাইলট আর ক্রুরাও তৈরি।

BanglaBook.org

নিজের অনুভূতি নিজের কাছেই অচেনা ঠেকল হেক্টরের। বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য নারী এসেছে তার জীবনে। আবার চলেও গেছে। এই প্রবেশ আর প্রস্থান দুটোই হেক্টরের সিদ্ধান্তে। চলে যাওয়ার পর তাদের নিয়ে এতটুকু মাত্র ভাবেনি সে। অথচ এখন মনে হচ্ছে দম বের হয়ে যাবে। বুঝতে পারল আসল হ্যাজেল ব্যানক সম্পর্কে সে কতটা কম জানে। হেক্টর জানে যে সে কোনো সাধারণ নারী নয়। এও জানে যে হ্যাজেল অনেক নিষ্ঠুর হতে পারে; এটা না থাকলে এখন সে যে উচ্চতায় আছে এখানে পৌঁছাতে পারতো না। এই আশ্চর্য নারীর মাঝে এখনো অনেক স্তর আর গভীরতা রয়ে গেছে আবিষ্কারের অপেক্ষায়।

এই মুহূর্তের আগ পর্যন্ত এগুলো নিয়ে সে ভাবতেই চায়নি। এখন অনুভব করল যে এতটা অসহায় হেক্টর জীবনে কখনো বোধ করেনি। মনে হলো নিঃশেষ হয়ে গেছে। প্রথমবারের মতো কোনো সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ তার হাতে নেই। হ্যাজেলের হাতে থাকা সুতায় ঝুলছে সে। যেভাবে হেক্টর অন্য নারীদের ধুয়ে মুছে ফেলেছে, হ্যাজেলও এখন সেটা করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখে। ভূমিকা পাল্টে গেছে। হেক্টর উপভোগ না করলেও কিছুই যায় আসে না।

'তো এর নাম হচ্ছে ভালোবাসা।' তিক্তভাবে ভাবল হেক্টর।

'মনে হচ্ছে অবসর কাটাবার উপায়।'

হ্যাজেল কোম্পানি ক্যান্টিনে লাঞ্চ করতে এলো না। এর পরিবর্তে হেক্টর কায়লার রুমে গিয়ে যোগ দেওয়ার নিমন্ত্রণ জানাল। 'কায়লা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও জোর করল হেক্টর। 'আমি চাই না তুমি এই ঘরে একা বসে গুমড়ে মরো।' প্যাডি ও কুইন, ডেভ্ ইমবিস্ আর তরুণ কোম্পানি ডাক্তারের সাথে এক টেবিলে বসল তারা। তিন তরুণ অনেক মাস যাবৎ এত সুশ্রী তরুণী দেখেনি। তাই তিনজনে প্রতিযোগিতা শুরু করল কায়লাকে সন্তুষ্ট করতে।

হেক্টর নিজের অফিসে দিনের বাকি সময়টুকু কাটাল। প্রতি মুহূর্তে আশা করল হ্যাজেল ডেকে পাঠাবে বা পৃথিবীতে হেক্টরের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হবে। বার্ট সিম্পসনের সেক্রেটারির কাছে মেসেজ রাখল হ্যাজেল ফ্রি হলে তাকে জানাতে। হালকা জুতা পায়ে দিয়ে মরুভূমিতে গিয়ে দৌড়াতে শুরু করল হেক্টর। সাড়ে চার ঘণ্টা পর ঘামে ভিজে হেডকোয়ার্টারে ফিরে এলো। ম্যারাথন দৌড় দিয়ে এসেও বালির মাঝে শয়তানকে পেছনে ফেলতে পারেনি সে। নিজের অফিসের জানালা দিয়ে তাকিয়েছিল সেক্রেটারি। সদর দরজায় আসতেই দৌড়ে এলো হেক্টরের কাছে।

Banglabook.org

'মিসেস ব্যানক আপনাকে খুঁজছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মি. সিম্পসনের অফিসে দেখা করতে বলেছেন, মি. ক্রস। মেসেজটির ভাবার্থ মোটেও সুবিধার নয়।

'মিসেস ব্যানককে জানিয়ে দিন যে আমি আসছি।' নিজের স্যুইটে গেল হেক্টর। এক মিনিটেরও কম সময়ে ঠাণ্ডা জলে শাওয়ার সেরে দ্রুত ভেজা গায়েই শার্ট চাপিয়ে নিল। ভেজা অবস্থাতেই চুল আচড়ালো। ব্রাশে একস্ট্রা পেষ্ট নিয়ে দাঁত মাজল। শেভ্ করার সময় নেই। তাই এভাবেই ছুটল বার্ট সিম্পসনের অফিসে। বুঝতে পারল অতিরিক্ত তাড়াহুড়া করছে। তাই গতি খানিকটা কমালো। অফিসের দরজায় নক্ করতেই হ্যাজেল বলল ভেতরে ঢুকতে। অনিচ্ছকৃতভাবেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনে হলো উঁচু বোর্ড থেকে ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ডেস্কের পেছনে একা বসে আছে হ্যাজেল। ডকুমেন্টের স্তূপের ওপর থেকে চোখ তুলে চাইল হ্যাজেল। সোজা দৃষ্টি হলেও ভাষা পড়তে পারল না হেক্টর। বিনা হাসিতেই উঠে দাঁড়ালো।

'আমরা এমন ভাবে চলতে পারি না।' বলে উঠল হ্যাজেল। হেক্টরের মনে হলো ভূমিকম্প হচ্ছে। নয়তো পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে কেন। এই ভয়টাই পেয়েছিল সে। জানাতো তাকে আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দেয়া হবে। কঠোর প্রচেষ্টায় নিজেকে শক্ত করল হেক্টর।

'আমি বুঝতে পেরেছি।' উত্তর দিল হেক্টর।

'আমার তা মনে হয় না।' দৃঢ়ভাবে জানাল হ্যাজেল। 'তুমি জানো আগামীকাল সকালে আমার প্রথম কাজ কায়লাকে হিউস্টনে নিয়ে যাওয়া। ওর এখনই বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা দরকার। সারাদিন তোমার দেখা পাইনি। এটা মোটেও ভালো হয়নি। কিন্তু এখন তোমাকে এখানে ছেড়ে যেতে হবে। মনে হচ্ছে আত্মার একটা অংশ রেখে যাচ্ছি। আমরা এভাবে চলতে পারি না। আমার তোমাকে দরকার আমার পাশে; দিনে-রাতে সবসময়।'

হেক্টর অনুভব করল আনন্দ এসে পূর্ণ করে দিল তার সব শূন্যতা। এমন কোনো শব্দ মাথায় এলো না যা বললে তার আচরণ মনে হবে বুদ্ধিদীপ্ত। কিছুই না বলে তাই হাত বাড়িয়ে দিল হেক্টর। হ্যাজেল এসে আশ্রয় নিল তার বাহুডোরে।

'ওহ হেক্টর!' ফিসফিস করে উঠল হ্যাজেল, 'এত বছর আমাকে কেন একা ফেলে রেখেছিলে তুমি!'

'আমি তোমার খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরেছি, তুমি ছিলে দূর দেশের মরীচিকা।'

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পরে জানালার নিচে চামড়ার সোফার কাছে তাকে টেনে নিয়ে গেল হ্যাজেল। হেক্টর জড়িয়ে ধরতেই কাছে ঘেঁষে এলো হ্যাজেল।

'অল্ রাইট্। চলো সিরিয়াস হওয়া যাক। তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার আগে অনেক পরিকল্পনা করতে হবে আমাদেরকে।' জানাল হ্যাজেল।

'আমার এখনি যাওয়া উচিত। কিন্তু আরো একটা রাত একসাথে কাটাবার লোভ সামলাতে পারছি না আমি। কায়লা আর আমি কাল খুব ভোরে চলে যাব। আমি ঠিক করেছি তোমাকে বলব আমাদের সাথে চলো। কিন্তু এখানে তোমার কাজ আছে।' হাসি দিয়ে থামল সে।

'আমি নিজেকে আরো একটু এগিয়ে রাখছি। তোমার ভাবনার জন্য একটা বিষয় বলছি। শুনতে চাও?'

'আমি তোমার কাছে ঝুলে আছি।'

'আমি ক্রসবো সিকিউরিটি কিনে নিতে চাই। সিগনেচার টেবিলে পয়তাল্লিশ মিলিয়ন ডলার ক্যাশ পাবে। কিন্তু এটি আলোচনাযোগ্য।' যোগ করতেই হাসল ক্রস।

'ওয়াও, তুমি সত্যিই দ্রুত কাজ করো। কিন্তু আমাকে এত টাকা কেন দেবে তুমি?'

'আমি চাই আমার নিজস্ব মানুষটা আমাকে ড্রিংক কিনে দিক, আমাকে ডিনারে বাইরে নিয়ে যাক।'

আবারো হেসে উঠল হেক্টর। 'তুমি জানো ক্রস বো পঁয়ত্রিশ মিলিয়নে খুশি হবে। তোমার শেয়ার হোল্ডাররা কী বলবে যদি বাজারদরের চেয়ে দশ মিলিয়ন বেশি দাও?'

'প্রথমত, আমি অঙ্কটা করেছি। পঁয়ত্রিশে কোম্পানির লোকসান হবে। এটি পঁয়তাল্লিশের প্রতিটি ডলারের যোগ্য। হ্যজেল ব্যানক ক্রস বো কিনছে, ব্যানক অয়েল নয়। তাহলে রাজি?' হাত বাড়িয়ে দিল হ্যাজেল,

'হুম বস্তুত তাই।' মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়ে হ্যাজেলের হাত ধরল হেক্টর।

'আমি তোমার জায়গায় প্যাডি ও কুইনকে বসাচ্ছি ক্রস বোতে। আমি চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি এ আনুষ্ঠানিকতা সারো। তাই কিছু সময়ের জন্য এখানে ছেড়ে যাচ্ছি আমি।' আরো একটা কথা উল্লেখ করল না হ্যাজেল। হিউস্টনে নতুন ভাষায় হেক্টরের অভ্যর্থনা প্রস্তুত করে রাখবে সে।

'তুমি কি ভেবে দেখেছ যে এর ফলে আমি বেকার হয়ে শুধু এ পঁয়তাল্লিশের আশায় হা করে মারা যাব?'

BanglaBook.org

'আমি ভেবেছি। ব্যানক অয়েলে সিনিয়ার এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্টের পদটা খালি। ভেবে দেখ কেমন হয়। সেলারি হবে পাঁচ মিলিয়ন প্লাস পার্কস অ্যান্ড বোনাস, প্রতিবছর' 'সিইওর সাথে কাছাকাছি থেকে কাজ করার কোনো সুযোগ কি থাকবে?'

'দিনের বেলা ঠিক তার নিচেই কাজ করবে আর রাতে তার ওপরে।' নীল চোখে দুষ্টুমির হাসি ফুটলো।

'কায়লা ঠিকই বলেছিল। তুমি অনেক দুষ্ট, হেসে উঠেই আবারও সিরিয়াস হয়ে গেল হেক্টর। কিন্তু আমি তো এ কাজের যোগ্য নই।'

'তুমি স্মার্ট আর আমাকে তো পাচ্ছই তোমাকে শিখিয়ে দেয়ার জন্য। দ্রুত ধরে ফেলবে দেখো।'

'আবারো জিজ্ঞেস করছি আমার পদোন্নতিতে তোমার শেয়ারহোল্ডারদের চেহারা কী হবে? তারা ঝামেলা বাধাতে চাইবে না?' জোর করল হেক্টর।

'আমি' ব্যানক অয়েলের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ ভোট দিতে পারি। সবাই আমি যা বলি তাই হাসিমুখে মেনে নেয়। তুমি কাজটা চাও?'

'আমি মাথা-মোটা নই।'

অবশ্যই চাই কাজটা।

'গুড! তো সব ঠিক হয়ে গেল তাহলে। হেক্টরের দুই হাত ধরে গভীরভাবে তার দিকে তাকাল হ্যাজেল। 'ঈশ্বর তোমাকে আর আমাকে একে অপরের জন্যই বানিয়েছেন।'

'আল্লেলুইয়া! অবশেষে আমি একজন বিশ্বাসী হলাম!'

'আমরা সব ধরনের ভয়কে পেছনে ফেলে যাব। কায়লা ঠিক হয়ে যাবে আর তুমি আর আমি মিলে অনেক মজা করব হেক্টর ক্রস।

'আমরা ঠিক তাই করব হ্যাজেল ব্যানক।'

খোলা ছাদের ওপরে ওদের দুজনের জন্য ডিনার সার্ভ করল শেফ। সামনে খোলা সমুদ্র। চাঁদ আর উজ্জ্বল তারকারাজি অবশ্য অবহেলিতই পড়ে রইল। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে ছাড়া আর কিছু করার অবসর রইল হেক্টর আর হ্যাজেলের। অসাধারণ ওয়াইনও পড়ে রইল। একটু শুধু কোনোমতে চেখে দেখল দুজনে। একে অন্যকে এত কথা বলার ছিল যে সুস্বাদু গ্রিল কোয়েল প্লেটে অনাদরে পড়ে রইল। মধ্যরাতের অনেক আগেই বেডরুমে চলে গেল দুজনে। প্রথমবারের মতো তারা অনেক দ্রুত সেরেছিল প্রেম পর্ব। হুম, সুন্দর

BanglaBook.org

ছিল। কিন্তু পরের সময়গুলোর তুলনায় অপরূপ নয়। অবশেষে একে অন্যের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় দু'জনেই। তাই তীক্ষ্ণ চিৎকারটা শোনার পরও মনে হলো বহু দূরের দেশে থেকে ফিরে এলো বাস্তবে। হ্যাজেলের চেয়ে কয়েক সেকেন্ড আগে ঘুম ভাঙলো হেক্টরের। লাফ দিয়ে দাঁড়িয়েই বেডসাইড টেবিল থেকে টেনে নিল বেরেটা পিস্তল।

'কায়লা' পিস্তলের ব্রিচ চেক করে প্যাসেজের দরজার কাছে এগিয়ে গেল। যার মাধ্যমে দুটি বেডরুম আলাদা হয়েছে। পেছন পেছন এলো হ্যাজেল। হ্যান্ডেল ঘুরানোর জন্যও সময় নষ্ট করল না হেক্টর। কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিল দরজায়। ফ্রেম থেকে খুলে এলো তালা। কায়লার বেডরুমে ছিটকে ঢুকল হেক্টর। পিস্তল বাগিয়ে ধরে নিশানায় মারার আগে সিলিং লাইট জ্বালালো হেক্টর।

বিছানার ওপর দুই হাত দিয়ে হাঁটু ধরে বসে আছে কায়লা। মুখ তুলতেই দেখা গেল বিছানার চাদরের মতোই সাদা হয়ে গেছে সে। ভয়ে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে আছে। মুখ খোলা। গলা থেকে যে চিৎকার বের হয়েছে যেন বয়লার মেশিন থেকে হাই প্রেশার স্টিম দ্রুত গিয়ে জানালা চেক করে এলো হেক্টর। নিশ্চিত হয়ে নিল যে এপথে কোনো অনধিকার প্রবেশকারী আসেনি। এরপর ওয়ার্ড রোব খুলে বিছানার নিচেও চেক করে দেখল সে। হ্যাজেল কায়লাকে জড়িয়ে ধরে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কায়লা এত ধস্তাধস্তি করছে যে হ্যাজেল তার সাথে পারছে না। ধীরে ধীরে তার কান্নার শব্দ বোঝা গেল।

'না! না! প্লিজ আমাকে আর আঘাত করতে দিও না।' বেডসাইড টেবিলে পিস্তল ছুড়ে ফেলে কাঁধে হাত দিয়ে ঝাঁকুনি দিল হেক্টর। চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চোখ খোল, কায়লা, এটা আমি হেক। তুমি দুঃস্বপ্ন দেখেছ জেগে ওঠো।' চোখ স্থির হলো কায়লার। হঠাৎ করেই চিৎকার থামিয়ে দিল সে।

'হেক! ওহ, থ্যাঙ্কস্ গড! এটা সত্যিই তুমি? এরপর ভর্য়াত চোখে তাকিয়ে দেখল চারপাশ।

'সে এখানে, আদম এখানে।'

'না কায়লা। তুমি দুঃস্বপ্ন দেখেছো।'

'আমি তোমাকে বলছি সে এখানে। আমাকে বিশ্বাস করো। এত কাছে এসেছিল যে আমি তার নিঃশ্বাসের গন্ধ পেয়েছি। এটা অনেক ভয়ানক ছিল। হ্যাজেলে আর হেক্টর উভয়ে মিলে শান্ত করল তাকে। কায়লাকে জড়িয়ে ধরে বেড কাভারের নিচে ঢুকে পড়ল হ্যাজেল। নবজাতকের মতো আঁকড়ে ধরে রাখল তাকে। বিছানার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে হেক্টর উপলব্ধি করল যে সে

BanglaBook.org

তাড়াহুড়ার নিরাভরণ দেহে চলে এসেছে। দরজার কাছে যেতেই কায়লা আবারো হিস্টিরিয়ার মতো চিৎকার করতে লাগল।

'তুমি যেও না। তুমিই একমাত্র আমাদেরকে নিরাপদে রাখতে পারো। আমাদের সাথে থাকো হেক্। তুমি চলে গেলেইও ফিরে আসবে। প্লিজ আমাদেরকে ছেড়ে যেও না।' পাশে পড়ে থাকা চাদর তুলে নিয়ে নিজেকে ঢাকলো হেক্টর। যেন রোমান টোগা। বিছানার শেষ প্রান্তে বসল। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে চোখ বন্ধ করল কায়লা। যখন মনে হলো যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে লাইট্ বন্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াতেই আবারো চোখ মেলে চিৎকার শুরু করল কায়লা।

'নাহ! বন্ধ করো না। তাহলে ও আবার ফিরে আসবে।'

'ভয় পেয়ো না, সুইটহার্ট। আশ্বস্ত করল হেক্টর।' লাইট জ্বালানো থাকবে আর আমিও কোথাও যাচ্ছি না।' অবশেষে একই বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল হ্যাজেল আর কায়লা। বাকি রাতটুকু তাদের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিল হেক্টর। মা-মেয়ের কমনীয় মুখশ্রী আর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতে মনে হলো তার জীবন অবশেষে পূর্ণতা পেয়েছে। যা আগে কখনো বোধ হয়নি।

সকালবেলা হ্যাজেল আর কায়লাকে নিয়ে গাল্ফস্ট্রিমের দিকে এগিয়ে গেল হেক্টর। কন্ট্রোলে দুজন পাইলট ইতিমধ্যে তাদের গ্রহণ করেছে। সিঁড়ি পর্যন্ত তাদের সাথে উঠল হেক্টর।

'আই উইশ তুমি আমাদের সাথে আসতে হেক।' কায়লা জানাল।

'শীঘ্রই আমাদের দেখা হবে।' 'কখন?' জানতে চাইল কায়লা। উত্তরের জন্যে হ্যাজেলের দিকে তাকাল হেক্টর তৈরি ছিল হ্যাজেল।

'আগামী মাস শেষ হওয়ার আগেই আমাদের সাথে মিলিত হবে হেক্টর।'

'এটা কি একটা প্রমিজ, মা?'

'এটা প্রমিজ বেবি। এখন যাও পাইলটদের সাথে কথা বলে হিউস্টনে পৌঁছাবার সময় জেনে নাও।' হ্যাজেল পরামর্শ দিতেই চোখ তাকাল কায়লা।

'তোমাদের মতো শয়তানদের একা ছেড়ে যাওয়া নিরাপদ নয়। তোমাদের বিশ্বাস নাই।'

'যাও! হ্যাজেল গর্জে উঠল। 'চুল' ঠিক রাখো! আমি যাচ্ছি।'

হেক্টর একা দাঁড়িয়ে রইল। দেখল এয়ারস্ট্রিপের শেষ মাথা পর্যন্ত ধীরে ধীরে এগোল এয়ারক্রাফট্। এরপর তার মাথার ওপর দিয়ে বাতাসে ভেসে গেল। ফিউজিলাজের গোলাকার জানালায় দেখা গেল কায়লার মুখ। তার

BanglaBook.org

দিকে তাকিয়ে একটা গোলাপি রুমাল নাড়ছে। তার পেছনে একটি জানালার দাঁড়িয়ে দুই হাত দিয়ে কিস ছুড়ে দিল হ্যাজেল। চলে গেল তারা।

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে সুযোগ পেলেই তাকে ফোন করতে লাগল হ্যাজেল। প্রথম কল এলো সিডি-এল-রাজিগ ছাড়ার চারদিন পরে।

'কায়লা আর আমি ডা. হেন্ডারসনের সাথে দেখা করেছি। চমৎকার ভদ্রমহিলা। নিজের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। হেনরি মারা যাওয়ার পর তিনিই আমাকে ঠিক রেখেছেন। নিজের স্যানাটোরিয়ামে রেখেছেন কায়লাকে যেন দিনে যতবার দরকার ওকে দেখতে পারেন। সেখানে থাকলে কায়লা পুরো মেডিক্যাল চেক আপ পাবে আর প্রতিদিন অন্তত ঘণ্টা দুয়েক হলেও আমি ওর সাথে কাটাতে পারব। তুমি কী নিয়ে খেলা করছে বিগ বয়? জানতে চাইল হ্যাজেল।

প্রতিবার একে অন্যের সাথে কথা বলার সময় সুসংবাদ পেল তারা। কায়লা খুব দ্রুত সেরে উঠছে। কিন্তু আরো কিছু বিষয় আছে যা দেখা হওয়ার পরই বলতে চায় হ্যাজেল। প্রায় এক মাস আলাদা থাকার পর অস্থির হয়ে উঠল হেক্টর। সে সন্ধ্যায় ফোন করল হ্যাজেল।

'প্যাডি আর আমি আজ সকালে অ্যাশ-আলমান থেকে ফিরেছি। আমির আর প্রিন্স মোহাম্মদের সাথে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছি। আমার ক্রস বো ছেড়ে যাওয়ায় তারা বেশ উদ্বিগ্ন। কিন্তু যখন শুনলো যে আমি ব্যানক অয়েলে যোগ দিচ্ছি, উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল। তারা প্যাডিকে চেনে আর পছন্দও করে। তাই আমরা সবাই আবু জারার বাইরে যাচ্ছি।'

'তুমি পরবর্তীতে কোনো পোর্ট থেকে ফোন করবে?'

'আমি এটা তোমার সাথে আলোচনা করতে চাই। আমি আর প্যাডি ওসাকার শিপইয়ার্ডে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি। তোমার কী মনে হয়?'

ওসাকাতে সানোইয়াশু শিপইয়ার্ডে ব্যানক কার্গো ইনের জন্য নতুন সুপারট্যাঙ্কার তৈরি হচ্ছে। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বৈপ্লবিক নকশায় নির্মিত এ জলযান যাত্রা শুরু করলে সবচেয়ে বড় ক্যারিয়ারে পরিণত হবে। প্রায় বিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট এটি। ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে এটি। নিরাপত্তার দায়িত্বে আছে ক্রস বো।

'চমৎকার ভাবনা, হেক্টর।'

'আমি আরেকটা বিষয় ভাবছি। একই সময়ে তুমিও আসো ওসাকাতে। কয়েক দিনের জন্য প্রশান্ত মহাসাগরে বেড়াতে আসতে পারো না?'

BanglaBook.org

'তুমি ভালোই পটাতে পারো হেক্টর ক্রস।'

'এর মানে কী? এক মাস যাবৎ তোমার কাছ থেকে আলাদা আমি।'

'কয়েক সপ্তাহ।' শুধরে দিল হ্যাজেল।

'আমার কাছে মাস মনে হচ্ছে।' কিছু সময়ের জন্য চুপ করে গেল হ্যাজেল।

'তুমি আমাকে মিস করো না।'

আহত হলো হেক্টর।

'মনে হচ্ছে হাত-পা সব হারিয়ে ফেলেছি।'

'তাহলে চলে এসো।'

'আমার মনে হয় স্যানাটোরিয়ামে কায়লার ভালোই দেখভাল হবে। কিন্তু তার পরও ডা. হেন্ডারসনের সাথে কথা বলতে হবে। কিছুকাল ভেবে নিয়ে হ্যাজেল জানাল আমি আগামীকাল তোমাকে জানাব।'

পরবর্তী সন্ধ্যায় ফোনে মনে হলো গান গাইছে হ্যাজেল। ডা. হেন্ডারসন বলেছেন যে কোনো সমস্যা নেই। কায়লা বলেছে বড় একটা বাক্স ভর্তি ভালোবাসা নিয়ে যেতে ওসাকাতে। কায়লা পাঠিয়েছে তোমার জন্য। বৃহস্পতিবার সেখানে তোমার সাথে দেখা করব আমি।'

'আরো চার দিন অপেক্ষা করতে হবে।' আক্ষেপ ঝরে পড়ল হেক্টরের কণ্ঠে। 'আমি জানি না বাঁচব কিনা তত দিন।'

ওসাকাতে একত্রে পাঁচ দিন কাটাল তারা জাপানে ক্রস বোর রাজত্ব পদ্ধতির হাতে তুলে দিয়ে। ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার, সিনিয়র সানোইয়াগু এক্সিকিউটিভদের সাথে মিটিং করল। স্লিপওয়েতে নতুন বিশাল গ্যাস ট্যাঙ্কারের হাল দেখল। পরের দিন হ্যাজেল একটি হেলিকপ্টার চার্টার্ড করে প্যাডি'কে রেখে ফুজিয়ামা দ্বীপে শিন্টো মন্দিরে চলল চেরী গাছের রূপ দর্শনে। বাগানে ঘুরে বেড়ানোর সময়ে প্রাচীন আমলের একটি গাছের নিচে জমকালো ও দর্শনীয় গুড়ি দেখতে পেল। হ্যাজেল হেক্টরে হাত ধরে ছড়ানো ডালপালার ছাঁয়ায় নিয়ে গেল। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে চট করে চারপাশ দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল যে, না। কেউ দেখছে না তাদের। এরপর হেক্টরের দিকে তাকিয়ে দাদা স্কার্ট তুলে লেসের অন্তর্বাস ও খুলে ফেলল একপাশে। উজ্জ্বল সোনালি আবহ দেখা গেল। আচ্ছন্ন গলায় দেখা গেল। আচ্ছন্ন গলায় আমন্ত্রণ জানাল হেক্টরকে।

'এই আমার সম্পদ বিগ বয়। এবার তোমার সম্পদ দেখাও।' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, যতবার দেখি অবাক লাগে। রহস্যটা কী?

BanglaBook.org

'এই মুহূর্তে সে তার পছন্দের স্ন্যাক্স দেখতে পাচ্ছে।'

পুরো ধরা চূড়া পরিহিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে একে অন্যকে ভালোবাসলো দুজনে। যে কোন মুহূর্তে মন্দিরের পুরোহিত চলে আসতে পারে। চেরী গাছ কেঁপে উঠে পুশ্চ বৃষ্টি শুরু করল প্রেমিক যুগলের ওপরে। ঝড়ে পড়ল হ্যাজেলের ব্লন্ডের ওপর। এতটা সুন্দর দৃশ্য হেক্টর বুঝে গেল শেষ দিন পর্যন্ত মনে পড়বে তার।

সন্ধ্যায় মন্দির চত্বরে শান্ত ছোট্ট গেষ্ট হার্ডজে ক্লুফিন টুনা সাসিমি আর প্রাচীন পোর্সেলিন বোলে করে হট্ শেক খেল দু'জনে। এরপর প্রাইভেট কোয়ার্টারে সিল্ক চাদরের ওপর ভালোবাসা বাসি হলো। সঙ্গত করল উঠানের ঝরনার মূর্ছনা। মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত বিরতিতে গল্প করল দু'জনে। অনেক কিছুই আছে বলার কিন্তু সময় অল্প। সবচেয়ে যে বিষয়ে বেশি কথা হলো তা হলো কায়লার উন্নতি।

আমি জানি না কিভাবে তোমাকে বলব। এটা অনেক ভয়ানক আমার ছোট্ট মেয়েটার ভেতরে সব ছিড়ে গেছে ওই শয়তান শূকরগুলোর জন্যে। তুমি জানো ভ্যাজাইনাল ফিষ্টুলা কী? এতটাই মর্মাহত হলো যে কথা বলতে পারল না হেক্টর। পরিবর্তে হ্যাজেলের হাতে চাপ দিয়ে মাথা নাড়ল সে। ডাঃ অপারেশনের মাধ্যমে একে জোড়া লাগিয়েছে। কিন্তু এ সময় তারা এ ও জানতে পারে যে সে প্রেগ্যান্সির একেবারে প্রথম ষ্টেজে আছে।'

'ওহ গড! পুওর লিটল' থিং।' তারা এটা ও ঠিক করেছে। কায়লা পুরোপুরি অজ্ঞান ছিল। তাই ও এ ব্যাপারে কিছু জানে না। আমরা ও তাকে কখনোই বলব না। হ্যাজেলকে জড়িয়ে ধরে শান্ত করতে চাইল হেক্টর। বুকে মাথা রেখে আস্তে আস্তে ফোঁপাতে লাগল হ্যাজেল—সর্বশক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরল হেক্টরকে। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দুজনে। এরপর ঘুরে একটু পিছিয়ে গেল হ্যাজেল।

'কিন্তু এখন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। প্রথম পরীক্ষায় এসেছে কায়লা এইচ-আইভি বা এ-জাতীয় কোনো ভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি। অপারেশনের পর দ্রুত সেরে উঠছে ও। থেলমা হেন্ডারসন নিজের বিশেষ মিরাকল প্রভাব করেছে ওর ওপর। কায়লা তাকে বিশ্বাস করে। এই ভয়ানক ঘটনার বাইরে, আমার ছোট্ট বেবি অপরাধ বোধেও ভুগছে। থেলমার মতে, কায়লা বিশ্বাস করে যে সে আমার বিশ্বাসও তার বাবার স্মৃতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কায়লা এও বিশ্বাস করে যে এটা পুরোপুরি তার ভুল যে দানবটার প্রহেলিকায় পড়েছিল সে। যাই হোক থেলমা বেশ উন্নতি করেছে। অনেক দিন ধরে কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছে না ও। ডা. জানিয়েছে শীঘ্র সুস্থ হয়ে আমাদের সাথে কলারডো র‍্যাঞ্চে যেতে পারবে কায়লা। সারা বিশ্বের মাঝে এটিই তার

BanglaBook.org

পছন্দের জায়গা। আমারও। কায়লা হেনরির সমাধিস্থান আর অবশ্যই ওর ঘোড়াগুলোকে দেখতে যেতে চায়।'

কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো হ্যাজেল। অন্ধকারের মাঝে তার চোখের উজ্জ্বলতা টের পাচ্ছে হেক্টর। 'আমি সত্যি বিশ্বাস করি যে ওর সাথে তোমার সময় কাটানো উচিত। তুমি জানো তোমাদের সম্পর্ক কতটা ভালো। অনেকাংশে হেনরির রেখে যাওয়া শূন্যস্থান পূর্ণ করেছো তুমি। তুমি ওর সত্যিকারের বাবা হয়ে উঠেছো ডার্লিং। দেখো, ব্যানক-কন্যাদের তোমাকে প্রয়োজন।'

'অবশ্যই। আমি এখনি তোমার সাথে হিউস্টনে ফিরে যেতে পারি। প্যাডি নাইজেরিয়া বা চিলিতে ক্রস রোর কাজ খুঁজে নেবে।'

'তুমি জানো আমি এতে কখনো একমত হব না।' মাথা নাড়াল হ্যাজেল। কোম্পানির সিকিউরিটি সবার আগে। না, আমি আগামীকাল বাণিজ্যিক ফ্লাইট ধরে স্টেটসে ফিরে যাব। আর গ্যাল্ফস্টিমকে তোমার জন্য রেখে যাব। প্যাডির সাথে হ্যান্ড ওভার নিয়ে কাজ করো। এই মাসের পঁচিশ তারিখের মাঝে তোমাকে হিউস্টনে চাই আমি। তোমার মনে আছে কায়লার কাছে এ ব্যাপারে প্রমিজ করেছি আমি? এছাড়াও এর পরের সোমবার একস্ট্রা মিটিংয়ের মাধ্যমে বোর্ড তোমাকে অনুমোদন করবে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তারা তোমাকে মেনে নেবে। তোমার বন্ধু আছে।'

প্রথমবারের মতো হাসল সে। 'এরপর আমরা তিনজন একত্রে র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে উড়াল দেব।'

তিন সপ্তাহ পর হ্যাজেল আর কায়লা দুজনেই উইলিয়াম পি. হবি্ এয়ারপোর্টে অপেক্ষায় ছিল। গাল্ফস্ট্রিম থেকে নামল হেক্টর।

'গড! আমি তোমাকে অনেক মিস্ করেছি।' ফিসফিস করে জড়িয়ে ধরে জানাল হ্যাজেল।'

'আমি যতটা, ততটা না।'

'মাম্মি তোমার শেষ হলে আমি কি একটা সুযোগ পাব?' মিষ্টি করে জানতে চাইল কায়লা। প্রথমবারের মতো ওর দিকে তাকাল হেক্টর।

'ওয়াও! তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে কে।' মিথ্যা বলল হেক্টর। সত্যিটা হলো যে সে এখনো অনেক দুর্বল। কিন্তু ওর দুই গালে কিস করল হেক্টর। এরপর দুই পাশে দুই নারীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ভিআইপি প্রবেশ দরজায় ঢুকল হেক্টর। শেষ মাথায় উর্দিধারী শফার ক্যাডিলাকের দরজা মেলে ধরল ওদের জন্য।

হেক্টর আশা করেছিল যে হিউস্টনে হ্যাজেলের বাড়ি হবে মূল্যবান আর প্রাসাদোপম। কিন্তু সে ভুল বুঝেছে। শহরের একপাশে গ্রাম্য পরিবেশে

Banglabook.org

ক্যাটেল র‍্যাঞ্চের মতো এটি সাদামুখো ক্যাটেল টানা গাড়িতে করে আস্তাবল আর আউটবিল্ডিং পার হয়ে হ্যাজেলের ঘরের সামনে এলো তারা।

'মনে হচ্ছে জেআর প্যাড, ডালাসে।' মন্তব্য করল হেক্টর।

'এটা হিউস্টন, হেক।' মনে করিয়ে দিল কায়লা। এর আশপাশে দ্বিতীয় শ্রেণীর শহরের কথা আলোচনা করি না আমরা; মাস্টার বেডরুম স্যুট দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। মাম্মি এটাকে পুরো ওলটপালট করে ফেলেছে। বিশেষ করে তোমার জন্য।

'কায়লা!' তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠল হ্যাজেল।

উপপসস! ঠোঁটের ওপর আঙুল দিল কায়লা। 'তোমাকে বলাটা উচিত হয়নি আমার।'

যদিও হেক্টরের দিকে এমনভাবে তাকাল যে বোঝা গেল সে একটুও অনুতপ্ত নয়।

'এখানকার কিছু সম্পর্কে জানতে হলে তোমার পুরোনো বন্ধু কে ব্যানককে বলো।' ষড়যন্ত্রের গলায় জানাল কায়লা।

বোর্ড মিটিং চলার কথা দেড় ঘণ্টা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল প্রায় চার ঘণ্টা ধরে বোর্ড মেম্বারদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল হেক্টর। হ্যাজেল এর আগে ওকে আর কখনো দর্শকের সামনে কথা বলতে শোনেনি। এমনকি সে নিজেও বিস্মিত হয়ে গেল। অনুভব করল গর্বে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। হেক্টরকে বেশ হ্যান্ডসাম আর আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে নিজের বিষয় সম্পর্কে সে দৃঢ় আর বিস্তৃতভাবেই জানে। পরিষ্কার আর যুক্তিসহকারে নিজের ভাবনা চিন্তাকে তুলে ধরল সে। শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বেশ চিন্তাশীল। প্রশ্নের উত্তর দিল সুস্পষ্টভাবে। সবাই সম্মতিসূচক মাথা নাড়াল যদিও টেক্সাসের অবসরপ্রাপ্ত ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর জন বিজলো হেক্টরকে ফাঁদে ফেলার অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু হেক্টর এমনভাবে বিষয়টা বিজলোর দিকেই ঘুরিয়ে দিল যে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাততালি দিয়ে উঠল। হ্যাজেল যেমনটা ভেবেছিল, সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হলো হেক্টর। সবাই ভিড় করে এসে তাকে অভিনন্দন জানাল।

হ্যাজেলসহ ডিরেকটরদের কবল থেকে হেক্টরকে মুক্ত করে নিজের মাজরাতিতে চড়িয়ে তাকে র‍্যাঞ্চে ফিরিয়ে আনল।

এটা ভয়ংকর! হাইওয়েতে ওঠার পর আক্ষেপ ঝড়ে পড়ল হ্যাজেলের কণ্ঠে। 'আমি তোমার সাথে একা কথার বলার সুযোগই পাচ্ছিলাম না। আমি

BanglaBook.org

এমনকি তোমাকে আমার ওয়াশিংটন ভ্রমণের কথাও জানাতে পারিনি। আমি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেছি। তাকে জানিয়েছি যে কায়লার মুক্তির জন্য আমি মুক্তিপণ দিয়েছি। সে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে আমাকে লেকচার দিয়ে দিল যে কেমন করে সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করতে হয়। এরপর জানাল কায়লা আর আমার জন্য সে কতটা খুশি হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে আমাকে পিছু ছাড়াতে পেরে সে যারপরনাই খুশি হয়েছে।'

'জানতে চায়নি ভিলেন কারা? অবশ্যই। রবার্ট আর সিআইয়ের হোমড়া-চোমড়ারা আমাকে চেপে ধরেছিল। কিন্তু আমি বলেছি যে আলোচনা ফোনে ফোনে হয়েছে। পেমেন্ট হয়েছে ইলেকট্রোনিক্যালি। আমি কিছুই জানতাম না।'

'তারা বিশ্বাস করেছে তোমার কথা?'

'সম্ভবত না। কিন্তু সত্যিটা বের করতে আর চাপ দেয়নি।'

'তারা সাহসী, বোকা নয়। তারা জানে একটা শক্ত কুকি পেয়েছে।' হেসে উঠল হেক্টর।

আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারাজে গাড়ি পার্ক করে প্রহরীর সাথে কথা বলল হ্যাজেল।

'তুমি মিটিংয়ে বেশি সময় নিয়েছ। মাত্র এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট হাতে আছে। এরপর কাউন্টি ক্লাবে যেতে হবে।' সতর্ক করে দিল হ্যাজেল। 'আমি এমন কয়েকজনের সাথে তোমার পরিচয় করাতে চাই যারা টেক্সাসের মাথা।'

'তো খানিকটা টিএলসির জন্য যথেষ্ট সময় আছে হাতে, তাই না?' সিরিয়াস ভঙ্গিতে চানতে চাইল হেক্টর।

'তুমি আসলেই ভয়ংকর হেক্টর ক্রস।' তীক্ষ্ণস্বরে জানাল হ্যাজেল। 'ওয়েল, ঠিক আছে। আমার মনে হয় আমরা সব সময় এর জন্য ঠিকই সময় বের করে নিতে পারব।' হেক্টরের হাত ধরে প্রাইভেট এলিভেটরে চড়ল দুজনে। উঠে গেল বেডরুমে। এক ঘণ্টা পরে সিটিং রুমে বসে অপেক্ষা করছে হেক্টর। ড্রেসিং রুম থেকে উদয় হলো হ্যাজেল। রুমের অপর পাশে দাঁড়িয়ে একে অন্যকে নিরীক্ষণ করল।

'নট ব্যাড।' অবশেষে মন্তব্য করল হ্যাজেল। 'একেবারে খারাপ না!'

'ঘুরে দাঁড়াও!' হেক্টর আদেশ করতেই ঘুরে গেল হ্যাজেল। লম্বা অ্যাথলেটিক পা জড়িয়ে নিচে ছড়িয়ে আছে বল গাউনের স্কার্ট। পায়ে পরেছে ডায়মন্ড খোদাই করা কালো ভেলভেট স্লিপার।

'আমি তোমার সৌন্দর্য বর্ণনার জন্য ভাষা খুঁজে মরছি।' জানাল হেক্টর। 'কিন্তু এর প্রয়োজন নেই। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে সুন্দরী নারী।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে আমি এটা গ্রহণ করলাম।' হাসল হ্যাজেল।

'কিন্তু দাঁড়াও!' হেক্টরের অভিব্যক্তি বদলে গেল। এগুলো বারবারা হূটন ডায়মন্ড না তুমি যেগুলো পরেছো?' মাথা নেড়ে হাসল আবারো হ্যাজেল।

'অবশ্যই ডার্লিং। আমার মানুষটার জন্যই।' অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল হেক্টর।

'কিন্তু... কিন্তু...' প্রতিবাদ করতে চাইল হেক্টর। 'আমোরাস ডলফিন ডুবে যাওয়ার সময় এগুলো হারিয়েছো তুমি।' আবারো মাথা নেড়ে হাসল হ্যাজেল।

'সে নেকলেসটা নকল ছিল।'

'নকল?' বিস্ময়ে থ হয়ে গেল হেক্টর। 'তুমি এখন যেটা পরেছো এটা? এটা সত্যিকারের?'

'না। সত্যিকারেরটা সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকের ভল্টে। তোমার কোনো ধারণা আছে যে যদি আমি যেনতেন যে কোনো অনুষ্ঠানে, শপিং হলে বা ক্লাবে ড্যান্স করতে গেলে যদি সত্যিকারেরটা পরি তাহলে ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়াম কত হবে?' হ্যাজেলের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে দেয়ালে গগ্যাঁর আঁকা ছবির দিকে তাকাল হেক্টর। অসাধারণ তাহিতিয়ান দৃশ্য। নীল নদেতে সাঁতার কাটছে নগ্ন দ্বীপবাসী নারী।

এর ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম কত? ফিরে দেখল হেক্টর কোন ব্যাপারে জানতে চাইছে। তারপর হেসে উত্তর দিল হ্যাজেল।

'ওহ, এটার ইনস্যুরেন্স নেই।'

'এটাও একটা নকল?'

'নকল শব্দটা একটু বেশি মাত্রায় জঘন্য শোনাচ্ছে। এর বদলে বরং বলা যায় যে সত্যিকারেরটার প্রতিনিধি। যে লন্ডনের নিরাপদ ভল্টে রাখা আছে। যেখানকার তাপমাত্রা আর্দ্রতা আর আলোর মাত্রা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত।'

'আমোরাস ডলফিনের সাথে যেসব চিত্রকর্ম হাওয়া হয়ে গেছে সেগুলো?'

হ্যাঁ, বস্তুত তাই। তারাও প্রতিনিধি মাত্র। চুরি হয়ে যাওয়ার ভয় বাদ দিলেও চিন্তা করে দেখো যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হাওয়া সামুদ্রিক আবহাওয়া ওগুলোর কতটা ক্ষতি করবে। আমার সব কপির কাজ করে প্রতিভাবান স্বামী-স্ত্রীর দল। তেলআবিবে সত্যিকারেরটার সাথে প্রায় কোনো তফাৎই খুঁজে পাবে না তুমি। সুযোগ পেলেই আমি তোমাকে আসলগুলো দেখাতে নিয়ে যাব। হেনরি আর আমি ছাড়া একমাত্র তুমিই প্রথম এ সুযোগ পাবে।'

Bangla Book.org

হাসিতে ফেটে পড়ল হেক্টর। 'তুমি এত ধূর্ত হ্যাজেল— আমার সুইহার্ট!'

'তুমি এর অর্ধেকও জানো না। যাই হোক আজকের মতো যথেষ্ট খোশ গল্প হয়েছে। আমাকে ড্যান্সে নিয়ে চলো প্লিজ।' একটু থেমে আরো যোগ করল হ্যাজেল, 'আমার মনে হয় কায়লাকে আমাদের সাথে নিতে পারি। আমি তাকে এখনো একা ছাড়তে চাই না।'

'গুড আইডিয়া। আমি টেক্সাসের সুদর্শনা দুজন নারীকে নিয়ে যাচ্ছি, কম কিসের।

শনিবারের রাত, ক্লাব একেবারে পরিপূর্ণ। বারের প্রতিটি আসন আর ডাইনিং রুমের সব টেবিলে ভর্তি। হ্যাজেল সবাইকে চেনে। তার পাশে স্বাচ্ছন্দ্যভাবেই মিশে গেল রমণী দলের মাঝে হেক্টর। পুরুষদেরকেও বিস্মিত করে দিল ওর আচরণ আর সোজাসাপটা কথা দিয়ে। এর আগে আর কখনো হ্যাজেল আর সে ড্যান্স করেনি। কিন্তু দুজনেই ন্যাচারাল অ্যাথলেট হওয়াতে একে অন্যের সাথে দিব্যি মানিয়ে গেল। মেঝের ওপর দাপিয়ে বেড়াতে লাগল দুজনে। বেশির ভাগ চোখ পড়ল তাদের ওপর।

মধ্যরাতের খানিক আগে খোলা ছাদে নিয়ে গেল হেক্টরকে। ডার্লিং কায়লা পুরো সন্ধ্যায় একটুও নাচেনি। টেক্সাসের চমৎকার সব ছেলে এসেছে আজ। তাদের একজনের দিকেও তাকায়নি কায়লা। আমি সারাহ্ লংওয়র্থের সাথে একটু গল্প করি। কায়লাকে ফ্লোরে নিয়ে যাও। যাবে তো? চেষ্টা করো যেন ও একটু এনজয় করে।' জানাল হ্যাজেল।

'ঠিক আছে। দেখছি আমি কী করতে পারি।'

'কায়লা আনন্দসহকারে নাচতে রাজি হয়ে গেল। ধন্যবাদ হেক্টর, তুমি আবার আমার জীবন বাঁচিয়েছো। আমি বোর হয়ে যাচ্ছিলাম।'

ফ্লোরে নামার পর হেক্টর আবিষ্কার করল কায়লা তার মায়ের মতোই হালকা পায়ে চলতে পারে। কিন্তু ও এখনো বেশ পাতলা কলারবোন উঁচু হয়ে আছে। টম ফোর্ড গডিনের বডিসের নিচে ওর পাজরের হাড়ও দেখা যাচ্ছে। এমনকি পেশাদারী মেক-আপও ওর বিবর্ণতা লুকাতে পারেনি। হেক্টর দেখতে পেল চমৎকার নীল চোখ জোড়াতে লুকিয়ে আছে কষ্টের নীল ছায়া।

'বেশ কয়েকজন সুদর্শন তরুণ এসেছে আজ। আমি দেখেছি তাদের অনেকেই তোমাকে ড্যান্সে টানতে চেয়েছে। কী হয়েছে?' জানতে চাইল হেক্টর।

BanglaBook.org

'আমি আর ছেলে চাই না। কিন্তু তুমি এর বাইরে হেক। তোমাকে শুধু বলছি, আমি সিরিয়াসলি ভাবছি লেসবিয়ান হয়ে যাওয়ার কথা। আমি শুধু জানি না যে কীভাবে শুরু করব।'

'আমার কাছে থেকে পথনির্দেশ আশা করো না।' হাসল হেক্টর। 'আমি শুনেছি যে ব্যাপারটা মজার। কিন্তু আমি নিজে কখনো চেষ্টা করিনি।'

'তুমি আমার কথা শুনে অবাক হওনি? আমি ভেবেছিলাম হবে।'

'আমি জানি তুমি কী চাও। কিন্তু এতে কাজ হবে না। আমি তোমার দুষ্টু বুদ্ধি ভালোই বুঝি।'

'তাহলে চলো এটা বাদ দিই। ঠিক আছে? তুমি জানো, আসছে উইকেন্ডে তোমাকে আর আমাকে কলোরাডো র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাওয়ার প্রমিজ করেছে মাম্মি?'

'আমিও এর পথ চাইছি।'

'আমি জানি তুমি পছন্দ করবে। আমাদের অনেক ঘোড়া আছে, বনে ভালুক আছে আর লেকে বিশাল রংধনু-ট্রাউট। অবশ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ড্যাডি আছে।' এমনভাবে বলল যেন তার পিতা এখনো জীবিত। হেক্টর বুঝতে পারল না এটা ভালো না খারাপ তাই কোনো মন্তব্য করল না।

ট্রাউন্ট ফিশিং সম্পর্কে বলো ধরে ছেড়ে দাও?'

'গুড লেডি নাহ!' ব্যথিত হলো কায়লা। আমরা তাদের খাইও। 'মাম্মি আর আমি বেশ পাকা শিকারি।'

'কিন্তু ওরা উড়তে লাগলে ধরে ফেলো?'

হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা পুরোপুরি বর্বর নই। আমি ফ্যামিলি কাস্টিং চ্যাম্পিয়ন। তুমি? তুমি ছুড়তে পারো?'

'আমার তেমন কোনো ধারণা নেই। স্বীকার করল হেক্টর। তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে।'

স্টিম বোট স্প্রিংস এয়ারপোর্ট থেকে ব্যানক র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল তিনজনে। একটা জানালায় জড়ো হয়ে একসাথে দেখতে লাগল নিচে তুষার মাখা পর্বতমালা সবুজ বন, উজ্জ্বল নদী আর লেক। হ্যাজেল সীমানার দিকে ইশারা করল।

'সাড়ে চার হাজার একরজুড়ে বিস্তৃত। এটা গিটার লেক। আকারের কারণে এমনটা হয়েছে নাম। এর সবটুকু আমাদের সম্পত্তি গিটারের গলার

BanglaBook.org

কাছে উঁচু শেষ প্রান্তটা ঘর। লাল বেডউডের টাইলস আর অসংখ্য পাথুরে চিমনি উঠে গেছে ওপর দিকে। বেশির ভাগ থেকে ধোঁয়া উড়ছে। চওড়া কাঠের ডেকে অর্ধডজন নৌকা নোঙর করে রাখা। বনের কিনার ঘেঁষে আস্তাবলের সারি আউটবিল্ডিং।

'এদিকে দেখো, হেক্, স্পাইগ্লাস মাউন্টেনের ওপরে।' উত্তেজিতভাবে ইশারা করল কায়লা। চকচক করে সাদা মার্বেল। এর লম্বা দুটি দরজার উভয় পাশে করিন্থীয় কলাম। সার্পোর্ট করছে নিও ক্লাসিকাল ছাদ।

'এটা ড্যাডির স্মৃতিস্তম্ভ। অনেক সুন্দর, না? আমি আশা করি একদিন আমিও তার সাথে ওখানে যাব।'

'এতটা মৃত্যুপ্রিয় হয়ো না, বেবি।' হ্যাজেল চাইল কায়লাকে উজ্জীবিত করতে। আজকের দিনটা অনেক সুন্দর আর তুমি মৃত্যু বা মরে যাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করার ক্ষেত্রে একটু বেশি তরুণ।'

নিচে নামার পর র‍্যাঞ্চ ম্যানেজার ডিকি মুনরো এগিয়ে এলো। এয়ারপোর্টে শেভি সার্বাবান নিয়ে ব্যানক নারীদের লাগেজের জন্য অপেক্ষা করছিল সে। র‍্যাঞ্চে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দেরি হয়ে গেল। সূর্য অস্ত যেতে আর মাত্র এক ঘণ্টা বাকি। তিনজনে তাড়াহুড়ো করে ফ্লাই রড নিয়ে ডেকে নেমে এলো। ডিকি আগেই পানিতে টোকা ফেলে রেখেছিল। যেদিকে তারা তাকাচ্ছিল বড় ট্রাউট উঠে আসছিল।

'সম্মানিত অতিথি হওয়ায় প্রথম সুযোগ তোমার হেক্।' কায়লা ভদ্রতা দেখাল। হেক্টর ডেকের কিনারায় চলে গেল। রিল থেকে ত্রিশ গজ ফ্লাই লাইন খুলে শক্ত হাতে ধরে পানির ওপর ছুড়ে মারল। মাটির ওপর গেঁথে গেল। কয়েক সেকেন্ড আগে পড়ল এটা কেননা পানিতে আলোড়ন তুলে বিঁধে গেল দশ পাউন্ড ওজনের ট্রাউট।

'লর্ডি! লর্ডি!' চিৎকার জুড়ে দিল হেক্টর। 'লাইনের শেষে কিছু একটা হয়েছে। এটা বন্ধ করার জন্য আমাকে কী করতে হবে, কে?'

'একবার হলেও সত্যি কথা বলা উচিত তোমার হেক্।' 'আমি সত্যিই তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম যখন তুমি বলে ছিলে যে এ ব্যাপারে তোমার কোনো ধারণা নেই।' দুঃখিত স্বরে বলে উঠল কায়লা।

পরদিন সকালে সাড়ে পাঁচটার কায়লা তাদের বেডরুমের দরজায় করাঘাত শুরু করল। কি-হোল দিয়ে চিৎকার জুড়ে দিল।

'কাম অন অলসেরা। ব্রেকফাস্টের আগে আমি তোমাদেরকে রাইডে নিয়ে যাব। বিশ মিনিটের মাঝে আস্তাবলে এসো। দেরি করবে না।'

বিশাল বড় বিছানার ওপর উঠে বসে গোঙাতে লাগল হ্যাজেল। মাথা নেড়ে মুখের ওপর থেকে চুল সরালো।

BanglaBook.org

'এই শয়তান মেয়েটা! তুমি তাকে লেকে নিয়ে ডুবিয়ে দিতে পারো না?'

'তোর পাশে গড়িয়ে সোজা হলো হেক্টর। আড়মোড়া ভেঙে চোখ থেকে ঘুম তাড়াল। এটা বেশি সহজ একটা মৃত্যু হয়ে গেল, যে দুর্বৃত্ত কিনা পিতৃ ভূমির শান্তি ভঙ্গ করেছে। কায়লা ইতিমধ্যে তার সোনালি পালামিনো স্ট্যালিয়নের ওপর চড়ে বসেছে। চল্লিশ মিনিট পর হ্যাজেল আর হেক্টর এলো। প্রধান প্যাডকের কাছে দৌড়ঝাঁপ করছে ঘোড়া। এত বিশাল জন্তুর পিঠে ওকে ছোট্ট দেখালেও চমৎকারভাবে তাল সামলাচ্ছে কায়লা। চেহারাতে ফুটে আছে অনিন্দ্য কমনীয়তা। গালে রং লেগেছে। চাবুক ধরা হাত দ্রুত আর শক্ত। শরীর আবার তার পূর্ণতা ফিরে পেয়েছে।

'ও পুরোপুরি বদলে গেছে।' ফিসফিস করল হেক্টর। তাকিয়ে দেখো হ্যাজেল, এভাবেই সে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

আমি বুঝতে পারছি যে আমি এত দিন অন্ধ হয়ে ছিলাম। প্রথমবারের মতো তোমার চোখ দিয়ে ওকে দেখছি আমি। আস্তে করে বলল হ্যাজেল। 'ওর জন্য কী ভালো তা নিয়ে আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। আমি তাকে এমন ছাচে ঠেলে দিয়েছি যেটা ওর সাথে খাপ খায় না।' এই সময়ে কায়লা ওদের দুজনকে দেখতে পেল।

'ওহ্, যাক শেষ পর্যন্ত বিছানা থেকে নামলে তোমরা।' ডেকে উঠল তাদেরকে। 'ডিকি তোমাদের ঘোড়ায় লাগাম দিয়েছে। চলো!' একসাথে লেকের পাশে ঘুরে বেড়ালো তারা। কায়লা হেক্টরকে জানাল, 'ঘোড়ার পিঠে ভালোভাবেই বসেছো তুমি। কিন্তু ট্রাউট ধরার মতো ভালো না। কোথায় শিখেছো এগুলো?'

'আমি কেনিয়াতে ক্যাটেল র‍্যাঞ্চে বড় হয়েছি। ঘোড়ার পিঠে চড়ে সব কাজ করতাম। আমরা আর পর্বতে ট্রাউন্ট স্টিম ছিল।'

বনের রাস্তা দিয়ে ফিরে এলো তারা। ভয় পেয়ে পর্বতে দৌড়ে পালালো বিশাল ষাঁড়।

'হেক আমি তোমাকে ড্যাডির কাছে নিয়ে যাচ্ছি।' কায়লা ডেকে বলল তাকে। মা নিষেধ করার আগেই খাড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করল সবাইকে নিয়ে। হঠাৎ করেই বন ছেড়ে বের হয়ে এলো তারা। পর্বতের একেবারে ওপরে তাদের সামনে উঠে গেছে স্মৃতিস্তম্ভ।

মার্বেল দেয়ালে প্রতিফলিত হচ্ছে প্রথম সূর্য কিরণ। আকাশ থেকে যতটা বড় মনে হয়েছে তার চেয়ে ছোট। কিন্তু এর অভিজাত ধারগুলো এটিকে বিশালত্ব আর মহিমা দান করেছে। লম্বা জোড়া দরজার সামনে বৃদ্ধ রুপালি চুলের কৃষ্ণাঙ্গ অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। এগিয়ে এসে হ্যাজেল আর কায়লাকে স্যালুট করে ঘোড়ার মাথা ধরে রাখল। নেমে এলো মা-মেয়ে।

BanglaBook.org

'ও টম। পারিবারিক সাহসী জোয়ান।' হ্যাজেল জানাল হেক্টরকে। হেনরির শফার ছিল আর এখন ওর সমাধিরক্ষক। দেখো কত চমৎকারভাবে সবকিছু রেখেছে ও।

প্রশংসায় নুইয়ে পড়ে দরজা খুলে দিল টম। কায়লা উভয়ের হাত ধরে ভেতরের হলে নিয়ে গেল। মেঝেতে চেক সাদা কালো মার্বেল স্ল্যাব। মাঝখানে মার্বেলের প্লাটফর্ম উঠে গেছে। এর ওপরে বিশাল লাল গ্রানাইটের সমাধি। একনজর দেখেই হেক্টর বুঝতে পারল এটা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সমাধির অনুকরণে তৈরি। প্যারিসের সে ইনভ্যালিদেতে রাখা আছে। হ্যাজেল সামনে এগিয়ে গিয়ে, সমাধিখণ্ডের সামনে টমের রেখে দেয়া নীল ভেলভেট কুশনে হাঁটু গাঁড়লো। নিঃশব্দে মাথা নত করল। কায়লা আর হেক্টর দরজার ভেতরে অপেক্ষা করল যতক্ষণ না আবার মাথা তুলে দাঁড়াল হ্যাজেল। এরপর কায়লা দৌড়ে সামনে গিয়ে সমাধিখণ্ডের ঢাকনার ওপর হাত বাড়িয়ে উপুড় হলো। পালিশ করা গ্রানাইটের ওপর কিস্ করল।

'হ্যালো ড্যাডি। আমি তোমাকে অনেক মিস্ করছি।' এরপর ওঠে সমাধি খণ্ডের ওপর পা ক্রস করে সে হেক্টরকে কাছে ডাকল। 'ড্যাডি তোমার সাথে দেখা করানোর জন্য একজনকে নিয়ে এসেছি আমি। ও হেক। এর কথাই তোমাকে বলেছিলাম যে আমার জীবন বাঁচিয়েছিল। আমি জানি তোমরা একে অন্যকে পছন্দ করবে। আমার বাবাকে হ্যালো বলো হেক্!' বিনা অস্বস্তিতে সামনে এগিয়ে গেল হেক্টর। মাথার কাছে হাত রেখে বলে উঠল।

'হ্যালো, হেনরি আমাদের আগেও দেখা হয়েছিল। তোমার মনে আছে নিশ্চয়। তুমি আমার কোম্পানি ক্রস বোকে সাইন করিয়েছিলে। আমি চেষ্টা করছি তোমার কন্যাদের দেখাশোনা করতে যেভাবে তুমি করতে।

'তুমি অনেক সুইট, হেক।'

সিরিয়াস ভঙ্গিতে জানাল কায়লা। 'ড্যাডি ঠিক এটাই জানতে চাইতো।'

প্রায় এক ঘণ্টার মতো সমাধিস্থানে রইল তারা। টম তাজা ফুল নিয়ে এলো। মেয়েরা সাহায্য করল সমাধিপ্রস্তরের পা আর মাথার কাছে রাখা রুপালি ভাসা ফুলের গুচ্ছ সাজিয়ে রাখতে।

অবশেষে কায়লা আর ওর মা হেনরি ব্যানককে বিদায় জানাল। কায়লা প্রমিজ করল শীঘ্রই আবার ফিরে আসবে। এরপর সামনে সিঁড়ি দিয়ে লনে নেমে এলো সবাই। মাথার ওপরে ছায়া দেখে তিনজনেই ওপর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল। খুব নিচু দিয়ে উড়ে গেল নীল রঙের হাঁস। পাখা দিয়ে মসৃণভাবে বাতাসে ঝাপটা দেয়ার সময় শিস বেজে উঠল যেন। একবার ডেকে উঠল পাখিটা। কায়লা নেচে ওঠে হাত নাড়ল। 'এটা ড্যাডি! সে তোমাকে

BanglaBook.org

পছন্দ করেছে। সে তোমাকে আমাদের পরিবারে সম্ভাষণ জানাতে এসেছে।' পাখিটা দূরে মেঘের আড়ালে হারিয়ে যেতেই হ্যাজেল ব্যাখ্যা করল।

'হেনরির পারিবারিক ডাকনাম হাঁস। বিশ বছর ধরে ও টেক্সাস হাঁস শিকার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিল। তাই দেখতেই পাচ্ছো, এ কারণেই কায়লা একথা বলেছে।' 'আমারও কেন যেন মনে হচ্ছে ও ঠিকই বলেছে; পাখিটা হয়তো হেনরির ছায়া হয়েই আমাদেরকে দেখতে এসেছে।' সবাই গিয়ে লনে রাখা পাথরের বেঞ্চিতে বসে লেক আর বাসার দিকে তাকিয়ে রইল। চুপচাপ বসে একমনে সবাই সবার অভিজ্ঞতা ভাবতে লাগল। অবশেষে নীরবতা ভাঙলো কায়লা।

'মাম্মি, হয়তো এটা ঠিক সময় নয় তোমার সাথে এটা আলোচনা করার জন্য। কিন্তু আমার মনে হয় না সঠিক সময় কখনো সেভাবে আসবে। তাই আমি শুধু এটা বলে দিতে চাই আর আশা করি ভালোই হবে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'আমি বূ আর্টসে ফিরে যাবো না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কখনোই ভালো করতে পারিনি আর পছন্দও করি না তাই না?' বলতে লাগল, 'আর যা হয়েছে তারপর আমি প্যারিসকে ঘৃণা করি।' হেক্টর বুঝতে পারল হ্যাজেল অসন্তুষ্ট হচ্ছে। আস্তে করে ওর হাতে চাপ দিল হেক্টর।

কিছুক্ষণ পরে হ্যাজেল চোখ তুলে মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'এটা তোমার জীবন বেবি। আমি জানি আমি অনধিকার চর্চা করেছি আর এজন্য আমি দুঃখিত। শুধু বলো তুমি কী করতে চাও। আমি যা পারি করব তোমাকে সাহায্য করার জন্য।'

'আমি ইতিমধ্যে কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটি কলেজ অব ভেটেরিনারি মেডিসিনে ভর্তি হয়েছি। পরবর্তীতে বড় প্রাণীদের ওপর স্পেশালাইজেশন করব।

'ঘোড়া?' জিজ্ঞেস করল হেক্টর।

'আর কিছু কি আছে এখানে?' হেসে ফেলল কায়লা। হ্যাজেল হাসিতে যোগ দিল না।

'তুমি ইতিমধ্যে ভর্তি হয়ে গেছ?' অবাক হলো হ্যাজেল। হেক্টর কখনো তাকে এতটা অবাক হতে দেখেনি। আবারো তার হাতে চাপ দেয়ায় মুখ বন্ধ করল হ্যাজেল। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো সে ভেঙে চুরে শেষ হয়ে যাবে। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে আলতোভাবে হাসল।

'ঠিক আছে ডার্লিং। যদি বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে তোমাকে নিয়ে থাকে তাহলে সোমবারে তোমার প্রথম কাজ হবে ডেনভার শহরে যাওয়া।'

'মাম্মি তুমি তো ডিলের সাথে দেখা করতে যাবে না। তাই না?'

BanglaBook.org

'অবশ্যই যাব।'

'কিন্তু এটা আমার জিনিস। আমি আর ছোট্ট বাচ্চা নই। হয়তো জীবনে প্রথমবারের মতো আমি যা চাই তা করলাম। তুমি বুঝতে পারছো না?' দুই নারী তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। হেক্টর তাকিয়ে দেখল যে কোনো ধরনের বিস্ফোরণ ঘটতে যাচ্ছে। আস্তে করে কাশি দিল হেক্টর বাকি দুজনে তাকাল ওর দিকে।

'ওকে বোঝাও হেক্। ও বুঝতে পারছে না।' জানাল কায়লা। 'অবশ্যই সে বুঝতে পারছে, কে। তোমার মা হচ্ছে আমি যতদূর জানি নারী ও পুরুষদের মাঝে সবচেয়ে সংবেদনশীল। সে জানে তুমি যা করছো তা কী, সে তার এই বয়সেও একই কাজ করেছিল। যেমনটি তুমি করতে চাও। সেও একসময় নিজের সব পেছনে ফেলে এসেছিল স্বপ্ন সত্যি করতে। সে জানে কে। বিশ্বাস করো, সে জানে। বোঝা গেল দুজন নারীই শান্ত হয়েছে। হেক্টর দুজনকে ছেড়ে দিল কিছুক্ষণ এটা নিয়ে ভাবতে।

তুমিই সিদ্ধান্ত নেবে, কে। বলে চলল হেক্টর। 'তুমি পুরোপুরি ঠিক বলেছ। তুমি তো এখন আর বাচ্চা নও। তোমার মাও এটা জানে সে শুধু তোমাকে সাহায্য করতে চাইছে। তুমি এত নিষ্ঠুর হতে পারো না যে ওকে পুরোপুরি জীবন থেকে তাড়িয়ে দিলে। তাই না?' কায়লা পুরোপুরি বিমর্ষ হয়ে গেল। লাফ দিয়ে নেমে হ্যাজেলের কাছে গেল।

'আমার ডার্লিং মা, আমি তো এমনটা চাইনি।' ফোঁপাতে শুরু করল সে। এটা আমার প্রতি অবিচার হবে। তুমি সবসময় আমার জীবনের কেন্দ্রেই থাকবে।'

'থ্যাংক ইউ আমার ডার্লিং।' হ্যাজেল চোখ মুখে মেয়েকে জড়িয়ে ধরল। উভয়েই ফোঁপাচ্ছে।

যাক! নিজেকে জানাল হেক্টর। হাসি চাপার চেষ্টা করল। অবশেষে 'মা আর মেয়েকে ছোট্ট ভাববে না। আমার মনে হয় একটা নতুন সূচনা হলো।'

মা-মেয়ে হেক্টরের উপস্থিতি ভুলে গেল। দাঁড়িয়ে সামনে হেঁটে গেল হেক্টর। নিচে ঘোড়াগুলো যেখানে বেঁধে রাখা হয়েছে, সেদিকে এগিয়ে গেল। হেক্টর স্ট্যালিয়নের গায়ে হেলান দিয়ে গলায় আদর করতে লাগল। মনে হলো ঘোড়াটা তাকে পছন্দ করেছে। আধা ঘণ্টা পরে রজনীদ্বয় নিচে নেমে এলো। হাত ধরাধরি করে হাঁটছিল দুজনে।

'আমরা সবাই সোমবার সকালে আমার নতুন কলেজে ঘুরতে যাব আর আমার ডিনের সাথে দেখা করব।' আনন্দ চিৎকার করে উঠল কায়লা। 'তুমি ও যাবে হেক।' নিজের ঘোড়ায় চেপে লাগাম টেনে ধরল কায়লা। বনের পথে চলে গেল। কাউবয়দের মতো উত্তেজনার চিৎকার জুড়ে দিয়েছে।

BanglaBook.org

হ্যাজেল হেক্টরের দিকে এগিয়ে এলো। আস্তে করে জানাল।

'তুমি একটা যাচ্ছেতাই রকমের জিনিয়াস। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে যে এ ব্যাপারে তুমি জানতে।'

'আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আমার একটা ইঙ্গিত ছিল। হেক্টর জানাতেই কিস করল হ্যাজেল।

নতুন বছরের প্রথম সেমিস্টারের শুরুতে ডেনভারের ভেট স্কুলে যাওয়া শুরু করল কায়লা। হেক্টর ব্যানক অয়েলে নিজের পদ হ্যাজেলের ভাইস প্রেসিডেন্টের জায়গা নিল। প্রথম দিকে কোম্পানির বিষয়ে সক্রিয় কোনো অংশগ্রহণ ছিল না তার। তার বদলে শুধু তাকিয়ে থাকত আর শুনত ; বেশির ভাগ দিন মধ্যরাত পর্যন্ত হ্যাজেলের সাথে বসে গত পাঁচ বছরে কোম্পানির ইতিহাস থেকে গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য আহরণ করত হেক্টর। হ্যাজেলও ধীরে ধীরে হেক্টরের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে লাগল কোথায় সে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর কোথায় তার ভুল হয়েছে। হ্যাজেল বুঝতে শুরু করল যে এত বছর একা থাকার পর কোনো উপদেষ্টা ছাড়া কেমন সব সমস্যায় পড়েছে সে। নিজের একাকী এ যুদ্ধযাত্রায় হতবিহ্বল ছিল সে। এখন উপলব্ধি করতে পারল যে এমন একজনকে পেয়েছে—যাকে সে বিশ্বাস করতে পারে। মনে হলো বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে তার মাঝে। আর কখনোই জেগে উঠে ভাববে না যে সামনের দিনটা কত বোরিং আর ভয়ংকর। আবারো দ্বন্দ্ব আর চ্যালেঞ্জ নেওয়ার মানসিকতা ফিরে এলো ওর মাঝে। পুরোপুরি উজ্জীবিত হয়ে উঠল সে।

'মনে হচ্ছে অসি ওপেনের শেষ সেট, যেদিন আমি টাইটেল পেয়েছিলাম। মাই গড্ আবারো মজা শুরু হবে।' হ্যাজেলকে জীবনের আনন্দ ফিরিয়ে দিতে অবশেষে তৈরি হলো হেক্টর—ওর পাশে থেকে কাজ করার জন্য। মাসখানেক ধরে বোর্ড রুমের টেবিলে এতটাই চুপচাপ থাকত হেক্টর যে অন্য ডিরেক্টররা ওর অস্তিত্ব প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু এখন সে আবার কথা বলা শুরু করল। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পর সবাই হেক্টরের কথা শোনা শুরু করল।

'তোমার এই সহযাত্রীর নাক আর অনুভূতি দুটোই আছে।' শ্রদ্ধাভরে জানাল জন বিজলো। 'এই বয়সে হেনরি এমনটাই ছিল।'

কিছুদিন ধরে ব্যানক অয়েলের ব্যবসা পিছিয়ে পড়লেও আবার ঊর্ধ্বগতি ফিরে পেল। শুধু তেলের মূল্য বৃদ্ধির জন্যই যে এমনটা হয়েছে তা নয়।

BanglaBook.org

হেক্টর আবু জারাতে গিয়ে আমিরের সাথে আলোচনা চালাল পাঁচ দিন। অবশেষে আমিরাতে পুরো উপকূলের অফ্ শোর ড্রিলিং অধিকার পেল। প্রথম উৎপাদনযোগ্য গ্যাস এলো এগারো মাস পরে। অসম্ভব সফলতা এলো। হ্যাজেল আর হেক্টর একত্রে আবু জারাতে গেল নতুন কূপ উদ্বোধন করতে। প্যাডি ও কুইন বার্ট সিম্পসন আর আরো ডজনখানেক ব্যানক অয়েল সিনিয়র কর্মচারীরা এয়ার স্ট্রিপে এলো ওদেরকে স্বাগত জানাতে। হ্যাজেল আর হেক্টর দুজনেই প্যাডিকে জড়িয়ে ধরে সম্ভাষণের উত্তর দিল। বাকিদের সাথে করমর্দন করল। এরপর চারপাশে তাকাল হেক্টর।

'তারিক কোথায়?' জানতে চাইলে অদ্ভুত ভঙ্গি করল প্যাডি। কয়েক দিনের মাঝেই ফিরে আসবে ও।' প্যাডির কণ্ঠে এমন কিছু একটা ছিল যে সতর্ক হয়ে উঠল হেক্টর।

'কি?' আবারো জানতে চাইল হেক্টর।

'পরে!' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল প্যাডি। অয়েল টার্মিনাল বিল্ডিংয়ে যাওয়ার আগে আর কথা বলার সুযোগ পেল না দুজনে। গাড়ি থেকে নামতে হাত ধরে হ্যাজেলকে সাহায্য করল হেক্টর। একই সাথে প্যাডির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে প্যাডি এখন বলো তারিকের কী হয়েছে।' একসাথে শুধু তারা তিনজনে দাঁড়িয়ে আছে। হামভি ট্রাক দিয়ে অন্যদের থেকে আলাদা কিন্তু তারপরও গলা খাদে নামিয়ে জানাল প্যাডি।

তারিক অ্যাশ-আলমানে গেছে তার স্ত্রী ডালিয়া আর ওর সন্তানকে কবর দিতে! হ্যাজেল আর হেক্টর দু'জনেই হা করে তাকিয়ে রইল। নীরবতা ভাঙল হ্যাজেল।

'ডালিয়া? মারা গেছে?'

চিৎকার করে উঠল হ্যাজেল। 'না! আমি এটা বিশ্বাস করি না।'

'ওদের ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। আগুনে পুড়ে মারা গেছে ডালিয়া আর বাচ্চা। অনেক রাতে এমনটা হয়েছে, তাই তারা পালাতেও পারেনি।'

'বাচ্চা?' মাথা নাড়ল হ্যাজেল। ডালিয়া তারিককে বিয়ে করেছিল? তাদের বাচ্চা হয়েছে?

মাথা নাড়ল প্যাডি। ছেলে ছয় মাস আগে হয়েছে।

'আমি জানতাম না।' আস্তে করে জানাল হেক্টর।

'তারিক আমাকে বলেছে সে তোমাকে চিঠি লিখেছে।'

'তাহলে আমি চিঠি পাইনি। আমি জানতেই পারিনি।' প্যাডি তাকে এতটা দুঃখিত আর কখনো দেখেনি। তার পাশে নিঃশব্দে কাঁদছে হ্যাজেল।

BanglaBook.org

‘ওহ্ গড!’ বিড়বিড় করল হ্যাজেল, ডালিয়া আর ওর সন্তান মারা গেছে। ওহ্ গড্। এটা অনেক নিষ্ঠুরতা হয়েছে। হেক্টর ওকে ধরে টার্মিনালে নিয়ে গেল।

পরের দিন সকাল বেলাতেও টার্মিনাল কন্ট্রোল সেন্টারে হাঁটার সময় দেখা গেল হ্যাজেলের চোখ লাল হয়ে আছে। হেক্টর নিজেও বেশ বিমর্ষ। লম্বা সিস্টেম কন্ট্রোল টেবিলের কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে থেকে উঠে দাঁড়াল প্যাডি আর বার্ট সিম্পসন।

‘তারিক এসেছে।’ প্যাডি বলে উঠল। ‘ও শুনেছে যে তোমরা এসেছো। আজ সকালেই অ্যাশ-আলমান থেকে ফিরে এসেছে ও।’ ‘ওকে ভেতরে ডাকো।’ জানাল হেক্টর। ইন্টারকমে গিয়ে আদেশ দিল প্যাডি। কয়েক মুহূর্তের মাঝে দরজায় আলতো টোকা শোনা গেল।

‘ভেতরে আসো!’ আবেগআপ্লুত কণ্ঠে কর্কশ শোনাল স্বর। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে তারিক। ঠাণ্ডা অনুভূতিশূন্য দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল হেক্টর :

‘এটা অনেক শক্ত, বন্ধু।’ এখনো কর্কশ হয়ে আছে হেক্টরের গলা।

‘হ্যাঁ, এটা অনেক শক্ত।’ একমত হলো তারিক। একে অন্যের কাছ থেকে পিছিয়ে দাঁড়াল দুজনে। অস্বস্তিতে পড়ে কেউ কথা খুঁজে পাচ্ছে না। হ্যাজেল এগিয়ে গিয়ে তারিকের ডান কাঁধে হাত রাখল।

‘আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারছি তোমার অবস্থা। ডালিয়া নারী হিসেবে অসাধারণ ছিল। আমি তার কাছে অনেক ঋণী।’

‘হ্যাঁ।’ নম্রভাবে জানাল তারিক। ‘সে স্ত্রী হিসেবে ভালো ছিল।’

‘আর তোমার ছেলে?’

‘ও অনেক ভালো ছিল।’

‘কেমন করে এমন ভয়ংকর ঘটনা ঘটলো?’ জানতে চাইল হ্যাজেল।

‘আপনার, ওর বন্ধু ছিলেন।’ শূন্যভাবে জানাল তারিক। ‘চলুন হাঁটতে হাঁটতে ওকে স্মরণ করি।’ এটা যতটুকু জানা দরকার, জাতীয় পরিস্থিতি। নিজেকে বোঝালো হেক্টর। তারিক নিজের খুব কাছে রেখেছে এ ব্যাপারটা হ্যাজেলের হাত ধরে নম্রভাবে জানাল হেক্টর। ‘আমরা তোমার সাথে হাঁটতে পারলে সম্মানিত বোধ করব তারিক।’ উজ্জ্বল গাল্ফ সূর্যের আলোয় নেমে এলো তারা। আকাশে একফোঁটা মেঘ নেই। জলের মাঝে পরিষ্কার ছায়া পড়েছে। দুঃখের তুলনায় বড়ো বেশি চমকাচ্ছে। দু’জন পুরুষের মাঝে হ্যাজেল নিঃশব্দে বালু তীরে হেঁটে বেড়াতে লাগল। আর ধরে রাখতে পারল না নিজেকে।

BanglaBook.org

'প্যাডি বলেছে যে তোমার ঘরে আগুন লেগেছিল?' প্রশ্নের সুরে জানাল হ্যাজেল।

'হ্যাঁ মিসেস ব্যানক। আগুন।' আবারো চুপ করে গেল তারিক। বাকিরা দেখল রাগ আর কান্নায় চকচক করে উঠল ওর চোখ জোড়া। আমি তাদেরকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম। অপরিচিত একটা গ্রামে বাসা নিয়েছিলাম— যেখানে আমাদেরকে কেউ চেনে না। আমি অন্য নাম নিয়েছিলাম। আমি যখন থাকি না তখন ডালিয়ার ভাই ওদের দেখাশোনা করত। ওর ভাইও একা সাথে মারা গেছে।'

'তাহলে এটা দুর্ঘটনা নয়?' জানতে চাইল হ্যাজেল।

'না, দুর্ঘটনা নয়।' নিশ্চিত করল তারিক। হেকটরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। 'আপনি জানেন কে করেছে এটা।'

মাথা নাড়ল হেক্টর। 'আমি জানি।' সোজা সাপটা উত্তর দিল হেক্টর। হ্যাজেল তাকাতে উত্তরটা বুঝতে পারল সে ও।

'এটা উথম্যান ওয়াদ্দার কাজ।' ফিসফিস করল হ্যাজেল। পশুটা আবার থাবা বসিয়েছে। তাই না? মাথা নাড়াল হেক্টর। 'কিন্তু তুমি কিভাবে জানো?' জিজ্ঞেস করল হ্যাজেল।

'মিসেস ব্যানক, হেক্টর ওর হৃদয় জানে, মাথা দিয়ে নয়। যেমনটা আমিও জানি।' ব্যাখ্যা করল তারিক। 'তিনি এবং আমি উথম্যানকে এমনভাবে চিনি যেমন ভাই বা জন্মশত্রুকে কেউ চেনে।'

'তুমি জানো উথম্যান এখন কোথায়?' হেক্টর প্রশ্ন করল। 'হ্যাঁ সে শেখ আদম টিপ্পো টিপের সাথে মরুদ্যানের আশ্চর্যতে দুর্গে।'

'তুমি নিশ্চিত?' হেক্টর আবারো প্রশ্ন করল। তারিক হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল।

'আমার স্ত্রী ও সন্তান আর ভাইয়ের সমাধি দেয়ার পর তিন দিনের শোক শেষে আমি ভিখারির ছদ্মবেশে আবারো গণডাঙ্গা বেতে গিয়েছিলাম। হত্যাকারীকে খুঁজতে। দুর্গে পৌঁছাতে পারিনি। অনেক কড়া পাহারা। কিন্তু বারো দিন ধরে গণডাঙা বেতে অপেক্ষা করেছিলাম। অনেক কিছুই দেখেছি। নতুন বড় অ্যাটাক বোট দেখেছি। যেটা দাদার মৃত্যুর পর শেখ আদম তৈরি করাচ্ছে, তার চাচা কামাল এর প্রধান। এছাড়াও ওদের আটককৃত জাহাজ দেখেছি নোঙর করা। আমি শুনেছি মানুষ উথম্যান ওয়াদ্দার কথা বলাবলি করছে। আমি এও শুনেছি যে সে আদমের ডান হাতে পরিণত হয়েছে আর প্রভুর ওপর অনেক প্রভাবও খাটায়।'

'তুমি তাদের স্বচক্ষে দেখেছো, তারিক?' নম্রস্বরে জানতে চাইল হেক্টর।

BanglaBook.org

'আমি তাদের দুজনকেই দেখেছি। দ্বাদশ দিনে অনেক দলবল সাথে নিয়ে গণডঙ্গা বেতে এসেছিল তারা। আদমের এখন অনেক ক্ষমতা। উথম্যান তার জেনারেল। আমি কাছে পৌঁছাতে পারিনি। চারপাশে সশস্ত্র লোক ছিল আর তারা সাবধানীও ছিল। হয়তো বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমার সময়ও আসবে।' সহজ ভাবেই শেষ করল তারিক।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল। তারপর আবার হ্যাজেল জানতে চাইল, 'তুমি এখন কী করবে তারিক?'

'এটা ছুরির কাজ।' উত্তর দিল তারিক ,'রক্ত রক্তই চায়। এটা সম্মানের ঋণ। আমার স্ত্রী আর পুত্র সমাধি কষ্ট পাচ্ছে। আমার তাদেরকে শান্তি দিতে হবে।'

'তুমি কি এটা করবেই, তারিক? আমরা ডালিয়াকে হারিয়েছি, তোমাকেও ঝুঁকিতে ফেলব।'

'তাকে বোঝান, হেক্টর প্রিজ।'

'এ ব্যাপারে আর কোন অপশন নেই।' হেক্টর জানাল হ্যাজেলকে। দায়িত্ব আর সম্মান তার কাছে যা দাবি—ও সেটা করবেই।' তারিকের দিকে ফিরল হেক্টর।' 'এগিয়ে যাও বন্ধু। যদি মনে হয় আমার দ্বারা কিছু হবে তাহলে তুমি জানো প্যাডি ও কুইনকে জানালেই হবে।'

'সময় লাগতে পারে...হয়তো বছর ও'। সতর্ক করে দিল তারিক।

'আমি জানি।' মাথা নাড়ল হেক্টর। 'তুমি ক্রস রো পে-রোলের মাঝে থাকবে। ফিরে এসো, কাজ শেষ হলে।'

'ধন্যবাদ, হেক্টর। ধন্যবাদ, মিসেস ব্যানক।' তারিক হেক্টরকে আলিঙ্গন করে হ্যাজেলের দিকে তাকিয়ে মাথা নোয়াল শ্রদ্ধা ভরে। এরপর ঘুরেই পাইপলাইন ধরে এয়ার ফিল্ডের দিকে চলে গেল। একবারও পেছন ফিরে তাকাল না।

কয়েক মাস ধরে নিজেদের মাঝে হ্যাজেল আর হেক্টর ওকে নিয়ে কথা বলল। কিন্তু তারিকের কাছ থেকে ডাক না আসায় ধীরে ধীরে ওর স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেল তাদের জৌলুস জীবনযাত্রার মাঝে। তাকে ভুলল না কেউই। কিন্তু নিত্যদিনের ধুলো জমতে লাগল। হ্যাজেল এক সন্ধ্যায় সুন্দরভাবে আবার কথা উঠালো। সিডি-এল-রাজিগে তারিক হাকীমের সাথে শেষ দেখা হওয়ার পর পুরো এক বছর কেটে গেছে। র‍্যাঞ্চে তাদের সাথে ইস্টার উইকেন্ড কাটিয়ে সোমবারে ভেট্ স্কুলে ফিরে গেছে কায়লা। ঘুমাতে যাওয়ার আগে শ্যাম্পেন পান করছে দুজনে। হ্যাজেল নিজের গ্লাস উঁচু করল।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে কায়লা এখন নিরাপদে এখানে—আমেরিকাতে আছে। আর ওই সব ভয় বহু দূরে আর অতীতে চলে গেছে।'

BanglaBook.org

হেক্টরের পীড়াপীড়িতে ব্যানক ম্যানেজমেন্ট বিকল্প শক্তি উত্তোলনে তোড়জোড় শুরু করেছে। হেক্টর পাঁচটা পেটেন্ট অর্জন করেছে তরুণ ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্ধনদের কাছ থেকে, যা সম্পর্কে কেউ কখনো শোনেনি। বায়ু শক্তির ক্ষেত্রে এই পেটেন্ট এতটাই সস্তা আর কার্যকর হবে যে শেল্ আর এক্সন কার্যক্রমের শেয়ারের জন্য বিড্ করছে। হেক্টর বোর্ডে আসার পর দ্বিতীয় আর্থিক বছরের শেষে ব্যানক নিজের ডিভিডেন্ডে সাড়ে সাত শতাংশ বৃদ্ধি ঘোষণা করেছে। শেয়ারমূল্য যেটা কয়েক বছর যাবৎ শামুক গতিতে ছিল সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫৫ ডলার পর্যন্ত।

এর সাথে হ্যাজেল আর হেক্টর উভয়ের জন্য ভেট্ স্কুলের রেজাল্টে দেখা গেল কায়লা ক্লাসে ছত্রিশ জনের মাঝে তৃতীয় হয়েছে। থেলমা হেন্ডারসন। কায়লার সাইক্রিয়টিস্ট ঘোষণা করল যে, সে পুরোপুরি সুস্থ। খানিকটা ওজনও বেড়েছে আর স্বাস্থ্যকর তরুণ রক্তে ত্বকে উজ্জ্বলতা এসেছে। হ্যাজেল এখন পরিপূর্ণভাবে সুখী।

আরো একটা বছর কেটে গেল। থ্যাংকস্ গিভিং চলে এলো। কায়লাও ডেনভার ছেড়ে হিউস্টনে সবার সাথে উদ্‌যাপন করতে এসেছে। একজন অতিথি নিয়ে এসেছে সাথে করে। কলোরাডো ইউনিভার্সিটি অব মেডিসিনের শেষ বর্ষের ছাত্র সাইমন কুপার। উৎসবের সময় তার পাশে বসল কায়লা চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি। হ্যাজেল সাবধান করতে চাইল।

'ছেলেটার বাবা লোহার ব্যবসা করে।' ভয়ে ভয়ে বলল হেক্টরকে।

'তুমি অদ্ভুত ডার্লিং।' হেসে ফেলল হেকট্‌র। সত্যিকারে বলতে গেলে ভদ্রলোক একশত্রিশটির বেশি বিশাল হার্ডওয়্যার স্টোরের মালিক আর পরিচালক। তুলনা করতে গেলে আমি কপর্দকহীন।

খবরদার কারো সাথে কখনো নিজের তুলনা করবে না।

'এটা কায়লার পছন্দ। যদি তুমি বিরোধিতা করো তাহলে ওর মনোবল ভেঙে যাবে। তুমি ইতিমধ্যে এটা জানো। তাই না।'

কায়লা হেক্টরকে সন্ধ্যা বেলা বারবিকিউ করতে সাহায্য করছে। তাই সাইমনকে বলল আরো এক ব্যাগ কয়লা নিয়ে আসতে। সাইমন চলে যেতেই জানতে চাইল হেক্টর।

'তুমি যে লেসবিয়ান হতে প্রস্তাব দিয়েছিলে তার কী হলো? কোনো উন্নতি হয়েছে?'

'ওহ এটা!' হালকাভাবে বলল কায়লা, 'আমি তোমার কাছ থেকে কোনো উৎসাহ পাইনি। তাই এ বিষয়ে আর এগোইনি।' কয়লা থেকে আরেকটা চরকা

BanglaBook.org

কাঁটা চামচে গাঁথল কায়লা। সার্ভিং প্লেটে রেখে হেক্টরের দিকে না তাকিয়েই জানতে চাইল।

'আমি দেখেছি তুমি আর সাইমন কথা বলছিলে। তোমার কী মত ওর সম্পর্কে?'

'আমার কাছে মনে হয়েছে সাইমন কুপার একটা কিপার। আমার মনে হয় তাকে লেকে ছুড়ে মারার আগে তুমি দুবার ভাববে।'

'আই লাভ ইউ হেক। তুমি এত ভালো চরিত্র সম্পর্কে বিচার করতে পারো। কিন্তু আমার মা কী ভাববে তাকে নিয়ে?'

'তুমি তাকেই জিজ্ঞেস করো, আমাকে নয়।' মাথা নাড়ল কায়লা। সেই মুহূর্তে কয়লা নিয়ে ফিরে এলো সাইমন। কায়লা চপের প্লেট তুলে নিয়ে রান্নাঘরে ফিরে গেল। মেয়েরা না আসা পর্যন্ত হাসি খুশিভাবে গল্প করতে লাগল হেক্টর আর সাইমন। হেক্টর জেনে গেল সাইমনের বয়স ছাব্বিশ; সে শুধু দেখতে সুন্দর বা পছন্দনীয় নয়, বুদ্ধিমান এবং মেডিসিন ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে সমান আগ্রহ আছে জ্যাজ মিউজিক আর ইতিহাস থেকে শুরু করে ফুটবল, ফ্লাই-ফিশিং আর পলিটিকস। হ্যাজেল আর কায়লা অবশেষে মুখরোচক সব খাবার নিয়ে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এলো। কায়লা মায়ের চেয়ে কয়েক কদম পিছিয়ে আছে। হেক্টর চট করে ওর দিকে তাকাল চোখ, টিপলো কায়লা।

পরের দিন সকালে ছুটির বাকি সময়টা নিজের পরিবারের সাথে কাটাবার জন্য চলে গেল সাইমন। হ্যাজেল বাড়ির কাজের লোকদের ছুটি দিল। আবার শুধু তারা তিনজন। পুরো দিন ধরে কায়লা দুষ্টুমি আর উচ্ছ্বাসে মেতে রইল। একসাথে টেলিভিশনে ফুটবল খেলা দেখল সকলে। কায়লা উঠে রান্নাঘর থেকে গরম গরম মাখন দেয়া পাকর্ণ নিয়ে এলো। নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে খেল সবাই। মেয়েরা টেক্সাস লংহর্নের জন্য চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে ফেলল। হেক্টর এমন ভাব করল যেন খেলার কিছুই বোঝে না।

'গুড লর্ড!' প্রতিবাদ করল হেক্টর লাল হেলমেন্টের এই বড় গরিলাটা চিটিং করছে। সে বল বাইরে সামনে মেরেছে। রেফারিও যেতে দিয়েছে। হাসি মুখে মেয়েরা তার দিকে ঘুরে তাকাল। হাসল হেক্টর।

'আমি যা বলতে পারি তা হলো এটা ক্রিকেট নয়, রাগবিও নয়।' পেছনে ফিরল হেক্টর। মেয়েরা উপলব্ধি করল হেক্টর তাদের পেয়ে বসেছে। কায়লা ঘুষি বসাল তার কাঁধে।

'এটা মোটেই মজার কিছু নয়!' শেষমেশ লংহর্ণ জিতে গেল। কায়লা হেক্টরকে ক্ষমা করে দিল। শান্তি এলো ফিরে।

BanglaBook.org

'তো এখন আমরা কী করব?' জানতে চাইল হ্যাজেল।

'আমি যা করতে চাই মা, তা হলো তোমার আর হেকের সাথে জরুরি বিষয়ে কথা বলতে চাই।' উত্তর দিল কায়লা। 'আমার মনে হয় এটাই ভালো সময়।'

'ঠিক আছে মনোযোগ দিচ্ছি আমরা।' সাবধানে বলল হ্যাজেল। হেক্টরের দিকে তাকাল কায়লা।

আপনি স্যার আমার মাকে স্কারলেট নারীতে পরিণত করেছেন। মানুষ কথা বলছে। আপনার মনে হয় না এখন তার সাথে ভদ্র ব্যবহার করা উচিত? অবাক হয়ে গেল হেক্টর। কায়লা বিপজ্জনক দিকে এগোচ্ছে। হেক্টর ভাবতে বসল কেমন করে আগ্নেয়গিরিব উদগিরণ থামানো যাবে আড়চোখে হ্যাজেলের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখল সে লজ্জায় গোলাপি হয়ে গেছে। এত সুন্দর দৃশ্য দেখে মুহূর্তের জন্য শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল হেক্টরের। হ্যাজেল হাসল।

'ধন্যবাদ, কায়লা তুমি আমার অবস্থা ঠিকঠাক বুঝতে পেরেছো।' দুজনেই আগ্রহ নিয়ে হেক্টরের দিকে তাকাল।

'ঠিক আছে? তো চলো এ ব্যাপারে ছেলে পক্ষের মত নেয়া যাক।' পরামর্শ দিল কায়লা। 'তোমার মানে এভাবে সবার সামনে?'

'আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে এখানে বাইরের কেউ নেই। আমরাই পরিবারের তিনজন।'

'তোমার মানে হাঁটু গাঁড়বো?' প্রথা মতো?

'দেখো সে কত চালাক কায়লা, ডার্লিং। সে জানে যে তাকে কী করতে হবে শুধু ছোট্ট একটা ধাক্কা।' হ্যাজেল আবারো হাসল। কিন্তু এখন আর লজ্জা পাচ্ছে না। হেক্টর উঠে দাঁড়িয়ে টিভি বন্ধ করে দিল। এরপর ডান হাতে সোনার আংটি নিয়ে বলল,

'এটা যেনতেন আংটি নয়।' ব্যাখ্যা করল হেক্টর। এটা আমার বাবার সিলমোহর দেয়া আংটি। এটাই আমার জন্য রেখে গেছেন তিনি। 'র‍্যাঞ্চ আমার ছোট ভাই পেয়েছে।' হাসল হেক্টর, 'টেডির সাহায্যে দরকার। আমার বাবা বলেছিল আমাকে। তোমার দরকার নেই। তুমি নিজেরটা ঠিক করে নেবে।' হাতের তালুতে নিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে আংটি ঘষে হ্যাজেলের দিকে তাকাল হেক্টর। 'একমাত্র তোমাকেই আমি আমার পুরো জীবনে সেই বৃদ্ধ লোকটার চেয়েও বেশি ভালোবেসেছি। তাই তুমি আমার কাছ থেকে ওর আংটিটা নিতে পারো।' এগিয়ে গিয়ে হ্যাজেলের সোফার সামনে হাঁটু গেঁড়ে নিচু হলো হেক্টর।

BanglaBook.org

'হ্যাজেল ব্যানক। তোমাকে আমি এত ভালোবাসি যে এর আগে কোনো পুরুষ কোনো নারীকে ভালোবাসেনি। তুমি আমার আত্মার আলো জ্বেলেছ।' হ্যাজেল নরম হয়ে গেল, চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'তুমি আমাকে বিয়ে করবে আর আমাদের আগত আনন্দময় বছরগুলোতে আমার পাশে থাকবে?

'অবশ্যই নির্দ্বিধায় আমি তাই করব!' উত্তর দিতেই হ্যাজেলের বাঁ হাতের তিন নম্বর আঙুলে ভারি আংটি পরিয়ে দিল হেক্টর। এটা পুরুষের আঙুলের মাপে তৈরি। তাই বেশ বিশাল। হ্যাজেলের আঙুলে ঢলঢল করতে লাগল আংটিটা।

'এটা এখনকার মতো কাজ চালাবার জন্য। আমি পরে তোমাকে সত্যিকারের এনগেজমেন্ট রিং কিনে দেব।' প্রমিজ করল হেক্টর। 'তুমি এমন কিছুই করবে না!' বুকের কাছে ধরল নিরাপদে হ্যাজেল, আংটিটাকে। 'এটা আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর রিং। আমি এটা পছন্দ করেছি! ভালোবেসেছি!'

'এখন তুমি তোমার বাগদাত্তাকে কিস্ করতে পারো।' নিমন্ত্রণ দিল কায়লা। হেক্টর এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল হ্যাজেলকে। কায়লা হেসে জানাল।

'এটা সহজ ছিল। কিন্তু যাক অবশেষে তোমাদের তাড়িয়ে খোয়াড়ে ঢুকিয়ে দরজা আটকে দিয়েছি আমি।'

'আমাদেরকে কেপটাউনে যেতে হবে, আমার মাকে জানাতে।' 'বলল হ্যাজেল। তুমি আমাদের সাথে আসবে কায়লা? 'যেহেতু তুমি আমাদের স্ব-ঘোষিত ঘটক।'

'ওহ্, মা, আমি স্কুলে একদিনও মিস করতে চাই না। আমি আগামী বছরের শেষে ফাইনালে সোফি উইলিয়ামস্‌কে হারাতে চাই। তুমি বিশ্বাস করবে না এই ছেলে আমার সাথে কেমন হিংসা করে।'

'কেমন করে বদলে যায় মানুষ। প্যারিসে থাকতে আর্ট স্কুল কামাই করার একটা সুযোগও ছাড়তে না তুমি। এমনকি এডিথ পিয়ার্কের জন্মদিনও ছিল একটা অজুহাত। যতটা আমার মনে আছে।' কায়লা এমনভাবে তাকাল যেন হ্যাজেল ইংরেজি না বলে মঙ্গোলিয়ান বলছে। তাড়াতাড়ি বদলে ফেলল বিষয়।

'নানি মাকে আমার লাভ্ দিও।' জানাল কায়লা।

নানি মা কেপটাউনের এয়ারপোর্ট থাভার সিঁড়িতে অপেক্ষা করছিল, গাল্ফ স্ট্রিম নেমে এলো। হ্যাজেল ব্যস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল মাকে জড়িয়ে ধরতে হেক্টর তাদেরকে দুই-এক মিনিট সময় দিয়ে টারমাকে নেমে এলো।

BanglaBook.org

'হেক্টর আমার মা গ্রেস নেলসন, মা ও–।

'আমি ভালোই জানি ওকে, হ্যাজেল।' বাধা দিল গ্রেস। হেক্টরের দিকে তাকাতেই দেখা গেল কায়লা আর হ্যাজেলের মতো নীল নয়নাকে।

'কেপটাউনে স্বাগতম মি. হেক্টর ক্রস।'

'তুমি কিভাবে জানো? কে বলেছে?' জানতে চাইল হ্যাজেল। এরপরই বুঝতে পারল। কায়লা! 'দেখা হলেই ওর ঘাড় ভাঙব আমি।'

'তুমি আমার নাতনির সাথে অন্যায় করছ। তোমার মনে রাখা উচিত আমি এখনো পুরোপুরি অথর্ব হয়ে যাইনি। আমি এখনো সেলেব্রিটি ম্যাগাজিনের কলাম পড়তে পারি। তুমি জানো নিশ্চয়ই আমি তাদের প্রায় সবগুলোই পড়ি। তুমি আর হেক্টর ক্রস বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তুলেছ ইয়াং লেডি। যাই হোক আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে এগুলো পড়ে যে তথ্য আমি পাইনি তা আমাকেই মেইল করেছে কায়লা। আমার নাতনির বেশ উঁচু ধারণা মি. ক্রস সম্পর্কে। আমি আশা করব এর মর্যাদা থাকবে।'

ষাটের শেষেও লম্বা স্লিম দেহ গ্রেস নেলসনের। এই তারুণ্যের পেছনে সৌন্দর্য তার পূর্ণতা পেয়েছে আভিজাত্যকে নিয়ে। দেহত্বক এখনো মসৃণ আর রেখাবিহীন। চুল বার্নিশ করা রুপালি। যাই হোক যে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়েছে হেকট্‌রের দিকে, যদিও ম্যানিকিউর করা, বয়সের খানিকটা ছাপ পড়েছে। হেক্টর হাত টেনে নিয়ে পেছনে চুমু খেল। হেক্টর নিচে নামার পর থেকে প্রথমবারের মতো হাসল ভদ্রমহিলা।

'মনে হচ্ছে আমার নাতনি অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক। তুমি সহবৎ জানো মি. ক্রস।'

'এটা মায়ের সর্বোচ্চ প্রশংসা।' প্রায় না শোনার মতোই জানাল হ্যাজেল।

'আপনি অনেক দয়ালু মিসেস নেলসন। আমি সম্মানিত বোধ করব যদি আপনি আমাকে হেক্টর নামে ডাকেন।' কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে আবারো হাসল গ্রেস।

'ওয়েল, দেখা যাচ্ছে তুমি আমার জামাতা হবে। আমি তাই মেনে নিলাম হেক্টর।'

গ্রেসের শফার তাদেরকে পর্বতের মাঝে দিয়ে মে-বাকের আঙ্গুর ক্ষেতে নিয়ে এলো। পথিমধ্যে ছবির মতো ফ্রান্সোক গ্রাম পেরিয়ে হটেনটট্ হল্যান্ডের উপত্যকা পার হয়ে এলো তারা। এরপর হোয়াইট ওয়াশ করা ডানকেড এসটেটের গেইটে ঢুকল। গ্রেসের জন্মস্থানের নামে নাম রাখা হয়েছে।

গেইটের মাঝে শত একর বিস্তৃত জমিতে নিচু মাচায় ছড়িয়ে আছে আঙ্গুর ক্ষেত। এগুলোই পেকে গিয়ে গাঢ় বেগুনি রঙের থোকা থোকা আঙ্গুর ফলে পরিণত হবে।

BanglaBook.org

'পিনো নয়ার?' হেক্টর জিজ্ঞেস করতেই গ্রেস প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়েই আবার মাথা নাড়াল।

'তো ইয়াং ম্যান তুমি তাহলে আঙ্গুর আর ওয়াইন সম্পর্কেও জানো?'

'হেক্টর জানার মতো যা কিছু আছে সবকিছুই জানে। মাঝে মাঝে মনে হয় ও পশ্চাদ্দেশে নিয়মিত ব্যথা।' ব্যাখ্যা করল হ্যাজেল।

'তোমার মুখ সামলাও, হ্যাজেল।' শাসন করল গ্রেস।

বাড়িটা হলো কেপ ডাচ্। ১৯১০ সালে হারবার্ট বেকায়-এর নকশা করেছিলেন। সামনের বারান্দায় গ্রেসের ছোট ভাই দাঁড়িয়ে আছে ওদের অভ্যর্থনার জন্য। ষাটের শুরু হলেও লম্বা ঋজু দেহ তার।

চওড়া কাঁধ, রোদে পড়া ত্বক আর সমান মেদহীন পেট দেখে বোঝা যাচ্ছে প্রিয় আঙ্গুর ক্ষেতে কতটা শারীরিক পরিশ্রম হয়।

হ্যাজেল তাদের পরিচয় করিয়ে দিল।

'আমার মায়ের ছোট ভাই আংকেল জন। আর ও হেক্টর। ডানকেড়ে ওয়াইন প্রস্তুত করে আংকেল জন।'

'ডানকেডে স্বাগতম হেক্টর। তোমার কথা আমরা অনেক শুনেছি।'

'আপনার সম্পর্কেও আমিও শুনেছি জন। বছরের পর বছর ধরে ওয়াইন বানিয়ে বত্রিশটি গোল্ড মেডেল পেয়েছেন আপনি। আর সাম্প্রতিক ক্যাবারনেট সভিগননের জন্য রবার্ট পার্কারের কাছ থেকে ৯৮ পয়েন্ট।'

'তুমি ওয়াইন পছন্দ করো?' সন্তুষ্ট চিত্তে জানতে চাইল জন।

'আমি ওয়াইন ভালোবাসি।' মহিলারা যদি তোমাকে ছাড়ে তাহলে হয়তো আমরা নিচে সেলারে গিয়ে খানিকটা চোখে দেখতে পারব।' হ্যাজেল মনে মনে খুশি হয়ে ভাবল যে যাক্ হেক্টর তার বিশেষ ব্রান্ডের উচ্ছ্বলতা দিয়ে পরিবারকে আপন করে নিয়েছে।

দ্বিতীয় দিনে গ্রেস হেক্টরকে তার সাইকাড বাগানে নিয়ে গেল। কিউ গার্ডেনসে রয়্যাল বোটানিক্যাল সোসাইটি এটিকে আফ্রিকার সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত কালেকশন হিসেবে ঘোষণা করেছে। দুজনে একসাথে অর্ধেক সন্ধ্যাই কাটিয়ে দিল এখানে। আর ডানকেড হাউসে ফিরে আসতে আসতে দৃঢ় বন্ধুত্বও স্থাপিত হয়ে গেল। হেক্টরকে অনুমতি দেয়া খ্রিস্টান নাম ধরে ডাকতে।

ভ্রমণের সে সন্ধ্যায় পুরো পরিবারের জন্য জনের ওয়াইন সেলারে ডিনার পরিবেশন করা হলো। বিশাল হাউসে যখন ফিরে এলো সবার চোখ তখন উজ্জ্বল, উষ্ণ গাল্ আর জিহ্বাতে লেগে আছে সুস্বাদু খাবারের স্বাদ। গ্রেস শুধু

BanglaBook.org

নিজের পায়ের খানিকটা টলছে। যাই হোক মাথা ধরায় তাড়াতাড়ি শুতে গেল। কিন্তু যাওয়ার আগে হেক্টরের দিয়ে গাল বাড়িয়ে দিল কিস্ করার জন্য। পরের দিন সকালে গ্রেস আর জন মিলে ওদেরকে থান্ডার সিটিতে নিয়ে এলো বিদায় জানাবার জন্যে।

'তুমি বিয়েতে আসবে তো মা? আর তুমিও আংকেল জন?'

'আমি প্রমিজ করছি হ্যাজেল, বাছা আমার, আমরা দুজনেই থাকব সেখানে।' উত্তর দিয়ে হেক্টরের দিকে দুগাল বাড়িয়ে দিল গ্রেস। জানাল 'আমাদের পরিবারে স্বাগতম, হেক্টর। অনেক দিন ধরে হ্যাজেলের প্রয়োজন ছিল তোমার মতো একজন মানুষ।'

'আমি ওর খেয়াল রাখবো গ্রেস।'

'ওকে ও তোমার খেয়াল রাখতে হবে। নয়তো আমার কাছ থেকে কথা শুনতে হবে।'

পহেলা জুনকে নিজের বিয়ের দিন হিসেবে ধার্য করল হ্যাজেল। অতিথি হিসেবে ঠিক করল ২,৪৬০ জনের তালিকা। হেক্টর আমন্ত্রণ দিল দুজনকে ছোট ভাই টেডি আর প্যাডি ও কুইন। টেডি আমন্ত্রণ নাকচ করে দিল। বাবা হেক্টরকে সবসময় বেশি ভালবাসতো ব্যাপারটা এখনো ভুলতে পারেনি সে। প্যাডি নিমন্ত্রণ গ্রহণের পাশাপাশি বেস্ট ম্যান হতেও রাজি হয়েছে। আংকেল জন নববধূকে নিয়ে বেদিতে এলো। কায়লা হলো ব্রাইড্সমেইড।

বিয়ের আসরে সামনের সারিতে বিশেষ ভেলভেট কুশনওয়ালা আর্মচেয়ার আনা হলো গ্রেস নেলসনের জন্য। এক বা দুগ্লাস লুইড রোয়েডারার ক্রিস্টাল শ্যাম্পেন পান করে খানিকটা টালমাটাল অবস্থা তার।

ব্যানক অয়েলের বোর্ড হ্যাজেলের গাল্ফস্ট্রিম জেটকে কর্মজীবন থেকে অবসর প্রদান করে নতুন বিবিজে এনেছে। বোয়িং বিজনেস জেট। এই নন্ কনফিগারড্ বোয়িং ৭৩৭ লস্ অ্যাঞ্জেলেস থেকে প্যারিস পর্যন্ত নন স্টপ .৭৮ গতিতে ছুটতে পারে। এর জমকালো অভ্যন্তরের নকশা করেছে গিয়ান্নি ভারসেচ্। এর ভেতরে মালিকের জন্য বেডরুম-বাথরুম স্যুইট আর আরো বিশ জন আরোহীর ভ্রমণের পুরো ব্যবস্থা আছে। ডিরেকটরদের পক্ষ থেকে হ্যাজেলের বিয়ের উপহার হিসেবে দেয়া হয়েছে এটি।

হেক্টরকে বিয়ের উপহার হিসেবে হ্যাজেল দিয়েছে প্লাটিনাম ও ডায়মন্ড সহযোগে তৈরি রোলেক্স ওয়েস্টার পারপেচুয়াল ডে ডেট রিস্ট ওয়াচ। যাতে খোদাই করা আছে এইচ ফ্রম এইচ উইদ ইটারনাল লাভ। সাথে আরো আছে গোল্ড এমব্রোসড পাতায় হাতে লেখা মেসেজ :

BanglaBook.org

প্রিয়তম

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে সারা জীবনে তোমার চেয়ে দশ কদম পেছনে হাঁটব। (মিথ্যে কথা!) তোমার পরিশ্রমী ও অনুগত স্ত্রী হ্যাজেল।

হেক্টর হ্যাজেলকে বাবার সিগনেট আংটির অনুকরণে তৈরি আংটি দিয়েছে। পার্থক্য হলো এই যে এতে পাঁচ ক্যারেট ডি ফ্ললেস ডায়মন্ড আছে। ভেতরে খোদাই করা 'টু এইচ : ফ্রম এইচ ফর এভার।'

এর সাথে জুড়ে দেয়া মেসেজে লেখা রয়েছে।

আমার হৃদয়ের সম্রাজ্ঞী,

এখন তুমি সত্যিকারের আংটিটা তোমার কুখ্যাত সুইস ব্যাংক ভল্টে রাখতে পারো।

পথের শেষে আমার সবটুকু ভালোবাসা পাবে।

হেক্টর।

বিয়ের কথা ফিরতে লাগল সবার মুখে। এমনকি টেক্সান স্টান্ডার্ডকেও ছাড়িয়ে গেল। প্রথা ভেঙে উৎসব চলল তিনদিন ধরে। তৃতীয় দিন মধ্যরাতের অনেক পরে অবশেষে বিবিজের সিঁড়িতে আবেগঘন বিদায় জানানো হলো আংকেল জন, গ্রেস আর কায়লাকে।

'তোমরা এখন বৈধ। এমনকি নানি মাও আর কোনো বাধা দেবে না।' জানাল কায়লা। 'সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড় বাছারা।'

'কায়লা ব্যানক তুমি কোনো জেলেনি নও। এভাবে কথা বলবে না।' গ্রেস আবারো কান্নায় ভেঙে পড়ল। অবশেষে বর-কনে বিশাল জেটে উঠে গেল। গাঢ় লাল আর সাদা উদরে হারিয়ে যাওয়ার এটি তাদেরকে নিয়ে উড়াল দিল আটলান্টিক মহাসাগরে। ইংল্যান্ডের ফার্নবোরো এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার পর শফার চালিত বেন্টলি টারমাকে অপেক্ষা করছিল লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ডরচেস্টার হোটেলে জেনারেল ম্যানেজার স্বাগতম জানিয়ে অলিভার মেসেল স্যুইটে নিয়ে গেল তাদের। পরবর্তী দুটো দিন তাদের টিকিটিও দেখা যায়নি। একে অন্যকে জানাল যে জেন্টল্যাগ কাটানো দরকার। কিন্তু উভয়েই জানে যে এই বাহানা কতটা নাজুক। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় গ্লোবে রয়্যাল শেকসপিয়ার কোম্পানির 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট-এর সঞ্চায়ন দেখতে গেল দুজনে। 'যদি আমরা এভাবেই চলতে থাকি, কিছু না করে খালি খাওয়া আর ঘুম তাহলে অচিরেই মোটাসোটা শূয়রে পরিণত হবো।' পরের দিন সকালে ব্যক্তিগত ছাদে বসে নাশতা করার সময়ে জানাল হ্যাজেল।

'মুখে এমন মিষ্টি হাসি নিয়ে বলেছো যে আমি বুঝতে পারছি তোমার মাথায় কিছু খেলা করছে। কী করাতে চাও আমাকে দিয়ে?'

BanglaBook.org

'এটা হানিমুন স্পেশাল সারপ্রাইজ ডার্লিং। এই রবিবারে দ্য র‍্যাম্বালারস ম্যারাথন দৌড় হবে। তুমি আর আমিও আছি এখানে।'

'ছাব্বিশ মাইল!' চিৎকার দিয়ে উঠল হেক্টর।

'তিনশ পঁচাশি গজের কথা ভুলে যেও না।' শুধরে দিল হ্যাজেল। 'যাই হোক কী ভাবছো? তিন দিন আছে ট্রেইনিংয়ের জন্য।'

ম্যারাথনের দিনে বৃষ্টি শুরু হলো। কনকনে উত্তরের বাতাসে বইতে শুরু করল। কিন্তু ওরা দুজনে হাত ধরাধরি করে ফিনিশ লাইন ক্রস করল বাকিংহাম পালেসের বাইরের মলে, ত্রিশ হাজার রানারের মাঝে ২,১১২ আর ২১১৩ অবস্থানে থেকে।

'কয়েক দিনের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে।' সন্ধ্যায় মার্কস ক্লাবের কর্নারে বিশেষ টেবিলে বসে হ্যাজেল জানাল হেক্টরকে। 'আগামীকাল সংস্কৃতি আর চিত্রকলার দিন।'

হ্যাজেল স্টোরেজ কোম্পানিকে প্রয়োজনীয় সপ্তাহ নোটিশ দিয়ে রেখেছে। ভল্টে রাখা চিত্রকর্ম দেখতে চায় সে। সে আর হেক্টর সাদা একটা সোফায় পাশাপাশি বসল। ঘরের দেয়ালে সাধারণ পর্দা ঝুলানো রয়েছে। যেন দর্শনার্থীর চোখ পেইন্টিংক্স্ ছাড়া অন্য কোনো দিকে না পড়ে। একেকবারে একটি করে ছবি সাদা কাঠের ইজেলে এনে রাখল কোম্পানি কর্মচারী। এরপর লোকগুলো বের হয়ে গেল। মানব সমাজের সবচেয়ে জিনিয়াসদের অঙ্কিত অপরূপ অভিব্যক্তি মূর্ত হলো তাদের সামনে।

'ডেভিড লিভিংস্টোন ভিক্টোরিয়া ফলস আবিষ্কারের সময় বলেছিল, 'দৃশ্যটা এমন মনে হচ্ছে যেন পরীরা উড়ে যাওয়ার সময় দৃষ্টি মেলে দেখেছে।' মোলায়েম স্বরে জানাল হেক্টর।

'আমি বুঝতে পারছি তার কেমন লেগেছিল।' ফিসফিস করে জানাল হ্যাজেল।

দুই দিন পর বার্কশায়ারে এলো দুজন পাঁচ দিনব্যাপী রয়্যাল অ্যাসকটে অংশগ্রহণ করতে। হ্যাজেল সদস্য হওয়ায় রয়্যাল বেষ্টনীর মাঝে পুরো প্রবেশাধিকার পেল তারা। রেসের মাঝে হার ম্যাজেস্টি দ্য কুইন ও ডিউক অব এডিনবার্গ প্যারেড রিংয়ে সদস্যদের মাঝে ঘুরে বেড়ালো। হ্যাজেল আর হেনরি প্রায় রানির নিমন্ত্রণ রক্ষায় সান্দ্রিংহামে যেত। তাই হার ম্যাজেস্টি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে হ্যাজেলের সাথে কথা বললেন ও হেক্টরও তার বিয়েতে অভিবাদন জানালেন। প্রিন্স ফিলিপ হেক্টরের হাত ধরল ও তার বিখ্যাত শরবিদ্ধ চাহনিতে তাকালেন।

BanglaBook.org

'তুমি একজন আফ্রিকান তাই না ক্রস?' জিজ্ঞেস করতেই চোখে বেদনা ফুটে উঠল, 'কেমন করে তুমি এখানে এলে?'

একবার চোখ পিটপিট করেই দ্রুত উত্তর দিল হেক্টর 'আফ্রিকানস্ আর গ্রিক্স। তারা সব জায়গাতে থাকে। তাই না স্যার?'

বেশ আমোদিত হয়ে উঠলেন প্রিন্স ফিলিপ। 'তৃতীয় ব্যাটালিয়ন, এস এ এস, তাই না?' 'আমি শুনেছি তুমি দক্ষভাবে গুলি ছোড়ো ক্রস। তোমাকে বালমোরালে নিয়ে যাওয়া উচিত।' নিজের সেক্রেটারির দিকে তাকালেন।

'আমি ব্যাপারটা দেখবো স্যার', বিড়বিড় করে উত্তর দিল সেক্রেটারি। রাজা-রানি ঘরে যেতেই হ্যাজেল ফিসফিস করে হেক্টরকে জানাল 'আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত।'

বৃদ্ধ শয়তানটাকে উচিত জবাব দিয়েছ তুমি। 'কিন্তু রানির মতো এত ছোট্ট কিউট লেডি তুমি আর দেখেছো?'

পঞ্চম দিনে হ্যাজেলের ঘোড়া দ্যা স্যান্ডপাইপার গোল্ডেন জুবিলি স্টেকস্ জিতে গেল। তাই নতুন ট্রেইনারকে বদলি করার সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলল হ্যাজেল। অ্যানাবেলে বিশ জনের জন্য ডিনারের আয়োজন করল। ইউ এস ন্যাম্বাসাডর অতিথিদের একজনের এর প্রতিদানে সে আবার হ্যাজেল আর হেক্টরকে পরের সপ্তাহে তার অফিসিয়াল বাসভবন উইনফিল্ড হাউসে নিমন্ত্রণ দিল। বিখ্যাতভাবে ইউনাস সরকার ১৯৫৫ সালে এক ডলার টোকেন পেমেন্টের বিনিময়ে বারবার হুটনের কাছ থেকে হাউসটি অধিকার করে। হ্যাজেল সিদ্ধান্ত নিল যে এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর হয় না; ব্যাংক ভল্ট থেকে বিশুদ্ধ হুটন ডায়মন্ড নেকলেস পরার।

অন্য অতিথিদের মাঝে নরওরের রাষ্ট্রদূতও ছিল। সে এবং হেক্টর পরিচিত হওয়ার পর যখন জানতে পারল যে হেক্টরও হ্যাজেল ফ্লাই-ফিশারম্যান, তাদেরকে নরওয়েতে নিজের পাঁচ মাইল বিস্তৃত নামসিন নদীতে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। ইউরোপে বড় মাছের নদীসমূহের মাঝে বিখ্যাত এটি। হ্যাজেল ফোনে কায়লাকে এ প্রস্তাবের বিষয়ে জানাতেই সে এতটা উচ্ছ্বসিত হয়ে চিৎকার জুড়ে দিল যে ফোন হাত দিয়ে চেপে ধরল হ্যাজেল।

'ওহ, আমিও যদি সেখানে তোমার সাথে থাকতে পারতাম, আমার ডার্লিং মা। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। সত্যি-সত্যি। প্লিজ! প্লিজ! প্লিজ!'

'তুমি যে বছর শেষে সোফি উইলিয়ামের নাক কাদায় চেপে ধরতে চাও। তার কী হবে?'

BanglaBook.org

'এটা অনেক দেরি আছে। যদি তুমি আমাকে আসতে দাও। তাহলে ফিরে এসে আমি দ্বিগুণ পরিশ্রম করব আর বাকি জীবন তোমাকে অনেক ভালোবাসব।' হ্যাজেল বিবিজে পাঠিয়ে দিল ওকে নিয়ে আসতে।

নামসিনের পানি বেশ গভীর আর বিস্তৃত। শেষ দিনে পুলের তীরে মাছ ধরছিল। কায়লা লম্বা কাস্ট ছুড়ে মারল হেক্টরের দিকে। জোড়া হাতে তের ফুট স্প্রে রড।

আর ফ্লাই ড্রিফট নিচে মারল। হেক্টর তাকিয়ে দেখল রুপালি আভা চলে গেল পানির গভীরে। যেন বিশাল আয়না সূর্যরাশি ধরতে গেছে।

'সাবধানে!' চিৎকার করে উঠল হেক্টর, 'বড়সড় একটা রুই। কিছু করো না। যেতে দাও। যখন যে বুঝতে পারবে না, আঘাত করো মুখের মাঝে বড়শি ঢুকিয়ে দাও। ও নিজেই সেটা গিলে নেবে।'

'আমি জানি! তুমি একশবার বলেছো এ কথাটা।' কায়লা পিছলে গেল।

'দাঁড়াও! ও আবার আসছে।' হেক্টর তাকিয়ে রইল কায়লার বড়শির দিকে। নদীর গভীরে রুপালি আভা চকচক করে উঠল।

'ধীরে, কে। সে এখনো আছে। ওহ, যাহ, ও চলে যাচ্ছে। তোমার বড়শি ফিরিয়ে এনে পরিবর্তন করে দাও। তাড়াতাড়ি করো। ও সারাদিন তোমার আশপাশে ঘুরবে না।' কোমর-সমান ঠাণ্ডা পানিতে দাঁড়িয়ে বড়শি ফিরিয়ে এনে শক্ত সাদা দাঁত দিয়ে ঠিক করল কায়লা।

'কোনটা দেব।'

'ছোট্ট আর গাঢ় কোনটা আছে বাক্সে?'

'১৪ নং মুনরো কিলার।

'এটা একেবারে ছোট'!

'বেঁধে দাও। আগের মতোই একই জায়গায় রেখো।' তাড়াহুড়ায় ছোট হয়ে গেল।

'বের করে আনব, হেক।' 'না। থাক।' চিন্তায় পড়ে গেল হেক্টর। পানিতে কোনো আলোড়ন নেই। কিন্তু ফ্লাই লাইন থেমে গেছে। 'অপেক্ষা করো।' চিৎকার দিল হেক্টর। 'কিছু করো না।' দেখল বড়শির মাথা ডুবে যাচ্ছে।

'ও এটা নিয়ে খেলছে। আঘাত করো না। প্লিজ আঘাত করো না কে।' এরপর বড়শি একেবারে গভীরে চলে গেল। 'তার ভেতরে ঢুকিয়ে দাও। এখনি!' আস্তে করে নিচু হয়ে নিজের ভার পানিতে রাখল কায়লা। লম্বা ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গেল। দীর্ঘক্ষণ কিছুই হলো না।

'আমার মনে হয় নিচে পাথরে আটকে গেছে।' চিৎকার করে উঠল কায়লা।

BanglaBook.org

'এটা মাছ। দানবীয় মাছ। অপেক্ষা করো।' ও এখনো বুঝতে পারে নি যে ও ধরা পড়েছে। হঠাৎ করেই কায়লার রিলে টান পড়ে হিস হিস করে লাইন পানিতে ডুবে যেতে লাগল।

'তোমার আঙুল সরাও লাইন থেকে। ভেঙে যাবে। ও লাফ দেবে এখন!' নদীর ওপরটা মনে হলো খুলে গেল। ফোয়ারার মতো উঠে এলো রুপালি মাছ। মনে হলো কামানের মুখ থেকে গোলা ছোড়া হয়েছে। এর সাইজ দেখে ঠাণ্ডা হয়ে গেল হেক্টর। তাদের ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটা বিশাল একটা কাজ করেছে। লাইন তরতর করে ওর হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। গ্রেহাউন্ডের মতো করছে মাছটা।

'দাঁড়াও ডার্লিং! আমি আসছি।' চিৎকার করল হেক্টর। খালি পায়ে শুধু লং জিনস্ পরনে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শক্তিশালী ওভার আর্মি স্ট্রোক কেটে সাঁতরে চলল। পুলে কায়লার পাশে এসে পেছনে দাঁড়িয়ে কায়লার কাঁধে হাত রাখল।

'আমার বড়শিতে হা দিবে না।' সাবধান করে দিল কায়লা। 'এটা আমার মাছ, শুনতে পেয়েছো?' সে জানে হেক্টর ধরলে ডিস্কোয়ালিফাই হয়ে যাবে। হ্যাজেল যে তাদের আরেকটু আগে ফিশিং করছে এক হাতে ক্যামেরা আরেক হাতে নিজের বড়শি নিয়ে এগিয়ে এলো।

'কী হচ্ছে?' কিন্তু হেক্টর আর কায়লা দুজনেই ব্যস্ত।

'তুমি ওকে ফেরাও কে।' হেক্টর সাবধান করে দিল। 'বাঁকের মুখে ঝরনা আছে। ওখানে গেলেই ওকে বিদায় জানাতে হবে। ধীরে ধীরে শক্ত করে। লইনে ঝাঁকি দিও না।'

কায়লার বেল্ট ধরে পানিতে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচতে চাইছে হেক্টর। বাম হাতে রড ধরে ডান হাতের তালুতে রিল নিয়ে মাছটার গতি রোধ করতে চাইছে হেক্টর। ধীরে ধীরে থেমে গেল মাছটা। রুই মাছটা বিশাল মাথা নাড়াতে থাকায় লাইনটাও এপাশ-ওপাশ হতে লাগল। হঠাৎ করে ঘুরে গিয়ে যতটা জোরে সামনে গিয়েছিল ততটাই জোরে আবার ফিরে আসতে লাগল। 'লাইন পানি থেকে তোল', হেক্টর জানাল 'গুটাতে থাকো।'

'কানের কাছে চিৎকার করো না। আমিও তাই করছি।' প্রতিবাদ করল কায়লা।

'কিন্তু তাড়াতাড়ি করছো না তো। তর্ক করো না, গুটাও, গার্লি, গুটাও! ঘোরার একটু সুযোগ দিলে ও তুলোর মতো ছিঁড়িয়ে খাবে।' একই সময়ে হ্যাজেল ও তার ক্যামেরা নিয়ে হেক্টরদেরকে ছবির জন্য পোজ দিতে বলল। 'আমার দিকে তাকাও কায়লা, স্মাইল।'

BanglaBook.org

'তোমার মায়ের পাগলামিতে কান দিও না। মাছটার দিকে নজর দাও!' হেক্টর সাবধান করতে চাইল। রুপালি উল্কার মতো ছুটে আসছে মাছটা। হেক্টর কায়লার কোমর ধরে নিজের সাথে পিছনে টানতে লাগল। পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে আসা কয়েদির মতো রুই মাছটাকে তাড়া করতে লাগল দুজনে। মাছটা আবার ঘুরে গেল। কায়লা আর হেক্টরও ঘুরে গেল। নিচের দিকে চলল আবার মাছটা। হঠাৎ করে প্রায় ঘণ্টাখানেক যুদ্ধ করার পর অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ল মাছটা। মাঝ নদীতে দেখা গেল নিচে শুয়ে বুলজগর মতো মাথা নাড়াচ্ছে।

'তুমি তাকে হারিয়ে দিয়েছো কে। ও তোমার কাছে আসার জন্য প্রায় প্রস্তুত।' 'আমি ওর সম্পর্কে ভাবছি না। সেই প্রায় আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।' হাঁপাতে লাগল কায়লা।

'তাহলে আমি তোমার নানিমাকে বলে দেব গার্লি।'

'যাও ভাগো। এরপর আমি কিছুই ভয় পাই না।' এমনকি নানি মাকেও না।' ধীরে আর মোলায়েম ভাবে রুই মাছটাকে তীরের কাছে নিয়ে এলো সে।

'আমাদেরকে দেখতে পেলে শেষবারের মতো দৌড় লাগাবে সে। তৈরি থাকো। যত লাইন চায় ছেড়ে দিও। ধরার চেষ্টা করো না।' কিন্তু মাছটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে পড়েছে। শেষ দৌড়ে বিশ গজেরও কম যাওয়ার পর কায়লা তার মাথা ঘুরিয়ে তীরে নিয়ে এসেছে। অগভীর পানিতে হঠাৎ করেই উল্টে পরাজিত হলো। অক্সিজেনের জন্য হা করতে লাগল। হেক্টর সামনে এগিয়ে মুখের ভেতর হাত ঢুকিয়ে আলতো করে তুলে এনে হাতের মাঝে নিল নবজাতক শিশুর মতো। খেয়াল রাখল নরম মেমব্রেনের যেন ক্ষতি না হয়। তীরে বহন করে নিয়ে গেল। ঠাণ্ডা পানিতে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে তার সাথে বসল কায়লা।

'কত ওজন হবে?' জানতে চাইল।

'ত্রিশ পাউন্ডের ওপরে।' কিন্তু চল্লিশের নিচে উত্তর দিল হেক্টর। 'কিন্তু এটা কোনো ব্যাপার না। ব্যাপার হলো সে তোমার হয়ে গেছে চিরতরে।' অ্যাজেল তাদের সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে ছবি তুলল। কোলে বিশাল বড় রুই মাছ নিয়ে আনন্দে হাসছে দুজনে। ধরাধরি করে গভীর পানিতে নিয়ে গেল মাছটাকে। স্রোতের দিকে ফিরিয়ে রাখল যেন কানকো দিয়ে জল ঢুকতে পারে। দ্রুত শক্তি আর ভারসাম্য ফিরে পেয়ে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছটফট করে উঠল মাছটা। ঠাণ্ডা পিচ্ছিল নাকে কিস্ করল কায়লা।

'বিদায়!' চিরতরে বিদায় জানাল মাছটাকে। 'যাও আর আমার ধরার জন্য অনেক অনেক ছোট মাছ তৈরি করো।' এরপর হেক্টর হাত খুলে দিতেই লেজ

BanglaBook.org

নেড়ে গভীরে চলে গেল। একে অন্যকে হেসে জড়িয়ে ধরে আনন্দ ভাগ করে নিল কায়লা আর হেক্টর।

'অদ্ভুত ব্যাপার। তুমি আমাদের সাথে থাকলে সবসময় ভালো ভালো ব্যাপার ঘটে হেক্।' হঠাৎ করেই সিরিয়াস হলো কায়লা। হ্যাজেল নিজের নাইকনে বন্দি করে নিল মুহূর্তটাকে। এভাবেই সবসময় নিজের কন্যাকে স্মরণ করবে সে।

সবাই মিলে একসাথে প্যারিসে উড়ে গিয়ে কায়লাকে সরাসরি ডেনভারের উদ্দেশে বাণিজ্যিক ফ্লাইটে তুলে দেয়া হলো। এরপর দীর্ঘ চার দিন ধরে ফরাসি বাণিজ্যিক বোর্ডের সাথে আমদানি শুল্ক ও ফ্রান্সে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করার অন্যান্য সমস্যা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলো। যাই হোক এত কিছুর পরও হ্যাজেল আর হেক্টর ঠিকই সময় বের করে নিয়ে মুসে ডি অরসেতে গঁগ্যা আর পুরো একদিন কাটাল মূসে ডে ওয়ান অরানজেরিতে মোন্যের জলপদ্ম দেখে। এরপর জেনেভাতে আরেকটা আর্ট নিলামে অংশ নিল দুজনে। নিলামের একটা আইটেমের প্রতি হ্যাজেল পাগলের মতো হয়ে উঠল চমৎকার বার্থ মোরিসট, পারিসিনার ফুল বিক্রেতার। এইবার সৌদি রাজকুমারের সাথে অর্থযুদ্ধে নামতে হলো তাকে। শেষদিকে যদিও সে পরাজিত হয়ে গেছে। তার পরও তার ভয়ংকর ভাব রয়ে গেল।

'তুমি ঠিক বলেছো হেক্টর ডার্লিং।' এই লোকগুলো বেশ ভয়ংকর।

'দুষ্ট! দুষ্ট!' হেক্টর বকা দিল হ্যাজেলকে। 'এটা পি.সি নয়।' কিন্তু মনে মনে এই ফলাফলে খুশিই হলো সে। হ্যাজেলের খরচের বহর কমানো উচিত নয় কি?

'আমি তার গায়ের রং নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। কিন্তু তার ওয়ালেটের সাইজ সত্যি আমার মাথা গরম করে দিয়েছে। অনেক মিষ্টি কথার পর অবশেষে হ্যাজেল তার রসবোধ ফিরে পেয়েছে।

হানিমুনের উদ্‌যাপনের শেষ গন্তব্য হলো রাশিয়া। সেন্ট পিটারসবুর্গে অবস্থিত হার্মিটেজ জাদুঘর সবসময় নিজের বিস্তৃত সংগ্রহশালা দিয়ে তাদেরকে আমোদিত করে রাখে। এর ঐশ্বর্যসমূহ বলশেভিক বিপ্লবীরা নিজেদেরই পতনোম্মুখ অভিজাতদের কাছ থেকে লুট করেছিল। যাই হোক মস্কো ভ্রমণ পুরোপুরি আনন্দদায়ক হয়নি। গত দুই বছর ধরে ব্যানক অয়েল রাশান অয়েল জয়ান্ট গ্যাজপ্রেমার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নেমেছে। দুই কোম্পানির একত্রে বেরিং সাগরে আনাদির উপসাগর থেকে ডিপওয়াটার গ্যাস উত্তোলন করার কথা।

BanglaBook.org

ব্যানক মিলিয়ন মিলিয়ন অর্থ খরচ করে এ ইস্যুকে দরকষাকষির টেবিলে নিয়ে এসেছে। কিন্তু রাশিয়া আপোস করতে রাজি না হওয়ায় আইসবার্গে যেতে যেতে উধাও হয়ে গেছে।

'অসহ্য রুশকি! আমার তাদেরকে একটা শিক্ষা দিতেই হবে।' আরো একবার বিবিজের আরামদায়ক স্যালনে বসে হেক্টরের কাছে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করল হ্যাজেল। গন্তব্য ওসাকা। 'আমার মনে হয় আমি সিরিয়াসলি ওদের ক্যাভিয়ার আর ভদকা বয়কট করব।'

'যদি তুমি এভাবে রাশিয়ার অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে চাও তাহলে সেসব ছোট্ট কিউট রাশান বেবিদের কথা চিন্তা করো। যারা তোমার কারণে না খেতে পেয়ে মারা যাবে।'

'গড! তোমার মাথায় পোকা আছে মি. ক্রস। আমি মানছি। আমি বেরিং সাগর নিয়ে কখনোই মাতাল নই। আমি শুনেছি ওখানে ভয়ানক ঠাণ্ডা।'

হেক্টর ইন্টারকমে চিফ্ স্টুয়ার্ডকে ডেকে পাঠালো।

'প্লিজ মিসেস ক্রসকে তার প্রাত্যহিক ডোভ্গান ভদকা আর লাইম জুস এনে দাও।'

'নট ব্যাড!' চোখ দেখার পর নিজের অনুভূতি জানাল হ্যাজেল। 'কিন্তু পরের জন্য কিছু নেই?' ভারসেচ বেডরুমের দিকে তাকাল সে।

'আমার মাথায় আছে ব্যাপারটা।' স্বীকার করল হেক্টর।

'গুডি! গুডি!' জানাল হ্যাজেল।

ওসাকার জাহাজ ঘাটায় বিশাল ট্যাঙ্কারটা উদ্বোধনের জন্য অপেক্ষা করছে। ব্যানক অয়েলের পুরো বোর্ড আর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ যাদের মাঝে জাপানের প্রধানমন্ত্রী, আবু জারার আমির ও জাপানে ইউএস রাষ্ট্রদূত অপেক্ষায় আছে—এই বিশেষ অনুষ্ঠানের সাক্ষী হওয়ার জন্য।

জাহাজের অভ্যন্তরের অনেক কাজই এখনো বাকি। এভাবেই সমুদ্রপথে চিলুঙ্গ, তাইওয়ানের তাইপেই সমুদ্রবন্দরে নিয়ে যাওয়া হবে তাকে, যেখানে ফাইনাল বেশ ভূষাসহ বৈপ্লবিক নতুন কার্গো ট্যাংক ফিট করা হবে। একটা লিফ্টের মাধ্যমে অতিথিদেরকে একেবারে ওপরে নিয়ে যাওয়া হলো। গোলাকৃতি অডিটরিয়ামে যার যার আসন গ্রহণ করল অতিথিরা। হ্যাজেল প্লাটফর্মে ওঠে দাঁড়িয়ে বিশাল জাহাজের নামকরণ করে উদ্বোধন ঘোষণা করতেই হাত তালি দিয়ে উঠল সকলে। এত উচ্চতা থেকে মনে হলো সে

BanglaBook.org

একটা পর্বতের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে, অনেক নিচে রয়েছে বাকি পৃথিবী। স্টিলের হালে ভাঙার জন্য অস্ট্রেলিয়ান শ্যাম্পেন আনা হলো।

হেক্টর কাছে এগিয়ে এসে ওয়াইন সম্পর্কে হ্যাজেলের পছন্দের কথা মনে করিয়ে দিলে সিরিয়াস ভঙ্গিতে সে উত্তর দিল, 'আমরা তো ড্রিংক করব না, এটা। ডার্লিং শুধু একটু ভাঙব। আমি অপব্যয়ী হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করতে চাই না।'

'তুমি আসলেই অনেক মিতাচারী, মাই লাভ।' একমত হলো হেক্টর। উঁচু মঞ্চ থেকে হ্যাজেলের বক্তৃতার ছবি তোলার জন্য তার ওপর ক্যামেরার লেন্স ফোকাস করেছে পঞ্চাশ জন ফটোগ্রাফার। লাউড স্পিকারের মাধ্যমে চারপাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার কণ্ঠস্বর। নিচের ইয়ার্ডে জড়ো হওয়া হাজারো শ্রমিকও শুনছে কান পেতে।

'এই জাহাজ আমার মৃত স্বামী হেনরি ব্যানকের স্মৃতিচিহ্ন। চল্লিশ বছর ধরে তিনি ব্যানক অয়েল তৈরি করেছেন, পরিচালনা করেছেন। ওনার ডাকনাম ছিল হংস। তাই আমি এই জাহাজের নামকরণ করছি সোনালি হংস। ঈশ্বর এটিকে আশীর্বাদ করুন এবং এর আরোহী সকলকে নিরাপদকে রাখুন।' সোনালি হংস স্লিপওয়ে ধরে পানিতে নেমে গেল। এত বড় সামুদ্রিক ঢেউয়ের সৃষ্টি হলো যে অববাহিকাতে থাকা বাকি সব জলযান প্রায় ডুবে যাবার উপক্রম হলো। ভেঁপু বেজে উঠতেই দর্শনার্থীরা হাততালি দিয়ে উঠল। আরো তিন দিনব্যাপী মিটিং ও ব্যানকোয়েটের পরে অবশেষে পালানোর সুযোগ পেল হেক্টর ও হ্যাজেল।

ফুজিয়ামা পর্বতের নিচে স্মৃতিবিজড়িত শিন্টো মন্দিরে উড়ে গেল দুজনে। ক্লান্তিকর ভ্রমণ যাত্রা শেষে দুজনেই প্রায় নিঃশেষের পথে। তাই মন্দির প্রাঙ্গণে থাকা পবিত্র চেরি গাছ দর্শনের পরপরই নিজেদের স্যুটে ফিরে হট টাবে গোসল সারল দুজনে। প্রায় ঝলসানো পানি থেকে উঠে গিয়ে নিজের মোবাইল ফোনের সুইচ অন করল হ্যাজেল।

ডানকেড থেকে পাঁচটা মিসড্ মেসেজ এসেছে। অলসভাবে হেক্টরের পিছনে পায়ের বুড়ো আঙুল ঘষতে ঘষতে বিড়বিড় করল হ্যাজেল। 'কি জানি মা কী চায়। সচরাচর তো এমন করে না। সময়ের পার্থক্য কত কে জানে?'

'কেপটাউন আমাদের চেয়ে সাত ঘণ্টা পিছিয়ে আছে। তার মানে দুপুরের ঠিক পরপর এখন।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখি উত্তর দেয়ার।' হ্যাজেল নাম্বার টিপে গেলেও ডজনখানেক রিং বেজেই চলল।

'হ্যালো আংকেল জন হ্যাজেল বলছি।' বলেই থেমে গেল। স্তব্ধ বিস্ময়ে ও পাশের কথা শুনলো এরপর বাধা দিল তাকে। 'আংকেল জন আমাকে ওর

BanglaBook.org

সাথে কথা বলতে দাও।' দ্রুত রেগে গেল হ্যাজেল। 'ঠিক আছে! বাদ দাও।' হাত দিয়ে মাউথপিস ঢেকে রেখে হ্যাজেল জানাল।

'সে আমাকে মায়ের সাথে কথা বলতে দিচ্ছে না। কিছু বলছেও না। শুধু তোমার সাথে কথা বলতে চায়।' হেক্টর ফোন নিল।

'জন? আমি হেক্টর। কি হয়েছে?' লাইনের ও পাশে নিস্তব্ধতা। এরপরই বয়স্ক লোকের ব্যথাতুর গোঙানি শোনা গেল। 'ঈশ্বরের দোহাই জন আমার সাথে কথা বলো।'

'আমি জানি না, কী করব।' ফোঁপাতে লাগল জন। 'ও চলে গেছে কেউ নেই তার জায়গা নেওয়ার।

'তুমি বুঝিয়ে বলতে পারছো না জন। নিজেকে সামলাও।'

'গ্রেস। মারা গেছে, তুমি আর হ্যাজেল এসো। এখনি। প্লিজ হেক্টর। হ্যাজেলকে নিয়ে এসো। আমি জানি না ওকে কী বলব। কী করব।' লাইন কেটে গেল। হেক্টর হ্যাজেলের দিকে তাকাল। মৃতের মতো সাদা হয়ে গেছে। চোখ বড়ো বড়ো এতটাই নীল যে প্রায় কালো হয়ে গেছে।

'আমি শুনেছি।' ফিসফিস করল হ্যাজেল। 'আমি শুনেছি সব। আমার মা মারা গেছে।' এমনভাবে ফোঁপাতে লাগল যেন হার্টের মাঝে তীর ঢুকে গেছে। দুই হাত দিয়ে হেক্টরকে জড়িয়ে ধরল। ফুটন্ত জলের ওপর একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল, দুজনে। কিছুক্ষণ পরে শান্ত হলো হ্যাজেল।

'ডার্লিং আমার কিছুটা সময় দরকার। পিটারের সাথে আমার হয়ে কথা বলো প্লিজ।' বিবিজের ক্যাপ্টেন পিটার নট্ন। 'তাকে জানাও আমাদেরকে কেপটাউনে যেতে হবে। আমরা ঘণ্টা দুয়েকের মাঝে এয়ারফিল্ডে আসছি।'

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থে তেল ভরে নিয়ে ঘণ্টা খানেকের মাঝে আবার আকাশে উড়লো তারা। পরবর্তী আর শেষ রিফুয়েলিংয়ের জন্য মরিশাস দ্বীপে থামতে হলো। বারবার চেষ্টা করেও আংকেল জনকে ফোনে পাওয়া গেল না। হ্যাজেল মরিশাস থেকে এসএমএস করে কেপটাউনে পৌঁছাবার সময় জানিয়ে দিল। কিন্তু উত্তর এলো গ্রেটের সেক্রেটারির কাছ থেকে, জানানো হলো যে থান্ডার সিটিতে ওদের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করবে। কেপটাউনে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুজনেই দুঃখে কাতর হয়ে পড়ল। জাপান ছাড়ার পর থেকে গ্রেসের মৃত্যু ছাড়া আর কোনো কথাই হলো না দুজনের মাঝে। আর শেষে তো হেক্টর জোর করতে লাগল যেন হ্যাজেল একটু ঘুমিয়ে নেয় ওষুধ খেয়ে। নিচে নামার পরও ওর ওষুধের প্রভাব অনেকটাই রয়ে গিয়েছিল। এর আগে এতটা ভেঙে পড়তে আর দেখেনি ওকে হেক্টর।

BanglaBook.org

মে বাকের আসনে বসে পর্বতের মাঝে দিয়ে ডানকেডে যেতে যেতে হ্যাজেল চেষ্টা করল শফারের কাছ থেকে তথ্য আদায় করে নিতে। কিন্তু যদি সে মিস্ গ্রেসের মৃত্যু আর অ্যাম্বুল্যান্সে করে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কিছু জানে ও। কিছুই বলল না হ্যাজেলকে। নিশ্চিত যে কারো চাপে এহেন আচরণ করছে সে। আর এটা আংকেল জন ছাড়া আর কেউ নয়। শেষ দিকে অবশ্য মুখ ফসকে একটা কথা বলে ফেলল।

'কিন্তু অন্তত পুলিশ এখন চলে গেছে। মিস হ্যাজেল।' হ্যাজেল প্রায় ঝাঁপিয়ে চেষ্টা করল শফারের পেট থেকে কথা বের করার জন্য কিন্তু শফার ভয়ার্ত চোখে অগ্রাহ্য করে গেল। অবশেষে হ্যাজেল আশা ছেড়ে দিল।

বাসার বারান্দায় আংকেল জন তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সিঁড়ি দিয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা করার জন্য নেমে এলেও আংকেল জনকে চিনতে তাদের কষ্টই হলো। মনে হলো তার বয়স বিশ বছর বেড়ে গেছে। পুরো শরীর ভেঙে পড়েছে। এত সাদা চুল কখনো দেখেছে কিনা আংকেল জনের মাথায়, মনে করতে পারল না হ্যাজেল। একজন বৃদ্ধ মানুষের মতোই চলাফেরা করছে আংকেল। হ্যাজেল এগিয়ে আংকেলকে কিস করে চোখের দিকে তাকাল।

'কী হয়েছে তোমার আংকেল জন?' জানতে চাইল হ্যাজেল।

'কেন বলছো না মায়ের কি হয়েছিল? আমি জানি ও অসুস্থ ছিল না। কেমন করে মারা গেল?'

'এখানে বাইরে নয়, হ্যাজেল। ভেতরে এসো। যতটুকু জানি তোমাকে বলব।' সিটিং রুমে সোফাতে বসিয়ে দিল হ্যাজেলকে আংকেল।

'বসো প্লিজ। এটা অনেক শোকাবহ ব্যাপার। আমি নিজেই তাল সামলাতে পারছি না।'

'ধুত্তেরি, আমি আর সহ্য করতে পারি না। দোহাই লাগে বলো।'

'গ্রেস খুন হয়েছে। বিড়বিড় করেই ফোঁপাতে লাগল আংকেল। হ্যাজেলের পাশে ধপ করে বসেই সারা শরীর কাঁপতে লাগল তার। হ্যাজেলের অভিব্যক্তি বদলে গেল। আংকেলকে জড়িয়ে ধরল। আংকেলও হ্যাজেলকে ছোট বাচ্চার মতো ধরে শান্ত করতে চাইল।

'গ্রেস আমার একমাত্র বোন। একমাত্র ওই ছিল আমার সব। এখন সেও চলে গেছে।'

'বলো কী হয়েছিল। কে তাকে খুন করল?' নিজের দুঃখ চেপে রেখে আংকেলকে শান্ত করতে চাইল হ্যাজেল।

BanglaBook.org

‘আমরা জানি না। বাইরের কেউ। কুকুরদেরকে বিষ খাইয়ে, কোনোভাবে অ্যালার্ম সিস্টেমে শর্টসার্কিট করেছে। তারপর গ্রেসের বেডরুমে ঢুকেছে। মাত্র দুইটা দরজা পরেই আমি ঘুমাচ্ছিলাম।’

‘কিছুই শুনতে পাইনি।’ বোবার মতো তাকিয়ে রইল হ্যাজেল। হেক্টরের ওপর ছেড়ে দিল পরের প্রশ্ন করার ভার।

‘কীভাবে এমন করেছে, জন? শ্বাসরোধ করে? কিছু দিয়ে বাড়ি দিয়ে হত্যা করেছে?’

‘মাথা নাড়ল জন। এটা অনেক ভয়ানক। বৃদ্ধ মানুষটা মাথা নিচু করে ফোঁপাতে লাগল।’

‘আমাদেরকে বলো জন।’ জোরাজোরি করল হেক্টর। আস্তে করে মাথা উঠালো জন। আর এত নিচু স্বরে বলতে লাগল যে অন্যরা অনেক কষ্ট করে বুঝতে পারল।

‘লোকটা ওকে কেটে ফেলেছে। মাথা কেটে নিয়েছে।’

‘গুঙিয়ে উঠল হ্যাজেল। ‘ওহ্ গড, নাহ্। এ রকম কাজ কেউ কেন করবে?’

‘কিছু চুরি করেছে?’ অশিষ্ট স্বরে জানতে চাইল হেক্টর। কণ্ঠস্বর শক্ত আর অনুভূতিহীন। মাথা নাড়ল জন।

‘তো তুমি বলছো লোকটা কিছু চুরি করেনি? বাসা থেকে কিছুই নেয়নি?’ চাপ দিল হেক্টর। জন মাথা উঁচু করে প্রথমবারের মতো সরাসরি হেক্টরের চোখের দিকে তাকাল।

‘কিছুই নেয়নি, শুধু...’ আবার থেমে গেল জন।

‘বলো জন! বলো।’ কী নিয়েছে?

‘গ্রেসের মাথা।’ এমনকি হেক্টরও অনেক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে রইল।

‘লোকটা তার মাথা নিয়েছে? পুলিশ খুঁজে পেয়েছে?’

‘না। এই কারণেই তোমাকে আগে বলতে পারিনি। এটা অনেক ভয়ানক।’ হেক্টর মাথা ঘুরিয়ে হ্যাজেলের চোখের দিকে তাকাল। হেক্টরে’র অভিব্যক্তি বুঝতে পেরে দাঁড়িয়ে উঠে এক হাতে মুখ ঢাকলো হ্যাজেল।

‘ওহ্ খ্রাইস্ট!’ মোলায়েম স্বরে জানাল হেক্টর। ‘পশুটা আবার এসেছে।’ মুখ থেকে হাত নামাল হ্যাজেল।

‘কায়লা! ওহ্, গড, আমার বেবিকে নিরাপদে রাখো!’ কায়লা! হাঁটুতে মাথা রেখে দুই হাতে মুখ ঢাকলো হ্যাজেল, ‘আমার অনেক ভয় লাগছে।’ ‘আমাকে আমার বেবির কাছে যেতে হবে।’ হেক্টর হ্যাজেলকে ধরে পায়ের ওপর দাঁড় করালো। সোফায় বসা জনের দিকে তাকাল।

BanglaBook.org

'আমাকে যেতে হবে জন। আমি অসম্ভব দুঃখিত। যাই হোক যারা বেঁচে আছে তাদের কথা ভাবতে হবে আগে। কায়লা অনেক বিপদের মাঝে আছে। আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ না করলে হয়তো একই জিনিস ওর সাথেও ঘটবে।' দরজার দিকে এগিয়ে গেল হেক্টর, সাথে হ্যাজেল।

'এভাবে আমাকে রেখে যেও না। অন্তত শেষকৃত্য পর্যন্ত থাকো প্লিজ।' জন চিৎকার করে উঠল। হেক্টরের কাছে কোনো উত্তর নেই। সে আর হ্যাজেল প্রায় দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামল যেখানে মেবাক পার্ক করা আছে এখনো। হ্যাজেলকে সাবধানে পেছনের সিটে বসিয়ে দিয়ে নিজেও ওকে ধরে বসল হেক্টর। এরপর শফারের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিল।

'এখনি আমাদেরকে এয়ারপোর্টে নিয়ে চলো।'

আকাশে ওঠার সাথে সাথে স্পিকার ফোনে প্রথম ফোন করল ওরা। কায়লার মোবাইল ফোনে। কিন্তু ভয়েস মেইলে চলে গেল। হ্যাজেল পরবর্তী ফোন করল ডেনভারে কায়লার ভেটেরিনারি স্কুলের হোস্টেলে। উচ্ছ্বসিত নারীকণ্ঠের উত্তর এলো।

'কায়লা ব্যানক? ঠিক আছে! আমি আজ ওকে দেখিনি। কিন্তু নিশ্চয়ই আশপাশে আছে। আপনি একটু ধরুন আমি ওকে খুঁজে নিয়ে আসি।' সাত মিনিট ধরে দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর পুনরায় লাইনে এলো মেয়েটা।

'ও তো কমন রুমে নেই। আমি ওর বেডরুমের দরজায় নক করেছি। কোনো উত্তর নেই। সোমবার থেকে কোনো মেয়েই ওকে দেখেনি। আপনি মেইন ব্লকের রেজিস্টোর চেক করে দেখবেন? আমি নাম্বার দিচ্ছি।' আরো চারটা কল করার পর মেডিসিন স্কুলে সাইমন কুপারকে পেল তারা।

'হ্যালো মিসেস ব্যানক। এক্সকিউজ মি! আমি ভুলে গেছি যে আপনি এখন বিবাহিত। হ্যালো মিসেস ক্রস।'

'সাইমন, আমাকে কায়লার সাথে কথা বলতে হবে। তুমি জানো সে কোথায় আছে?'

'ওহ, আমি তো ওকে শেষ শুক্রবারের সন্ধ্যার পর থেকে আর দেখিনি। আমি সামনের পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করছি। কায়লাও আমার সাথে পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয়। ও বলছে আমি ওকে অবহেলা করছি। আমাকে ফোন করে না আর আমার ফোনের উত্তরও দেয় না। আমার মনে হয় আমাকে শাস্তি দিচ্ছে। আমি ধারণা করেছিলাম ও আপনাদের সাথে হলিডে উইকেন্ডে গেছে।

BanglaBook.org

'না, সাইমন আমরা হিউস্টনে নেই। আমরা ভ্রমণ করছি। কায়লাকে পাওয়া যাচ্ছে না। প্লিজ ওকে খোঁজার চেষ্টা করো। যদি ওকে পাও—বলো যে আমাকে ফোন করতে জরুরি। বলবে না?'

'অবশ্যই বলব মিসেস ক্রস।' হ্যাজেল কানেকশন কেটে দিতেই একে অন্যের দিকে তাকাল তারা।

'আমরা এখনি কোনো খারাপ উপসংহারে যাব না।' হ্যাজেলের হাত ধরল হেক্টর।

'না।' একমত হলো সে ও। নিশ্চয়ই কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা আছে। 'আমি হিউস্টনে আগাথাকে ফোন করছি।' মাত্র কয়েক রিং বাজার পরই হ্যাজেলের পি.এ লাইনে এলো। ওপাশে হ্যাজেলের নাম্বার চিনতে পেরেছে আগাথা।

'শুভ সন্ধ্যা। মিসেস ক্রস।' স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে জানাল আগাথা। 'অথবা আমি ভাবছি যেখানে আপনারা আছেন—সেখানে হয়তো সন্ধ্যা নয়।' খোশ গল্পের কোনো সময় নেই হ্যাজেলের কাছে।

'আগাথা তুমি কায়লাকে দেখেছো?'

'না, আমার ভয় লাগছে যে দেখিনি। বিয়ের পর থেকে কোনো অনুষ্ঠানে না।'

'প্লিজ ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করো। ওকে বলো আমার সাথে জরুরি ভিত্তিতে যোগাযোগ করতে।' ফোন কেটে দিয়ে হেক্টরের দিকে তাকাল হ্যাজেল। চোখ ভর্তি পানি।

'ও অদৃশ্য হয়ে গেছে।' কাতর কণ্ঠে জানাল হ্যাজেল, 'আর আমরা এই গদর্ভটার মেশিনটার মাঝে আটলান্টিকের ওপরে আছি। আমরা কী করব?'

'প্যাডি ভ্যাঙ্কুভারে আছে। ওখানে সেমিনারে গেছে। আমাকে দিয়েছে ওর নাম্বার।' মোবাইল ফোনে দ্রুত খুঁজে দেখল হেক্টর, পেয়েছি। ডায়াল করতে অল্প সময়ের মাঝেই স্পিকারে গমগম করে উঠল প্যাডির ভরাট কণ্ঠস্বর।

'ওকুইন বলছি। কে ফোন করেছেন?'

'প্যাডি, আমি হেক্। রেড অ্যালার্ট ঘটেছে।'

আমি শুনছি। বলো হেক্।' হ্যাজেলের মাকে কেপটাউনে খুন করা হয়েছে। গলা কেটে হত্যা করে ওর মাথা নিয়ে গেছে খুনিরা। পুরো বিষয়টা পশুর দিকনির্দেশ করছে। এখন মনে হচ্ছে কায়লাও ডেনভারের স্কুল থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি পারি আমরা ফিরছি। কিন্তু আমরা মাত্রই সাউথ আফ্রিকা থেকে উড়াল দিয়েছি। তুমি ডেনভারে কলোরাডোতে চার্টার

BanglaBook.org

ফ্লাইট নিয়ে যাও। চার দিন আগে এখানে শেষবারের মতো কে কে দেখা গিয়েছে। ওখানে যেয়ে ওকে খুঁজে বার করো প্যাডি।'

'এখনি যাচ্ছি, বস।' জানাল প্যাডি। 'প্রথম কাজ হলো মিসিং পারসনের ফাইল করতে হবে। শেষ কে দেখেছে ওকে?'

'আমরা যতদূর জানি ওর বয়ফ্রেন্ড সাইমন কুপার।' হেক্টর কুপারের ফোন নাম্বার দিল প্যাডিকে।

'হ্যাজেলকে বলো দুশ্চিন্তা না করতে। এতে কোনো কাজ হবে না।'

'প্রতি ঘণ্টায় ফোন করো প্যাডি। যদি তোমার কোনো রিপোর্ট নাও থাকে তবুও।'

আট ঘণ্টার মাঝে প্যাডি ডেনভারের প্রধান পুলিশের সাথে দেখা করল। সব রকম ব্যবস্থা নেয়া হলো কায়লার জন্য। প্রতিটি স্থানীয় রেডিও স্টেশন আর টিভি স্টেশনে কায়লার ছবিসহ তথ্যের জন্য আকুতি জানানো হলো। পুলিশ অফিসার পাঠিয়ে সাইমন কুপারসহ কায়লার ক্লাস আর হোস্টেলের সবার কাছ থেকে তথ্য আদায়ের চেষ্টা শুরু হলো।

'নির্দিষ্টভাবে কিছুই না হেক্টর। কিন্তু সবাই এর ওপর কাজ করছে। গত তিন রাত ধরে কায়লা তার হোস্টেলের রুমে ঘুমায়নি আর গত সোমবার থেকে ক্লাসেও যায়নি। আমি এইমাত্র হিউস্টনে পুলিশ প্রধানের সাথে কথা বলেছি। তিনি হ্যাজেলকে ভালোই চেনেন। অনেক শ্রদ্ধা করেন। তিনি কায়লা সচরাচর যায় এমন সব জায়গায় লোক পাঠিয়েছেন।' বিবিজে আটলান্টাতে কাস্টমস আর ইমিগ্রেশনের জন্য থামতেই হেক্টর প্যাডিকে ফোন দিল।

'আমাদেরকে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ডেনভার না হিউস্টন কোথায় যাবো? তুমি কী বলো?'

'আধা ঘণ্টা আগে স্থানীয় টিভি স্টেশন থেকে একটা সংকেত পেয়েছি। কলার মনে করছে সে কায়লাকে চেনে। সে বলছে তার মনে হয় সে দুদিন আগে ডেনভার থেকে হিউস্টনের প্লেনে কায়লার মতো কাউকে দেখেছে। তাই হিউস্টনেই প্রধান হয়ে যাচ্ছে তল্লাশি ক্ষেত্রে।'

'প্লিজ গড, এটা যেন ও হয়।' শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল হ্যাজেলের। 'পিটার'কে বলো হিউস্টনের জন্য ফ্লাইট প্ল্যান করতে। আমি আগাথাকে বলছি এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠাতে। আমরা পৌঁছাতে মধ্যরাত হয়ে যাবে। উভয়েই ফ্লাইটের শেষাংশে ভাঙা ভাঙা হলেও খানিক করে ঘুমিয়ে নিল কিন্তু অবশেষে ব্যানক বাসভবনে পৌঁছালেও নিঃশেষ হয়ে গেল দুজনের অবস্থা। ঘরের সবকটা বাতি জ্বলছে। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আগাথা।

'কোনো খবর?' জানতে চাইল হ্যাজেল।

BanglaBook.org

‘আমি দুঃখিত মিসেস ক্রস। শেষ বার যখন কথা হয়েছে তারপর থেকে আর কিছু শুনিনি। তারা ফ্লাটের সব প্যাসেঞ্জারদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছে যেখানে কায়লা হয়তো ছিল।’ স্যুইটে ঢুকেই আবার ফোন করল প্যাডিকে।

‘এখনকার মতো কিছুই না।’ প্যাডি জানাল হেক্টরকে। তোমরা দুজন ‘একটু ঘুমাতে চেষ্টা করো। মনে হচ্ছে পরবর্তী কয়েক দিন অনেক ঝড় যাবে তোমাদের ওপর দিয়ে। নতুন কোনো খবর পেলেই আমি সাথে সাথে জানাব। আই প্রমিজ।’

‘ঠিক আছে। আমরা তাই করব প্যাডি।’

হেক্টরের ঘুম ভেঙে গেল। যদিও ওর পাশে বিছানার চাদর হ্যাজেলের শরীরের তাপে এখনো গরম হয়ে আছে, কিন্তু জায়গাটা শূন্য। হ্যাজেল নেই। সাথে সাথে উঠে গেল হেক্টর। বেড সাইড টেবিলে পিস্তলের জন্য হাত বাড়ালো হ্যাজেল!’ তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকল!

হেক্টর।

‘আমি, এখানে।’ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে হ্যাজেল।’

‘বিছানায় এসো।’ আদেশ দিল হেক্টর।

‘আমার মনে হয় আমি কিছু শুনেছি।’

‘কি? আমি কিছু শুনিনি।’ তুমি ঘুমাচ্ছিলে। ‘জানাল হ্যাজেল, হয়তো আমি স্বপ্ন দেখেছি।’

‘বিছানায় এসো, মাই লাভ।’ ‘আমাকে বাথরুমে যেতে হবে।’ রুমের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেল সে। জানালা দিয়ে এক ফালি চাঁদের আলো এসে ঢুকেছে ঘরে। বাথরুমে গিয়ে লাইট জ্বালালো। বিস্ময়ে থেমে গেল। মার্বেল ভ্যানিটি টপের ওপর কিছু একটা পড়ে আছে; কিন্তু ঘুমাতে যাওয়ার সময় তো ছিল না। বড়সড় একটা জিনিস সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। ধীরে ধীরে সাবধানে এগোল সে। দেখতে পেল একটা খামও পড়ে আছে। এটা এমবোশ করা, সাধারণত প্রেমিকের কাছ থেকে কোনো মেসেজ পাঠানো হয় এটাতে করে।

‘হেক্টর। চিৎকার করে উঠল হ্যাজেল।’ সে আমাকে অনেক ভালোভাবে চেনে আমি তার কাছে থেকে উপহার পেতে ভালোবাসি। আমাকে আনন্দ দিতে চাইছে সে। খাম তুলে নিল হ্যাজেল। কোনো ঠিকানা লেখা নেই। সিলমোহরও নেই। খুলতেই ভেতরের কার্ড বের হয়ে

BanglaBook.org

গেল। হা করে তাকিয়ে রইল হতবাক হ্যাজেল। ইংরেজিতে নয়। কোন পূর্ব দেশীয় অক্ষর।

আরবি? নিশ্চিত হতে পারল না সে। ঢেকে রাখা জিনিসটার দিকে এগিয়ে কাপড়ের এক কোণা তুলে দেখল হ্যাজেল। একপাশ তুলতেই কাচের জার দেখা গেল। যেমনটা ল্যাবোরেটরিতে কোনো কিছু সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করতে দেখা যায়। এখনো বিস্মিত হ্যাজেল, জারের ভেতরে রাখা জিনিসটা দেখতে কাছে এগিয়ে গেল।

চিৎকার বের হলো গলা চিরে। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা হিম শীতল গোঙানি পেছনে হেঁটে সাদা টাইলস করা মেঝেতে পড়ে গেল। হাত আর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে রুমের একেবারে শেষ কোণায় চলে যেতে চাইছে। মনে হলো খাচায় রাখা কোনো বন্যপ্রাণী। দু পায়ের মাঝে দিয়ে বের হয়ে এল গরম মূত্র। আবারে মুখ খুলল চিৎকার করতে। কিন্তু হলুদ বমির স্রোত এসে টাইলস্ করা মেঝে ভাসিয়ে দিল।

চিৎকার শুনে লাফিয়ে উঠল হেক্টর। বিছানা থেকে নেমেই পিস্তল হাতে নিল। বেডরুম থেকে দৌড় দিতে দিতে ম্যাগাজিনে গুলি ভরে ফেলল দুহাতে পিস্তল তাক করে বাথরুমে ঢুকল। রুমের দরজায় আছাড় খেল হেক্টর। দেখতে পেল এক কোণায় হামাগুড়ি দিয়ে আছে হ্যাজেল। সারা ঘরে বমি আর প্রস্রাবের গন্ধ। মনে হলো হাল্কা দম বন্ধ হয়ে যাবে।

ও ব্যথা পেয়েছে। ভাবল হেক্টর। তাড়াতাড়ি ওর পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। হ্যাজেল কি হয়েছে? কেউ ছিল এখানে? কেন এত ভয় পেয়েছো তুমি? হ্যাজেলের হাত ধরতে যেতেই মাথা নেড়ে সরে গেল সে। ইশারা করে শেল্ফ দেখাল। দ্রুত ঘুরে গেল হেক্টর। পিস্তল তাক করা গুলি করার জন্য ট্রিগারে আঙুল।

বেল্ জার দুটো দেখতে পেল হেক্টর। এক মুহূর্ত লেগে গেল বুঝতে যে সে কী দেখছে। বর্ণহীন তরলের মাঝে প্রতিটি জারে একটি করে দেহহীন মানব মুণ্ডু ভাসছে। বাঁ পাশে গ্রেস নেলসনের মাথা। চোখ বন্ধ, বয়সের ভারে ঋজু হলুদ চামড়া। সামুদ্রিক আগাছার মতো পাতলা রূপালি চুল মুখে লেপ্টে আছে। এত বৃদ্ধ দেখাচ্ছে মনে হচ্ছে একশ বছরে মৃত্যু হয়েছে তার।

ডান পাশের জারে কায়লা ব্যানকের মাথা। চোখ খোলা মনে হলো সরাসরি হেক্টরেরর দিকে তাকিয়ে আছে। উজ্জ্বল নীল দ্যুতির লেশ মাত্র নেই। পাথরের মতো নিস্প্রভ। অনুভূতিহীন ঠোঁট সামান্য খোলা সাদা দাঁতের মাঝে ব্যঙ্গাত্মক হাসি। চামড়া বিবর্ণ হলেও মসৃণ। মুখের চারপাশে সোনালি চুলের

BanglaBook.org

মেঘ। মনে হচ্ছে গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠছে সে। হেক্টর বুঝতে পারল যে আর এক মুহূর্ত ও এই সৌন্দর্য্য দেখলে ওর নিজের হৃৎপিণ্ড অচল হয়ে যাবে।

উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাজেলকে ধরে ধরে বিছানার নিয়ে শুইয়ে দিল। বেডসাইড ইন্টারকম তুলে নিয়ে আগাথাকে ফোন করল। প্রায় সাথে সাথে উত্তর দিল সে।

'সিকিউরিটি গার্ড'কে বলো বাসা আর নিচে অনধিকার প্রবেশকারীকে খুঁজে বের করতে। পুলিশকে ফোন করো। একটা হত্যাকান্ড ঘটেছে। এরপর হ্যাজেলের জন্য একজন ডাক্তার।' থেমে গেল হেক্টর, 'এটা জরুরি।' হ্যাজেলের নাইটড্রেস খুলে মুখ আর শরীর ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুছে দিল। এরপর একটা চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে নিজেও এর নিচে শুয়ে জড়িয়ে ধরল হ্যাজেলকে। হ্যাজেলের সারা শরীর কাঁপছে, দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে। একেবারে ভেতর থেকে উঠে আসছে ভয়ানক কাতর গোঙানি। ডাক্তার আসা পর্যন্ত ওর কানে কানে ভালোবাসার কথা জানাতে লাগল হেক্টর।

আমার স্ত্রী ওর মেয়েকে হারিয়েছে। এটা ভয়ানক শোক হিসেবে এসেছে। ব্যাখ্যা করল হেক্টর।

ডাক্তার ইনজেকশন দিতেই গাঢ় অবচেতন জগতে তলিয়ে গেল হ্যাজেল। 'আমি ওকে আমার ক্লিনিকে নিয়ে যেতে চাই। আর পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত একজন নার্স দিনে-রাতে সেবা করবে।' জানাল ডাক্তার।

'গুড! একমত হলো হেক্টর। এখানে যা ঘটবে তাতে ওর জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না–' পুলিশের সাইরেন ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে শুনতে পেয়ে চুপ হয়ে গেল হেক্টর।

আমি অ্যামবুল্যান্সের জন্য ফোন করছি, এখনি।

স্ট্রেচারে করে হ্যাজেলকে নিচে নিয়ে যাওয়া হলো। হেক্টর ওর অজ্ঞান মুখে কিস্ করে দেখল অ্যামবুল্যান্স চলে গেল। এরপর বাথরুমে ফিরে সাদা কাপড় দিয়ে মাথা দুটো ঢেকে দিল। খাম খুলতেই আরবি স্ক্রিপট্ পড়া হয়ে গেল–

'রক্তের ঋণ চারটি। দুটো মাথা নেওয়া হয়েছে। আর শোধ হতে আরো দুটো বাকি।'

BanglaBook.org

সাতদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠের খেলাধুলার জায়গার পেছনে নালার মধ্য থেকে কায়লা ব্যানকের ধড়হীন মৃতদেহ উদ্ধার করল ডেনভার পুলিশ। মানুষ-জন দুর্গন্ধ বের হওয়ায় অভিযোগ করেছিল। মৃতদেহ ইতিমধ্যেই গলতে শুরু

করেছে। সংকারকারকেরা সাদা মার্বেল পাথরের শবাধারে কায়লা আর ওর নানিমার খণ্ডিত মস্তকসহ মৃতদেহ রেখে দিল। শবাধারে ঢাকনাতে দুজনের নাম খোদাই করা হলো। একটা চার্টার ফ্লাইট এ শবাটারকে স্টিমবোট ঝরনার কাছে নিয়ে গেল। সেখান থেকে ব্যানক স্মৃতিসৌধে স্পাই গ্লাস পর্বতে। একই দিনে গ্রেস নেলসনের দেহ আগুনে পোড়ানো হলো। আংকেল জন দেহভস্ম ছড়িয়ে দিল আঙ্গুরখেতে।

গুটিকয়েক পারিবারিক আত্মীয় আর বন্ধুই কেবল স্পাই গ্লাস মাউন্টেনে জড়ো হলো। কায়লার পিতার ডান পাশে গোলাপি মার্বেল মঞ্চে শবাধার স্থাপন করা হলো। যে প্রিস্ট কায়লা'র বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন। তিনিই সংক্ষিপ্তভাবে আচার পালন করলেন। কোনো ভাষণ হলো না। সব শেষে শেষকৃত্যে আসা প্রতিটি শোকার্ত মানুষ একটা করে লাল গোলাপ রেখে গেল শবাধারের ওপর। সাইমন কুপার তাদের একজন আর সবার সামনেই কাঁদল সে।

'আমি ওর মতো মেয়ে আর কখনোই পাবো না। আমাদের বিয়ে করার কথা ছিল। ঘর বাঁধা-সন্তান নেওয়ার কথা ছিল। ও ছিল চমৎকার।' থেমে গেল সাইমন। আমি দুঃখিত মিসেস ব্যানক। 'আমি নিজেকে জাহির করতে চাইছি না।'

'তুমি আসায় আমি খুশি হয়েছি, সাইমন।' জানাল হ্যাজেল। হেক্টর আর হ্যাজেল একা হয়ে যাবার পর একসাথে লনে নেমে পাথরের বেঞ্চে বসল। আকাশের দিকে তাকাল হেক্টর। দুঃখের সাথে হাসল হ্যাজেল।

'আমি ভয় পাচ্ছি হেনরিকে দেখা যাবে না। হংস হয়ে উড়ে বেড়াবার সময় নেই ওর। এখন ও হাত ভর্তি হয়ে আছে কায়লা আর গ্রেসকে নিয়ে।'

'তুমি আমার ভাবনা ধরতে পেরেছো। আমি হেনরির জন্য অপেক্ষা করছি। স্বীকার করল হেক্টর। আমার ধারণা তোমাকে এই প্রথম হাসতে দেখলাম এসব শুরু হওয়ার পর।'

'আমি অনেক কেঁদেছি।' জানাল হ্যাজেল। 'কান্নার সময় পেছনে পড়ে গেছে। এসো হেনরি আর কায়লাকে একা ছেড়ে দেই। ওরা একে অন্যকে আবার সময় দিক।' উঠে দাঁড়িয়ে হেক্টরের হাত ধরে একত্রে নেমে গেল পর্বতের গা বেয়ে লেকের পাশের ঘরে। হাঁটতে হাঁটতে হ্যাজেলের মুখের একপাশ তাকিয়ে দেখতে লাগল হেক্টর। এ পর্যন্ত আমি যাদের দেখেছি ও তাদের কারো মতো নয়, ভাবল হেক্টর। অন্য যে কেউ এ ধরনের ভয়ানক ঘটনায় পুরো ভেঙে পড়ত। কিন্তু ও প্রায় কাটিয়ে উঠেছে এ শোক। এখন আমি বুঝতে পারছি– এত কম সময়ে কিভাবে এত কিছু অর্জন করেছে ও। ও যোদ্ধা, কখনোই হারে না। আত্ম-দুঃখে মগ্ন থাকে না। হয়তো সব সময়

BanglaBook.org

কায়লার জন্য শোক করবে। কিন্তু এর ফলে কখনোই ভেঙে পড়বে না। জীবনের সংকটময় মুহূর্তে হেনরিকে হারিয়েছিল তাকে এখনো মিস করলেও একা যুদ্ধ লড়েছে। হেনরির বিশাল দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। ওর ভালোবাসা উপহার পেয়ে আমি সত্যি গভীরভাবে সম্মানিত। এটাই আমার দেহবর্ম। ওকে পাশে পেয়ে আর কখনো একা বোধ করব না, আমি।

দুজনের কারোরই ডিনারের ক্ষুধা নেই। রান্নাঘরে শেফের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিল সব খাবার। হেক্টর ক্ল্যারেটের বোতল খুলে নিল। এরপর দুজনে জেটির শেষ মাথায় গিয়ে পানিতে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ল। নিঃশব্দে ওয়াইন পান করতে লাগল দুজন। লেকের ওপর উঠে এলো চাঁদ। প্রথম কথা বলল হ্যাজেল–

'পুলিশ এখনো সে লোকটা বা লোকগুলোর কোনো হদিস বের করতে পারেনি, যারা আমাদের জন্য আমার দুই ডার্লিং এর মাথা রেখে গেছে।' আক্ষেপ করল হ্যাজল।

'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। উত্তর দিল হেক্টর।' হিডস্টন র‍্যাঞ্চে তোমার সিকিউরিটি তেমন কড়া নয়। শত শত মানুষ আছে যারা নিয়মিত আসছে যাচ্ছে। চুক্তিবদ্ধ বাগান মালিরা বিভিন্ন সাপ্লাই দেওয়ার লোক প্রতিদিনের কাজের লোক, মিটার রিডার, প্লাম্বার, পেইন্টার ইলেকট্রিসিয়ান আরো কত কে।'

কিন্তু আদম কেমন করে আফ্রিকা থেকে এত দূরে আসবে? নিশ্চিতভাবে এরা সবাই অ্যামেরিকান।'

এর সাথে আরো আছে ল্যাটিন্স ইউরোপিয়ানস এশিয়ানস, আফ্রিকানস আর আরো বিশটি ভিন্ন জাতির অভিবাসীরা সোমালিয়ানসহ পান্টল্যান্ড থেকে আগত।' ঘুরে হেক্টরের দিকে তাকাল হ্যাজেল।

'সোমালিয়ানস? কেমন করে সম্ভব?'

'শুধু কানাডাতে মিলিয়নের চার ভাগের এক ভাগ সোমালিক আছে। যারা বৈধভাবে এদিকে প্রবেশ করেছে আর ইউএস কানাডিয়ান সীমান্ত তো একেবারে উন্মুক্ত। তোমার মায়ের দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা তো এ মহাদেশের উত্তরাংশ থেকে আসা শরণার্থীতে ভেসে গেছে। শুধু জিম্বাবুয়ে বা মালয় বাসীরা নয় অসংখ্য নাইজেরীয় আর সোমালীয়রাও আছে। বেশির ভাগ সোমালিয়ান পান্টল্যান্ডের আর টিম্পো টিপের ভক্ত। যদি পুলিশ কখনো খুঁজেও পায় যে কারা গ্রেস বা কায়লাকে হত্যা করেছে, তাহলে তারা এতটাই চুনোপুঁটি হবে যে সত্যিকারের নির্দেশদাতার কোনো হদিস মিলবে না। হেক্টর থেমে হ্যাজেলের কাঁধের ওপর হাত দিল। তাই দেখতেই পাচ্ছো ডার্লিং এখানেই সব

BanglaBook.org

শেষ নয়। আদম শুরু করেছে মাত্র। তার হাজারো রাস্তা আছে আমাদের কাছে পৌঁছাবার। পশুটার শিরা কেটে ফেলা তাই কাজের কাজ হবে না। দ্রুত গজিয়ে যাবে। আমাকে ফিরে গিয়ে ওর মাথাটাই কেটে ফেলতে হবে।

'তুমি বুঝতে পারছো না। যে সে ও তোমোকে দিয়ে এমনটাই করতে বাধ্য করছে? এই কারণেই ভয়াবহ সতর্কবার্তা দিয়ে গেছে যে আরো দুটো মাথা চাই তার। তুমি তাকে সুযোগ দিতে পারো না। তুমি কখনোই যাবে না।' হ্যাজেল হেক্টরের হাতে হাত রেখে ব্যাগ্রভাবে, আবেগময়তার সাথে জানাল, 'যদি আমি তোমাকেও হারাই তাহলে আমার কিছুই থাকবে না। আর।'

'আমাদের আর কোন উপায় নেই।' হেক্টর জানাল।

'যদি তুমি যাও, তাহলে আমিও যাবো তোমার সাথে।' হ্যাজেলের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল বোঝা গেল যে এটাই তার শেষ সিদ্ধান্ত। আর কোনো তর্ক চলবে না। ক্ষণিক নিরবতা নেমে এলো।

'না, মাই সুইট আমি তোমাকে নিতে পারব না। তুমি জানো শেষবার কেমন ছিল। আমরা আবারও পশুটার নিজের মাটিতে যাব।

তাহলে প্যাডিকে পাঠাও। এই জন্যে ওকে পারিশ্রমিক দেয়া হয়। ও এই কাজে দক্ষ।'

'আমার ক্ষেত্রে আমি যে ভয় পাই তার কারণে আমি কাউকে পাঠাতে পারব না। যদি আমি না যাই পশুটা যেভাবে হুমকি দিয়েছে, আমাদের পিছু নেবে।

'হ্যাঁ। এটাই ঠিক আছে। ওকে আসতে দাও আমাদের কাছে। এর চেয়ে ভালো কিছু হয় না। আমাদের ঘরেই আমাদের মুখোমুখি হোক সে। এই বার তুমি তার জন্য প্রস্তুত থাকবে।' চাঁদের আলোয় হ্যাজেলের দিকে তাকাল হেক্টর।

'হ্যাঁ! হেক্টর চিন্তিতস্বরে জানাল।' এরপর মাথা নাড়ল 'না, সে নিজে কখনো আসবে না। ভাড়াটে খুনি পাঠাবে। আগের মতোই। ধর্মোন্মাদ্দারে বহু দল আছে ওর ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য।'

'তাহলে আমরাও তার মতো অসহনীয় অবস্থা তৈরি করব—মোলায়েম স্বরে জানাল হ্যাজেল। 'এমন কিছু যা সে আগ্রাহ্য করতে পারবে না।'

'তুমি বলতে চাও আমরা ওর জন্য টোপ ফেলব? এটা বেশ বুদ্ধিমতীর মতো চিন্তা করেছো।' মাথা নাড়ল হেক্টর। 'কিন্তু এমন কি আছে যে নিজে আসবে?'

'সোনালি হংস।' উত্তর দিল হ্যাজেল।

BanglaBook.org

'মাই গড! তুমি ঠিক বলেছো।' ফিসফিস করল হেক্টর। আমরা জানি সে লোভী। আমরা জানি ও ষড়যন্ত্রে ওস্তাদ। আমরা এমন ভান করতে পারি যে ও নতুন গতি পেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে– নিজের গোত্রের শেখ। একমাত্র সোনালি হংসই পারবে জন্তুটাকে তার গুহা থেকে বের করে আনতে।

তাদেরকে দুঃখের আর হতাশার জগৎ থেকে বের করে আনার জন্য এই নতুন পরিকল্পনা বেশ সফল হলো। নতুন প্রাণচাঞ্চল্য জেগে উঠেছে হ্যাজেল আর হেক্টরের মাঝে। হেক্টর যখন যোগাযোগ করল প্যাডি তখন প্যারিসের চার্লস ডি গল এয়ারপোর্টের ফাইনাল ডেপারচার লাউঞ্জে বসে আছে—দুবাই হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার ফ্লাইট ধরার জন্য।

'পরিকল্পনা বদল হয়েছে প্যাডি। আমরা চাই তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো হিউস্টনে ব্যানক অয়েল হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসো।'

'জিসামের দোহাই হেক্। কিছু একটা তোমাকে আবার জীবনে ফিরিয়ে এনেছে। আমি তোমার গলার স্বরে বুঝতে পারছি। কয়েকদিন আগে আমি যে দুঃখকাতর বোকা লোকটাকে রেখে এসেছি তুমি কোনমতেই আর সে নও।'

'লক্ অ্যান্ড লোড, মাই ওল্ড সান! তুমি আর আমি আবারও সমরে যাবো।' জানাল হেক্টর। গলার স্বর তরতাজা আর উদ্দীপ্ত।

হ্যাজোল আর হেক্টর তর্ক জুড়ে দিল আবু জারা নাকি তাইপেইকে অপারেশনের বেস্ বানানো হবে। সবশেষে দুজনেই একমত হলো যে উভয় জায়গাই জন্তুটার ঘরের কাছে। তাই আদমের গোয়েন্দারা ছড়িয়ে থাকবে চারপাশে। তাই হিউস্টনে ব্যানক হাউস হলো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ব্যানক হাউস ডালাস স্ট্রিটে। হিয়াট হোটেলের নিচের রাস্তায়। বিল্ডিং এর ওপরে ২৫ নম্বর ফ্লোর পার্কের দিকে মুখ করে আছে। পুরো ফ্লোর হ্যাজেলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কড়া পাহারা, সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও ভোগ-বিলাসের সব আয়োজন আছে এতে। অপারেশনের জন্যে একটা কোড নেইম ঠিক করে ফেলল হ্যাজোল।

'অপারেশন ল্যামপোস্।' শব্দটার গ্রিক অর্থ 'উজ্জ্বল আলো।' ভার্জিল আর হোমারের মতো ক্ল্যাসিক্যাল মিথলজিতে ল্যামপোস্ শুধুমাত্র হেক্টরের ওয়ার হাউজের নামই নয়, এই নামটা কায়লা তার পছন্দের পালামিনো ঘোটকীর জন্য ও ঠিক করেছিল।

'তোমার আর কায়লা'র কনেকশন অনেক স্ট্রং।' ব্যাখ্যা কারলো কায়লা। 'কিন্তু তাদের কাছেই যারা তোমাদেরকে কাছ থেকে জানে।

BanglaBook.org

‘অপারেশন ল্যামপোস’, আমার পছন্দ হয়েছে এটা। আমরা একটা নাম পেয়েছি। এখন মানুষ দরকার। প্যাডি আগামীকাল পৌঁছে যাবে। তারপর অন্য কাকে দরকার আলোচনা করা যাবে।

হেক্টর যখন প্যাডিকে অপারেশন ল্যামপোস সম্পর্কে জানাল, প্যাডি কোনো মন্তব্যই করেনি। এমনকি শেষ হওয়ার সাথে সাথে ও কোনো উত্তর দেয়নি। সামনে রাখা নোট প্যাডে আঁকিবুকি কাটতে লাগল। অবশেষে পেন্সিল রেখে মুখ তুলে ওপরে তাকাল।

‘সোনালি অংশ। কার মাথা থেকে এসেছে এটি?’ জিজ্ঞেস করল প্যাডি। চোখ ঘুরে গেল টেবিলের শেষ প্রান্তে বসে থাকা হ্যজোলের দিকে। ‘নারীসুলভ ভাব আছে।’

‘তোমার ভালো লাগেনি, প্যাাডি?’ জানতে চাইল হ্যাজেল। ‘আই লাভ ইট। এটা সহজ অথচ ব্রিলিয়ান্ট আর কিছু হতে পারে না।’ হাসি মুখে ঘোত ঘোত করে উঠল প্যাডিকে। ‘কারো আনতে হবে প্যাডি?’ জিজ্ঞেস করল হেক্টর।

‘যত কম হয় ততই ভালো।’ উত্তর দিল প্যাডি। ‘শুরু হোক ডেভ্ ইমবিস্ দিয়ে। সে আমাদের তথ্যপ্রযুক্তির গুরু আর পরিকল্পনা, যন্ত্রপাতি সরবরাহে সিদ্ধহস্ত। এরপর তোমার পুরাতন অর্ধেক অংশ তারিককে অবশ্যই লাগবে। আমাদের একজনে দক্ষ যোদ্ধা দরকার, জন্মগতভাবে আরবিভাষী যে কি না পশুর মতোই চিন্তা করে, শত্রু আর যুদ্ধ ক্ষেত্রটা ভালো চেনে।

‘তারিক এখন কোথায়?’ জানতে চাইল হেক্টর। ‘তুমি ওর সাথে যোগাযোগ করতে পারবে?’

মাথা নাড়াল প্যাডি। ‘হ্যাঁ, তারিক আর আমার একটা কল, সাইন আছে ও এখনো পান্টল্যান্ডে আন্ডারকাভারে আছে। কিন্তু আমি দ্রুত খুঁজে বের করে ফেলব।’

‘খুব ভালো, তাহলে তুমি, আমি, হ্যাজেল, ডেভ্ আর তারিক। আর কাকে নিতে পারি?’

‘শুরুর জন্য এই-ই ভালো। আমি যতটুকু বুঝতে পারছি আমরা চারজন—বিশেষত হ্যাজেলকে দিয়ে প্ল্যানটা কাজে লাগাতে হবে। যদি আরো কাউকে ডাকি তাহলে সবিস্তারে বর্ণনা করতে হবে। সোনালি হংস পাল তোলার আগে কতটা সময় আছে হাতে?’

‘অক্টোবরের শুরুতে আবু জারা থেকে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাস বহন করার কথা তার।’ উত্তর দিল হ্যাজেল।

BanglaBook.org

'এখন থেকে আরো সাড়ে চার মাস। আমাদেরকে দ্রুত কাজ করতে হবে।' জানাল প্যাডি।

'ডেভ্ আর তারিককে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, এখানে নিয়ে এসো, নির্দেশ দিল হেক্টর।

চারদিন পরে দুবাই ও প্যারিস থেকে ফ্লাইটে করে হিউস্টনে পৌছালো ডেভ্ ইমবিস আর তারিক হাকাম। আগমনের এক ঘন্টার মাঝেই ব্যানক হাউসের টপ ফ্লোরে অপারেশন ল্যামপোসের প্রথম প্ল্যানিং সেশন শুরু হলো। হেক্টর ওদের জন্য প্রাথমিক তথ্যগুলো আবারও বলে গেল।

'এই কাজের উদ্দেশ্য হলো আদমকে মরুদ্যানের আশ্চর্য দুর্গ থেকে বের করে আনা।' সবার মুখের দিকে তাকাল হেক্টর। প্রতিটি চেহারাই বেশ মনোযোগী। 'আমরা জানি যে ভারত মহাসাগরে প্রতিটি বিদেশি নৌযানের ওপর যে হামলা পরিচালিত হচ্ছে তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে শেখ আদম টিপ্পো টিপ। এই জলদস্যুতা আরো বেশি বেগবান হয়েছে যখন আদম তার দাদার মৃত্যুর পর থেকে শেখ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছে।' হেক্টর তার সামনে থাকা টেবিলের ওপরে সুইচ টিপল। সামনের দেয়ালের থাকা স্ক্রিনে আলো জ্বলে উঠল। ভাসতে লাগল বিভিন্ন তারিখ আর সংখ্যা। 'এগুলো তার দাদার আমলে গত বছরে ঘটে যাওয়া ঘটনার পরিসংখ্যান। যেমনটা দেখা যাচ্ছে, জাহাজগুলোর ওপর আটাশ বার আক্রমণ হয়েছে। আর সবগুলো ঘটনা ঘটেছে এডেন উপসাগরীয় অঞ্চলে। এদের মাঝেমধ্যে মাত্র ৯টি সফর হয়েছে। কিন্তু মুক্তিপণ বাবদ আদায় হয়েছে প্রায় ১২০ মিলিয়ন ডলারস।' স্ক্রিনের পর্দা বদল করল হেক্টর।

'এখানে দেখা যাচ্ছে গত বারো মাসের পরিসংখ্যান।' 'বিস্ময়ে শিস দিয়ে উঠল ডেভ্ ইমবিস। হেক্টর বলতে লাগল। 'তুমি শিস দিতেই পারো ডেভ্। ১২৭টা আক্রমণের মাঝে ৯১টাই সফল। মুক্তিপণের অর্থ আদায় হয়েছে ১.২৫ বিলিয়ন ডলার।' সবাই বিস্ময়ে থ হয়ে গেল। 'হ্যাঁ, বিপুল পরিমাণ অর্থ এটি। এর প্রায় সবটুকু গেছে আদমের হাতে। মজার ব্যাপার হচ্ছে আদমের অ্যাটাক বোটগুলো এখন অফ শোরে প্রায় হাজার নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কোনো শাস্তি বা সমস্যাই হচ্ছে না তাদের। যত ক্যাশ হাতে আছে। আদম চাইলে এখন বড় জাহাজ নামাতে পারে অ্যাটাক করার জন্য। তারিকের মাধ্যমে আমরা জেনেছি যে আদম আটককৃত তাইওয়ানিজ আর রাশান ট্রলার ব্যবহার করে এ উদ্দেশ্যে। এসব জলযানে সফিস্টিকেটেড ইলেকট্রনিক

BanglaBook.org

যন্ত্রপাতি আছে। তার চেয়েও বড় কথা এগুলোর ডেকে হেলিকপ্টার প্যাড বানানো হয়েছে। ওর কাছে এখন দুটো। সম্ভবত তিনটা বেল ডেটে রেঞ্জার হেলিকপ্টার আছে। এর মাধ্যমে ও পানির চারপাশে শত শত মাইল তল্লাশি চালাতে পারে। বিপদজনক নেভাল। যুদ্ধজাহাজ থেকে শুরু করে মোটা মোটা, লোভনীয় বাণিজ্যিক নিশানা ও ওর হাত এড়িয়ে যেতে পারে না।'

'পশ্চিমা শক্তিগুলোর নেভি কেন ও'র অ্যাটাকে বোটগুলোকে যেখানেই পায় ধ্বংস করে দেয় না?' জানতে চাইলের ডেভ্।

দুইটা কারণে। প্রথমত, মহাসমুদ্রের হাজার হাজার বর্গমাইলে ছোট নৌকা খুঁজে বের করা চাট্টিখানি কথা নয়। এই কাজে যে পরিমাণ খরচ হবে তা কল্পনা করা দুষ্কর। আর যদি তারা খুঁজে পায় ও একেবারে হাতেনাতে হবে দস্যুগিরি করার সময়। তারা সাধারণভাবে গণডাঙ্গা বেতে নোঙর করে থাকা আদমের জাহাজে চাইলেই বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে না। এক্ষেত্রে জটিল সমুদ্র আইন বাধা দেবে। এ ছাড়াও কিছু হতচ্ছাড়া সমাজতান্ত্রিক দেশ আছে যারা হতভাগাদের চেয়ে জলদস্যুদের অধিকার রক্ষার্থে বেশি আগ্রহী মাঝ সমুদ্রে। তারা অভিযোগ করতে পারে যে জলদস্যু ন্যায় বিচার পায়নি। মহৎ হৃদয় আর রাজনৈতিকভাবে দেখতে গেলে এটা ঠিক আছে। এরই মাঝে মহাসমুদ্র জুড়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে আদম।

'বাণিজ্যিক জাহাজের নাবিকেরা অস্ত্র রাখে না। মালিকের ইনস্যুরেন্স পলিসি অনুযায়ী এমনটা করা হয়। যার কারণে অস্ত্র রাখতে বাধা দেওয়া হয়। এ ছাড়া ও আরেকটা কথা যদি তারা আগে গুলি করে তাহলে জলদস্যুরাও ফিরতি গুলি করবে আরো বেশি করবে। আদমের জন্য এটা খোলা সিজনে সপ্তাহের প্রতিটা দিন বড় দিন আর নতুন বছর।' কয়েক মুহূর্ত ভাবার সময় দিল সবাইকে হেক্টর। 'তো এর মাধ্যমে আমরা কী করতে যাচ্ছি? ডেভ্ আর তারিক আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমরা মিস করেছো; তাই আমি আবারও বলছি তোমাদের সুবিধাতে।' সংক্ষেপে বর্ণনা করল যে অপারেশন ল্যামপেশ থেকে সে কী চায়।

'যেমনটা তোমরা জানো, আমার স্ত্রী ওর মা এবং একমাত্র কন্যার নিষ্ঠুর মৃত্যু চাক্ষুষ করেছে। তারিক ও তার স্ত্রী ডালিয়া আর একমাত্র পুত্র হারিয়েছে আদমের দুর্বৃত্তের হাতে। আদম, আমার আর আমার স্ত্রী মাথার মূল্যও নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ্‌র সামনে শপথ নিয়েছে যে সে আমাদের হত্যা করবে। যেমনটা করেছে আমাদের পরিবারের অন্যান্য সরল সদস্যের। আমার মৃতের প্রতি সুবিচার আশা করি, নিজেদের আর সমুদ্রে চলাচলকারী অন্যান্য হাজারো নারী পুরুষের নিরাপত্তা কামনা করি। আমরা একটা মিথ্যার জালে আবদ্ধ। ভাবছি এত দূর পান্টল্যান্ড থেকে আদম এখানে আমাদের নিরাপদ ভূমিতে

BanglaBook.org

গায়ে হাত দিতে পারবে না। কিন্তু আদম ওর শক্তির পরিচয় দিয়েছে। যেখানেই থাকি না কেন আমাদের ওপর আঘাত হানতে সক্ষম যে, তাই আমাদের কাছে আর কোনো বিকল্প নেই। নিজেরা খুন হওয়ার আগে ওকে খুন করতে হবে। একমত হলো সবাই।'

'বিস্তর আলোচনা শেষে এটা কি হয়েছে যে মরুদ্যানের আশ্চর্যতে আদমের নিজের জায়গায় ওর সাথে পেরে উঠব না আমরা। এরই মাঝে একবার করে আমাদের বেশির ভাগ সুহৃদকে হারিয়েছি, রনি ওয়েলস্‌সহ। তারিক ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে।' হেক্টর হাসল তারিকের দিকে তাকিয়ে। 'তোমার ক্ষত সেরেছে?'

'হালকা দাগ আছে কেবল।'

আস্তে করে জানাল তারিক। এখনো হাসার জন্য প্রস্তুত নয় সে।

'যদি আমরা পান্টল্যান্ডে যাই আদমের কিছুই আসবে যাবে না। তাই আদম আর ওর জেনারেল উথম্যান ওয়াদ্দীকে বাইরে বের করে আনতে হবে। তাদের দুজনের জন্য টোপ ফেলব আমরা।' এমনকি প্যাডি, যে কি না আগেকার আলোচনাতেও ছিল এত বর্ণনাতে নড়েচড়ে বসল। টেবিলের অন্যান্যদের সাথে নিজেও মাথা নাড়ল সে। 'আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে যে কোনো টোপ ফেললে আদম নিজেকে সামলাতে পারবে না। আমার স্ত্রী পরামর্শ দিয়েছে যে আমরা সোনালি হংসকে ব্যবহার করতে পারি।' ডেভ্ আর তারিক দুজনেই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। প্যাডি ওদেরকে জানাল।

'আমার মনে তুমি ডেভ্ আর তারিককে গভীর কুয়াশায় ফেলে দিয়েছো হেক্। আমি জানি তুমি কী বলছো। ওসাকা শিল্প ইয়ার্ডের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার হাতে। ওদের জন্য এবার বর্ণনা করো তুমি।'

হেক্টর হ্যাজেলের দিকে তাকাল। 'হংস তোমার সন্তান। তুমি আমাদেরকে এর সম্পর্কে জানাবে। প্লিজ হ্যাজেল।'

'ঠিক আছে আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও।' আগ্রহের স্বরে জানাল হ্যাজেল। 'এটা বেশ সহজ সত্যি।' ব্যানক অয়েল সমুদ্রে ভাসমান এ যাবৎ কালের সবচেয়ে বড় আর ব্যয়বহুল জলযান নির্মাণ করতে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাস বহনের জন্য নির্মিত সুপার ট্যাংকার এটি। এরই মাঝে এটার উদ্বোধন হয়ে গেছে আর শেষ ফিটিংস এর জন্যে তাইওয়ানে গেছে। যেভাবেই হোক এই কাজ আমরা গোপন রাখতে পেরেছি। তাই তোমরাও অন্ধকারে আছো। জাহাজটার নাম রাখা হয়েছে সোনালি হংস। ইন্স্যুরেন্স মূল্য বিলিয়ন ডলারের ওপরে।' এমনকি প্যাডিকেও বেশ আশ্চর্য দেখাল। প্রথমবারের মতো তাকে সংখ্যাটা বলা হলো। এখন বাকি প্ল্যান হেক্টর জানাবে তোমাদের।

BanglaBook.org

সোনালি হংস প্রথম যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেই আমরা অনেক বিজ্ঞাপন প্রচার করব। আল জাজিরাতে সহ। আরবি টিভি হওয়ায় আদমের কাছেও সংবাদ পৌঁছে যাবে। প্রথম যাত্রায় আবু জারার নতুন গ্যাস ফিল্ড থেকে ফ্রান্স যাবে জাহাজ। সুয়েজ খালে ঢোকার তুলনায় একটু বেশি মোটাসোটা হওয়ায় এডেন উপসাগরে আদমের নাকের নিচ দিয়ে যেতে পারবে না সোনালি হংস। যাইহোক ইতিমধ্যেই যেহেতু আমরা আদমের অ্যাট্যাক বোট্ আর হেলিকপ্টার নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা জানি যে 'গ্রেট হর্ন অব আফ্রিকা'তে বারো শ নটিক্যাল মাইল পাড়ি দেওয়াও ওর জন্য সমস্যা নয়। পারস্য উপসাগরের মুখ থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত রাস্তা ধরলে গনডাঙ্গা বে থেকে তিনশ মাইল হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে আদম যেন জানে যে সোনালি হংস ওর কতটা কাছে আর কখন পৌঁছাবে। জাহাজের মূল্য আর মালিক সম্পর্ক ও জানাতে হবে তাকে। এই সুযোগ হাতছাড়া করবে না ও। অবশ্যই আঘাত হানবে আর আমরাও প্রস্তুত থাকব। নিঃশব্দে পুরো ব্যাপারটারও বিশালত্ব নিয়ে ভাবল সবাই। এরপর তারিক জানাল মোলায়েম স্বরে।

'আদম আসবে না। মানুষ বলছে যে ক্ষমতা আর সম্পদ প্রাপ্তির পাশাপাশি অনেক সাবধান হয়ে গেছে যে। নিজেকে বিপদে ফেলবে না। ও একটা ভীরু কাপুরুষ শূয়োর। যে কি না নারী আর শিশুদের অত্যাচার আর হত্যা করার মাঝেই আনন্দ পায়। নিজের ব্যাপারে কোন ঝুঁকি নেবে না।'

'তোমার ধারণা যে সোনালি হংস আক্রমণ করবে না?' জানতে চাইল হ্যাজেল।

'না। ও তা করবে না। কারণ ও একটা কাপুরুষ। উথম্যান ওয়াদ্দাও নয়। কারণ হেক্টর ও জানে উথম্যান সমুদ্রকে ভয় পায়। আদম চাচা কামাল টিপ্পো টিপাকে পাঠিয়ে দেবে। অ্যাটাক বহরের কমান্ডার। কিন্তু আদম নিজে আসবে না। নিরাপদে গনডাঙ্গা বে'তে থাকবে। বাকিরা তার জন্য পুরস্কার নিয়ে যাবে। এরপরই সে অধিকার নিতে উঠবে।' সবাই চেয়ারে হেলান দিল অস্বস্তিতে প্যাডি আর ডেভিড দৃষ্টি বিনিময় করল। হ্যাজেল জানালার কাছে গিয়ে নিচে পার্কের দিকে তাকাল। লনে ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। একদল অনুশীলন করছে। সবকিছু বেশ স্বাভাবিক আর শান্তিপূর্ণ; তারা যে করুণ বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করছে এর সাথে কোনো মিল নেই। হ্যাজেল অনুভব করল যে ভেতরে দুঃখের ঢেউটা আবার ফিরে আসছে। কিন্তু কষ্ট করে এটাকে ফেরত পাঠিয়ে টেবিলে বসা পুরুষদের দিকে তাকাল সে।

'খুব ভালো। আমরা এমন ব্যবস্থা করব যেন কামাল সোনালি হংস আটক করে। গনডাঙ্গা বে'তে নিয়ে যায়।' সবাই চুপচাপ হয়ে গেল। নগ্ন বিস্ময়ের

চোখে তাকিয়ে রইল হ্যাজেলের দিকে। হাসতে শুরু করল হ্যাজেল। হঠাৎ করে হেক্টরও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

‘তো! হেক্টরের ওয়ারহার্ডজ ল্যামপোস, ট্রোজান ঘোড়ায় পরিণত হবে! তুমি আদমের জন্য বিলিয়ন ডলার মূল্যের জাহাজ আর এক মিলিয়ন কিউবিক মিটার প্রাকৃতিক গ্যাস ছাড়াও আরো বেশি কিছু পাঠাবে?’ এই পর্যায়ে এসে প্যাডি টেবিলের ওপর চাপড় মেরে জোরে হেসে উঠল।

‘লাভলি! অসাধারণ! একমাত্র আপনিই এমন কিছুর স্বপ্ন দেখতে পারেন মিসেস ক্রস। তোমার এই নারী স্ত্রীর প্রতি খেয়াল রেখো হেক্টর। প্রতারণার আরেক নাম নারী।’

ডেভ্ ইমবিস বুঝতে পারল কী ঘটতে যাচ্ছে। প্যাডির সাথে হাসিতে যোগ দিল সে ও।

‘আমাদের মানুষকে জাহাজের কোথাও লুকিয়ে রাখা হবে। তারপর আদম এলেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব, সারপ্রাইজ! সরপ্রাইজ! বলতে বলতে।’ খিক খিক করে উঠল ডেভ্। ‘একবার আদম’কে ধরতে পারলে ল্যান্ডিং পার্টি নামাবার ব্যবস্থা হবে। তারা সকল প্রকার দস্যু জাহাজ, হেলিকপ্টার আর অ্যাটাক বোট ধ্বংস করে দেবে। সকল বন্দি সমুদ্র যাত্রীকে মুক্তি দেবে। তাদের নিজেদের জাহাজে করে পাহারা দিয়ে সমুদ্রে আসার সুযোগ করে দেব আমরা।

কিন্তু তারিক দ্বিধায় পড়ে গেল।

‘যে ধরনের পরিকল্পনা, তাতে শখানেক বা তারো বেশি লোক লাগবে। এত লোক লুকিয়ে রাখার জায়গা হবে?’

‘তারিক, এটা সম্ভবত এ যাবৎ কালের সবচেয়ে বড় কার্গো জাহাজ।’ ব্যাখ্যা করল হেক্টর। ‘ওকে দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করো! চাইলে পুরো একটা সেনাবাহিনী লুকিয়ে রাখা যাবে।’

‘ওহ্ ঈশ্বর! আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আমরা গোপন একটা গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে যেতে পারি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কিউ-জাহাজের মতো।’ টগবগ করে ফুটছে প্যাডি। ‘আমরা শহরে বোমা ফেলতে পারব আর ডুবিয়ে দিতে পারব আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া বা পাল্লা দিতে আসা যে কোন জলোযানকে।’

‘না!’ তীক্ষ্ণ স্বরে জানাল হ্যাজেল। ‘শহরে কোনো বোমাবর্ষণ হবে না। শত শত নারী আর শিশু বাস করে সেসব ঘরে। এটা নির্বিচারে হত্যা হয়ে যাবে। আদমের চেয়েও খারাপ হয়ে যাবো আমরা। যাই হোক এ ব্যাপারে আমি একমত যে ল্যান্ডিং পার্টি দিয়ে সমুদ্র যাত্রীদেরকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিতে হবে।’

BanglaBook.org

'পরিপূর্ণ থাকা অবস্থায় কতটা পানি দরকার সোনালি হংসের?' নিজেই নিজের উত্তর দিল হেক্টর, 'সম্ভবত এক শ ফুটের বেশি। জলদস্যুরা বিচের এক মাইলের ভেতর হংসকে আনতে পাবে না। দূর থেকে ছোট নৌকা ও পাঠাতে পারবো না আমরা। তীর থেকে গুলিবর্ষণ হবে ওগুলোর ওপরে। এটা সুইসাইডের মতো হয়ে যাবে।'

'যদি জাহাজটা এতো বড় হয় তাহলে আমরা দু-চারটা এএভি লুকিয়ে নিতে পারি।' চিন্তিত স্বরে জানাল ডেভিড।

'এএভি?' জানতে চাইল হ্যাজেল। এগুলো কী?'

'প্রাতিষ্ঠানিক নাম অ্যামফিরিয়াস অ্যাসল্ট ভেহিকল। এগুলো সুহমিং ট্যাংকের নতুন প্রজন্ম। মিত্র বাহিনী যেগুলোতে করে ১৯৪৪ সালে নরম্যান্ডি বিচে গিয়েছিল।

'এত উঁচু জাহাজ থেকে এগুলো চালানো যাবে?' জানতে চাইল হ্যাজেল।

'অবশ্যই। ত্রিশ ফিট উচ্চতা থেকেও মসৃণভাবে প্রবেশ ক্ষমতা আছে এগুলোর।' নিশ্চয়তা দিল ডেভ্।

'পুরো ভরা থাকলেও হংদের খালি জায়গা এর চেয়ে বড়ই হবে। তাদেরকে আবার ফিরিয়ে আনাবো কিভাবে?' আবারও জানতে চাইল হ্যাজেল।

'জাহাজে হাইড্রলিক ক্রেন বা ট্রাভেলিং গ্যান্ট্রি থাকবে। কার্গো ডেকের তলায় সন্দেহের উদ্রেগ না করে শুইয়ে রাখা হবে। এএভি এ পথে হংস থেকে বের হয়ে যাবে– আসবে।' নিজের নোট প্যাডে ড্রয়িং এর খসড়া একে নিল হেক্টর। চোখ না তুলেই কথা বলছে।

'ঠিক আছে তাহলে!' একমত হলো ডেভ্। গনডাঙা বে'তে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এএভি ছাড়তে চাও না তুমি। প্রতিটার জন্যে কয়েক শত হাজার ডলার লাগবে।'

'একটা খেলনা সম্পর্কে বলো তো দেখি আমাকে।' জানাল হ্যাজেল।

'এটা দেখতে চিরচেনা যুদ্ধ ট্যাংকের মত শুধু পাশ দিয়ে উঁচু। আমরা যেটা চাইবো সেটা পার্সোনাল টাইপের হবে। যেখানে যন্ত্রপাতিসহ পঁচিশজন পদাতিক সৈন্য থাকতে পারবে। সাথে তিনজন ক্রু। এর টারেটে গোলাকৃতি .৫০ ক্যালিবার ভারি মেশিন গান আছে আর একটা গ্রেনেড লঞ্চার। দেহবর্ম রাইফেল আর ভারি মেশিনগান প্রুফ। স্থলভূমিতে গতি ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল, পানিতে প্রায় ১০ মাইল প্রতি ঘণ্টায়।'

'তুমি আমাদের জন্যে এ মেশিন কয়েকটা জোগাড় করতে পারবে?' বিস্মিত হলো হ্যাজেল।

BanglaBook.org

'একেবারে ফ্যাক্টরিতে যাওয়া আমাদের জন্যে কষ্টসাধ্য হবে। কিন্তু আমি নিশ্চিত কয়েক বছর ব্যবহার হয়েছে এরকম কয়েকটা জোগাড় করতে পারব। যেগুলোর দেখভাল হয়েছে ভালভাবে আর এখনো কাজে দক্ষ। দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয় সহ দূরপ্রাচ্যের আরো কয়েকটি দেশ এগুলো ব্যবহার করে। কারো না কারো সাথে যুক্তি করতেই পারব। হ্যাজেল, হেক্টর আর প্যাডির দিকে তাকাল। 'আমাদের কয়টা দরকার?' জিজ্ঞেস করল সে।

'যদি আমরা পুরোপুরি চমকে দিয়ে পঞ্চাশজন মানুষকে তীরে পাঠাতে পারি তাহলে অন্তত একদিন পুনগর্ঠিত হওয়ার হাত থেকে শত্রুদেরকে ঠেকিয়ে শহরের দখল রাখা যাবে।' উত্তর দিল হেক্টর। 'দুইটা এএভি কাজ করতে পারবে।'

'তাহলে ভুল বা দুর্ঘটনার কোনো অবকাশ থাকবে না।' বিড় বিড় করে উঠল প্যাডি। 'তিনটা বাহন আর পচাত্তর জন যে কোন সম্ভাব্য বিপদ মোকাবিলা করতে পারবে।'

'প্যাডি প্রায়ই ঠাণ্ডা পানি ছাড়ে।' হেক্টর তার হয়ে ক্ষমা চাইল।

'যদিও এটা তেমন মুখরোচক নয়, এটা আমাকে বাঁচিয়ে রাখে।' হাসল প্যাডি।

'ডেভ্ প্লিজ প্যাডির জন্যে তৃতীয় এএভি'র ব্যবস্থা করো। আমরা চাই ও বেঁচে ফিরুক।' হ্যাজেল ও হাসিতে যোগ দিল।

ওর শক্তিমত্তা আর তপস্যা নিয়ে আমি গর্বিত। মনে মনে আনন্দিত হলো হেক্টর। হ্যাজেল আবারও জীবনে ফিরে এসেছে। হাসতে পারছে। গঠনশীল চিন্তা এসে দুঃখকে একপাশে ঠেলে দিয়েছে। এটা কখনোই সম্পূর্ণভাবে যাবে না। কিন্তু সে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে এটাকে। যদি তুমি বিজয় আর ধ্বংস দুটোরই মুখোমুখি হও, একই আচরণ করো দু'টোর প্রতি, বৃদ্ধ রুডইয়ার্ড ও'কে মাথায় রেখে হয়তো এটা লিখেছিল।

আবারো কাজে মনোযোগ দিল সে। 'আমার মনে হয় আমরা এমন একটা স্টেজে পৌছেছি যে চানিজ ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারদের ডেকে হংসে'র নকশা খানিকটা এদিক-ওদিক করতে হবে।'

পাঁচ দিন পরে এসে পৌছাল তিনজন ইঞ্জিনিয়ার। অসংখ্য বড়, কালো প্লাস্টিকের টিউবে করে সোনালি হংসের ওয়ার্কিং ডিজাইন নিয়ে এলো সাথে করে। ক্লায়েন্টের প্রয়োজন পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার পর হ্যাজেল নিজের নিচের ফ্লোরের স্যুইটের রুম দিল তাদেরকে। একাগ্র মানোযোগে কাজ শুরু করল তারা। দশম দিনে বিবেচনার জন্য নিজেদের নতুন নকশা নিয়ে উদয় হলো তাদের।

BanglaBook.org

জাহাজের পেছন দিকে খালি গ্যাস কার্গো ট্যাংক একটা এয়ার-ক্রাফট-হ্যাঙ্গারের মতোই বিশাল। ডিজাইনারেরা পুরো জাহাজ থেকে এ অংশকে আলাদা করে গোপন করে ফেলল। এরপর এই গুহাসদৃশ অংশকে তিন ভাগে ভাগ করা হলো। ওপরের অংশে সামরিক যন্ত্রপাতি, গোলাবারুদ থাকবে। যেন সহজেই সরানো যায়। ছোট কেবিন সংযুক্ত করা হলো। বারো বর্গফুট। ভেতরে একটার ওপর আরেকটা দুটো বাঙ্ক। টয়লেট আর শাওয়ার কেবিনেট। এ কেবিন হেক্টর আর হ্যাজেলের জন্য। এর পরের দরজায় খোলা। পার্কিং স্পেসে তিনটা এএভি। সরাসরি ওপরে শাটার দেয়া ছাদ থাকবে যেন হাইড্রলিক ক্রেন দিয়ে উঠানো-নামানো যায়। হ্যাচ খোলার পনের মিনিটের মাথায় পানিতে নেমে যেতে পারবে এএভি।

জাহাজের কাঠামোর গোপন অংশের দ্বিতীয় লেভেলে পুরুষদের থাকার আর ঘুমানো কোয়ার্টার। মেস, টয়লেট আর পুরো এলাকার তাজা বাতাসের জন্য এয়ার কণ্ডিশনিং ইউনিট থাকবে। এ অংশে জড়ো হয়ে অ্যাকশনে যাবে সবই। নিচের অংশে রান্নাঘর আর খাবার-দাবারের রেফ্রিজারেটর থাকবে। কিন্তু এই অংশের বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে অপারেশনাল সিচুয়েশন রুম আর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি থাকবে। তাদের ওপরে জাহাজের প্রতিটা জায়গায় গোপনে সি সি টিভি আর মাইক্রোফোন বসানো হবে। পুরো জাহাজে কোনো কোণা থাকবে না। যা এ অংশ থেকে দেখা যাবে না। একটা ক্যামেরা ব্রিজের ওপরে রেডিও মাস্তুলের সাথে লাগানো হবে। এর মাধ্যমে নিচে থাকা মানুষগুলো জাহাজের চারপাশ আর দিগন্তের দৃশ্য উপভোগ করতে পারবে।

দ্বিতীয় অংশ থেকে উঠে আসার জন্য গোপন সিঁড়ি আর টানেলের নেটওয়ার্ক বানানো হবে। বাল্কহেডের পেছনে চালাকি করে বানানো হবে এদের। এসব টানেলের মাধ্যমে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সশস্ত্র সৈন্যরা নিজেদের প্রকাশ না করেই যেতে পারবে। তারপর ছদ্মবেশে উঠে গার্ডদেরকে চমকে দেবে।

ওরা পাঁচজন– হ্যাজেল, প্যাডি, ডেভ্, ইমবিস্, তারিক আর হেক্টর– লম্বা বোর্ডরুম টেবিলে তিনজন চায়নিজের মুখোমুখি বসে পুরো নকশার ভালো-মন্দ নিয়ে আলোচনা করল। একটা বিষয়ে সবাই পূর্ণ মনোযোগী হলো যে গোপন অংশটা পুরোপুরি সাউন্ড প্রুফ হতে হবে। এক শ পঁচিশজন মানুষ মেটাল কম্পার্টমেন্টে থাকলে শুধু একটু নড়াচড়া করলেও শব্দ হবে। ফলে শত্রুরা হয়তো ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে। তাই সিলিং, বাল্কহেড সহ বিশেষ করে ডেকে মোটা সাউন্ড প্রুফ পলিউরিয়েন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। গোপন অংশের প্রতিটি সচল অংশ, মাইক্রো অংশের ওয়েব, ওভেনের দরজা, রেফ্রিজারেটরের দরজা, পানির কল, টয়লেটের ফ্ল্যাশ সবকিছুই পুরোপুরি চাপা

BanglaBook.org

হতে হবে। সবাই পেপার প্লেট, প্লাস্টিকের মগ আর তৈজসপত্র ব্যবহার করবে। যেন চয়না'তে কোনো মেটালের শব্দ না হয়। নরম সোলের জুতা পরতে হবে। সাইলেন্ট শিপ, নির্দেশ দেওয়া হলে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলা যাবে না। শুধু ফিস-ফিস। প্রতি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মিউট করে দেওয়া হবে। অপারেটর হেডফোনের মাধ্যমে জাহাজের অন্য অংশের শব্দ শুনবে। পাশের কার্গো ট্যাংকের গ্যাস সার্কুলেশন পাম্প নিয়মিত কাজ করতে থাকবে। তাই ছোট্ট যেকোন শব্দও ছড়িয়ে যাবে চারপাশে। এসব ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর অবজারভেশন যন্ত্রপাতির দিকে মনোযোগ দিল সবাই। সি সি টিভি ক্যামেরা গোপনে বসাতে হবে। তবে যেন এমন জায়গায় থাকে যে জাহাজের প্রতিটি অংশ দেখা যায়। এই কথা মাইক্রোফোনের ক্ষেত্রেও।

জাহাজের ব্রিজ, কার্গো ডেক হতে প্রায় একশ ফুট ওপরে। এর ফলে ক্যাপ্টেন, নেভিগেশন অফিসার আর কর্ণধার চারপাশে পুরো ৩৬০ ডিগ্রি পর্যন্ত দেখতে পারে পরিষ্কারভাবে। ব্রিজের নিচের স্তরে ক্যাপ্টেনের থাকার ব্যবস্থা, কমিউনিকেশন রুম, নেভিগেশন রুম আর জমকালো মালিক স্যুইট। এর ঠিক নিচের স্তরেই জুনিয়র অফিসার, জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কর্মচারীদের কেবিন, জাহাজের রান্নাঘর আর মেস্। ডিজাইনাররা প্রস্তাব দিল যে বর্তমান ব্রিজের ওপরে আরেকটা স্তর তৈরি করে একে প্রধান ব্রিজ বানিয়ে নিচের ডেক খালি রাখতে। খালি অংশটা পুরো সিল্ করে দেওয়া হবে। গোপন অংশ থেকে সিঁড়ি আর টানেল এসে এখানে যুক্ত হবে। এই ডে'কের খালি ষ্টিলের দেয়ালের পেছনে জোড়া এম কে ৪৪ বুশ মাষ্টার ৪০ এম এম অটোমেটিক হালকা কামান বসানো হবে। প্রতি মিনিটে যেগুলো ২০০ রাউণ্ড গুলি ছুড়তে সক্ষম। গোপন প্যানেলের মাধ্যমে কামানগুলো অবমুক্ত করে তৎক্ষণাৎ অ্যাকশনের জন্য তৈরি হবে। যেকোন নিশানার ওপর আঘাত হানতে সক্ষম হবে এগুলো।

প্রতিটি প্ল্যান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করার পর দলটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ডেভ্ ইমবিস উড়ে গেল দক্ষিণ কোরিয়াতে। তিন সপ্তাহের মাঝে জোগাড় করে ফেলল ক্রস-আর্মি ব্যবহৃত তিনটি এএভি ও এক জোড়া বুশমাস্টার কামান। এসব যন্ত্রপাতি তাইওয়ানে চি-লুন শিপ ইয়ার্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হলো সোনালি হংসের গোপন অংশে জোড়া লাগাবার জন্য। তাইওয়ান থেকে আবু জারা গ্যাস ফিল্ডে পৌঁছানোর সময় এই উদ্ভট কিন্তু অসাধারণ দক্ষ মেশিনগুলোর ড্রাইভার ও ওদের প্রশিক্ষণ দেয়া হলো। একই সাথে বুশমাস্টার কামানের গানারদেরকে'ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো।

প্যাডি, সিডি এল রাজিগে ১২৫ জন পুরুষ আর একজন নারী সহযোগে বাহিনী তৈরি করল। ৭০ জন পুরুষ সারা বিশ্বে কার্যরত ক্রস বো অপারেটরদের মধ্য থেকে বাছাই করা হলো। বাকিরা প্যাডির জোগাড় করা

BanglaBook.org

ভাড়াটে সৈন্য আর গানার। যারা অর্থ এবং উত্তেজনার জন্য যেকোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। একমাত্র নারী সদস্যটিকে শুধুমাত্র মার্শাল আর্টে দক্ষতার জন্যই নেওয়া হয়নি; বরঞ্চ হ্যাজেলের সাথে সাদৃশ্যতাই বেশি কাজ করেছে এক্ষেত্রে। স্পেটনাজ্ প্রশিক্ষিত রাশান তরুণী আনাস্তাসিয়া ভোরোনোভা নিজেকে নাস্তিয়া হিসেবে উল্লেখ করে।

তারিক মক্কায় ফিরে গিয়ে পান্টল্যান্ডে ফেরত যাওয়া তীর্থযাত্রীদের দলে ভিড়ে গেল। মোগাদিসুতে ওদের সাথে ফেরি পার হয়ে বাসে করে গনডাঙা বে'তে ফিরে গেল। এরপর স্থানীয় জনগণের সাথে মিশে কাজ—শিকারির ছদ্মবেশ নিল। অন্যান্য ভিক্ষুকদের সাথে বসবাস করতে লাগল। হেক্টরের কাছ থেকে পাওয়া আদেশ মতো না লিখেও মনের মাঝে দ্রুত পুরো শহর আর বে'র মানচিত্র এঁকে নিল। ঠিকঠাকভাবে নোঙর করা প্রতিটি দস্যু জাহাজের অবস্থান দেখে নিল। আটককৃত সমুদ্রের নাবিকদের জায়গা দেখে নিল। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আদমের মাদার শিপ আর অ্যাটাক বোটগুলোর পরিধি ও দেখে নিল। আর এই অ্যাসাইনমেন্টের তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো জাতশত্রু উথম্যান ওয়াদ্দার গতিবিধি দেখে নেয়া। এটা জানা হেক্টরের জন্য জরুরি যে উথম্যান কোনো অ্যাটাক বোট বা মাদার শিপে থাকে কি না—যখন এগুলো দস্যুগিরিতে যায় আর ফিরে আসে। এর ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে কেন না একমাত্র সেই হ্যাজেলকে চিনতে সক্ষম হবে আবার দেখতে পেলে। যাই হোক হেক্টর প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেল যে উথম্যান কখনো সমুদ্রে যায় না।

এর সহজ কারণ হলো, যেমনটা তারিক পূর্বেই উল্লেখ করেছে, অজেয় যোদ্ধা, উথম্যান ওয়াদ্দা খোলা সমুদ্রকে যমের মতো ভয় পায়। সি-সিকনেসের ক্রনিক সাফারার উথম্যান কয়েক ঘণ্টা সমুদ্রের ঢেউ দেখতে পেলেই গোঙ্গানি আর বমি শুরু করে দেয়। দুপায়ের ওপর দাঁড়িয়ে মাথা তোলার মতো অবস্থা থাকে না আর। সমুদ্রের পানি-ই ও'র একমাত্র দুর্বলতা।

গণডাঙ্গা বে'তে যে কয়েক সপ্তাহ রইল, তারিক দেখতে পেল যে কামাল টিপ্পো টিপা চারটি বড় বাণিজ্যিক জাহাজ ছিনতাই করে নিয়ে এলো। বন্য জন্তুর মতো উল্লাসে মেতে উঠল জলদস্যুরা। বিচে ভিড় করে এলো সবাই এ উৎসবে যোগ দিতে। সবসময় উথম্যান ওয়াদ্দা আর আদম বিচে দাঁড়িয়ে জাহাজের আগমন প্রত্যক্ষ করে। যাই হোক শেখ আদম নিজের অত্যুজ্জ্বল রাজকীয় বার্জে করে আটককৃত জলযানে উঠে জলদস্যুদের মাঝে পুরস্কার বিতরনের সময় ও বিচে দাঁড়িয়ে থাকে উথম্যান। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে উপসাগরের শান্ত, স্থির পানি দেখেও ওর ভয় কাটে না।

BanglaBook.org

হেক্টর আর হ্যাজেল বিবিজেতে করে তাইপোই উড়ে গেল। হংসের ক্যাপ্টেন ইতিমধ্যে জাহাজে উঠে গেছে। নাম সাইরিল স্টামফোর্ড। বাষট্টি বছর হয়ে যাওয়াতে মাত্র দশ মাস আগেই ইউএস নেভি থেকে অবসর নিয়েছে ভদ্রলোক। কর্মজীবনে যুদ্ধ ক্রুজারের নেতৃত্ব দেওয়া সাইরিলের স্বাস্থ্য এখনো চমৎকার। সচল মস্তিষ্ক নিয়ে এখনো বড় জাহাজে কাজ করতে আগ্রহী সাইরিল।

ফাইটিং আমেরিকাদের বংশধর হলো সাইরিল। একেবারে কাছের পূর্বপুরুষ উত্তর আফ্রিকাতে বারবারি জলদস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ১৮০০ থেকে ১৮০৫ সালে। সাইরিল প্যাড়িকে ত০ার পূর্বপুরুষ টমাস স্টামফোর্ডের লেখা সম্পদ তূল্য চিঠি দেখিয়েছে। ১৮০৪ সালে স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে টমাস লিখেছে 'তাদের কোরানে লেখা আছে যে, নবীকে স্বীকৃতি না দেওয়া প্রতিটি জাতি মূর্তি পূজারী, অবিশ্বাসী ও পাপী। তাদেরকে হত্যা আর দাসে পরিণত করা তাই প্রতিটি বিশ্বাসীর দায়িত্ব আর সঠিক কাজ। এই যুদ্ধে শহীদ হওয়া প্রতিটি মোহাম্মেদান সরাসরি স্বর্গে স্থান লাভ করবে।'

তিউনিসিয়া থেকে লেখা চিঠির হলুদ বর্ণের কালি স্পষ্টই পড়তে পারল প্যাডি।

'স্টামফোর্ড'রা দুটো বিশ্বযুদ্ধেই অরাজকতা, ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি আর আইনহীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। গর্বিত করে ঘোষণা করল স্যাইরিল।'

অতি সম্প্রতি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র রবার্ট আফগানিস্তানের পর্বতে জীবন দান করেছে, এই লোকদের হাতে আটক আর ভয়ানক নির্যাতনের স্বীকার হয়ে। আমার নেভি আমাদের বাদ দিয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই আরো একবার এই হত্যাকারী বাস্টার্ডদের এক হাত দেখাতে মোটেই কার্পণ্য করব না আমি।

সোনালি হংসে তার নেতৃত্ব নিশ্চিত করার আগে হেক্টর সাইরিলকে তার বিশেষ দায়িত্ব আর তদপরবর্তী বিপদ সম্পর্কে পুরো জানিয়ে দিল। সাইরিল আনন্দের সাথেই গ্রহণ করল তার পদ। সাইরিলকে দশজন ক্রুস বো সিকিউরিটি দেওয়া হলো ক্রু হিসেবে প্রশিক্ষণের জন্য। হংসের ইঞ্জিন আর নেভিগেশন রুমে এমন সব বিশেষ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হলো যে এ ক্রুদের যে কেউ স্বাচ্ছন্দ্যে চালনা করতে পারবে হংসকে।

ডেভ্ ইমবিস্ জাহাজে উঠে গেল ফাইনাল ওয়ার্ক দেখতে—গোপন জায়গায় স্থাপন করা হলো কামান আর তিনটি এএভিকে নিজ জায়গায় রাখা হলো।

BanglaBook.org

সোনালি হংস বন্দরের বাইরের দিকে ভেসে রইল। চারপাশ ঘিরে নিরাপত্তার জাল বিছিয়ে থাকলো প্যাডি'র লোকেরা। ক্যানভাসের পর্দা টানিয়ে দেওয়া হলো পেছন দিকে। এর আড়ালে করা হলো সব কাজ। আকারবিহীন কালো প্লাস্টিকের শিটে মুড়ে রাতের অন্ধকারে নিচু বাহনে করে কামান, এএভি সহ অন্যান্য সেনসিটিভ যন্ত্রপাতি তোলা হলো জাহাজে।

জলযানের কাজ প্রায় শেষ আর অন্যান্য ব্যবস্থাও শেষের দিকে। প্যাডি ও কুইন পৌঁছে গেল তাইপেইতে। পরবর্তী কয়েক দিন ওর বাছাই করা দলের চল্লিশজন টুরিস্টের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াল শহরে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে প্যাডিকে অনুসরণ করল ওরা। এরা হলো টেকনিশিয়ানের দল যারা এ ইলেকট্রনিক লিসনিং ডিভাইস আরসিসি টিভি স্থাপন করল। এরপর এলো বুশমাষ্টার কামানের গানারস্ আর এএভির জন্য বারোজন ড্রাইভার আর ক্রু। এদের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিকে প্যাডি পছন্দ করেছে নিজের সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অধস্তনকে। স্যাম হান্টার। অ্যামফিরিয়াস আরমার্ড ভেহিকেল চালনায় সিদ্ধহস্ত এই স্যাম।

সবার শেষে এলো নাস্তিয়া ভোরোনোভা। ভাড়া করা গাড়িতে করে হেকট্র আর হ্যাজেল প্যাডি আর রাশান তরুণীকে হোটেল থেকে তুলে শিপইয়ার্ডে পৌঁছে দিল। প্রথম সাক্ষাতেই দুই নারী মেপে নিল এ'কে অপরকে। প্রথম দেখাতেই বুঝতে পারল হ্যাজেল যে বনবিড়ালের সামনে এসেছে সে, ওপর দিয়েই যতই সাদাসিধা দেখাক না কেন ভেতরে তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুরতা আছে নাস্তিয়ার। অন্যদিকে নাস্তিয়া স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে এত সুন্দর নারীর সান্নিধ্যে আসেনি সে আগে।

হ্যাজেল এবং নাস্তিয়া ভাড়া করা গাড়ির পেছনের সিটে বসল। ডক্ সাইডে হংসের নোঙরের কাছে পৌঁছানোর জন্যে ফেরির অপেক্ষা করার সময়ে হেক্টরে'র হাত ধরে একপাশে টেনে নিল হ্যাজেল। ফিসফিস করে কানে কানে জানাল, 'প্যাডি আর রাশান মেয়েটা ইতিমধ্যে বসন্তের জোড়া বীবরের মতো একে অন্যের সাথে মিশে গেছে।'

'গুড গড! তুমি কিভাবে জানো? মেয়েটা কিছু বলেছে?'

'ও'কে একটা শব্দ ও বলতে হয়নি, গাধা কোথাকার। কমলার মতো সুন্দর গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে ওদের ওপর। তুমি দেখতে পাচ্ছো না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু মজার বিষয় আমি ভেবেছি এটা সত্যিই কমলার গন্ধ।' হেসে ফেলল হেক্টর। নাস্তিয়া প্যাডির দিকে ঝুঁকেছে জানার পর থেকে ওর প্রতি মনোভাব নরম করল হ্যাজেল। এখন সে জানে যে অন্য নারীর আকর্ষণ থেকে হেক্টরকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই। রাশান মেয়েটাকে মোটের ওপর পছন্দই করতে লাগল সে।

BanglaBook.org

প্যাডির লোকজন প্রথম যে জিনিসটার সাথে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করল তা হলো জাহাজটার বিশালত্ব। কার্গো ডেক্ পাঁচটা ফুটবল পিচে্র মতো বড়। নতুন করে নির্মিত হওয়া এক নম্বর কার্গো হোল্ডের গোপন অংশে নিয়ে যাওয়ার পর পরস্পরের সাথে লাগানো কম্পার্টমেন্টস আর স্টিলের টানেলে মনে হলো হারিয়ে যাবে তারা। টানেলগুলো এত নিচু, ছোট, যে লম্বাদেরকে ঝুকে থাকতে হবে। টানেলের মাঝে হারিয়ে যাওয়া তাই বিচিত্র নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দ্বিতীয় স্তরে জড়ো হওয়ার জায়গা থেকে ব্রিজে ওঠার জন্য প্রায় নব্বই ফিট লম্বা জায়গা সোজা উঠতে হবে। ক্লাস্টোফোরিয়া অর্থাৎ এক জায়গায় আটকে থাকার ভয় হতে পারে। বাতাস তেমন পর্যন্ত নয় আর বিভিন্ন ডেকের হ্যাচ পার হয়ে যেতে হবে। ফলে যে মানুষটা ব্রিজে পৌঁছাবে তার দম বন্ধ হয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক।

হেক্টর তাই নির্দেশ দিল উন্নত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে। এছাড়াও টানেলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রং দিয়ে প্রতিটি লেভেল চিহ্নিত করার নির্দেশও দিল। এরপর হ্যাচসমূহের দিকে নজর দিল সে। সত্যিকারের নকশাতে এগুলোকে ভেতর থেকে জোড়া লক্ করা হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে খুলতে হবে। এর ফলে শব্দ হলে অপর পাশে শত্রু টের পেয়ে যাবে। হেক্টর নতুন পদ্ধতি আনল। স্প্রিং আটকে দেওয়া হলো হ্যাচের সাথে। ফলে এক টানে খুলে যাবে দরজা আর অপর পক্ষ বিস্ময় কাটিয়ে উঠার আগেই আঘাত হানবে সৈন্যরা।

হংস যখন সত্যিকার অর্থে আবু জারা রওনা হলো প্রতিটি ব্যক্তি পুরো জাহাজ চিনে গেল নিজের হাতের তালুর মতন। স্থলভূমি অদৃশ্য হতেই হেক্টর ক্যাপ্টেন স্টামফোর্ডকে আদেশ দিল গতি ধীর করার জন্য। স্যাম হান্টার আর তার এএভি ক্রুরা নিজেদের ব্যাটেল স্টেশনে চলে গেল। ড্রাইভাররা ইঞ্জিন স্টার্ট করল। এরপর জাহাজের পেটের মাঝে থাকা সিচুয়েশন রুম থেকে ভেহিকেলের ওপরের হ্যাচ খুলে দেওয়া হলো নিঃশব্দে আর হাইড্রলিক আংটা আস্তে করে প্রথম এএভিকে মেইন ডেকে তুলে আনল। জাহাজের পাশে নিয়ে পানিতে ছেড়ে দিল।

এএভির শক্তিশালী ইঞ্জিন গর্জে উঠে, বের হয়ে এলো স্যামকে টারেটে নিয়ে। জায়গা করে দিল বাকি দুটোর। একের পর এক করে তিনটিকে জাহাজের পাশে নামানো হলো। পানিতে পড়ে এক মুহূর্ত ডুবে রইল তারপর আবার ভেসে উঠে সাদা ফেনা কেটে এগোতে লাগল। চক্রাকারে হংসের পাশে ঘুরল তিনটি যান। এরপর আবার পাশে ফিরে আসলে আংটা দিয়ে কার্গো ডেকে তুলে আনা হলো। শেষতমটি নিরাপদে ডেকে নিচে চলে যাওয়ার পর হ্যাচ আটকে দেওয়া হলো। আংটাগুলোকে আবার কার্গো ডেকে না দেখা যায়

BanglaBook.org

সে মতন করে ভাঁজ করে রেখে দেওয়া হলো। পরবর্তী চারদিন ধরে একই ট্রেনিং দেওয়া হলো কয়েকবার। এএভি টারেট থেকে গানারদেরকে সুযোগ দেওয়া হলো বিভিন্ন ভাসমান টার্গেটের ওপর বিভিন্ন রেঞ্জে মেশিন গানের গুলি ছোড়ার জন্য।

তাইওয়ান থেকে ১৫০ মাইল অফ্‌শোরে থাকাকালীন যখন অন্য কোনো জাহাজকে রাডার স্ক্রিনে দেখা গেল না—হেক্টর নির্দেশ দিল ব্রিজের নিচের ডেকে কামান থেকে গুলি ছোড়ার জন্য। নির্দেশ পেয়ে স্টিলের দরজা খুলে গোপন জায়গা থেকে তোলা হলো কামানের মাথা। দরজা ভাঁজ হয়ে নিচে নেমে গেল। লম্বা ব্যালের বিস্তৃত হলো সামনের দিকে।

কামানে শেল্ ভরা হলো। প্রতিটি শেলে্ একশটা স্টিলের বল আছে। বিল্ট-ইন কম্পিউটার ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক্যালী শেলের টাইম ঠিক করে দিল গান ক্যাপ্টেন। গোলকৃতি সাইটের লেন্স দিয়ে টার্গেন্ট দেখে নিয়ে ট্রিগার হ্যান্ডেল ঘোরাল গানার। কম্পিউটার নিশানার রেঞ্জ হিসাব করতে লাগল। আর এই হিসাব শেলের ফিউজ চলে আসল। গানার ট্রিগার হ্যান্ডেল ছেড়ে নিশানা লক করা হয়ে গেল। একই সময়ে কামান গর্জে উঠল। ঠিক নিশানার ওপর বিস্ফোরিত হলো শেল্।

ব্রিজে দাঁড়িয়ে হেক্টর, প্যাডি আর দুই নারী দেখতে লাগল সবকিছু। নাবিকেরা টার্গেট হিসেবে কাজ করার জন্য খালি ড্রাম ফেলতে লাগল চারপাশে। ফলাফল হলো দেখার মতো। উড়ন্ত টাংস্টেন বলের মেঘ সমুদ্রের ওপরে পানির লম্বা ফোয়ারা ছোটাল। ড্রাম ভস্মীভূত হয়ে প্রায় ত্রিশ গজ দূরে শুরু হলো উড়ন্ত ধাতব ঝড়। ফোয়ারা আবার নিচে নামলে দেখা গেল বুদবুদ ছাড়া আর কিছু নেই।

'ঈশ্বর এবং বিগোরাহর দোহাই!' চিৎকার করে উঠল প্যাডি। 'আদমের অ্যাটাক বোটের এ পরিণতি দেখার জন্য তর সইছে না আমার।'

'আমি বরঞ্চ বলব যে আমরা যাবার জন্য প্রায় প্রস্তুত। গণডঙ্গা বে'তে ঢু মেরে আসা যাক।' মন্তব্য করল হেক্টর। 'তুমি একদম ঠিক বলেছো।' হাসি দিয়ে একমত হলো প্যাডি।

হ্যাজেল ইশারা দিল হেক্টরকে। 'তুমি খেয়াল করেছো প্যাডি নাস্তিয়ার সামনে কখনো শপথ নিয়ে কথা বলে না? ও'র কাছ থেকে কিছু শেখো, মাই বয়।' প্যাডি'কে হতাশাগ্রস্থ দেখাল। এই মুহূর্তের আগ পর্যন্ত ও ভেবেছিল যে সরল রাশনটার সাথে ওর সম্পর্ক বোধ হয় টপ মিলিটারি সিক্রেট। ওর কাঁধের কাছে নাস্তিয়া বহু দূরে তাকিয়ে রহস্যময় অভিব্যক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

BanglaBook.org

প্রয়োজনের খাতিরে হ্যাজেল আর নাস্তিয়া ব্রিজের নিচের ডেকে মালিকের স্যুইটে কয়েক ঘণ্টা একসাথে কাটাল একে অন্যের শারীরিক সাদৃশ্য বৃদ্ধি করার জন্য। হ্যাজেল নিজের মতো করে নাস্তিয়ার চুল কেটে ব্লো-ড্রাইড করে দিল।

'কাঁচিতে তোমার হাত বেশ ভালো।' আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের প্রশংসা করল নাস্তিয়া।

'একটা সময় নিজের চুল আমি নিজেই ঠিক করতাম।' নাস্তিয়া অবাক হয়ে তাকাল। হ্যাজেল বলে চলল, 'আমার কোনো অর্থ ছিল না। খাবার টাকা ছিল না, বিউটি স্যালনে যাবার তো প্রশ্নই উঠে না।'এটা বোকার মতো হলো! তুমি এমন দেখতে যে কখনো অর্থের অভাব হওয়ার কথা না।'

'হতে পারে আমি বেশ গোলমেলে ছিলাম।'

'বেশি গোলমেলে থাকাটাও বোকামি।' নাস্তিয়া তার মূল্যবান মতামত দিল। চুলের স্টাইল শেষ হওয়ার পর হ্যাজেল আয়নার দুপাশের বিশাল কাবার্ড খুলে নিজের কসমেটিকস্ বের করে কাজ করা শুরু করল। নাস্তিয়ার গাম্ভীর্য খসে পড়ল। স্কুল পড়ুয়া মেয়ের মতো কিচিরমিচির শুরু করল আয়নার নিজের পরিবর্তন দেখে। এরপর যথোপযুক্ত কাপড়-চোপড়ের দিকে নজর দিল দুজনে। নাস্তিয়া হ্যাজেলের ওয়াক-ইন ওয়ার্ডরোবে ঢুকে গেল। সিল্ক, সাটিন আর লেসের ট্রেজার হাউস এটি। অবশ্যই একই ধরনের পরিচ্ছদ আর জুতার সাইজ হবে বলেই নাস্তিয়াকে নির্বাচন করা হয়েছে। তাই শ্যানোল আর হারমিজ্ জুতা নাস্তিয়ার পা'য়ে হ্যাজেলের মতোই ফিট্ হয়ে গেল।

নিজের কাজ শেষ করে হ্যাজেল তার শিষ্যকে পুরুষদের দেখাতে নিয়ে গেল। নাস্তিয়া পূর্বেকার ফ্যাশন মডেল জীবিকার ন্যায় আরো একবার প্যারেড করল লাউঞ্জে। অপরূপ মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল একই তাচ্ছিল্য ভাব। হেক্টর আর প্যাডি ইজি চেয়ারে বসে হাতে হুইস্কি নিয়ে উৎসাহ দিল তাকে। গর্বিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল হ্যাজেল নিজের সৃষ্টির দিকে।

নাস্তিয়া'র অ্যাসাইনমেন্টের আরেকটা অংশ ছিল হ্যাজেলের আচরণ নকল করা। হ্যাজেলের হাঁটা, মাথা উঠানো, হাতের ব্যবহার। রাশান মেয়েটা জাত অভিনেত্রী। দ্রুত তাই ভূমিকা পালন করে ফেলল সুচারুভাবে। সবশেষে হ্যাজেল চাইল তার উচ্চারণ ঠিক করতে। কিন্তু শীঘ্র এটা সময় নষ্ট হিসেবে প্রমাণিত হলো। কেন না স্পেটনাজা ট্রেনিং এর ফলে ইংরেজিটা নাস্তিয়া ভালোই বলে। ছোট খাটো দুএকটা ভুল আছে শুধু শব্দের শৃঙ্খলা নিয়ে প্রায়ই তালগোল পাকিয়ে ফেলে আর ডাব্লিউ ও ভি অক্ষর দুটির উচ্চারণ একই হয়ে যায়।

BanglaBook.org

'ইউ আর ভেরি ওয়েলকাম, বাক্যটা নাস্তিয়া প্রায়ই ব্যবহার করে। আর যখন সে এটা বলে হ্যাজেল নিজের হাসি চেপে রাখতে পারে না। কেন না নাস্তিয়া বলে, 'ইউ আর উয়ারি ভেলকাম।'

আরেকটা সমস্যা হলো 'ও'কে, শব্দটা নিয়ে। যেটা নাস্তিয়ার ঠোঁটে দিয়ে হয়ে যায় 'হোকে!' শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে জলদস্যুদের হাতে আটক থাকা অবস্থায় মুখ বন্ধ রাখবে সে। ভাগ্যক্রমে এতে তার কোনো আপত্তি হয়নি। 'সাইলেন্ট শিপ্, নাস্তিয়ার পছন্দের অংশে পরিণত হলো।

আদম জাহাজকে আক্রমণ করবেই নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন আদমকে জানানো যে—হ্যাজেল আর হেক্টর ও জাহাজে আছে। তাই প্রাকৃতিক গ্যাস নিতে টার্মিনালে পৌঁছালে আল-জাজিরা থেকে আগত টিভি ক্যামেরাম্যানদেরকে জাহাজে ওঠার অনুমতি দিতে হবে। হংস টার্মিনাল ছেড়ে গেলে ও হেক্টরকে জাহাজে থাকতে হবে অপারেশন ল্যামপোশের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। যাই হোক হেক্টর চাইল হ্যাজেলকে রাজি করাতে যে প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ে যাত্রা শুরু করলে হ্যাজেলকে জাহাজ থেকে নেমে আদমের হাত পৌঁছায় না এমন নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে। তা ছাড়া নাস্তিয়া ভোরোনোভা তো আছেই হ্যাজেলের জায়গা নেওয়ার জন্য। কিন্তু এই প্রচেষ্টা হ্যাজেলের ওপর বিন্দুমাত্র সফল হলো না। মনে হলো ক্লিওপেট্রার সূচের ওপরে হালকা বৃষ্টির জল পড়েছে।

'গাদার মতো কথা বলো না, হেক্টর ক্রস।' সোজা উত্তর দিল হ্যাজেল।

হেক্টর, দস্যুরা জাহাজে উঠে তাকে বন্দি করুক—এটা চায় না। শিকলে বাঁধা অবস্থায় চারপাশে সশস্ত্র দস্যুর দল নিয়ে অপারেশন ল্যামপোসের নেতৃত্ব দিতে পারবে না সে। তাই কাউকে দরকার ওর জায়গা নেওয়ার জন্য। প্যাডির লোকদের মাঝে অনেকেই আছে—যাদেরকে হেক্টরের জমজ বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে। সুগঠিত পেশী আর কালো চুল আছে তাদের। সবাই জানে যে আরবীয়রা সব ককেশাসদেরকে একই মনে করে। হেক্টরের জমজকে বন্দি করে হয়তো মারধর করতে পারে দস্যুরা। কিন্তু প্যাডি ওকে রাজি করিয়ে ফেলল তার লোকদের মাঝে থেকে ভিনসেন্ট উডওয়ার্ডকে নির্বাচন করতে। শক্তপোক্ত ভিনসেন্টকে এ বলে রাজি করালো যে বন্দি হওয়ার পর অন্তত নাস্তিয়ার মতো রেপ হওয়ার ভয় নেই তার। বাড়তি দশ হাজার ডলারের বিনিময়ে ভিনসেন্ট হাসিমুখে হেক্টরের বদলি হতে রাজি হয়ে গেল। যাই হোক, একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে হ্যাজেল তার পরিবর্তে নাস্তিয়াকে নরকে পাঠাতে রাজি হচ্ছে না। রাশান মেয়েটার সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলেছে সে। প্যাডিকে জানাল এ কথা।

BanglaBook.org

'নাস্তিয়ার ইচ্ছে আর সহায়তা ছাড়া কোন আরব ওর পায়জামা খুলতে চাইলে তার জন্য দুঃখই হবে আমার।' হাসিমুখে জানাল প্যাডি। এটা হ্যাজেলের জন্য যথেষ্ট হলো না। সে চাইল নাস্তিয়ার সাথে খোলাখুলি আলোচনা করতে। মালিকের স্যুইটের সিটিং রুমে জড়ো হলো সবাই। নাস্তিয়া যদি ধরা পড়ে তাহলে কি কি হতে পারে তার ওপরে দীর্ঘ বক্তৃতা দিল হ্যাজেল। নাস্তিয়ার প্রতি নিজের স্নেহ আর শ্রদ্ধাও প্রকাশ করল। প্রস্তাব দিল চাইলে এখনো নাস্তিয়া অ্যাসাইনমেন্ট থেকে সরে যেতে পারে। চুপচাপ বসে সুন্দর, রহস্যময় দৃষ্টিতে মনোযোগ দিয়ে হ্যাজেলের পুরো বক্তব্য শুনল নাস্তিয়া।

শেষ হতেই জানতে চাইল, 'তো আমাকে শত হাজার ডলার দিচ্ছো না তুমি?'

'না, না। ' উত্তর দিল হ্যাজেল। 'এটা তোমার সাথে করা ঠিক হচ্ছে না, নাস্তিয়া। আমার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছো তুমি এই কারণে আমার মনে হয় তোমাকে ডাবল অর্থ দেওয়া উচিত।'

প্রায় হেসে ফেলল নাস্তিয়া। 'আমরা সবাই জানি যে ও'রা আমাকে খুন করবে, আমি যাই করি না কেন। কেন না ওরা বিশ্বাস করবে যে আমি সত্যিই তুমি তাই না?'

'আমাদের মনে হয় না ওরা তোমাকে খুন করবে। তারা মুক্তিপণ চায়। কিন্তু তোমাকে হয়তো আঘাত করতে চাইবে। ওরা হয়তো তোমাকে জোর করবে, রেপ করতে চাইবে।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখুক। জানাল আনাস্তাসিয়া ভোরোনোভা। এই বিচারের ওপর সমালোচনা তাই এখানেই শেষ হলো।

তিনদিন পরে সোনালি হংস ওমান উপসাগরে প্রবেশ করল। হরমুজ প্রণালি পেরিয়ে পারস্য উপসাগরে এগিয়ে চললো। স্থলভূমির কাছাকাছি আসতেই ব্যানক অয়েল কর্পোরেশন হেলিকপ্টার উড়ে এলো তাদের দিকে। বিশাল ছাব্বিশ আসনের সিস্কোরস্কি। প্যান্টল্যাণ্ডে হারানো এম এল ২৬ এর জায়গা নিয়েছে এটি। প্যাডির লোকদের তীরে নিয়ে গেল এটি। আবু জারা'র একেবারে ভেতরের মরুভূমিতে বাকি সৈন্যদের সাথে ট্রেনিংয়ে যোগ দিল এরা পান্টল্যান্ডে অভিযানের জন্য। অপ্রয়োজনীয় ভার মুক্ত হয়ে সোনালি হংস এগিয়ে চলল প্রাকৃতিক গ্যাস টার্মিলালে কার্গো তুলে নিতে।

ব্যানক অয়েল কর্পোরেশনের পাবলিসিটি ডিরেক্টর আল-জাজিরা টেলিভিশনকে আমন্ত্রণ জানাল—ফিল্ম ক্রু পাঠিয়ে আমিরাতের আবু জারাতে প্রাকৃতিক গ্যাস টার্মিনালে সোনালি হংসের প্রথম যাত্রা রেকর্ড করার জন্য।

BanglaBook.org

সানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল তারা। বার্ট সিম্পসন সিস্কোরস্কি পাঠিয়ে দিল। সিডি এল রাজিগ থেকে আল-জাজিরা ক্যামেরা ক্রুদেরকে তুলে নিয়ে হরমজ প্রণালি'তে সোনালি হংসে নামিয়ে দিল হেলিকপ্টার। টিভি ক্রু'রা জাহাজকে ঘিরে চক্কর দিল। সত্যিকারের দৃষ্টি নন্দন দৃশ্য। গ্যাস ট্যাংক খালি থাকায় পানির ওপর পুরো উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজ। স্টিলের পর্বত যেন একটা। ফুটেজ নিয়ে আনন্দিত হয়ে উঠল ক্যামেরা ক্রু।

গ্যাস টার্মিনালের ড্কে যাওয়ার পর হংস দেখতে এলো দর্শনার্থীর দল। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য নিউজ মিডিয়া থেকে সাংবাদিকেরা এলো অনুষ্ঠান কাভার করতে।

এরা জলে যাওয়া পর আমির ও তার দল। বেশিরভাগই তার মন্ত্রী, এলো হ্যাজেলের ব্যানকোয়েটের আমন্ত্রণে। যেটি আমিরের সম্মানে নির্দেশ দিয়েছে হ্যাজেল।

সোনালি হংসের কার্গো ডেকে বিশাল বেদুইন তাঁবু টানানো হলো। ডেকে পেতে দেওয়া হলো তুর্কি কার্পেট। জাকজমকপূর্ণ অলংকারে সজ্জিত তিনজন স্ত্রীসহ আমির ও অন্যান্য অতিথি'রা সিল্ক কুশনের ওপর আসন গ্রহণ করল। আরবের সবচেয়ে বিখ্যাত শেফ, পঞ্চাশ জন সহযোগী সাথে নিয়ে প্রস্তুত করল ব্যানকোয়েট। ব্যাকগ্রাউন্ডে ট্রাডিশনাল বাজাল বাদক দল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমিরের ছোট ভাই। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট, আমিরের ভ্রাতা পরিচ্ছন্ন ইংরেজিতে তুলে ধরল ব্যানক অয়েল কর্পোরেশনের গুণ গাঁথা। আর আমিরাতের সম্পদ উন্নয়নে কম্পানির ভূমিকা নিয়েও উচ্ছ্বাস প্রকাশ হলো এতে।

এরপর হ্যাজেল নিজে স্বাগতম জানাল বিশেষ অতিথিদের। সোনালি হংস আর এর কার্গো ধারণক্ষমতা নিয়ে তথ্য দিল হ্যাজেল। জাহাজের পরিকল্পনা। নির্মাণ ও উদ্বোধন ব্যয় উল্লেখ করে জানাল আবু জারার জন্য এর গুরুত্ব। আরো ব্যাখ্যা করল যে বিশালত্বের কারণে সুয়েজ খালে ঢুকতে না পারায়—আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূল ঘুরে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে যাত্রা করবে সোনালি হংস। এরপর উত্তর দিকে আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে ফ্রান্স যাবে গ্যাস সরবরাহ করতে। হ্যাজেল আরো জানাল যে পনের দিনের মাঝেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হবে জাহাজ। এটা জানাতেও ভুললো না যে ব্যানক অয়েলের জন্য এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাই হ্যাজেল ও তার স্বামী মি. হেক্টর ক্রস আফ্রিকার দক্ষিণের কেপ টাউন পর্যন্ত ভ্রমণ করবে সোনালি হংসে চড়ে।

তাঁবুর কিনারে দাঁড়িয়ে পুরো অনুষ্ঠান রেকর্ড করে নিল ক্যামেরাম্যান। জাহাজের পেটের মাঝে সিচুয়েশন রুমে বসে পিসি টিভিতে পুরো অনুষ্ঠান দেখল হেক্টর আর নাস্তিয়া। নাস্তিয়া প্রায় পুরোপুরি দক্ষতার সাথে হ্যাজেলের প্রতিটি ভঙ্গি অনুকরণ করল।

BanglaBook.org

পাঁচ সন্ধ্যা পার হওয়ার পর হেক্টর আর হ্যাজেল সিচুয়েশন রুমে প্যাডি আর নাস্তিয়ার সাথে বসে আল-জাজিরা টিভি চ্যানেলে সোনালি হংসের ওপর সাত মিনিটের প্রোগ্রাম দেখল। বিশাল জাহাজটার ছবি সত্যিই বেশ আকর্ষণীয় দেখাল আর হ্যাজেলের বক্তৃতার সার সংক্ষেপে প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হলো কার্গো আর জাহাজের মূল্য, আফ্রিকার চারপাশে প্রস্তাবিত ভ্রমণ-পথ প্রস্থানের সম্ভাব্য তারিখ আর কেপ টাউন পর্যন্ত হ্যাজেল ব্যানক ও তার স্বামী থাকবে এ জাহাজে প্রোগ্রামের শেষে হেক্টর তাকাল প্যাডির দিকে।

'ওয়েল তো তোমার কী মনে হয়?'

আমার ধারণা মিসেস ক্রসের উচিত ফিল্মে নামা। উত্তর দিল আইরিশ ম্যান। নিকোল কিডম্যানকেও হারিয়ে দিতে পারবে।

'ধন্যবাদ প্যাডি।' হাসতে হাসতে উত্তর দিল হ্যাজেল। 'মেয়েদের সম্পর্কে এত দক্ষ বিচারকের কাছ থেকে যোগ্য প্রশংসাই পেয়েছি। তো তোমার মনে হয় আদম টোকা গিলবে? '

পা ওপরে মাথা নিচে কোনো সন্দেহ নেই।'পা ওপরে মানে কী?' জানতে চাইল নাস্তিয়া।

'ঠিক যেমনটা মাথা নিচে।'

ব্যাখ্যা করল হেক্টর। নাস্তিয়া প্যাডির দিকে তাকাল।

'কেন তুমি এত শব্দ সবসময় ব্যবহার করো?'

নাস্তিয়া ইতিমধ্যেই সম্পর্কের ওপর কতটা খবরদারি স্থাপন করে ফেলেছে দেখে হাসল হ্যাজেল।

কার্গো ভর্তি গ্যাস নিয়ে পানিতে নিচু হয়ে হংস হরমুজ প্রণালি দিয়ে ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। তীর থেকে অদৃশ্য হতেই সিস্কোরস্কি প্যাডির লোকদেরকে মরুভূমির ক্যাম্প থেকে এনে কার্গো ডেকে রেখে যেতে লাগল। জাহাজে উঠার পর যার যার অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি বুঝিয়ে দেওয়া হলো। প্রতিটি পুরুষকে বেরেটা ৯তম এম অটোম্যাটিক পিস্তল আর বেরেটা ৭০/৯০ আসল্ট রাইফেল দেওয়া হলো। সবাইকে দেহবর্মসহ কমপ্যাক্ট শর্টওয়েভ ফ্যালকন হ্যান্ড-হোল্ড ব্যাটল রেডিও দেওয়া হলো। সৈন্যদের মাঝে যারা তাইপেই থেকে জাহাজে ভ্রমণ করেছিল তারা নতুনদের তালিম দিল। ফলে শীঘ্রই সকলে গোপন অংশের প্রতিটি সিঁড়ি টানেলসহ জাহাজের যেকোনো অংশে দ্রুত, নিরাপদে আর গোপনে উঠে যাবার পথঘাট মুখস্ত করে ফেলল। এএভিতে ঢোকা আর বের হওয়ার প্রাকটিসও করা হলো। জাহাজ যাত্রা ধীর

BanglaBook.org

গতির করে আবারও এএভিকে পানিতে নামানো হলো। তবে এইবার সৈন্যসহ। তারপর আবার নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হলো।

পুরুষের শারীরিক সক্ষমতা এমনিতেই চমৎকার হলেও চওড়া কার্গো ডেককে ট্রেনিং ফিল্ড হিসেবে ব্যবহার করল হেক্টর। প্রতিজন দিনে দুবার করে ডেকে বিশ সার্কিটের মাঝে দৌড়াল। হেক্টর আর প্যাডি তাদের ঠিক পিছনেই থেকে নির্দেশ দিল। দশ জন করে একেক দলে ভাগ করে শুটিং আর রাগবি প্রতিযোগিতা হলো স্টিলের টানেলের ভেতর সিঁড়ি ব্যবহার করে কার্গো হোল্ডের একেবারে নিচ থেকে ওপরে ব্রিজ আর ডেক্ পর্যন্ত প্রতিদিন রিলে রেসের আয়োজন করল প্যাডি। স্টপওয়াচের মাধ্যমে সময় দেখা হলো আর প্রতিদিন সবচেয়ে প্রথমে যে দল পৌঁছাবে তাদের জন্য এক হাজার ডলার পুরষ্কার ঘোষণা করল হ্যাজেল। সে এবং নাস্তিয়া মিলে মেয়েদের একটা দল তৈরি করল আর পুরুষদের দুঃখ উৎপাদন করে তিন দিন সেরা দল হিসেবে জয়ী হলো।

গ্রেট হর্ন অব আফ্রিকা থেকে এখনো ছয় শ নটিক্যাল মাইল পূর্বে আছে সোনালি হংস। হঠাৎ করেই একটা রাগবি ম্যাচের মাঝখানে জেনারেল কোয়ার্টারে সাইরেন বেজে উঠল। সবাই হুড়োহুড়ি করে ডেক ছেড়ে গেল। মিনিট খানেকের মাঝে ব্রিজে পৌঁছালো হেক্টর আর হ্যাজেল।

'কি হয়েছে?' ক্যাপ্টেন স্ট্যামফোর্ডের কাছে জানতে চাইল হেক্টর।

'বিয়াল্লিশ মাইল দূরে রাডারের কিছু একটা ধরা পড়েছে। বিয়ারিং সাতাশ ডিগ্রি। দেখে মনে হচ্ছে ধীর গতির এয়ারক্রাফট। নিশ্চিতভাবে একটা হালকা হেলিকপ্টার। এই দিকেই আসছে।'

'এটা সম্ভবত নিজের রাডারের ইতিমধ্যেই আমাদেরকে দেখেছে। জানাল হেক্টর। আমরা টার্গেট হিসেবে যথেষ্ট বড়। আমাদেরকে মিস্ করার কথা না। তোমার কোর্স আর স্পিড ধরে রাখো সাইরিল।' এরপর হ্যাজেলের দিকে তাকাল। যদি আমরা যা ভাবছি এটা তাই হয় তাহলে চলো ডেকে গিয়ে নিজেদেরকে দেখাই।

'আমাদের জমজেরা করতে পারবে না, এটা?'

'না। হতে পারে উথম্যান ওয়াদ্দাও হেলিকপ্টারে থাকবে। ও পার্থক্যটা ধরে ফেলবে। চলো! তাড়াতাড়ি করে খালি মেইন ডেকে নেমে গেল দুজন। দৌড়ে বো'র কাছে চলে গেল। রেইলে হেলান দিয়ে পশ্চিমা দিগন্তে তাকিয়ে রইল। দেখা গেল বেল র‍্যাঞ্জার হেলিকপ্টার। দুজনে তাকিয়ে রইল এর দিকে। হেক্টর হ্যাজেলের পেছনে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিল।

হাসতে হাসতে হ্যাজেলকে ধরে গেয়ে উঠল টাইটানিক সিনেমার থিম সং। মাইহার্ট উইল গো অন। সিনেমার মতো করেই ডিক্যাপ্রিও আর উইনস্লেটের বিখ্যাত ভঙ্গি নকল করে বো'র কিনারে দাঁড়াল।

BanglaBook.org

হেক্টর নির্দেশ দিল জাহাজের পাশে হালের ওপর খানিকটা অংশ লাল রং করতে। তাই দড়ির সিঁড়ি আর শ্রমিকের একটা দোলনা এমনভাবে ফেলে রাখা হলো পানির ওপর যেন রঙের কাজ এখনো চলছে। আক্রমণকারীদের জন্য নিমন্ত্রণ স্বরূপ কাজ করবে এই দড়ির সিঁড়ি। হেলিকপ্টারের পাইলট নিশ্চয়ই এটা দেখবে আর কামালের কাছে রিপোর্ট করবে।

একবার বেশ নিচু দিয়ে জাহাজের ওপর চক্কর দিল হেলিকপ্টার। একমাত্র আরোহী, পাইলট। গাঢ় রঙের গগলস চোখে আর মুখের নিচের অংশ কেফিয়া দিয়ে ঢাকা। হ্যাজেল হাত নাড়ল পাইলটের দিকে তাকিয়ে। কোনো প্রতি উত্তর এলো না। মেশিন যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ঘুরে গেল আবার। দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল অচিরেই। ব্রিজে প্যাডি আর ডেভ্ ইমবিস্ অপেক্ষা করছিল।

'অল রাইট। কোনো সন্দেহ নেই যে এটা তারাই। প্রধান দস্যু দলও তাই বেশি দূরে নেই।' জানাল হেক্টর।

'হেলিকপ্টারের রাউন্ড ট্রিপা রেঞ্জও দেড়শো মাইলের নিচে। এখন থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে দস্যুদের মাদার শিপে নামবে এটি।' ঝড়ের গতিতে নিচের মস্তিষ্ক চালালো হেক্টর। মেইন ডেকে এখন থেকে আর কেউ উঠবে না। গোপন অংশের কোয়ার্টারে ফিরে যাও সবাই। শত্রু পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকতে হবে। গোপন প্রতিটি হ্যাচ বন্ধ ও চেক করে রাখতে হবে। সব সময়কার জন্য সাইলেন্ট শিপ, বলবৎ করা হলো। হ্যাজেল আর আমি মালিকের স্যুইট থেকে সরে যাচ্ছি। এ এভির ডেকে চলে যাবো। নাস্তিয়া আর ভিনসেন্ট আমাদের জায়গা নেবে।

কিন্তু আমি সবিনয়ে আশা করছি যে ওরা তোমার আচরণ অনুসরণ করবে না। তিক্তভাবে বলল প্যাডি।

তুমি বেডরুমে লাগানো সিসি টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে ওদের ওপর চোখ কান দিয়ে নজরদারি করতে পারবে। পরামর্শ দিল হেক্টর—মাথা নাড়ল প্যাডি।

যদিও প্যাডি নিজের ভালোবাসার নারীর ওপর গোয়েন্দাগিরি করার মতো অভদ্র নয়—তার পরেও মালিকের স্যুইটে ক্যামেরা ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে কি না চেক্ করার সময় নাস্তিয়া আর ভিনসেন্ট উডওয়ার্ড এর মধ্যকার কথোপকথন শুনে ফেলল তারা ক্রু রুমে ঢোকার পর। ভয়ংকর কণ্ঠে নাস্তিয়া তার অবস্থান স্পষ্ট স্বরে জানিয়ে দিল ভিনসেন্টকে।

'ভিনসেন্ট উডওয়াড—যদি তুমি আমাকে সত্যিকারের স্ত্রীর মনে করার চেষ্টা করো তাহলে আমি ও'কুইন কে জানিয়ে দেব আর সে তোমাকে খুন করে ফেলবে। কিন্তু তার আগে আমি তোমার দুপায়ের ফাঁকে থাকা জিনিসটা খুলে নিয়ে তোমার নাকে ফুটো দিয়ে ঢুকিয়ে দেব।'

প্যাডি নিজের প্রতি নাস্তিয়ার মনোভাব জানতে পেরে খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠল।

BanglaBook.org

আদমের চাচা, কামাল টিপ্লো টিপ ১১০ ফুট ছিনতাই করা তাইওয়ানিজ ট্রলারের হুইল হাউজে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে পেল তার হেলিকপ্টার ফিরে আসছে। হালকা বাতাসে ট্রলারের নাক ঘুরিয়ে ল্যান্ডিং এর আয়োজনে লেগে গেল। হেলিকপ্টারের সুবিধার জন্য মাস্তুল আর অন্যান্য সুপার স্ট্রাকচার সরিয়ে ফেলা হয়েছে ট্রলারের ওপর থেকে। এ ছাড়াও আরেকটা সুবিধা হয়েছে এতে। অন্য জাহাজের রাডার তাদের উপস্থিতি কম টার্গেট করতে পারবে। হুইল হাউসের সামনে ডেকের ওপরে কাঠের তৈরি প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার জন্য। এই উপাদান পছন্দ করার কারণ রাডারের প্রতিধ্বনি কমানো। বেল র‍্যাঞ্জার উড়ে এসে ধীরে ধীরে বসল প্লাটফর্মের ওপর। হালকা কাঁপুনি হলো মাত্র। ক্রুরা মুরিং লাইন নিয়ে দৌড়ে গেল মেশিনটা বেঁধে ফেলতে।

কামাল মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানাল পাইলট একজন ইরানিয়ান ও দেশটির এয়ারফোর্স থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইসলামিক জিহাদের সক্রিয় সদস্য। এয়ার ক্রাফট নিরাপদে অবতরণের পর ইঞ্জিন বন্ধ করে লাফ দিয়ে ট্রলারের ডেকে নামল পাইলট। দৌড়ে গেল হুইল হাউসে। গগলস্ আর মুখের নিচের অংশ ঢেকে রাখা কাপড় খুলে ফেলল।

আল্লাহ এবং তাঁর নবীর প্রশংসা হোক। কামালকে সম্ভাষণ জানাল পাইলট।

'সকল প্রশংসাই তাদের। একমত হলো কামাল। কি খবর মুস্তাফা আমার ভাই?'

'অবিশ্বাসীটা তোমার হাতে এসে গেছে। জাহাজ আমাদের চেয়ে একশ পনের মাইল সামনে। বিশ নটের মতো গতিতে আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে।'

'তুমি নিশ্চিত আমরা যেটা চাইছি। এটা সে জাহাজটাই?'

'মহাসমুদ্রে এর সাথে তুলনীয় আর কিছু নেই। পর্বতের চেয়েও বড় আর বো আর স্টানে নাম লেখা আছে। এটাই সোনালি হংস। আল্লাহ, তাঁর নবী ও সব শিষ্যদের প্রশংসা হোক।'

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর নামে! যা যা দেখেছো সব জানাও।'

'ব্রিজে তিনজন দেখা গেছে। ফোর ডেকে একজন নারী আর একজন পুরুষ। নারীর চুল সোনালি তেমন বৃদ্ধ নয়।। চুল আর চেহারা উন্মুক্ত।'

'আল্লাহর প্রশংসা হোক! এটা ব্যানক বেশ্যা! পুরুষটা?'

BanglaBook.org

লম্বা কালো চুল। বেহায়ার মতো মেয়েলোকটাকে ধরে রেখেছিল।

'এটা-ই শয়তান হেক্টর ক্রস!'

এবার আমাদের হাত থেকে আর পালাতে পারবে না সে। 'মুস্তাফা সবিস্তারে জাহাজের কাঠামো সম্ভাব্য দুর্বল দিক সম্পর্কে বর্ণনা করল। পাশে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা দড়ির সিঁড়ি সম্পর্কে ও বলতে ভুলল না।'

'আমাদের ভাগ্য সম্পর্কে শেখকে এখনো জানাতে হবে। জানাল কামাল। হুইল হাউজের বৈদ্যুতিক অংশে গিয়ে স্যাটেলাইট ফোন সেট করল। দেরিতে হলেও শুনতে পেল ভ্রাতুশ্চুত্রের কণ্ঠস্বর।

'আমি কার সাথে কথা বলছি?' কামাল। আল্লাহর আশীর্বাদ পড়ুক তোমার ওপর মহান শেখ!

'আর আপনার সাথেও তাই হোক চাচা।' উত্তর দিল আদম। তুমি যেটা খুঁজছিলে। আমরা তা পেয়েছি, প্রিয় শেখ। এটা তোমার হাতে এসেছে তোমার আমার পিতার হত্যাকারীসহ। আপনি কিভাবে এত নিশ্চিত হলেন যে ক্রস শুয়োরটা জাহাজে আছে।

'মুস্তাফা ডেকের ওপর বেশ্যাটার সাথে দেখেছে তাকে। আল্লাহ্ প্রশংসিত হোন।'

'সকল প্রশংসা ঈশ্বর আর তাঁর নবীর নামে। কিন্তু কোনো ভুল নেই তো? ব্যানক নারী-ই? আপনি নিশ্চিত?'

'এটা নিশ্চিত শেখ। মাথা উন্মুক্ত। চুল হলুদ। এটা সেই-ই জাহাজ পুরো ভীতি। পানিতে ডেবে আছে। কার্গোর মূল্য জলযানটার মূল্যের সমান। অবিশ্বাসী গর্দভ নাবিকেরা পাশ দিয়ে রঁশির সিঁড়ি ফেলে রেখেছে। খুব সহজেই এটাকে কাবু করা যাবে। আমার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র আর শেখ।'

'যদি আপনি এটা করেন তাহলে আমরা উভয়েই অনেক ধনী হয়ে যাবো। চাচা কখন পৌঁছাবেন আপনি পুরস্কার নিয়ে?'

'জাহাজ সোজা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। বিশ নট গতিতে। যদি আল্লাহ সহায় হোন তাহলে পাঁচ ঘণ্টারও কম সময়ে আমাদের হাতে এসে যাবে এটা। আগামীকাল সকালে জাহাজ আর এর সবকিছু তোমার হাতে পৌঁছে যাবে। রক্তের ঋণ সবশেষে পূর্ণ হবে। তুমি যেমনটা শোকগ্রস্ত। তেমনি আমিও আমার পিতা ও তোমার পিতার মৃত্যু শোকে কাতর।'

'আল্লাহ্ এবং তাঁর নবী মোহাম্মদ আমাদের আশীর্বাদ করুন চাচা। খেয়াল রাখবেন যেন অবিশ্বাসী কুত্তা ক্রস আর তার বেশ্যা আমার কাছে জীবিত পৌঁছায়। মৃত্যুর পূর্বে আমি তাদের সাথে কথা বলতে চাই।'

BanglaBook.org

সোনালি হংসের গোপন অংশের সিচুয়েশন রুমে শুধুমাত্র পাশ দিয়ে বয়ে চলা সমুদ্রের মৃদু গুঞ্জন, পাশের হোল্ডের গ্যাসপাম্পের হিসহিস আর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির নিচু শব্দ শোনা যাচ্ছে। কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে রাখা লম্বা টেবিলে বসে আছে হেক্টর, প্যাডি আর ডেভিড ইমবিস। তারিক চেয়ার পিছনে নিয়ে হাত রেখেছে বুকের ওপর আড়াআড়ি করে। তারা খুব কমই কথা বলছে। বললেও ফিসফিস করে। হ্যাজেল কেবিনের শেষ মাথায় প্যাডেড বেঞ্চে কম্বল কাঁধে জড়িয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। নিঃশব্দে ঘুমাচ্ছে। বিভিন্ন সিসিটিভি স্ক্রিন থেকে আলো আসছে। তাদের ওপরে রাখা দেওয়া দেয়াল ঘড়িতে সময় মধ্যরাত হওয়ার মিনিট দশেক বাকি। জাহাজ জুড়ে ছড়িয়ে রাখা গোপন ক্যামেরার ইনফ্রারেড সেন্সরে যেকোনো নড়াচড়া স্পষ্ট ধরা পড়বে। এ সময়ে ক্যামেরা অটোম্যাটিক্যালি সুইচ অন্ হয়ে পর্দায় ভেসে উঠে ফলাফল। এই মুহূর্তে একটা স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে ব্রিজে সাইরিল স্ট্যামফোর্ড ডেক জুড়ে সামনে পিছনে হাঁটাহাঁটি করছে। বো'র ওপর দিয়ে অন্ধকারে চোখ। এর পাশের স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে মেসে দুজন ক্রু বসে কফি পানের সাথে সিগারেট ফুঁকছে। আরেকটা স্ক্রিন মালিকের স্যুইটের বেডরুমে। স্যুইট অন্ধকার হলেও ক্যামেরা ইনফ্রারেড মোডে রাখা। একঘেয়ে ইমেজে ভরে আছে স্ক্রিন। নাস্তিয়া ভোরোনোভা চাদর ফেলে উঠে দাঁড়াল বিছানা থেকে। পরনে গাঢ় রঙের ওয়ান পিস জাম্প স্যুট। বাথরুমের দরজার দিকে এগোবার সময় ব্যাকগ্রাউন্ডে ভিনসেন্টের ছবি দেখা গেল। বহু দূরের সোফায় একা ঘুমিয়ে আছে সে।

'এখানে দুঃচিন্তার কিছুই নেই প্যাডি।' বিড়বিড় করল হেক্টর। নাস্তিয়া বাথরুমে ঢুকে দরজা আটকে দিল। এই নির্দিষ্ট বাথরুমের ক্যামেরা হ্যাজেলের নির্দেশে বন্ধ রাখা হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন রিয়ালিটি টিবি প্রোগ্রাম চলছে, যেমন বিগ ব্রাদার, ভাবল হেক্টর। প্রতিটি অংশ বোরিং। প্যাডি চোখ বন্ধ করে টেবিলের ওপর ভাজ করে রাখা হাতের ওপর মাথা রাখল। হেক্টর উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো। নিজের জন্য থার্মোসফ্লাস্ক থেকে এক মগ কালো কফি নিয়ে এসে চেয়ারে বসল আবার।

'আর বেশি অপেক্ষা করতে হবে না। আমি তাদের গন্ধ পাচ্ছি প্রায়। আস্তে করে জানাল প্যাডিকে। চোখ খুলে মাথা নেড়ে আবার মাথা নামিয়ে রাখল প্যাডি। হেক্টর হ্যাজেলের দিকে তাকাল। আর প্রায় সাথে সাথে হ্যাজেল নিজের ওপর হেক্টরের চাহনি অনুভব করে চোখ মেলে তাকিয়ে হাসল। অবস্থান পরিবর্তন করে মাথার বালিশ ঠিক করে গুঁটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল। মালিকের স্যুইটে বাথরুমের দরজা খুলে গেল। সম্রাটের মাতো বিশাল

BanglaBook.org

বিছানায় ফিরে এলো নাস্তিয়া। মাথার ওপরে চাদর টেনে দৃশ্য থেকে উধাও হয়ে গেল।'

'ওকি এভাবেই মোল ইন আ হোল এর মতো ঘুমায় সবসময়? জানতে চাইল হেক্টর।

'তোমার নিজের চরকায় তেল দাও ক্রস।' ছন্দ গাম্ভীর্যের স্বরে জানল প্যাডি। হেক্টর হেসে ফেলে ঘড়ির লাল দ্বিতীয় কাঁটার দিকে তাকাল। মধ্যরাত পার হয়ে পনের মিনিট। হঠাৎ করে কোণার দিকে একটা স্ক্রিনে হঠাৎ করে আলো জ্বলে উঠল। ট্যাংকারের মেইন কার্গো ডেকে ইনফ্রায়েড ইমেজ দেখা যাচ্ছে। নিজের চেয়ারে সোজা হয়ে বসল হেক্টর। অভিব্যক্তি বদলে গেল। স্টার্ন টাওয়ারের ওপর ঝুলানো এই ক্যামেরার জীবন্ত কিছুর নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ফোর ডেকের ইমেজ এখনো অন্ধকার আর একঘেয়ে।

'ডেভ্!' কাঠ কাঠ স্বরে ডেকে উঠল হেক্টর। চার নম্বর ক্যামেরা ফোকাস করো। পোর্ট ডক্ রেইলে নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে। ডেভ্ ইমবিস্ পিট পিট করে তাকিয়ে চোখ থেকে ঘুম তাড়ালো। কি বোর্ডের কি টিপে মেসেজ পাঠাল ক্যামেরা কন্ট্রোলে। ডেকের ক্যামেরা কন্টোলে। ডেকের ক্যামেরা জুম করল। গ্যানট্রি, রশির সিঁড়ি আর ওয়ার্কম্যানের দোলনা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দ্রুত একটা মানুষ উঠে এলো কেব্‌ল্-'এ করে। গায়ে পুরো কালো পোশাক আর মুখে স্কার্ফ থাকায় চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। মাথা ঘুরিয়ে নিচে তাকাল লোকটা। নিশ্চয় কোনো ইশারা বা নির্দেশ দিয়েছে। কেন না সাথে সাথে একই ধরনের পোশাক পড়া আরেকটা মূর্তি দেখা গেল। সবার হাতে অস্ত্র।

পশুটা অবশেষে এসে পৌছেছে। মোলায়েম স্বরে জানাল হেক্টর। ম্যাডি, তারিক আর হ্যাজেল তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে নিজ নিজ জায়গা থেকে দৌড়ে স্কিনের সামনে জড়ো হলো দেখতে। হেক্টর হাতে রাখা হ্যান্ড হেল্ড ব্যাটল রেডিও'র 'সেন্ড' বাটনের চাপ দিল।

'ব্রিজ! ক্রস!' মাইক্রোফোনে কথা বলল হেক্টর। অন্য এক টিভি স্ক্রিনে দেখা গেল যে সাইরিল স্ট্যামফোর্ড চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের সেটের দিকে হাত বাড়াল।

'ক্রস! স্ট্যামফোর্ড বলছি।'

'তারা জাহাজে উঠে গেছে।' এখনো স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে হেক্টর। 'ইতিমধ্যে পনের জন উঠে গেছে। প্রতি সেকেণ্ডে একজন করে উঠছে। আমি শুনতে পারছি না। কোনো উত্তর দেবে না। তারা নিশ্চয় বিশ্বাস করছে যে চমকে দিতে পেরেছে।' নির্দেশ দেয় অনর্থক। স্ট্যামফোর্ড আর তার ক্রুরা ইতিমধ্যেই অনেকবার রিহার্সাল করেছে এটি।

BanglaBook.org

'রজার।' জানাল সাইরিল।'ন্যূনতম প্রতিরোধ করেই আত্মসমর্পণ।'

'এটাই ওষুধ, সাইরিল।' একমত হয়ে ফ্রি-কোয়েন্সি পরিবর্তন করল হেক্টর। অন্য একটা স্ক্রিনে দেখা গেল নাস্তিয়া চাদরের নিচ থেকে উঠে নিজের রেডিও সেটে হাত দিল।

'ভোরোনোভা।'

'জলদস্যুরা জাহাজে উঠে গেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তোমার কেবিনে চলে আসবে। লাইট জ্বালাবে না। ভিনসেন্টকে বিছানায় নাও, তোমার সাথে। তাড়াতাড়ি হোকে!'

'মনে রাখবে কোন লড়াই করবে না।' হোকে! জানাল নাস্তিয়া। হেক্টর আবারো ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন করল প্যাডির দিকে তাকিয়ে হেসে জানাল।

'তোমার এই নারী কি সবসময় কম কথা বলে?'

'ওর অনেক গুণের একটা।' সিরিয়াস ভঙ্গিতে উত্তর দিল প্যাডি। এরপর পুরো মনোযোগে একের পর এক জ্বলে ওঠা টিভি স্ক্রিন দেখতে লাগল সকলে। স্টার্ন টাওয়ারের কম্পানিয়ন ওয়ে ধরে ব্রিজের দিকে ছুটছে দস্যুরা। ক্রুদের কোয়ার্টারে ঢুকল পাঁচজন। মেস টেবিলে বসা দুজন ক্রুকে ডেকে নামানো হলো। অন্যদেরকে ব্যাংক থেকে নামিয়ে হাঁটুর সাথে হাতের কবজি নাইলনের রশি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হলো। আরো একদল জলদস্যু ব্রিজ হাউস ঢুকে আরবিতে হুমকি ধামকি দেয়া শুরু করল।

সাইরিল স্ট্যামফোর্ড লাফ দিয়ে উঠে চিৎকার করে সামনে এগিয়ে গেল। 'কোনো নরকের কীট তোমরা? এখানে কেন এসেছো। বিদায় হও। যাও!' একটা দস্যু ডেকে ফেলে দিয়ে একে-৪৭-এর বাট দিয়ে ধাক্কা দিল আরো দু'জন ওকে ঘুষি মেরে দুই হাতের কবজি বেঁধে দিল ক্যাবল দিয়ে। হেল্পসম্যান আর রেডিও অপারেটরের সাথেও একই কাজ করা হলো। একটা দস্যু তাড়াতাড়ি কন্ট্রোল কনসোলে গিয়ে সব থ্রটল বন্ধ করে দিল।

'আরো দশ মাইল লাগবে জাহাজটার থামতে।' আরবিতে বলল লোকটা। মুখের মুখোশ সরাতেই চেহারা দেখা গেল। ভয়ংকর অবয়বের লোকটার দাঁড়িতে সাদার ছোয়া লেগেছে।

'কামাল টিপ্পো টিপ!' জানাল তারিক। তাকিয়ে আছে ছবির দিকে। 'আদমের চাচা আর দস্যু বহরের কমান্ডার। যেখানেই দেখি চিনবো তাকে আমি।'

'আমরাও তাকে প্রত্যাশা করেছি।' জানাল হেক্টর। 'আমি ভয় পেয়েছি উথম্যান ওয়াদ্দাকে নিয়ে। দলের মধ্যে একমাত্র সেই বুঝতে পারবে যে নাস্তিয়া হ্যাজেল নয়, ভিনসেন্ট আমি নই। তাকে দেখা যায় কি না খেয়াল রেখো।'

BanglaBook.org

পর্দাজুড়ে কামাল এখনো নিজের লোকদের নির্দেশ দিচ্ছে। 'ব্যানক বেশ্যা আর খ্রিস্টান খুনিটাকে খুঁজে বের করো। আমাদের নিচের ডেকের কোনো একটা কেবিনে আছে। আঘাত করবে না। নিজের জীবনের মায়া থাকলে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে।' পাঁচজন মানুষ হন্তদন্ত হয়ে ব্রিজ থেকে চলে গেল। বাকিদের দিকে ফিরল কামাল।'

'পাঁচজন করে দল বানিয়ে ছড়িয়ে পড়ো। জাহাজের প্রতিটি কোণা খুঁজে দেখো। কোন খ্রিস্টান ক্রু যাতে না থাকে জাহাজে!' সিচুয়েশন রুম থেকে সিসি টিভিতে দেখা গেল পুরো জাহাজ লণ্ডভণ্ড করেছ দস্যুদল।

বন্ধ দরজা ঝট করে খুলে ফেলছে। লাইফ জ্যাকেট লকার আর ষ্টোরেজ বিনের দরজা ভেঙে ফেলল। কেবিনের আটকানো কাবার্ডে একে-৪৭-এর গুলি ছুড়ল। ক্রুদের কোয়ার্টারে একটা বাংকের ওপর ক্রুশ ঝুলানো ছিল। একজন দস্যু হাসতে হাসতে এটা খুলে ফেলে টয়লেট বোলে ফেলে দিল।

এরই মাঝে কামালের পাঠানো লোকজন মালিকের স্যুইটের দরজায় রাইফেলের হাতল দিয়ে ধাক্কা, পা দিয়ে লাথি দিতে লাগল। কুলে যেতেই হুড়মুড় করে কেবিনে ঢুকে গেল। অসভ্যের মতো তছনছ করে ফেলল আসবাবপত্র, অর্নামেন্টস্। অবশেষে বেডরুমে ঢুকল। এক কোণায় বয়ে জড়োসড়ো হয়ে আছে নাস্তিয়া আর ভিনসেন্ট। অন্যদের মতো তাদেরকেও হাত বাঁধা হলো কেব্‌ল্ দিয়ে। এরপর বাধ্য করা হলো মেইন কেবিনের ফ্লোরে হামাগুড়ি দিয়ে থাকতে। দুজন আরব মাথার ওপর একে-৪৭ ধরে দাঁড়িয়ে রইল। অন্যদের একজন দৌড়ে ব্রিজে গিয়ে কামালকে সুসংবাদ জানাল।

'শ্রদ্ধেয় রাজকুমার আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আমরা তোমার স্বর্গত পিতার হত্যাকারী ও তার বেশ্যাটাকে হাতে পেয়েছি। সকল ধন্যবাদ আর প্রশংসা আল্লাহ ও তার নবীর নামে! কন্টোল প্যানেলের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল যে জাহাজটা থেমে যাচ্ছে আর বাতাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। 'আমি নিচে নেমে বন্দিদেরকে দেখতে যাচ্ছি।' মালিকের স্যুইটের কেবিনে ঢুকে সরাসরি ভিনসেন্ট উডওয়ার্ডের দিকে এগিয়ে মুখে লাথি কষাল কামাল।

'তুমি হচ্ছো সেই জন্তু যে কি না আমার পিতা আর তিন ভাইকে হত্যা করেছে। বন্দরে পৌঁছাবার পর এমন মৃত্যু যন্ত্রণার মুখোমুখি হবে তুমি যে শেষ দিকে কুকুরছানার মতো কুইকুই করতে করতে যন্ত্রণা শেষ করার আকুতি জানাবে। কামাল ভারি উচ্চারণ দ্রুত ইংরেজিতে জানাল ভিনসেন্টকে। লাথির ফলে ভিনসেন্টের নাক ভেঙে গিয়ে শেভ না করা চিবুক বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। কোনো অনুভূতি না দেখিয়ে কামালের দিকে তাকিয়ে রইল ভিনসেন্ট। এতে অসহ্য হয়ে উঠল কামাল। ভিনসেন্টের মুখের ওপর গর্জে উঠল, 'এখন চুপ করে আছো, কিন্তু পশ্চাদ্দেশে গরম লাল লোহা ঢুকলে ঠিকই চিৎকার করে

BanglaBook.org

উঠবে।' আবারও ভিনসেন্টের মুখে লাথি মারল কামাল। কিন্তু ভিনসেন্ট চিবুক নামিয়ে নেওয়াতে কপালে লাগল আঘাত। কামাল ভিনসেণ্টকে ছেড়ে নাস্তিয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চুলের ঝুঁটি ধরে মাথা পেছনে নিয়ে গেল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল নাস্তিয়ার মুখের দিকে। চোখ দিয়ে আগুন ঝলসাচ্ছে। সিচুয়েশন রুমে বসে হ্যাজেল দেখতে পাচ্ছে, যেটা ভয় পেয়েছিল তাই শুরু হতে যাচ্ছে। হেক্টরের হাত ধরে ঝাঁকাতে লাগল হ্যাজেল।

'থামাতে হবে এসব! লোকটা ওকে খুন করে ফেলবে।' 'না! ও সেটা করবে না। সে আদমকে ভয় পায়।' হেক্টর আশ্বস্ত করল হ্যাজেলকে। আর কিছু বলল না বটে কিন্তু হেক্টরের হাতে আরো জোরে চাপ দিল হ্যাজেল যখন দেখতে পেল কামাল নাস্তিয়ার চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে।

'চোখ নীল।' আরবি কথা বলছে কামাল। 'শয়তানের চোখ। আমাকে এরকমটাই জানানো হয়েছিল। কিন্তু উথম্যান ওয়াদ্দার এখানে থাকা উচিত ছিল।'

সিচুয়েশন রুমে মাথা নেড়ে হাসল হেক্টর।

'ওয়েল, আমার বড় একটা চিন্তা গেল।' হেক্টর জানাল স্ত্রীকে। দস্যুদের মাঝে এমন কেউ নেই যে আমাদের পার্থক্য বুঝতে পারবে।'

'কেমন করে জানবো যে কামালের ডাকাতদের দু-একজন তোমাকে আমাকে টিভিতে বা সংবাদপত্রে ছবি দেখেনি?' উদ্বিগ্ন করে জানতে চাইল হ্যাজেল।

'ভয় পাবার কিছু নেই। পান্টক্যান্ডে কোনো টেলিভিশন নেই বা ইংরেজি পত্রিকা। আদম টিপ্পো টিপা পুরো গণমাধ্যমকে তার নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।

সবাই তাকিয়ে দেখল যে কামাল নাস্তিয়ার মুখ তুলে থুতু ছিটাল।

কুক্কুরীটার ঔদ্ধত্য দেখো!

আমার মনে হয় আমার কয়েকজন মানুষ পাঠিয়ে ওদের মাংসল রড দিয়ে ওর ভেতরের শয়তানটাকে বার করতে হবে। চারপাশে দাঁড়ানো লোকগুলো খুশিতে দগোমগো করে কামালের পাশে ভিড় করে এসে নাস্তিয়ার চেহারা দিকে তাকাল। কিন্তু নাস্তিয়া এতটাই শীতল দৃষ্টি হানল যে লোকগুলো চোখ নামিয়ে পিছিয়ে গেল।

'নোংরা বেশ্যা কোথাকার!' কামাল হাত তুলল নাস্তিয়াকে চড় মারতে। যতোটা দ্রুত পুলের কিনার থেকে নিজের খাবার ছিনিয়ে একটা কুমির–ততটাই দ্রুত নাস্তিয়া মাথা সামনে এনে কামালের হাতে দাঁত বসিয়ে দিল। কামাল ব্যথা আর বিস্ময়ে জমে গেল। মুক্ত হাত এগিয়ে নাস্তিয়ার মুখের ওপর মারতে গেল।

BanglaBook.org

'বিষধর কুক্কুরী। ছাড় নয় তো আমি তোকে খুন করব!'

নাস্তিয়া হাসতেই দাঁতের ফাঁক দিয়ে চিবুক দিয়ে রক্ত ধারা গড়িয়ে পড়ল। হাত মুক্ত হতেই বুকের কাছে চেপে ধরে পিছিয়ে গেল। ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে রইল হাতের দিকে। ছোট আঙুলের ওপরের দুইটা কড় নেই। পরিষ্কারভাবে কামড়ে তুলে ফেলেছে নাস্তিয়া।

'গরু! শুয়োর কোথাকার', ফোঁপাতে লাগল কামাল। 'নোংরা জন্তু।' নাস্তিয়া মুখ খুলে কামালের পায়ের কাছে আঙুলসহ থুতু ছিটাল। আবারও হাসল। দাঁতে মাখামাখি হয়ে আছে কামালের রক্ত।

'নরকের শয়তান।' পিছিয়ে গেল কামাল। 'খুন করো! মাথা কেটে কুকুরদের খেতে দাও।' দুজনে লোক ড্যাগার নিয়ে এগিয়ে এলো। কিন্তু কামাল নিজেকে শান্ত করে ঠিক সময়ে থামাল তাদেরকে। 'দাঁড়াও! মেরো না।' কঁকিয়ে উঠল কামাল। 'শেখ আদেশ দিয়েছে জীবিত ধরে নিতে।' গলার চারপাশে জড়ানো কেফিয়া খুলে নিয়ে আঙুলের ক্ষত ঢাকল। 'আমরা তাকে এখন মারব না। কিন্তু আমার হাতে শাস্তি পাবে সে। তোমরা পুরুষেরা গরমের সময় কুকুর যেভাবে করে সেভাবে এই কুক্কুরীর মজা নিতে পারবে। কিন্তু প্রথমে শেখের সাথে কথা বলতে হবে আমাকে। এখন এই ক্রসকে পৃথক কেবিনে আটকে রাখো। পাঁচজনকে রেখে যাও বেশ্যাটাকে পাহারা দেবে। তারপর আমাকে জাহাজটাকে চালিয়ে গনডাঙ্গা বেতে নিয়ে যেতে হবে। কামাল ঘুরে বুকের কাছে আঘাতপ্রাপ্ত হাত ধরে রে'খে ব্রিজের দিকে রওনা হলো। ধীরে ধীরে অদ্ভূতভাবে হাঁটতে লাগল। যেন একটা বৃদ্ধ।

সিচুয়েশন রুমে সবাই দুর্ধর্ষ ঘটনার আদ্যোপান্ত দেখতে পেল। এখনো সবিস্ময়ে সিসি টিভি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে। অবশেষে নিরবতা ভাঙলো হেক্টর।

ন্যূনতম প্রতিরোধ এবং দ্রুত আত্মসমর্পণ। নাস্তিয়াকে দেওয়া আদেশ মোলায়েম স্বরে পুনরাবৃত্তি করল হেক্টর। 'রাশানটাকে আমি এটা বুঝিয়ে বলিনি প্যাডি?'

'ছোট্ট মেয়েটাকে একটু ব্রেক দাও। ও নিজেকে যথেষ্ট সংযত রেখেছে। তুমি অভিযোগ করতে পারো না। ভালোর জন্যই তার আঙুল কামড়ে দিয়েছে ও।'

'আমার মনে হয় ও চমৎকার কাজ করেছে।' অদ্ভুত গলায় জানাল হ্যাজেল। 'তোমাকে মান্য না করে একটু দুষ্টুমি করেছে। কিন্তু সত্যিই চমৎকার।'

'এটা কিছুই নয়। যখন ও সত্যি রেগে যায় তখনকার অবস্থা যদি দেখতে। আমার মনে হয় ওর দেহে নির্ঘাত আইরিশ রক্ত আছে।' গর্বিত স্বরে জানাল প্যাডি।

BanglaBook.org

সোনালি হংসের ব্রিজে ক্যাপ্টেনের আসনে বসে আছে কামাল। চেহারায় যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট। আস্তে করে হাতের ক্ষতে আঙুল বুলাচ্ছে। সাইরিল স্ট্যামফোর্ডকে নির্দেশ দিল তার সামনে এসে দাঁড়াতে।

'আমি তোমার হাত খুলে দিচ্ছি।' সাইরিলকে জানাল কামাল। যদি পালাবার কোনো চেষ্টা করো মেরে ফেলব আমি। আমার আদেশ পালন করবে। যেভাবে আর যেখানে বলব জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছ?'

'আমার হাতের বাঁধন খুলে দাও। আমি জাহাজ চালাব।' একমত হলো সাইরিল। মাথা নেড়ে নিজের লোককে আদেশ দিল কামাল যেন ক্যাপ্টেনের কবজি থেকে নাইলনের তার কেটে দেয়। সাইরিন কন্ট্রোল কনসোলে গিয়ে থ্রটল চালু করল। কামালের দিকে তাকাল।

এরপর।

'আমাকে কোর্স জানাও।'

'চৌম্বকীয় দুই-আট-পাঁচ ডিগ্রি।' কামাল জানাতেই নেভিগেশনাল কম্পিউটারে টুকে নিল সাইরিল। ইঞ্জিন রেভ্যুলেশন সেন্ট করল ১২০ আরপিএম। হংস এগিয়ে চলল নির্দিষ্ট গন্তব্যে। কামাল কম্পাস চেক্ করে হাতের ইশারায় নিজের একজন লোককে ডাকল। বাধ্যগতভাবে মানুষটা স্যাট ফোন এনে দিল কামালের হাতে। নম্বর টিপতেই প্রায় সাথে সাথে উত্তর এলো আদমের কণ্ঠ থেকে। 'আমরা জাহাজটা অধিকার করেছি। মহান শেখ!' কামাল আসন ছেড়ে উঠে ব্রিজের পোর্ট উইংয়ের দিকে চলে গেল। স্যাটেলাইট সিগন্যাল পরিষ্কারভাবে পাবার জন্য।

'সব প্রশংসা আর ধন্যবাদ আল্লাহ্‌র নামে!' উচ্ছ্বসিত হলো আদম।

'ব্যানক বেশ্যা আর ভিলেন ক্রুসটার কী খবর?'

'ওরা এখন আমার বন্দি। জাহাজটার সাথে তাদেরকেও তোমার কাছে নিয়ে আসছি আমি। আমার প্রভু।'

'যা চান আমি তাই পুরস্কার দেব আপনাকে, চাচা।'

'আমি তোমার কাছে একটাই আর্জি জানাব।'

'বলুন, আমি এখনি দিচ্ছি।'

'ব্যানক বেশ্যাটা একটা শয়তান নারী। দানবীয় আর হাউন্ডের মতো। আমার আঙুল কামড়ে তুলে ফেলেছে!' আদম উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠতেই কামালের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। 'শেখ আমি তাকে শাস্তি দিতে চাই। অপমান করতে চাই যেভাবে আমার লোকদের সামনে আমাকে অপমান করেছে সে।' আদম হাসি থামাল।

BanglaBook.org

'আমি আপনাকে অনেক বার বলেছি চাচা যে এই নারীর মৃত্যু একমাত্র আমার হাতে! তার মৃত্যু পর্যবেক্ষণ করা আমাকে আনন্দিত করবে। এই মুহূর্তে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না যে তার পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেব নাকি কবজি আর গোঁড়ালি বেঁধে দুইটা ভারি ট্রাকের নিচে ফেলে দেব। রোস্ট করা মুরগির মতো ছিড়ে আসবে হাড়গোড়। মনশ্চক্ষে দৃশ্যটা কল্পনা করে খুশি হয়ে উঠল আদম। আমার পাশে আপনিও থাকবেন এই দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করতে।'

'এটা হবে দেখার মতো দৃশ্য।' আশ্বস্ত করল কামাল। আমি তাকে খুন করার অনুমতি চাইছি না। আমি শুধু তাকে শাস্তি দিতে চাই। আমি তাকে আমার লোকদের হাতে ছেড়ে দিতে চাই খেলা করার জন্য। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করব যেন কেউই বেশিক্ষণ না খেলতে পারে।'

'আপনি নিজে কেন তাকে উপভোগ করতে চান না?' আদম খোঁচা দিল চাচাকে। কামাল কাঁধ ঝাকালো এ চিন্তায়। ভ্রাতুষ্পুত্র ভালোভাবে জানে যে তরুণ ছেলেদের দিকেই কেবল আকৃষ্ট হন তিনি। আর আরো একবার বেশ্যাটাকে কাছে আসতে দেওয়ার চিন্তায় আঙুলের ব্যথা বেড়ে গেল মনে হলো। হয়তো কোনো নারীর প্রতি আর আসক্ত হবে না কামাল। 'সে আমার যোগ্য নয়, প্রভু। আমি বরঞ্চ একটা উৎকট শূয়োরকেই বেছে নেব।'

'ঠিক আছে, চাচা। আপনার লোকদের বলুন তাকে সামনে-পিছনে দুদিক থেকেই মজা নিতে। যাই হোক বেশি রক্তপাত হচ্ছে দেখলেই থামিয়ে দেবেন লোকদের।'

'অসংখ্যা ধন্যবাদ আর শেখ প্রভু।'

'কোন নরকে পচে মরছে কামাল?' 'উচ্চৈ'ঃস্বরেই নিজের বিস্ময় প্রকাশ করল হেক্টর। দেখতে পেল সামনের স্ক্রিনে ব্রিজের উইং থেকে ফিরে আসছে কামাল। কিন্তু সিচুয়েশন রুম থেকে আদমের সাথে তার আলাপচারিতা সম্পর্কে কিছুই জানা গেল না। আবারও দেখা গেল সাইরিল স্ট্যামফোর্ডের সাথে কথা বলছে কামাল।

'আমি এখানে আমার চারজন লোক রেখে যাচ্ছি। তোমাদের প্রতিটি আচরণ খেয়াল রাখার জন্য গতি অথবা কোর্স কোনটাই বদলাতে পারবে না তুমি। তুমি বা তোমার কোনো ক্রু বৈদ্যুতিক যন্ত্রে হাত দিয়ে কোনো মেসেজ ট্রান্সমিট করতে পারবে না। বুঝতে পেরেছ?'

'আমি বুঝেছি। নিশ্চয়তা দিল সাইরিল। সিচুয়েশন রুমে বসে হেক্টর ও একমত হলো।'

BanglaBook.org

‘গুড ম্যান, সাইরিল। অন্তত জাহাজে একজন হলেও আমার নির্দেশ মান্য করছে।’ দেখতে পেল কামাল নিজের বাকি লোকদের জড়ো করে নিচের ডেকে মালিকের স্যুইটে নিয়ে গেল। পুরুষেরা সবাই উত্তেজনায় কিচিরমিচির করছে। সিটিং রুমে জড়ো হওয়ার পর আর্মচেয়ারে বসে নিজের লোকদের নির্দেশ দিল কামাল। পাশের দরজার ডাইনিং স্যালন থেকে লম্বা টেবিল এনে কেবিনের মাঝখানে কামালের সামনে রাখা হলো। আয়োজন নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার পর কামালের নির্দেশে চারজন গেল বেডরুমে। নাস্তিয়া এখনো কেবিনের মাঝখানে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। পাহারাদাররা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে তার ওপর। তারা দেখেছে কেমন করে কামাল তার আঙুল হারিয়েছেন। বেয়নেট লাগানো রাইফেল তাক করা আছে নাস্তিয়ার দিকে। যদিও ওর হাত সম্পূর্ণ বাঁধা।

‘কামাল আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে বেশ্যাটাকে ওর কাছে নিয়ে যেতে।’ প্রহরীদেরকে জানানো হলে মনে হলো তারা স্বস্তি পেল। দুজন আরব নাস্তিয়ার কাছে গিয়ে ওকে দাঁড় করালো। এরপর ওকে টেনে নিয়ে টেবিলের ওপর ফেলল কোন একটা বান্ডেলের মতো। হাত চেপে ধরে পা টান টান করে নাস্তিয়াকে জোর করে শুইয়ে দেওয়া হলো টেবিলের ওপর। এভাবে চেপে ধরা অবস্থাতে আরো একজন লোক ডানহাতে ড্যাগার নিয়ে নাস্তিয়ার কাছে এলো। লোকটা দুই আঙুল ঢুকিয়ে দিল নাস্তিয়ার কালো জাম্প স্যুটের সামনের অংশে। ত্বক থেকে উঠিয়ে ধরল কাপড়। ড্যাগারের মাথা ঢুকিয়ে কেটে ফেলল পুরো কাপড়। নাস্তিয়ার গায়ের ওপর থেকে খসে পড়ল কাপড়। বাধ্য করা হলো উলঙ্গ শুয়ে থাকতে। হাত দুটো এখনো সামনে এনে কব্জিদ্বয় একত্রে নাইলনের তার দিয়ে বাধা অবস্থায়। অনেক নিচে সিচুয়েশন রুমে বসে সবাই স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল কি হতে যাচ্ছে।

কামাল ইজি চেয়ারে বসে দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে আনন্দিত চিত্তে দেখতে লাগল নাস্তিয়ার শাস্তি পর্ব। মাঝে মাঝে একটা দুটা নির্দেশ দিতেই অনুগত ভৃত্যের মতো পালন করছে তার লোকজন। ওপরের লাইটের আলো পড়াতে বিবর্ণ দেখাচ্ছে নাস্তিয়ার হালকা পেশিবহুল শরীর। চুল লেপ্টে আছে মুখের চারপাশে। ঠোঁট ভেজা। একটা চোখ অর্ধেক বন্ধ হয়ে আছে। কামালের হাতের চড়ে ফুলে আছে চোখটা। চারপাশে জড়ো হওয়া পুরুষগুলোর তুলনায় বেশ তরুণী আর নাজুক দেখাচ্ছে নাস্তিয়াকে। একে অন্যের সাথে হাসি তামাশায় মগ্ন হয়ে আছে তারা নগ্ন নারী মূর্তি দেখে। একজন যে কি না ওর কাপড় খুলে নিয়েছে নিচু হয়ে বুকের ওপর হাত রাখল। মনে হলো ত্বক থেকে ছিড়ে ফেলতে চাইল স্তনবৃন্ত। এরপর এলো আরেকজন। এভাবে একের পর এক এগিয়ে এসে খেলা শুরু করল নাস্তিয়াকে নিয়ে। লোহার সাঁড়াশির মতো

BanglaBook.org

দুজন দুদিক থেকে তার হাত চেপে ধরেছে বিধায় নড়তে পারছে না নাস্তিয়া। এতে দস্যুদের আনন্দ যেন হয়ে গেল দ্বিগুণ। একজন এগিয়ে এসে রক্তের ফোটা বের করে ফেলল নখের আঘাতে। উদ্বেলিত হয়ে দেখাতে লাগল পরস্পরকে। আরো একজন এগিয়ে এসে নাস্তিয়ার পিউবিক লোমগুচ্ছ থেকে হ্যাচকা টানে তুলে ফেলল সোনালি চুল। মনে হলো ফুলের স্তবক। অন্যদের জন্য দেখাতে লাগল লোকটা। নাস্তিয়া নড়াচড়া চিৎকার কিছুই করতে পারছে না।

'ও এটা পারে।' ফিসফিস করে জানাল প্যাডি। 'সেল্ফ হিপনোসিস। আঘাত ঠেকিয়ে রাখতে পারে।'

'এটা ভয়ংকর।' জানাল হ্যাজেল। আমি কখনোই এটা চাইনি। আমি দায়ী তবুও।'

'না!' বাধা দিল হেক্টর। 'তুমি নও।' কামাল আর আদম এর জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে। কিন্তু শীঘ্রই সমাপ্তি ঘটবে এর।'

তীক্ষ্ণ স্বরে কামালের আদেশ শুনে নাস্তিয়ার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল পুরুষেরা। সামনের দিকে ঝুঁকে নিজের হাতের ক্ষত দেখালে নাস্তিয়াকে কামাল।

আমার কথা শোন খ্রিস্টান বেশ্যা কোথাকার। আমার সাথে যা করেছ তার শাস্তি দেওয়া হবে এখন তোমাকে। আমার প্রতিটা লোক তোমার নোংরা শরীর ভরে দেবে মুসলিম স্পার্ম দিয়ে। রক্তপাত হবে। আমার ক্ষমা পাবার জন্য আকুতি জানাতে হবে বেশ্যা কোথাকার। নাস্তিয়া এমনকি কামালের দিকে তাকায়ও নি। বহুদূরে কিছু একটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। অভিব্যক্তি পুরোপুরি ঠাণ্ডা।

'ও নিজেকে প্রস্তুত করছে।' শ্বাস নিতে ভুলে গেল যেন প্যাডি। স্ক্রিনে সকলে দেখতে পেল যে নাস্তিয়ার নিরবতা আরো বেশি করে ক্ষিপ্ত করে তুলল কামালকে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নিজের লোকদের দিকে তাকাল সে।

'কোন জন প্রথম এসে মজা নিতে চাও?' চিৎকার করে উঠল কামাল।

'বেহাস সিংহ।' সমস্বরে চিৎকার করে উঠল সকলে। মরুদ্যানে বেশ্যার মেয়েটার ওপর প্রথম চড়েছিল বেহাস। প্রথমে তাই বেহাসের অধিকার।' সবাই ধাক্কা দিয়ে বেহাসকে সামনে এগিয়ে দিল। সামনে এগিয়ে এসে ট্রাউজার খুলে নিজের বিশাল পুরুষাঙ্গ বের করল বেহাস।

'ধরে রাখো মাদী কুকুরটাকে।'

চারপাশে দাঁড়াল লোকদের আদেশ দিল সে। 'এই জিনিস তার ভেতরে গেলে পাগল হয়ে উঠবে ও।' পা ফাঁক করে দাও। টেবিলের দুপাশে দাঁড়ানো

BanglaBook.org

লোকগুলো আদেশ পালন করল। বেহাস সামনে এগোল। থুতু ছিটিয়ে জাগিয়ে তুলল নিজের অঙ্গ।

'আমাকে এটা বন্ধ করতে হবে।'

বিস্ফোরিত হলো হ্যাজেল। 'আমাদেরকে ভেতরে গিয়ে ওকে নিয়ে আসতে হবে।'

'দাড়াও। প্রথম আঘাতের কারণে তুমি যুদ্ধ বন্ধ করতে পারো না।' হেক্টর বুঝিয়ে বলল হ্যাজেলকে। 'নাস্তিয়া কোন সৈন্য নয়।' হ্যাজেল রেগে যেতে লাগল।

'ওহ্, নাস্তিয়া আসলে তাই-ই।' বাধা দিল প্যাডি। 'ও তোমাকে কখনো ক্ষমা করবে না। এখন ওকে বের করে আনলে। এই কারণেই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ওকে। এটাই তার ব্যবসা। তার পেশা। দেখো!' স্ক্রিনের দিকে নির্দেশ দিল সে। বেহাস, দ্য লায়ন প্রস্তুতি নিল নাস্তিয়ার দেহে প্রবেশের। হঠাৎ নাস্তিয়ার অনড় দেহ নড়ে উঠল তার নিচে। জ্যাক নাইফ হয়ে ঝটকা মেরে গোঁড়ালি ধরে রাখা দুজন আরবকে ছুঁড়ে ফেলল নাস্তিয়া। বিনা কষ্টে হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে এলো কাঁধের কাছে। এরপর সর্বশক্তি নিয়ে ছুটে গেল সামনের দিকে। বেহাসের পিউবিসে বাড়ি মারল নাস্তিকার খালি পা। মাইক্রোফোনে সবাই পরিষ্কার শুনতে পেল পোলঙ্কি হাড় ভাঙা শব্দ। দু'টি অংশে চিড় ধরল। পুরুষাঙ্গে পা দিয়ে চেপে ধরে মোচড় দিল নাস্তিয়া। ফলে পুরুষাঙ্গের রক্তবাহক অংশ করপোরাকাভারনোমা গুড়ো হয়ে গেল। পিছিয়ে গিয়ে সিমেনের বদলে রক্ত ছুঁড়ে মারল বেহাস। হাঁটু মুড়ে নিজের পুরুষাঙ্গ চেপে ধরে ডেকের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

নাস্তিয়া আবারো জ্যাকনাইফের মতো করে ঝটকা মেরে উঠল তবে এবার তার দুই পা গিয়ে মারল কাঁধ ধরে রাখা দুই আরবের ঘাড়ে। লম্বা অ্যাথলেটিক পায়ের শক্তি কাজে লাগিয়ে সামনের দিকে এমন ভাবে ধাক্কা লাগাল লোকগুলোকে যেন ক্যাটাপুলট থেকে ছুঁড়ে মারা পাথর। বাল্কহেডের গায়ে গিয়ে চুড়মাড় হলো লোক দুটো। একজন মাথায় আঘাত পেয়ে খুলি কেটে চৌচির হয়ে পড়ল। আরেকজন হাত দিয়ে চেহারা ঢাকতে চাইল। কিন্তু পুরো আঘাত লাগল কনুইতে। ফলে জয়েন্ট গেল ভেঙে। ডেকের ওপর গড়াগড়ি খেতে খেতে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল দয়া দেখানোর জন্য।

আবারো জ্যাক-নাইফ হয়ে সুদক্ষ ভরসাম্য রক্ষার মাধ্যমের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল নাস্তিয়া। মৃত আরবের শরীরের ওপর দাঁড়িয়ে কবজি বাঁধা অবস্থাতেও ড্যাগার তুলে নিল লোকটার কোমরের বেল্ট থেকে। এরপর ঘুরে দাঁড়াল অন্য গার্ডদের মোকাবিলা করতে। প্রথম জনের চিড়ে দিল পেট। পেট চেপে ধরে লোকটা আবারও আগে বাড়তে চাইলে গণ্ডারের শিং দিয়ে বানানো

BanglaBook.org

রূপালি ড্যাগারের হাতল ঘুরিয়ে হাতুড়ির বাড়ি লাগাল নাস্তিয়া লোকটার মাথায়। ডেকের ওপর পড়ার আগেই ভবলীলা সাঙ্গ হলো তার। কামালের চিৎকারে সাড়া দিয়ে আরো একজন গার্ড এসে চাইল নাস্তিয়াকে পেছন থেকে ধরতে। নাস্তিয়া এমনকি পেছনে তাকালও না; পেছন দিকে এমন লাথি কষালো যে চিবুকে লেগে মাথা পিছনে হেলে গেল। লোকটার ঘাড়ের ভার্টেব্রা চুড়মাড় হয়ে গেল। দোমড়ানো-মোচড়ানো শার্টের মতো দলা পাকিয়ে ডেকের ওপর পড়ে গেল লোকটা। তার বাকি কমরেডরা দরজার কাছে গিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল যে কে কার আগে কেবিন ছেড়ে যাবে।

হাতে ড্যাগার নিয়ে নাস্তিয়া প্রথম মৃতদেহটার ওপর লাফ দিল। ধরতে গেল কামালকে। নাস্তিয়াকে নিজের দিকে আসতে দেখেই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দৌড় লাগল কামাল। দরজা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া শেষতম ব্যক্তি হলো সেই। পেছন থেকে নাস্তিয়া ড্যাগার ছুঁড়ে মারল কামালের টাইট জাম্প স্যুট প্যান্টের পশ্চাদ্দেশে। আরো একবার ব্যথায় চিৎকার করে অগ্নিমূর্তি কামাল বের হয়ে গেল দরজা দিয়ে। একজন গার্ড পেছনে দরজা আটকে দিল। নাস্তিয়া দরজার স্লাইড লক্ আটকে দিল। এরপর স্যালনে ফিরে এলো। মৃতদেহগুলোর ওপর দিয়ে লাফিয়ে টেবিলের কিনারে এসে দাঁড়াল। দুহাঁটুর মাঝখানে ড্যাগার রেখে কবজি বাঁধা হাত কেবল একবার ঘষে নিতেই মুক্ত হলো শক্ত নাইলনের তার। কবজির চারপাশে ম্যাসেজ করে দিল ও। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে লুকানো ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়াল। ভালোই জানে যে কোথায় আছে এটি। পুরোপুরি নিরাভরণ দেহে দাঁড়িয়ে রইল। জাহাজের গভীরে সিচুয়েশন রুমের দর্শনার্থীরা কোনো লজ্জাই দেখতে পেল না নাস্তিয়ার মধ্যে। পুরোপুরি শান্ত অভিব্যক্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে নাস্তিয়া। এরপর এক চোখের পাতা টিপে হাসল ষড়যন্ত্রীর ভঙ্গিতে। হাসিটা এতই নিষ্পাপ আর কমনীয় যে মনে হলো সারা কেবিন জুড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে থাকা যত্রতত্র মৃতদেহগুলোর ব্যাপারে ওর কোনো ভূমিকা নেই।

পুরোটা সময় জুড়ে সিচুয়েশন রুমের দর্শনার্থীরা নির্বাক আর স্তব্ধ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে ছিল স্ক্রিনের দিকে। অবশেষে হ্যাজেলের গলায় স্বর ফুটলো।

'সে কি করছে এখন?' দরজার পাশে এয়ার কন্ডিশনিং প্যানেলের দিকে নাস্তিয়াকে এগিয়ে যেতে দেখে প্রশ্ন করল হ্যাজেল।

'তাপমাত্রা যত পারা যায় কমিয়ে দিচ্ছে ও।' ব্যাখ্যা করলো প্যাডি।

'কেন এরকম করছে ও?' অবাক হয়ে গেল হ্যাজেল।

'ও অনেক খুঁতখুতে।' অনুমোদনের স্বরে জানালো প্যাডি। 'আমার মনে হয় ও চাইছে মৃতদেহগুলো যাতে গলতে না শুরু করে। অন্তত যদি ওকে এগুলোর সাথে স্যুইট শেয়ার করতে হয়।'

BanglaBook.org

'আর ওর নিরাপত্তার কথা ভেবে আমার জ্বর চলে এসেছিল। হাসল হ্যাজেল। প্রায় হেঁচকি উঠার মতো দশা হলো তার হাসতে হাসতে। ওর কোনো জুড়ি নেই।'

'ও একেবারে দক্ষ, তাই না।' একমত হলো প্যাডি। আমার একটু দ্বিধা ছিল। কিন্তু এই ছোট্ট পারফরম্যান্সের পর আমি সিরিয়াসলি ভাবছি ওকে আমার স্ত্রী হিসেবে চাই।'

'নাস্তিয়া এয়ার কন্ডিশনিং কন্ট্রোল থেকে সরে গিয়ে হেলেদুলে হেঁটে বেড রুমের দিকে চলে গেল। পশ্চাদ্দেশ এমনভাবে দুলছে যেন প্লাস্টিকের ব্যাগে এক ঝাঁক জীবন্ত সাপ।'

'গড! ও অনেক কিউট।' প্রায় প্রতিমা পূজারীর কণ্ঠে বলে উঠল ডেভ্ ইমবিস।

'তোমার জন্য একটু বেশিই কিউট বৎস।' জানিয়ে দিল প্যাডি। 'ভবিষ্যতের ওর দিকে তাকালে চোখ জোড়া বন্ধ রেখো দয়া করে।'

নাস্তিয়া বেডরুমে প্রবেশ করতেই ক্যামেরায় ধরা পড়ল ওর চবি। পেছনে দরজা আটকে দিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে বসল। হ্যাজেল চুলের ব্রাশ তুলে নিয়ে কামালের আঘাতে এলোমেলো হয়ে যাওয়া চুল ঠিক করল। চুলের স্টাইল নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার পর মুখের ক্ষত চিহ্নের ওপর পাউডার লাগাল। এরপর হ্যাজেলের চ্যানেল লিপস্টিক আর পারফিউম দিয়ে শেষ করল প্রসাধন। নির্দ্বিধায় খেলা করছে গোপনে বসে থাকা দর্শকদের নিয়ে। ভালো করেই জানে যে সবার চোখ ওর ওপরে। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে হেঁটে কেবিনের শেষ মাথায় ওয়ার্ডরোবে গেল। ধীরে সুস্থে হ্যাজেলের অন্তর্বাসসমূহ ঘেঁটে অবশেষে জ্যানেট রিজার অন্তর্বাস সেটা পছন্দ করল; ওয়েস্টার সিল্ক আর ভেনেশী লেস লাগানো। শরীরের নিচের অংশে অন্তর্বাস ধরে ক্যামেরার দিকে তাকাল। মনে হলো পছন্দের প্রশংসা শুনতে চাইছে। হাততালি দিয়ে নিরবতা না ভাঙলেও মুখের কাছে দুই আঙুল নিয়ে প্রায় না শোনার মতো শব্দে শিষ বাজাল ডেভ্।

'পারফেক্ট! আমি নিজেও এতোটা ভালো পছন্দ করতে পারতাম না। মোলায়েম স্বরে জানাল হ্যাজেল। মনে হলো যেন ওদের কথা শুনতে পেয়েছে এমনভাবে হাসল নাস্তিয়া।'

BanglaBook.org

সোনালি হংসের ব্রিজের ওপরের মাস্তুলে ইলেকট্রনিক নেভিগেশনের সাথে গোপন অংশের সিচুয়েশন রুমের সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। জাহাজের পেন্টের মাঝে থাকা অপারেটররাও তাই রাডার আর গ্লোবাল পজিশনিং

সিস্টেম মনিটর করতে পারবে। ফলে ব্রিজে থাকা মানুষগুলোর মতোই পুরো মাত্রায় সচেতন সিচুয়েশন রুমের দর্শনার্থীরা।

পুরো গোপন অংশে টেনশন বেড়ে চলেছে। পুরুষেরা প্রায় কথা বলছেই না। বললেও ফিসফিসিয়ে। নিজেদের বেশির ভাগ সময় ব্যয় করছে যন্ত্রপাতি চেক্ আর প্রস্তুত করে; ট্রেঞ্চ নাইফের ডগা আরো সুচোলো করে তুলছে, আমুনিশন ক্লিপ খুলে প্রতিটি রাউন্ডকে পলিশ করে ব্রিচ সুন্দরভাবে কাজ করার জন্য পিচ্ছিল করে রাখছে। রাইফেলের বো পরিষ্কার করছে, ট্রিগার রিলিজ বারে বারে চেক্ করছে। হেক্টর আর ওর অফিসাররা সিচুয়েশন রুমে নেভিগেশন ডিসপ্লে আর সিসি টিভি স্ক্রিনে মনোযোগ আবদ্ধ রেখেছে।

মালিকের স্যুইটের একই লেভেলে ছোট্ট একটা কেবিনে এখনো বন্দি হয়ে আছে ভিনসেন্ট উডওয়ার্ড। কবজিদ্বয় ক্যাবল দিয়ে বাধা আর সংকীর্ণ বাঙ্কের ওপর বসে দুজন গার্ড একে-৪৭ তাক করে রেখেছে ওর ওপর। কেবিনের দরজার বাইরে আরো তিনজন গার্ড পাহারা দিচ্ছে। দিনে দু'বার করে ব্রিজ থেকে এসে ভিনসেন্টের ওপর ঝাল ঝেড়ে যাচ্ছে কামাল। শুরু হয়েছে ওর মুখে থুতু ছিটানোর মাধ্যমে। এরপর পিতা আর দুই ভ্রাতাকে হত্যার দায়ে আল্লাহ্‌র অভিশাপ নামিয়েছে ভিনসেন্টের ওপর। তারপর বুট সুদ্ধ পা দিয়ে পেট লক্ষ্য করে লাথি। ভিনসেন্ট বলের মতো গোল হয়ে আঘাত এড়িয়েছে। অবশেষে ক্লান্ত কামাল গার্ডের হাত থেকে একে-৪৭ কেড়ে নিয়ে ভিনসেন্টের মাথায় আঘাত করেছে স্টিলের হাতল দিয়ে। যাইহোক কামালের হাতের ক্ষত ব্যথা করতে থাকায় ভিনসেন্টের মাথায় তেমন জোরে পড়ল না হাতল। সহজে হজম করে ফেলল সে বাড়িগুলো।

'ভিনসেন্ট তার দশ হাজার ডলার কামাই করছে।' মন্তব্য করল ডেভ্।

'দায়িত্ব পালনের চেয়েও বেশি কিছু করায় আমি পে-চেকে ওকে বোনাস দেব।' কামালের রাগ দেখে হতভম্ব হ্যাজেল ঘোষণা করল।

'ননসেন্স!' বিড়বিড় করল প্যাডি। ডিক্ এর জন্য একটা আগলি কিস্ এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। এরপর এক মুহূর্ত ভাবল সে। 'হয়তো এবার কুৎসিত মেয়েটাকে মারতে চাইবে সে।'

নাস্তিয়ার কেবিনের দরজায় পাহারা দিচ্ছে পাঁচজন লোক। কেউই সাহস করে স্যালনে ঢুকে মৃত কমরেডদের দেহ সরিয়ে আনার সাহস পাচ্ছে না। দরজা একেবারে ডেড-লক্ করে ভারি ফার্নিচার দিয়ে চাপা দিয়ে চেষ্টা করছে। নিজেদেরকে নিরাপদ রাখতে। ভয়ের কাঁপুনি কিছুতেই থামাতে পারছে না লোকগুলো। কেবিনের ব্যারিকেড দেওয়া দরজা থেকে যতটা সম্ভব দূরে বসে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে দরজায় দিকে যেকোনো অর্তকিত হামলার ভয়ে। ট্রিগারে হাত চেপে হঠাৎ করে আসা লাথি ঘুষি আর দাঁতের কামড় এড়াতে চায় তারা।

BanglaBook.org

বিপরীত দরজা থেকে উদয় হলো কামাল। ভিনসেন্টকে মারধর শেষ করেছে। এখন ঘুরে নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে অগ্নিমূর্তি ধারণ করল। 'এই শয়তান মেয়েটার সাথে তোমাদের দুর্ধর্ষ কমরেডদের মৃতদেহ এখনো ফেলে রেখেছো? আইন আর প্রথার প্রতি কোনো সম্মান নেই? রাত নামার আগেই তাদেরকে কবর দিতে হবে বা সমুদ্রে ফেলে দিতে হবে। এখনি বের করে আনা তাদের! কেউই তেমন একটা আগ্রহ দেখাল না মাস্টার স্যুইটে ঢুকতে। যাইহোক অবশেষে খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে ফার্নিচারের ব্যারিকেড সরিয়ে হালকা ফাঁক করল দরজা। সন্তর্পণে তাকিয়ে দেখল যে নাস্তিয়া ওদের জন্য অপেক্ষা করে নেই। তাড়াহুড়া করে ভেতরে ঢুকল সবাই। মৃতদেহগুলো ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলো বাইরে। এরপর খুব দ্রুত আবার দরজা আটকে ফার্নিচার দিয়ে ঢেকে দিল দরজা।

এরই মাঝে ভেতরের কেবিনে কালো কাফ-স্কিন লেদার চেয়ারে আরাম করে বসে আছে নাস্তিয়া। কিচেনের রেফ্রিজারেটর থেকে খুঁজে পাওয়া বক্স থেকে চকোলেট খাচ্ছে আর অলসভাবে কফি টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ফ্যাশন ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছে। শুনতে পেল পাশের কেবিনে মৃতদেহ নিয়ে টানাহেঁচড়া করছে আরবিয়রা। তাকানোর কষ্টটুকুও করল না সে। নাস্তিয়ার পরনে ধূসর সবুজ ট্রাউজার। নতুন উল দিয়ে সুন্দরভাবে তৈরি ট্রাউজারের ওপর হ্যাজেলের ওয়ার্ডরোব থেকে নেওয়া এমিলিও পুচ্চি টপ।

'এই নারীর পছন্দ অসাধারণ' খেয়াল করে দেখল ডেভিড ইমবিস।

'অবশ্যই' একমত হলো হেক্টর।

'প্যাডির সাথে জোড়া বাঁধছে তার, তাই না। এর ফলে অসাধারণত্ব হয়ে উঠেছে পার্থিব।'

সিচুয়েশন রুমের সিটি টিভি স্ক্রিন থেকে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করল সকলে। সহযোদ্ধাদের মৃতদেহ সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে পানিতে ফেলে দেওয়া হলেও কামাল এখন শান্ত হতে পারছে না। দিনে-রাতে হঠাৎ হঠাৎ করে ব্রিজ থেকে উঠে যাচ্ছে সে। একজন লেফটেন্যান্ট সার্বক্ষণ সাইরিল স্ট্যামর্ফোর্ডের ওপর চোখ রেখেছে। এ সময়ে কামাল ঘুরে পুরো জাহাজের বাল্কহেড, কম্পার্টমেন্ট, প্রতিটি স্তর দেখেছে। কেন যেন কামালের মনে হচ্ছে যে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু তার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে।

এগিয়ে এসে হালের মাঝে ড্যাগার দিয়ে টোকা দিয়ে প্রতিধ্বনির শব্দ শুনতে লাগল কামাল কান পেতে। সতর্ক ঘণ্টা বেজে উঠল হেক্টরের মনে।

BanglaBook.org

ব্রিজের নিজের স্তর যেখানে বুশমাস্টার কামান আছে, কামালের নজরে না পড়ে যায়। সাবধানে এ অংশ পরীক্ষা করে আউটার বাল্ক হেডের শূন্য অংশে দৃষ্টি হানলো কামাল। কার্গো ডেকের এই অংশে গান ডেক্ লুকিয়ে রাখা আছে। ব্রিজে ফিরে আসার পর হেক্টর শুনতে পেল সাইরিন আর কামালের মাঝে এ নিয়ে কথা হলো। সবসময়কার মতো মনগড়া ব্যাখ্যা দিল সাইরিল। বর্ণনা করল কেমন করে এই অংশে রাখা নাজুক যন্ত্রপাতিগুলো জাহাজের গভীরে পাম্প করে। এই পাম্পের সাহায্যে কার্গো ট্যাংকে রাখা গ্যাসের তাপমাত্রা ও বণ্টন রক্ষা পায়। একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রার ওপরে গেলে গ্যাস এমনকি পুরো জাহাজকে বিস্ফোরিত করে ফেলতে পারে। এ ছাড়াও সাইরিন আরো জানাল যে এসব মেশিনারি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পরিচালনা করে ইউনাইটেড স্টেইসে থাকা ব্যানক করপোরেশনের টেকনিক্যাল হেডকোয়ার্টার। এমনকি সে নিজে জাহাজের ক্যাপ্টেন হওয়া সত্ত্বেও এ অংশে প্রবেশ করতে পারে না। তো এসব লোক আমাদের কোর্স পরিবর্তন ধরতে পারবে? জানতে চাইল কামাল।

আপনি কী এতে চিন্তিত? পাল্টা প্রশ্ন করল সাইরিল।

'একেবারেই না।' হেসে মাথা নাড়ল কামাল। কয়েক ঘন্টার মাঝেই সমুদ্রের ভৌগোলিক অংশে প্রবেশ করব আমরা। আমাদের নিজের পানিতে কোনো কিছুই করতে পারবে না তারা।'

যাইহোক তারপরেও মন ভরলো না কামালের। প্রতি কোণা খুঁজে দেখতে লাগল সে। একদিন সন্ধ্যায় সার্ভিস টানেলে নেমে যাওয়া হ্যাচ খুঁজে পেল কামাল। এটি গ্যাস হোল্ডগুলোকে সংযুক্ত করে রেখেছে একে অপরের সঙ্গে, এ অংশে বিশাল পাম্পগুলো রাখা। যার মাধ্যমে কার্গোর গ্যাস ঠাণ্ডা রাখা হয়। জাহাজের ব্যালান্স রক্ষায় এক ট্যাংক থেকে অন্য ট্যাংকে স্থানান্তরিত হয়।

তাইওয়ানে, গোপন অংশের রুম তৈরি করার জন্য এই হ্যাচকে স্টার্ন টাওয়ারের পোর্ট সাইডে সরানো হয়। বস্তুত কামালের মতো অভিজ্ঞ সামুদ্রিক নাবিকের চোখে এ অংশ দেখে খটকা লাগাটা অস্বাভাবিক নয়। কামাল হ্যাচ খুলে ফেলল। গ্যাস স্টোরেজ ট্যাংকের নিচে টানেলের গোলকধাঁধা দেখে নেমে যেতে লাগল সন্দেহের বশে। সিচুয়েশন রুমে বসে থাকা দর্শনার্থীরা উদ্বেগের চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওর গতিবিধি। এক পর্যায়ে কামাল নিজের ড্যাগার দিয়ে গ্যাস পাইপে টোকা দিল। এত স্পষ্ট শব্দ হলো মনে হলো তারা সকলে একই রুমে বসে আছে। নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে বসে রইল সকলে। অবশেষে স্বস্তির সাথে লক্ষ্য করল যে কামালের মনে হলো যেন সোনালি হংসের এই অংশে অবৈধ কিছু হচ্ছে না। সিচুয়েশন রুম ছাড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে ফিরে গেল কামাল।

BanglaBook.org

ট্রপিকাল ওয়াটারের উজ্জ্বল জলরাশি কেটে এগিয়ে চলেছে হংস। প্রতিটি ঘণ্টায় আরো কাছে এগিয়ে আসছে আফ্রিকান মেইনল্যান্ড।

গনডাঙ্গা বে'তে কখন পৌঁছাবো আমরা? কোন সম্ভাব্য সময়? মেস টেবিলে বসা হ্যাজেল জানতে চাইল।

'জিপিএস সম্ভাব্য সময় হিসেবে জানাচ্ছে ০৯০০ ঘণ্টা চৌদ্দ তারিখ, বৃহস্পতিবার, তিন দিন সময়।' উত্তর দিল ডেভিড। কানাডিয়ান বাইসন ফিলের সাথে পটেটো চিপস্ আর কেচাপ খাচ্ছে সকলে। শুধুমাত্র হেক্টর পছন্দ করেছে ভয়ংকর জালাপিনো স্নেক জুস। যদিও এগুলো পরিবেশন করা হয়েছে প্লাস্টিকের প্লেট আর চামচ সহযোগে কিন্তু পলিস্টিরিন কাপ পূর্ণ হয়ে আছে ম্যালকনফর্টস বারগ্যান্ডি ওয়াইনে। হ্যাজেল কোনো বিশেষ সময়ের উদ্দেশ্যে রেখে দিয়েছিল এটা। ভেবে দেখল এটাই সেই সময়। সানন্দে পান করল হেক্টর।

'এই পৃথিবীর সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য আর স্বর্গীয় ওয়াইনগুলোর একটি।' দুঃখিত স্বরে জানাল হেক্টর। 'একই পৃথিবীতে আবার পান করাটাও অস্বাস্থ্যকর।'

'খাও, পান করো আর আনন্দ করো। উপদেশ দিল প্যাডি।' 'আগামীকাল আমরা–'

'মুখ বন্ধ করো প্যাডি!' দ্রুত তাকে থামিয়ে দিল ডেভ্।

'আগামীকাল আমরা আরো সমৃদ্ধ হবো?' কাপ তুলে পরামর্শ দিল হ্যাজেল।

'সমৃদ্ধি? কষ্ট? সফলতা?'

'আগামীকাল শয়তান লোকেরা মারা যাবে। হেক্টর জানাতেই একমত হয়ে টোস্ট করল সকলে। কাপ নামিয়ে রাখতে না রাখতেই সিচুয়েশন রুম থেকে দৌড়ে এলো তারিক।'

'হেক্টর! প্যাডি! তাড়াতাড়ি এসো!' কি হয়েছে তারিখ? ঝট করে দাঁড়িয়েই জানাতে চাইল হেক্টর। নতুন রাডার কনট্যাক্ট। আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে আরেকটা অদ্ভুত জাহাজ। মনে হচ্ছে সমস্যা। খাবার রেখে, ওয়াইন ছেড়ে কম্পানিওন ওয়ে ধরে নিচের ডেকে স্ক্রিনের সামনে জড়ো হলো সকলে। জাহাজের রাডার থেকে রিপিট হওয়া কনট্যাক্ট পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

'বড় জাহাজ, জানাল ডেভ্।' আমাকে ওর গতি দেখতে দাও। রেঞ্জার নিয়ে দ্রুত কাজ করল ডেভ্। তারপর হেলান দিল চেয়ারে।

'৪৬.৬ নটম। ব্যবসায়ীরা এভাবে গ্যাস পোড়ায় না। এটা যুদ্ধ জাহাজ।' অন্যান্য যন্ত্রপাতি চেক্ করে দেখল। 'সাইরিল নিজের কোর্স আর স্পিড ঠিক রেখেছে।'

BanglaBook.org

'আর কোন গতি নেই! জানাল হেক্টর।' এমন গ্রে-হাউন্ডের কাছ থেকে পালানো সহজ নয়। যেভাবে ঘাড়ের ওপর লটকে আছে কামাল। আমি শুধু আশা করব যে এটা আমেরিকান ক্যাভালরি–না, আমাদেরকে উদ্ধার করতে আসেনি।' উদ্বিগ্ন চোখে হংসের কমিউনিকেশন মাস্তের ওপরে থাকা ক্যামেরা থেকে আসা ছবির দিকে তাকিয়ে রইল সকলে। অদ্ভুত জাহাজটা দ্রুত ফুটে উঠছে দিগন্তে। ধূসর আর বিশাল। যুদ্ধ কুঠারের মতোই সক্রিয়।

সোনালি হংসের ব্রিজ থেকে এখনো দিগন্তের নিচেই রয়েছে এগিয়ে আসা জাহাজটা। মাস্ত-হেডে থাকা ক্যামেরার সুবিধা পাচ্ছে না কামাল। কিন্তু মনোযোগের সাথেই পর্যবেক্ষণ করছে রাডার। আর কোনো সন্দেহ না থাকায় তাকাল সাইরিলের দিকে।

'তুমি তো ইয়াঙ্কি' তাই না? জানতে চাইল কামাল। সাইরিল দক্ষিণে ম্যাসন ডিক্সন লাইনের। কিন্তু বুঝতে পারল। বলাটা ভালো হবে না।

'আমি আমেরিকান' হ্যাঁ।

'অদ্ভুত জাহাজটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। নিঃসন্দেহে একটা অবিশ্বাসী যুদ্ধ জাহাজ সম্ভবত ইংরেজ, বেশি মনে হচ্ছে আমেরিকান। তুমি তাদের সাথে কথা বলবে। সাইরিলের কাঁধ ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে প্ররোচনাকারীর মতো তাকিয়ে রইল সে চেহারার দিকে। যদি ওরা জাহাজে উঠে তল্লাশি নিতে চায়, তুমি ওদেরকে থামাবে। আমি জানি না কিভাবে বা কী বলবে, শুধু ওদের তাড়াবে। বুঝতে পেরেছো ঠিক না?'

'আমি বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে।' আস্তে করে জানাল সাইরিল।

'যদি কেউ জাহাজে উঠে আমাদের কাছে আসে। তার আগে তোমার মৃত্যু হবে।' সাইরিলের গলায় ড্যাগারের খোঁচা দিল কামাল। ছোট্ট ক্ষত থেকে গড়িয়ে পড়ল এক ফোটা রক্ত। বুঝতে পারছো নিশ্চয় যে আমি সিরিয়াস?'

'আমি বুঝতে পারছি। একমত হলো সাইরিল। একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও চোখ ঘুরিয়ে একই স্বরে আবারও জানাল।'

'অদ্ভুত জাহাজটা দৃষ্টিসীমার মাঝে চলে এসেছে।'

কামাল দ্রুত ঘুরে গিয়ে স্টারবোর্ড কোয়ার্টারের ওপর দিয়ে তাকিয়ে রইল। দিগন্তে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এগিয়ে আসা জলযানের সুপার স্ট্যাকচার। আর এই মুহূর্তে ব্রিজের পেছনে হংসের রেডিও রুমে ম্যারিন ফ্রিকোয়েন্সি চ্যানেল ১৫৬.৫ মেগার্হার্টজ জীবন্ত হয়ে উঠল।

'ট্যাংকার! ইউনাইটেড স্টেটস্ নেভি ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস ম্যানিলা বে থেকে কমান্ডার রবিনস্ বলছি। তোমাদের জাহাজের পরিচয় দাও।' সাইরিল তাকাল কামালের দিকে।

BanglaBook.org

'তুমি চাও আমি উত্তর দেই?'

'হ্যাঁ! কিন্তু মনে রেখো কোনো ভুল হলে প্রথম মারা যাবে তুমি।' মাথা নাড়ল সাইরিল। ডেক্ ক্রস করে রেডিও রুমে এগিয়ে গেল সে। মাইক্রোফোন তুলে নিল। সময় নিল খানিকটা। নিজেকে বেশি আগ্রহী প্রমাণ করতে চাইল না সে। অন্য পাশের ক্যাপ্টেন নিশ্চয় একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তেমন একটা সভ্য আচরণ আশা করবে না।

'হাই দেয়ার! ম্যানিলা বে। এটা সোনালি হংস। ক্যাপ্টেন স্টামফোর্ড পারস্য উপসাগরের সিডি এল রাজিগ থেকে সৌদি অ্যারাবিয়ার জেদ্দায় গন্তব্য। দীর্ঘক্ষণ নিরবতার পর লাইনে ফিরে এলো রবিনস।'

'ক্যাপ্টেন স্ট্যামফোর্ড, স্যার! আপনি কী অ্যামেরিকান নাগরিক?'

'সন অব আ গান! তুমি কীভাবে জানো এটা?' সাইরিল উচ্চারণ খানিকটা বক্র করল। 'একদম ঠিক আমি একজন আমেরিকান। সাইরিল স্টামফোর্ড, প্রাক্তন কমান্ডার ইউএস নেভি ক্রুজার, রেনো। আমাকে তারা বিদায় জানিয়েছে বৃদ্ধ হওয়ায়।' দাঁত কিড়মিড় করল সাইরিল ডেস্ট্রয়ারের কাছ থেকে এলো খানিক নিরবতা।

'আপনার রেজিস্ট্রি পোর্ট আর মালিকের নাম?'

'আমার মালিক ব্যানক কার্গো আর রেজিস্ট্রি পোর্ট তাইপেই।'

'ওকে! চেক্ করা শেষ। ক্যাপ্টেন স্টামফোর্ড স্যার! আপনার কোনো পুত্র কী ১৯৯৬ সালে আনাফোলিস থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিল?'

'অবশ্যই কমান্ডার।'

'ওর ফাস্ট নেইম কি টিমোথি?'

'তুমি জানো এটা সত্যি নয়। ওর নাম রবি। আর তুমি অ্যান্ডি। তোমরা দুজন শিপমেন্ট ছিলে। রওবি একবার বারবিকিউর জন্য তোমাকে আমাদের বাসায় নিয়ে এসেছিল। ভুলে গেছ তুমি?'

'না স্যার ক্যাপ্টেন। আমার বেশ ভালোই মনে আছে। আমি শুধু নিশ্চিত হতে চাইছিলাম। আপনার স্ত্রী অসাধারণ আপেল পাই তৈরি করে।'

'ধন্যবাদ। ও এটা শুনতে পেলে বেশ খুশি হতো অ্যান্ডি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ও চার বছর আগে মৃত্যুবরণ করেছে।'

'আই অ্যাম সো সরি স্যার।'

'আমিও তাই অ্যান্ডি।'

সিচুয়েশন রুমে বসে। মোলায়েম করে শিস দিল হেক্টর। 'কোন নরকে তুমি একে পেয়েছো প্যাডি? লোকটা একটা প্রিন্স।'

BanglaBook.org

'সামুরাই তলোয়ারের মতো তীক্ষ্ণ।' একমত হলো প্যাডি। দেখা যাক বোর্ডিং পার্টিকে কিভাবে রুখে দেয়। আস্তে করে কাজের কথায় এলো অ্যান্ডি রবিনস।

'ক্যাপ্টেন স্টামফোর্ড পুরো জাহাজের দায়িত্ব কি আপনার হাতে?'

সহজভাবে হাসল সাইরিল। আমার সেরকমটাই মনে হয়। নেভি আমার সম্পর্কে কি ভাবছে?'

'আপনি চাইলে আপনার সহায়তার জন্য আমি একটা বোডিং পার্টি পাঠাতে পারি স্যার।'

'ভেরি গুড অব ইউ অ্যান্ডি। কিন্তু এতে আমাদের দুজনের রুটিনই বাধাগ্রস্ত হবে। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে এর প্রয়োজন নেই। সবকিছুই নিয়মমাফিক চলছে। আমি কঠোর সময়ানুবর্তী।'

কিন্তু আবারও ফিরে এলো অ্যান্ডি। 'আপনি কি জানেন যে আপনি ভারত মহাসাগরের যে অংশ দিয়ে যাচ্ছেন, এটা জলদস্যুদের স্বর্গরাজ্য? মাত্র চারদিন আগে একটা জাপানি তিমি শিকারি জলদস্যুরা এডেন উপসাগরে নিয়ে গেছে।'

'আমি শুনেছি এটা। একমত হলো সাইরিল। যাইহোক আমার মালিক পান্টল্যান্ডের সরকারের সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে রেখেছে। পান্টল্যান্ড এর জলসীমায় আমাদের মুক্ত প্রবেশের নিশ্চয়তা দিয়েছে। আমরা যথেষ্ট নিরাপদ।'

'একটা জলদস্যুকে আপনি বিশ্বাস করেন ক্যাপ্টেন?'

'আমার মালিকেরা করে।' উত্তরে জানাল সাইরিল। 'এটাই যথেষ্ট আমার জন্য।'

'আপনার সহানুভূতি স্যার।' 'গোয়ার্তুমির স্বরে জানাল অ্যান্ডি।' বন ভয়েজ, ক্যাপ্টেন। কিন্তু যাবার আগে আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই আমার বন্ধু 'রওবি কেমন আছে?'

'তালিবান আফগানিস্তানে ওকে মেরে ফেলেছে অ্যান্ডি।'

'বাস্টার্ডস!' ধীরে বললেও মনের ক্ষোভ প্রকাশ করল অ্যান্ডি।

সিচুয়েশন রুমের সবাই তাকিয়ে দেখল যে যেদিক থেকে এসেছিল ঘুরে সেদিকে চলে গেল ম্যানিলা বে। উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো হেক্টর।

'ঘটনা শেষ লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান। ক্যাপ্টেন সাইরিল স্টামফোর্ড তো জানিয়েছে দিল গনডঙ্গা বে পর্যন্ত কোনো চিন্তা নেই। চলো, ম্যালকর্নসটসকে সাবাড় করা যাক। নয়তো দস্যুদল এটাকেও লুট করে নেবে।

BanglaBook.org

শেখ আদম সিদ্ধান্ত নিল যে মরুদ্যানের আশ্চর্য থেকে পুরো গৃহস্থালি উঠিয়ে গনডঙ্গা বে'তে নিয়ে যাওয়া হবে। যেন কামাল টিপ্পো টিপ লুটের জাহাজ নিয়ে এলে যথাযথ স্বাগতম জানানো যায়। ছিনতাই করে নিয়ে আসাটা এতটাই সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এখন সচরাচর আদম তার দুর্গের আরাম-আয়েশ আর নিরাপত্তা ছেড়ে বের হয় না।

তার স্ত্রী-র সংখ্যা সাতজন। কোরানের অনুমতির চেয়ে তিনজন বেশি। মোল্লা এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছে যে তার মতো শাসক সাধারণের চেয়ে বেশি স্ত্রী রাখতে পারবে। স্ত্রীদের পাশাপাশি এক শর বেশি উপপত্নি ও রয়েছে তার। যেহেতু তাদের সব সময়ই পরিবর্তন হচ্ছে তাই সঠিক সংখ্যাটা বলতে পারবে না সে। তার অধস্তনরা সারা দেশ খুঁজে একেবারে কুমারী কন্যা নিয়ে আসে শেখের জন্য। আদম যত বয়স্ক হচ্ছে নারীদের ক্ষেত্রে তার পছন্দ ততই রুচিশীল হয়ে উঠছে। তের বছরের বেশি কোনো মেয়েকেই তার ভালো লাগে না। পিউবার্টির প্রথম চিহ্ন দেখা পর্যন্ত আদমের আনুকূল্য পায় তারা। সদ্য ঋতুমতী হওয়া মেয়েদের রক্ত আর চিৎকার শুনে আনন্দ পায় সে। বর্তমানে ও হারেমে আটকে রাখা হয়েছে তের বছর বয়সী কুমারী মেয়েদের। একবার মাত্র তাদের সাথে আনন্দ করে গ্রামে পিতার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে একশ ডলার আমেরিকানসহ। শেখের এই নির্দিষ্ট পছন্দ আর মহানুভবতার কথা পান্টল্যান্ডের সর্বত্র পৌঁছে গেছে। তাই তার কর্মচারীরা কোনো গণ্ডগ্রামে গেলেও বিভিন্ন পরিবার তাদের কন্যা সন্তানদের নিয়ে হাজির হয়ে যায়। এ ব্যাপারে মোল্লার সাথে আলোচনা করে নিয়েছে আদম। এ ব্যাপারে তাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়েছে মোল্লা এই বলে পৃথিবীতে ঈশ্বর মেয়েদেরকে কেবল একটি দায়িত্ব পালন করতে পাঠিয়েছেন। তা হলো পুরুষের তৃপ্তি মেটানো। এর মাঝে মেয়ে শিশুরাও অন্তর্ভুক্ত।

আদম প্রায় দুই শ পুরুষের সমন্বয়ে ব্যক্তিগত দেহরক্ষী দল তৈরি করেছে। উথম্যান ওয়াদ্দা এদের বাছাই ও প্রশিক্ষণ দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তার চর-গোষ্ঠীর নেটওয়ার্ক। কায়রো থেকে জর্দান সর্বত্র। স্টেট-অব-আর্ট ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতির মাধ্যমে কমিউনিকেশন রুম প্রতিষ্ঠা করেছে আদম। এর মাধ্যমে ইরান, চীন, তাইওয়ান ও অন্যান্য দূর প্রাচ্যের দেশগুলোতে অবস্থিত বাংকার ও ইনভেস্টমেন্ট উপদেষ্টাদের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে আদম। আর এই অংশে ইউ ফেডারেল রিজার্ভ ওয়াচডগ্ আর অন্যান্য পশ্চিমা রেগুলেটরি অংশের কোন খবরদারিই খাটে না। বহু আগেই আদম আবিষ্কার করেছে কেমন করে বিপুল অর্থের বিনিময়ে খুলতে হয় গোপন দরজা।

BanglaBook.org

দুর্গের কাছাকাছি মরুভূমিতে এয়ারস্ট্রিপ নির্মাণ করেছে আদম। প্রতিদিন তার চাহিদামাফিক ব্যক্তিগত জেট উড়ে বেড়ায় এখানে। খুব কম কারণেই মরুদ্যান ছেড়ে বাইরের পৃথিবীতে বেরোয় সে। বিশেষ করে সে জানে যে হেক্টর ক্রস আর তার আমেরিকান বেশ্যাটার হৃদয়ে আগুন জ্বলছে আদমের কারণে। যাই হোক, গনডাঙ্গা বে'তে গিয়ে মহাসমুদ্রের সবচেয়ে বড় জলযানকে স্বাগতম জানাতে হবে সোনালি হংস আর তার সবচেয়ে বড় দুই শত্রু আসছে তার দয়া ভিক্ষার জন্য।

গনডাঙ্গা বে'র তীরে শহরের ওপর উজ্জ্বল রঙের তাবুর শহর নির্মাণ করেছে আদমের কর্মচারীরা। ট্রাকের কনভয়ে চড়ে যাত্রা শুরু করল পরিবারের কাছের সদস্যরা, বিশ্বস্ত গৃহভৃত্য আর বডিগার্ড, ঘোড়া, শিকারি কুকুর, বাজপাখি, অনাঘ্রাতা চার কুমারী শিশু। এদের সকলেই তাবুর শহরে থিতু হওয়ার পর ও আদমকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিতেই বেল জেট র‍্যাঞ্জার হেলিকপ্টারে চড়ে মরুদ্যান থেকে উড়ে এলো আদম আর উথম্যান ওয়াদ্দা। কন্ট্রোলে আছে উথম্যান। ইরান বিমানবাহিনী থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছে উথম্যান। ইরান পান্টল্যান্ড ও নতুন শেখের জন্য একেবারে উদারহস্ত। ইসলামের প্রতি আদমের আচরণ আর সমুদ্রে অবিশ্বাসীদের জাহাজ বহরের ওপর হামলাকে আনন্দচিত্তে স্বাগত জানিয়েছে ইরান। গত কয়েক বছরে উথম্যান দক্ষ হয়ে উঠেছে হেলিকপ্টারের পাইলট হিসেবে। এ কাজে দেখা যাচ্ছে তার প্রকৃতি প্রদত্ত সক্ষমতা আছে। এ ছাড়াও প্রয়োজনীয় হাত চোখের তীক্ষ্ণ সামঞ্জস্যও আছে তার চরিত্রে।

নিচু হয়ে চক্কর দিল বে'কে, প্রায় প্রতিটি ছিনতাই করা জাহাজের ওপর দিয়ে ঘুরে এলো। একজন মিলিশিয়া অফিসার হেলিকপ্টারের পেটের মাঝে বসে আবৃত্তি করে গেল জাহাজের বৈশিষ্ট্য আর কাঠামো ও কার্গোর মূল্য। নিচের বন্দরে নোঙর করে আছে কয়েক শত হাজার মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের জলযান। যাই হোক, কিছুতেই সন্তুষ্ট হচ্ছে না আদম। জাহাজসমূহের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে ক্ষুধার্থের মতো তাকিয়ে আছে পূর্ব দিকে খোলা সাগরের দিকে।

শীঘ্রই! সহসাই কামাল এসে পড়বে। সাথে শুধু বিশাল সম্পদই শুধু নয় আমার পরিবারের অর্ধেক সদস্যকে হত্যা করা খুনিরটাও থাকবে সাথে। আমার জীবনের মধুরতম দিন হবে এটি। সোনালি হংসকে যখন উপসাগরে ঢুকতে দেখবো। এই সম্পদের কাছে এ যাবৎ অর্জন করা বাকি সবকিছু বৃথা। অধৈর্য্য হয়ে উঠল আদম। আড়চোখে পাইলটের আসনে বসা উথম্যান ওয়াদ্দার দিকে তাকাল। ভাবল ওকে বলবে যে বে'র ওপর দিয়ে উঠে ট্যাংকারের কাছে যেতে। ট্যাংকারে ডেকে ল্যান্ড করে দুই দিন আগেই বিজয় উদ্‌যাপন করতে

BanglaBook.org

পারবে সে। এরপর কি মনে হতেই মাথা নাড়ল। সে জানে যে উথম্যানকে সমুদ্রের ওপর উড়ে যেতে বলাটা বৃথা হবে। উথম্যান যথেষ্ট যোগ্য পাইলট। কিন্তু অ্যাকোয়া ফোবিয়া থাকায় তীরভূমি চোখের আড়ালে গেলেই ভয়ে আধমরা হয়ে স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে হারিয়ে ফেলবে সে। এই ভয় হয়তো আরো বেড়ে যাবে নিচের পানিতে বিশাল হাঙ্গরের ছায়া দেখলে। ছিনতাই করা জাহাজ থেকে ফেলা ময়লার আকর্ষণে প্রায় এদিকে চলে। আসে এই বদ জন্তুগুলো এরপর আদম ভাবল হাইস্পিড অ্যাটাক বোট আর ক্রু নিয়ে ট্যাংকারের কাছে যাবে। যদি আজ থেকে তার বয়স দশ বছর কম হতো তাহলে অনায়াসেই এ কাজ করতে পারত সে। কিন্তু এ পর্যায়ে এসে নিরাপত্তা আর আরাম আয়েশে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে সে। ছোট নৌকা সমুদ্রে মোটেই সুখকর হবে না। উথম্যানের পানি ভীতি নিয়ে সহানুভূতি বোধ করল সে।

না, ঠিক করল সে তীরভূমিতে স্থাপন করা তাঁবুতে কামাল আসা পর্যন্ত শান্তিতে কাটাতে পারবে না সে। চারপাশের একশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত গোত্র প্রধানেরা ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে উপহার নিয়ে। আদমের মধ্যে প্রশংসা আর উপহারের ক্ষুধা দিনে দিনেই বেড়ে চলেছে। এর সাথে আবার উথম্যান প্রতিজ্ঞা করেছে কয়েকজন অপরাধীর হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে। তার লোকেরা বা প্রধানেরা এদেরকে ধরে এনেছে। আদমের ন্যায়বিচার সম্পর্কে আগ্রহ সবাই জানে। এ ছাড়া উথম্যানের সৃজনশীলতার ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে ওর। বস্তুত এটা ড্রেস রিহার্সাল হবে। পরবর্তীতে যা হেক্টর ক্রস আর তার বেশ্যাটা ভোগ করবে। উথম্যান খেয়াল রাখবে যেন শিকারি কুকুরগুলো ভালোভাবে দৌড়াতে পারে। হেলিকপ্টারের সিটে আরাম করে হেলান দিল আদম। এরপর উথম্যানের কাঁধে টোকা দিয়ে ইশারায় দেখল পাহাড়ের পাশে রংবেরঙের তাঁবুর সারি। মাথা নেড়ে হেলিকপ্টারের নাক ঘুরালো উথম্যান। মাটিতে ভিড় করে থাকা জনতার উৎসাহ দেখে হাসল আদম। তারা নাচছে, গাইছে, ব্যানার আর পতাকা নাড়ছে, সাথে আরো আছে বাতাসে অস্ত্রের ঝনঝনানি।

হংসের কাঠামোর নিচে সমুদ্রের রং আর তাপমাত্রা বদলে গেল। কারণ আফ্রিকান মহাদেশ এগিয়ে এসেছে। স্যাপায়ার সুলভ উজ্জ্বলতা হারিয়েছে পানি। হয়ে উঠেছে পিঙ্গলবর্ণ আর বিষণ্ন। ঢেউয়ের গায়ে ভেসে বেড়াচ্ছে সামুদ্রিক আগাছা আর অন্যান্য আবর্জনা। বিভিন্ন সামুদ্রিক পাখি উড়ে এসে ছো মারছে ছোট মাছের ওপর। সূর্য ডুবে গেল। পানিতে দেখা গেল সন্ধ্যার ছায়া। জিপিএস নির্দেশ করছে গনডাঙ্গা বে আর মাত্র আটষট্টি নটিক্যাল মাইল দূরে।

BanglaBook.org

চতুর্থ দিন রাতের বেলা সিচুয়েশন রুমে বসে আছে হেক্টর আর হ্যাজেল। ব্রিজে লাগিয়ে রাখা গোপন ক্যামেরায় দেখতে পেল কামাল, সাইরিল স্টামফোর্ডকে নির্দেশ দিল গতি কমিয়ে পশ্চিমে চার ডিগ্রি হেলে যেতে। যখন থেকে সাইরিল যুদ্ধ জাহাজকে হঁটিয়ে দিয়েছে তখন থেকে বন্দির প্রতি কামাল একেবারে উদার না হলেও ভদ্র আচরণ করছে। গত আটচল্লিশ ঘন্টায় কামাল একবারও চড়-লাথি আর রাইফেলের হাতলের বাড়ি দেওয়ার জন্য নামেনি ভিনসেন্টের কেবিনে। অন্যদিকে আবার প্রহরীদেরকে নির্দেশ দিয়েছে ভিনসেন্টকে এক মগ পানি আর এক প্লেট স্লোপস দিতে। কেউই অবশ্য নাস্তিয়ার জন্য খাবার আর পানি নেওয়ার সাহস করেনি। স্যুইটের দরজা বন্ধ আর ব্যারিকেড দেওয়া থাকলেও ভেতরে দিব্যি আছে নাস্তিয়া। কিচেনের রেফ্রিজারেটরে বড় ক্যান ভর্তি বেলুগা ক্যাভিয়ার খুঁজে পেয়েছে সে। এর সাথে আরো আছে স্মোকড স্যামন সুইস চকোলেট।

ব্রিজের ওপর সাইরিল কামালকে পরামর্শ দিল একজন লোক পাঠিয়ে জাহাজের ডিসপেন্সারি থেকে ফার্স্ট এইড কিট নিয়ে আসার জন্য। রাজি হতেই সাইরিল জীবাণুনাশক তরল দিয়ে মুছে ব্যান্ডেজ করে দিল কামালের আঙুল। কয়েকটা অ্যান্টিবায়োটিক আর শক্তিশালী পেইনকিলারও খাইয়ে দিলে নাটকীয় পরিবর্তন হলো কামালের। সাইরিল স্টামফোর্ডের কাছ থেকে প্রহরী সরিয়ে দিয়ে রেডিও রুমের বাঙ্কে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিল তাকে। এরপর যখন একজন গিয়ে ঘুম থেকে তুলে দিল সাইরিলকে—বন্দুকের মুখে দাঁড়িয়ে না থেকে ক্যাপ্টেনের স্টুলে বসার সুযোগ দেওয়া হলো সাইরিলকে। শুধু তাই নয় হাসিমুখে কামাল আর সাইরিল সোনালি হংস চালানো, নেভিগেশনাল কনসোলের ব্যবহার, ইঞ্জিন প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করল। বিশেষ করে ডিপ-সাউন্ডিং যন্ত্রপাতির প্রতি আগ্রহ দেখাল কামাল। এখন গতি আর কোর্স বদলানোর আদেশ দেওয়ার পর এ ব্যাপারেও সাইরিলকে খুলে বলল কামাল।

'আমরা আমাদের গন্তব্যের একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছি। কিন্তু রাতের বেলা পৌছাতে চাই না আমি। অন্ধকারে বন্দরে ঢোকার রাস্তা পরিষ্কার দেখা যাবে না। এ ছাড়াও আমার প্রিয় শেখ আরও হাজারো লোক আমাদের স্বাগত জানাতে আসবে। জাহাজের বিশালত্ব আরোও গুরুত্ব চোখে দেখতে পারলে খুশি হবে তারা। এই আনন্দ থেকে তাদের বঞ্চিত করতে চাই না আমি। তারা অবশ্যই দিনের আলোতে আমি যে পুরস্কার নিয়ে যাচ্ছি তার অসাধারণত্ব চাক্ষুষ করবে তারা। পেছনে থাকবে সূর্যোদয়। আমাকে বিচের কাছাকাছি যতটা নিরাপদ পারা যায় নিয়ে যেতে হবে এটাকে।'

'আপনার জন্য আমার বেশ আনন্দ হচ্ছে স্যার।' সাইরিল কামালকে বুঝতে দেওয়ার মতো মারাত্মক ভুল করল না যে সে তার পরিচয় জানে।

BanglaBook.org

'যাই হোক আপনি কী আমাকে জানাবেন যে বন্দরে পৌঁছার পর আমার ক্রু, প্যাসেঞ্জার, আমার জাহাজ আর আমার ভাগ্যে কী ঘটবে?'

'তোমার আরোহীরা আমার শেখের বিশেষ অতিথির সম্মান পাবে। ঠাণ্ডাভাবে হাসল কামাল। তুমি তোমার জাহাজ আর ক্রু কয়েকদিন আমাদের কাছে থাকবে। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত যতদিন না তোমার মালিক ও ইনস্যুরেন্স কোম্পানির সাথে সমঝোতা না হয়।

'এরপর বিনা বাধায় তুমি তোমার যাত্রা করতে পারবে, ইনশাল্লাহ!'

'ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় যদি।' একমত হলো সাইরিল। কামাল বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল খানিক। তারপর হেসে ফেলল।

'তোমাকে আমার ভালো লেগেছে ইয়াঙ্কি। তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার খারাপ লাগবে।'

'ঈশ্বর চাইলে হয়তো আমাদের আবার দেখা হবে।' সাইরিলও আবার হাসল তার সামনের একটা দাঁত পড়ে গেছে। কামালের লোক যখন রাইফেলের হাতল দিয়ে বাড়ি মেরেছিল। ফোকলা দাঁতে তাই অদ্ভুত দেখাল তাকে।

'আমি ওকে ভালবেসে ফেলেছি। তুমি?' ভিডিও স্ক্রিনে সাইরিলকে দেখে হাসল হ্যাজেল। ও একদম সুপার কুল কায়লা থাকলে হয়তো এমনটাই বলত।

'ও বেশ শক্ত।' একমত হলো হেক্টর। কায়লার নাম হ্যাজেলের মুখে এত স্বাভাবিকভাবে শুনে আনন্দিত হলো হেক্টর। অবশেষে সে কী মেনে নিয়েছে যে ওর মেয়েটা চলে গেছে, বিস্মিত হলো হেক্টর।

না! নিজেকে উত্তর দিল হেক্টর। এটা শেষ হবে না। হ্যাজেলের জন্য নয়, আমার জন্য ও নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না এখানে যা করতে এসেছি তা শেষ না হয়।

যদিও এখন সে জানে যে কখন তারা গনডাঙ্গা বে'তে পৌঁছাবে, হেক্টর তার সৈন্যদের আরো চারটি মূল্যবান ঘণ্টা ঘুমাবার সুযোগ দিল। সূর্যোদয়ের চল্লিশ মিনিট আগে সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হলো প্রস্তুত হওয়ার। নিঃশব্দে পুরুষেরা এসে অন্যকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। এরপর দশ মিনিটের মাঝে পুরো ব্যাগ নিয়ে উপস্থিত হলো দ্বিতীয় তলার সম্মেলন কক্ষে। সবাই মনোযোগ দিয়ে হেক্টরের দিকে তাকিয়ে রইল। হেক্টর অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে দেখাতে লাগল ব্যাটল রেডিওর ইয়ারপিস্ কানে সেট করতে। এরপর নিজের মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে ধীরে স্বরে কথা বলল। যদিও সে তার লোকদের একেবারে কানে কথা

BanglaBook.org

বলছে, তারপরেও জাহাজের কোথাও জলদস্যুদের সচেতনকারী কোনো শব্দ শোনা গেল না।

'আমরা দস্যুদের বন্দরে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। তোমরা সবাই তারিক হাকামের আনা মানচিত্র দেখেছো। তাই সাধারণভাবে জানো যে কী দেখতে পাবে। যাইহোক ঠিক কোন জায়গায় কামাল হংসকে নোঙর করবে সেটা জানা নেই আমাদের। স্যাম, হয়তো বিচে পৌঁছাতে লম্বা রাস্তা পারি দিতে হবে। কিন্তু ডেগের গানারস শত্রুদের মাথা নামিয়ে রাখবে তোমরা নিরাপদে তীরে না পৌঁছানো পর্যন্ত। যেমনটা তোমরা সকলে জানো যে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো দুজন নির্দিষ্ট লোক কে বন্দি করা। ইতিমধ্যে ভিডিও তে তাদের চেহারা অনেক বারই দেখেছো তোমরা। তারপরে ও শেষ আরেকবার দেখাতে যাচ্ছি তোমাদের। এই সুদর্শন জেন্টেলম্যান হবে প্রথম পুরস্কার। পেছনের বিশাল ভিডিও স্ক্রিন চালু করল হেক্টর। প্রজেক্টর ও চালু করল। প্রথম ছবি নেওয়া হয়েছে ক্রস বো সিকিউরিটি আর্কাইভ্স থেকে। বিভিন্ন ধরনের ছবিতে দেখা যাচ্ছে উথম্যান ওয়াদ্দাকে। হেক্টরের সাথে কথা বলছে, ফায়ারিং রেঞ্জে লেকচার দিচ্ছে, নতুন রিক্রুটদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।'

তোমরা অনেকেই একে চেন। হেক্টর জানাল তার সৈন্যদের একদা ক্রস বো'র সদস্য ছিল সে। অসম্ভব বিপদজনক। ভালোভাবে খেয়াল রেখো। তার মাথার দাম ধার্য হয়েছে পঞ্চাশ হাজার ডলার। মৃত অথবা জীবিত। দর্শনার্থীরা উত্তেজনার নড়ে চড়ে উঠল। হেক্টর প্রজেক্টরে ছবি পরিবর্তন করল। প্রথমে কয়েকটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ফ্রেঞ্চ ইন্টারপোলের মাধ্যমে জোগাড় করা হয়েছে। সাবজেক্টের পুরো আর পাশ থেকে চেহারা দেওয়া যাচ্ছে।

'এই ব্যক্তির নাম আদম টিপ্পো টিপ আর আর পান্টল্যান্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোক। শেখ আর গোত্র প্রধান। জলদস্যুদের নেতাও বটে লোকটা। ব্যাখ্যা করল হেক্টর। একটা কথা মনে রাখবে এসব ছবি প্রায় সাত বছর আগেকার। তারিক তাকে সম্প্রতি দেখেছে এবং জানিয়েছে যে তার দাড়ি এখন বড়সড় আর কালো। ওজনও বেড়েছে।'

হেক্টর পর্দায় আরেকটা ছবি নিয়ে এলো। এই ভিডিও নেওয়া হয়েছে চার বছর আগে। কায়লার মোবাইল ফোন থেকে পাঠানো মুক্তিপণের দাবি সম্বলিত ভিডিও চালাল হেক্টর। ফুল স্ক্রিন করতে খানিকটা ঝাপসা দেখাচ্ছে। আদম ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে ও কথা বলছে কিন্তু সাউন্ড বন্ধ থাকাতে শোনা গেল না। মরার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা হ্যাজেল দাঁড়িয়ে উঠে রুম থেকে চলে গেল। কায়লার খুনির দিকে তাকাতে চাইল না সে। হেক্টর তিনবার দেখাল ছবিটা। এরপর ভিডিও মেশিন বন্ধ করে সরাসরি সৈন্যদের কানে কথা বলে উঠল সে।

BanglaBook.org

‘আদমের মাথার দাম একশত হাজার ডলার’ শ্রোতারা ভয়ংকর মাছের মতো হাসল। কেউ কেউ মাথা নাড়ল আর হাসল। হেক্টর সন্তুষ্ট নিয়ে দেখল সকলকে। এক দল হাউন্ডের মতোই গরম হয়ে উঠেছে তারা শিকারের গন্ধ পেয়ে ছাড়া পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে আছে। তারিককে পাঠিয়ে হ্যাজেলকে ডেকে আনালো হেক্টর। সে ফিরে আসতেই আবারও কথা বলতে লাগল হেক্টর।

‘আমি এখন জাহাজের মাস্তুলের মাথায় লাগানো ক্যামেরা অন করব। এটা সত্যিকারের সময়।’ ছবিতে ফুটে উঠল আফ্রিকান উপজেলার দৃশ্য। তারা এখনো চার থেকে পাঁচ মাইল দূরে আছে। ফ্রেমের নিচে সময় ১৬১৭। পশ্চিম দিগন্তে দেখা যাচ্ছে নীল পাহাড়শ্রেণি। উদিত সূর্যের কারণে চমকাচ্ছে পাহাড়ের সারি। সকলে তাকিয়ে রইল একটি প্রাকৃতিক বন্দরের দিকে। উপসাগরের গভীরে এলোমেলোভাবে জাহাজসমূহ রাখা।

‘তো অবশেষে আমরা অনিন্দ্য সুন্দর রিসর্ট গনডঙ্গা বে’তে পৌঁছে গেছি। আফ্রিকান উপকূলে রত্ন।’ ভারি কণ্ঠে জানাল হেক্টর। তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। উপসাগরের মুখ থেকে দস্যুদের অ্যাটাক বোট বহর সরাসরি হংসের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল ফুল স্পিডে। শক্তিশালী মোটরের কল্যাণে পিছনের ঢেউ ফুঁসছে উত্তপ্ত দুধের ন্যায়। প্রতিটি নৌকা ভর্তি কালো গাত্রবর্ণের দাঁড়িওয়ালা পুরুষ। কাছাকাছি হতেই দেখা গেল সকলে জিহাদি মিলিশিয়া ইউনিফর্ম পরে আছে। সবার হাতে হয় রাইফেল নয়তো খড়্গ।

‘নিজ নিজ স্টেশনে চলে যাও জেন্টেলম্যান।’ হেক্টর ঘোষণা দিল। ‘মনে রাখবে। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত বা সঠিকভাবে উথম্যান ওয়াদ্দা আর ওর বসের আদমের সন্ধান সঠিকভাবে না পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত অ্যামবুশ শুরু হবে না। চারপাশে অনেক লোক থাকায় খানিকটা সময় লাগবে। কিন্তু তাদেরকে খুঁজে পাওয়া মাত্র দ্রুত কাজ করতে হবে আমাদেরকে। চেষ্টা করবে প্রধান এই দুজনকে জীবিত ধরতে। যাই হোক, যদি পালিয়েও যায় খুন করতে দ্বিধা করবে না। তারপরে ও পুরস্কার পাবে।’ ডান হাত দিয়ে বাতাসে ইশারা করল হেক্টর ওকে! ‘নির্দেশ পাওয়ার অপেক্ষায় থাকো!’

ডেভিড ইমবিসের গান ক্রুরা জড়ো হতেই নিঃশব্দে তাদেরকে নিয়ে গোপন টানেল সিস্টেমে চলে গেল সে। দ্রুত ব্রিজের নিচে গান প্লাটফর্মে উঠে গেল তারা সিঁড়ি বেয়ে। মিনিট খানেকের মাঝেই ডেভ ফ্যালকন রেডিওতে রিপোর্ট করল হেক্টরকে।

‘উভয় কামানে লোড করা হয়েছে গোলা আর সবাই প্রস্তুত হেক্।’ মাথা নেড়ে স্যাম হান্টারের দিকে ফিরল হেক্টর। যদিও তারা একেবারে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে আছে তারপরেও ব্যাটাল রেডিওতে কথা বলল হেক্টর।

BanglaBook.org

'ওকে স্যাম। তোমার লোকদের নিয়ে যাও এএভিতে। কিন্তু এখনো সাইলেন্ট শিপ বহাল থাকবে। আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ইঞ্জিন চালু করবে না।' স্যাম মাথা নেড়ে ল্যান্ডিং পার্টির নব্বই জনের দল নিয়ে কার্গো ডেকের নিচে কম্পানিওন ওয়ে ধরে চলে গেল। একটু বেশি সময় লাগল। কিন্তু অবশেষে রেডিওতে ভেসে এলো স্যামের কণ্ঠ।

'সব এএভি ক্রু গাড়িতে উঠে গেছে। কেব্‌ল্ লাগানো হয়েছে। ওপরে উঠার জন্য প্রস্তুত। টারেট হ্যাচ বন্ধ। ইঞ্জিন বন্ধ। আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত।'

'ঠিক আছে স্যাম! জানিয়ে দিল হেক্টর। এরপর সম্মেলন কক্ষে এখনো রয়ে যাওয়া সৈন্যদের দিকে তাকাল সে। এরা হলো তার স্টর্ম ট্রুপারস। জাহাজ দখল করে নিতে আঘাত হানবে এরা। অবশ্যই পুরো নেতৃত্ব হেক্টরের হাতে। কিন্তু তার লেফটেন্যান্ট হলো প্যাডি আর তারিক।

হেক্টরের ছয়জনের দলে আছে অদ্ভুত সব লোক। গ্লাসগো থেকে এসেছে জমজ ভাই জ্যাক আর বিঙ্গো ম্যাকডাফ। দুজন ইরাকি কুইন্সল্যান্ড থেকে আগত একজন জার্মান আফ্রিকান। এরা সকলেই যোদ্ধা আর খুনি। যদি ভাগ্য সহায় হয় আদম আর উথম্যান রাজকীয় জলযানে চড়ে হংসে আসে আর সরাসরি ব্রিজে উঠে কামালকে অভিনন্দন করতে যায় তাহলে পুরো ব্যাপারটা হয়ে যাবে পানির মতো সহজ। একটা মাত্র জালে আটকা পড়বে। সব রুই-কাতলা।

কিন্তু যাই হোক না কেন হেক্টর আর তার দল কামাল আর চার জিহাদিকে ব্রিজে আটকে রাখবে। তারপর সাইরিল আর অন্যান্য ক্রুদের ছেড়ে দেয়া হবে। ব্রিজের উচ্চতা থেকে পুরো উপসাগরে চোখ বুলিয়ে আদম আর উথম্যানকে খুঁজে পাওয়া তখন কোন সমস্যাই হবে না। প্রধান টার্গেটের ওপর ডেভ্ ইমবিসের লোকেরা সহজেই গুলি বর্ষণ করতে পারবে। এরপর কামালের অ্যাটাক বোটের বহর ধ্বংস করে তিনটা এএভিকে বিচ পর্যন্ত কাভার করবে। আর জলদস্যুদের জাহাজসমূহ থেকে বন্দি নাবিকদের ও উদ্ধার করা কাভার করবে কামান থেকে গোলাবর্ষণকারীরা।

প্যাডি তার ওর দল দ্বিতীয় পর্যায়ে অ্যাটাক করবে। ওদের প্রধান উদ্দেশ্য মালিকের স্যুইট আর পাশে ছোট্ট কেবিন থেকে পাহারাদারদের হটিয়ে নাস্তিয়া আর ভিনসেন্টকে মুক্তি দেওয়া। এরপর দ্রুত তারা জাহাজের যেখানে তাদের প্রয়োজন পাঠিয়ে দেবে হেক্টর।

তারিক আর আর দল হংসের একেবারে নিচের অংশে দস্যুদের হাতে আটক ক্রুদের মুক্তি দেবে। এই অংশে নিয়ন্ত্রণ এলে তারা প্রধান কার্গো ডেক্ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। প্যাডির দল ও তাদের সাথে যোগ দিলে সবাই মিলে আদমের পিছু নেবে। যেখানেই সে থাকুক না কেন এ সময়।

BanglaBook.org

সামুদ্রিক ভীতির কথা মাথায় রেখে এটা নিশ্চিত যে উথম্যান ওয়াদ্দা তার শেখের সাথে আসবে না। কিন্তু বিচে নিশ্চয়ই থাকবে গনডাঙ্গা বে'তে সোনালি হংসের প্রবেশ উদ্যাপনের জন্য। হেক্টর এ ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী যে মাস্তুলের মাথায় লাগানো শক্তিশালী টেলিস্কোপিক ক্যামেরা নিয়ে ওকে চেনা যাবে। এরপর তার উদ্দেশ্যে গিয়ে তাকে পরাভূত করবে হেক্টর।

এই পুরো সময়ে হ্যাজেল আর তার চার সহকারী হেক্টর আর বাকি অফিসারদেরকে জাহাজে থাকা দস্যুদের সঠিক অবস্থান জানিয়ে সহায়তা করবে। শুধু এই পাঁচজন সিচুয়েশন রুমে রয়ে যাবে আর সব ক্যামেরা ও লিসনিং যন্ত্রপাতি মনিটর করবে। হ্যাজেলের সাথে থাকা সবাই জন্ম থেকে আরবিভাষী। কামাল আর তার দলের প্রতিটি শব্দ হ্যাজেলকে অনুবাদ করে দেবে তারা।

ভোরের দিকে সাবধানে আর ধীরে ধীরে গনডঙ্গা বে'তে প্রবেশ করল সোনালি হংস। কামালের নির্দেশনা অনুযায়ী ডিপ ওয়াটার চ্যানেলে পথ করে নিচ্ছে। হংস সম্মেলন কক্ষে দাঁড়িয়ে পুরো দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করছে হেক্টর, প্যাডি আর তারিক। বে'র উপরিভাগে গাদাগাদি করে আছে ছোট ছোট জলযান। ট্যাংকারকে ঘিরে ইতিমধ্যে চক্কর দিতে শুরু করেছে হায়েনার দলের মতো অ্যাটাক বোটের বহর। অডিটবোর্ড মটরের গর্জন, রাইফেলের ঠকাঠকি, চিৎকার আর উল্লাসের শব্দ দ্রুত জোরে হচ্ছে যে ট্যাংকারের কাঠামোর একেবারে গভীরে থেকেও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে হেক্টর।

নিজের রেডিও'র মাইক্রোফোনে কথা বলল সে। 'হ্যাজেল! আদম কে দেখতে পাচ্ছো? ও নিশ্চয়ই রাজকীয় জলযান করে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। তারিকের কথা মতো সাদা আলখেল্লা আর পাগড়ির চারপাশে সোনালি হেডব্যান্ড লাগায় সে। খুঁজে বের করা সহজ হবে।

'নেগেটিভ হেক্টর। এই বর্ণনানুযায়ী কাউকে দেখা যাচ্ছে না।' উত্তর দিল হ্যাজেল। হেক্টর একেবারে নিশ্চিত যে আদমই সবার প্রথমে পা রাখতে চাইবে সোনালি হংসে। পুরো প্ল্যান দাঁড়িয়ে আছে এর ওপর। কোনো গড়বড় হয় যদি!

শিঠ! যদি প্রথমেই কোনো ভুল হয়। তাহলে পরপর সব ভণ্ডুল হবে! ভাবল হেক্টর। কিন্তু এ সন্দেহ অন্য কাউকে বলে হতোদ্যাম করতে চায় না সে। তাই শান্ত স্বরে জানাল, হ্যাজেল! কামাল কোথায়? স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ হেক্টর। ব্রিজের স্টারবোর্ড উইং-এ তিনজন দস্যুর সাথে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট নৌকাগুলোতে থাকা লোকদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে।'

BanglaBook.org

জাহাজের হেলমে সাইরিল সবকিছুই একটু তালগোল পাকিয়ে গেছে।

'ওকে হ্যাজেল। এই কামাল শূয়োরটার ওপর নজর রাখো। আমি আর দেরি করতে পারব না। আমাদেরকে টানেলে গিয়ে হ্যাচের কাছে জাম্প অফের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।' হেক্টর প্যাডি আর তারিকের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। এরপর টানেলের প্রবেশ মুখে গিয়ে দ্রুত উঠে যেতে লাগল। সিঁড়িতে একবারে মাত্র একজন উঠতে পারবে। কাছাকাছি ছয়জন অনুসরণ করল তাকে। সর্বশেষ জন টানেলে অদৃশ্য হওয়ার পর প্যাডি নিজের লোকদের নিয়ে রওনা হলো।

মালিকের স্যুইটের স্তরে গিয়ে থামলে, তারা। প্যাডি মাথার ওপর হেক্টরের লোকদের নরম প্যারাসুট দেখতে পাচ্ছে। নিচে তাকিয়ে দেখল তারিকের হেলমেট। কার্গো ডেক্ আর ক্রুদের কোয়ার্টার লেভেলে আছে তারিক। সিঁড়ি পূর্ণ হয়ে আছে অ্যাকশনে যেতে প্রস্তুত সৈন্য নিয়ে।

হেক্টর ব্রিজে উঠার গুপ্ত প্রবেশ পথের গায়ে কাঁধ বেকিয়ে মাইক্রোফোনে ফিসফিস করে উঠল।

'হ্যাজেল! কামাল কোথায় এখন?'

'হেক্টর! সে উইং থেকে আসছে। সাইরিল আছে সাথে। আমার মনে হয় নোঙর ফেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।'

'আমরা বিচ্ থেকে কত দূরে?' বিরতি নিয়ে রেঞ্জ ফাইন্ডার চেক্ করল হ্যাজেল।

'৭৩৪ মিটার। কামাল আমাদেরকে অনেক কাছে নিয়ে এসেছে।' বলে চলল হ্যাজেল, হ্যাঁ! কামাল বো নোঙর ফেলেছে।

'আদমের নৌকার কোন খবর নেই?'

'না।'

'অ্যাটাক বোট থেকে জাহাজে উঠছে?'

'না। তারা সবাই চিৎকার আর বাতাসে গুলি ছুড়লেও জাহাজ থেকে দূরে আছে। মনে হচ্ছে যেন কিছু ঘটার অপেক্ষায় আছে সকলে।'

'বিচে আদম বা তার নৌকার কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে?'

'শত শত লোক সেখানে। কিন্তু আদম বা উথমানকে দেখতে পাচ্ছি না আমি।'

'কোথায় গেল বাঞ্চোতটা নিজেকে না দেখানো পর্যন্ত কিছু করতে পারব না আমরা।' অধৈর্য্য হয়ে গেল হেক্টর।

BanglaBook.org

'দাঁড়াও! কামাল আবারও ব্রিজের উইং এ গেছে।' মোলায়েম স্বরে জানাল হ্যাজেল। 'স্যাট ফোনে কথা বলছে।'

'তোমার সব টাকা বাজি ধরতে পারো, আদমের সাথে কথা বলছে সে।' অনুমান করল হেক্টর।

আলখাল্লাকে দুহাঁটুর মাঝে গুঁজে রেখে গনডাঙ্গা বে'র ওপর স্থাপিত তাঁবু শহরে দাঁড়িয়ে আছে উথম্যান ওয়াদ্দা। কানে স্যাটফোন ধরা। সামনে চমৎকার দৃশ্য। নোঙরে বাধা বিশাল জাহাজ। যদিও গত এক ঘণ্টা ধরে বে'র প্রবেশ মুখ দিয়ে এর এগিয়ে আসা দেখেছে উথম্যান, তারপরেও এর বিশালত্ব দেখে শুধু অবাকই হচ্ছে সে। বিশ্বাসই হচ্ছে না যে এমন বিশাল কিছু ভাসতে পারে। এর খোলা ডেক্ আদম মরুদ্যানে যে এয়ারফিল্ড বানিয়েছে তার চেয়েও বিশাল। অন্তত ৭৩৭টি অনায়াসে ল্যান্ড করতে পারবে এর ওপর। তার ওপরে আবার বিচের চেয়ে মাত্র এক কিলোমিটার দূরেই জাহাজ। উথম্যান আদমের দেওয়া নির্দেশ নিয়ে বেশ আশাবাদী হয়ে উঠল। স্যাটফোনে কামালের কণ্ঠস্বর শুনছে সে আর মাঝে মাঝেই মাথা নাড়ছে।

'যেমন আপনি বলছেন রাজকুমার!... আমি এখনি আপনার বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি রয়্যাল হাইনেস।'

যদিও এই টাইটেল যথোচিত হয়নি। তারপরেও প্রাপ্য হিসেবে গ্রহণ করল কামাল। উথম্যান উঠে দাঁড়াল। কাঁধে রাখা অ্যামুনিশন বেল্ট নেড়ে চেড়ে ঠিক রেখে অ্যাসল্ট রাইফেলের হাত বুলাল। এরপর এগোল সবচেয়ে বড় তাঁবুটার দিকে।

উথম্যান এসে দাঁড়াতে তাকাল আদম।

'আমার চাচার সাথে কথা হয়েছে?' তুষার ধবল ভেড়ার পশমে তৈরি কুশনে বসে আছে আদম। আলখাল্লা ধবধবে সাদা। পাগড়িও একই কাপড়ের। মাথার তাজে আঠারো ক্যারট সোনার কারুকাজ।

'এই মাত্র! উত্তর দিল উথম্যান। তিনি আমাকে বলেছেন আপনাকে জানাতে যে সবকিছু ঠিক আছে। জাহাজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ উনার হাতে। প্রতিটি ইঞ্চি তল্লাশি চালিয়েছেন—কোথাও কোনো শত্রু লুকিয়ে নেই। প্রতিটি অবিশ্বাসী বন্দিকে বেঁধে অসহায়ভাবে ফেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু যে খবরে আপনি বেশি আনন্দিত হবেন তা হলো হেক্টর ক্রস আর তার বেশ্যা হ্যাজেল ব্যানক বন্দি। অপেক্ষা করে আছে আপনার বিচারের জন্য। আপনার চাচা স্বশ্রদ্ধে আপনাকে অনুনয় জানাচ্ছে যেন তার কাছে গিয়ে এই মহামূল্যবান সম্পদ অধিকার করেন।'

BanglaBook.org

'তুমি এখনো হেলিকপ্টারে করে আমাকে জাহাজে নিয়ে যেতে আগ্রহী উথ্‌ম্যান?'

'আমি সব রকম উপায়ে আপনাকে খুশি করতে চাই আমার শেখ।'

কিন্তু গতকাল বা তার আগের দিনেও রাজি ছিলো না। মনে করিয়ে দিল আদম।

'গতকাল জাহাজটা ছিল মহাসমুদ্রে শত শত মাইল দূরে। আমি শুধমাত্র আপনার নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত ছিলাম—আমার শেখ। স্থলভূমি থেকে এত দূরে মেশিনটার কিছু হলে আপনি বিপদের পড়ে যাবেন। কিন্তু আজকে শুকনো ভূমি থেকে এক মাইলেরও কম দূরেত্বে জাহাজ। আপনি নিরাপদ থাকবেন। যদি হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনে কিছু হয়ও আমি স্বাচ্ছন্দ্যে শুকনো তীরে পৌঁছে দেব আপনাকে।'

'আমার জন্য তোমার চিন্তা দেখে আমি আপ্লুত হয়ে পড়েছি।' আদম তাকাল তার দিকে। আরো একবার নিচু হয়ে কুর্নিশ করল তাকে উথম্যান। নিজের চোখের ক্রোধের আগুন লুকিয়ে রাখতে চাইল। সমুদ্র ভীতি নিয়ে উথম্যানকে রাগিয়ে দিতে মজা পায় আদম। একমাত্র এই দুর্বলতার কারণ আদমের পর্যায়ে নেমে এসেছে সে। একেবারে দক্ষ যোদ্ধা নয়।

আদম কোলের ওপর নিজের কালো চামড়ার ব্রিফকেসটা রাখল। এটা প্রায় তার শরীরের একটি অংশ। এই কেস তার সাথে সর্বত্র যায়। কখনো চোখের আড়াল করে না এটি আদম। অন্য কাউকে বহন করতে দিতেও বিশ্বাস করে না সে। ফ্রেমের সাথে একটি ষ্টেইনলেস চেইন লাগানো, সাথে একটি স্টিলের তৈরি হাতকড়া। আদম বাম কবজিতে বেঁধে নিল কড়া। উথম্যান জানে যে এটা কম্বিনেশন লক্‌। কেস হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল কামাল। ডান হাতে তাঁবু থেকে প্রস্থানের ইশারা দিল।

'ভেরি ওয়েল উথম্যান ওয়াদ্দা। আমাকে আমার জাতশত্র হেক্টর ক্রসের কাছে নিয়ে চলো। আমার প্রতিশোধের আগুন অনেক দিন ধরে জ্বলছে।'

'হেক্টর! কিছু একটা হচ্ছে!' হেক্টরের কানে নরম স্বরে বলে উঠল হ্যাজেল 'কামাল ব্রিজ থেকে চলে গেছে। সাইরিল স্টমফোর্ডকে চারজন মিলিশিয়া পাহারা দিচ্ছে। ডেকে জোর করে বসিয়ে ওর কনুই জোড়া আর কবজিদ্বয় বেঁধে রাখা হয়েছে। কামাল দ্বিতীয় লেভেলে নেমে গেছে। ভিনসেন্টকে বেঁধে কেবিন থেকে বের করা হচ্ছে। এখন পুরো দল মালিকের স্যুইটের কাছে। এই তো গেল! ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে স্যুইটে ঢুকেছে। কেবিনের মাঝখানে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে আছে নাস্তিয়া। নিজেকে বাঁচানোরা কোনো চেষ্টাই করছে না সে। হাত পেছনে নিয়ে কনুই আর কবজিসহ বেঁধে ফেলেছে নাস্তিয়ার। নিচু করে গোঁড়ালি ও বেঁধে ফেলেছে। নাস্তিয়ার ছোট পা দুটোকে অনেক ভয় পায় তারা। নাস্তিয়া এখন নড়তেও পারবে না। মাই গড! ওর গলায় রশি বাঁধা হচ্ছে এখন। কামাল আর কোনো ঝুঁকি নেবে না। ছয়জন ধরে টেনেহিঁচড়ে বের করে আনছে নাস্তিয়াকে। সামনের দড়ি ধরে আছে দুজন। কামাল ওর কাছে দশ কদম দূরে দূরে হাঁটছে। মনে হচ্ছে ভিনসেন্ট আর নাস্তিয়াকে লিফট এর কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নাস্তিয়া একদম বাধ্য মেয়ের মতো–'

প্যাডির কণ্ঠ বাধা দিল হেক্টরকে। 'হেক্টর! আমি হ্যাচের মধ্যে দিয়ে ওদের শব্দ পাচ্ছি। আমার কাছ থেকে কয়েক ফিট দূরে কামাল। আমি ওর গলা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। আমি এখন গিয়ে কামাল আর ওর লোকদের এক ঝটকায় হারাতে পারব।

'নেগেটিভ, প্যাডি! আমি আবারও বলছি নেগেটিভ! আদমকে দেখতে হবে আগে। এই আদেশ মনে রেখো!'

'বুঝতে পেরেছি!' কমে গেল প্যাডির গলা। বেচারা, ভাবল হেক্টর। ওরা ওর নারীকে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ও অসহায়। হেক্টরের খারাপ লাগল।

'হেক্টর, তারা লিফটের দিকে যাচ্ছে। জানাল হ্যাজেল। দ্বিতীয় তলা একদম খালি। কার্গো ডে'ক লেভেলে পৌঁছে গেছে তারা। কামালের লোকেরা দুই বন্দিকে খোলা ডে'কে টেনে আনছে।'

'প্যাডি! নিচে ফিরে গিয়ে তারিকের সাথে যোগ দাও।'

নির্দেশ দিল হেক্টর।

'যাচ্ছি!' আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তর দিল প্যাডি। ও আমার ওপর খেপে গেছে। আপন মনে হাসল হেক্টর। হঠাৎ করেই কানে গর্জন করে উঠল হ্যাজেলের গলা। উত্তেজনার তীক্ষ্ণ শোনাচ্ছে।

'হেক্টর তীরের কাছে থেকে একটা হেলিকপ্টার আসছে। কামাল হংসে উঠার আগে যেটা আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল সেই একই মেশিন।'

'হ্যাজেল, আমাকে রানিং কমেন্ট্রি দাও। ককপিটে কাকে দেখছো?'

'নেগেটিভ। সূর্যের আলো আমার লেন্সের ওপর পড়ছে সরাসরি। যাই হোক অ্যাটাক বোটের সব জলদস্যুরা হেলিকপ্টারের দিকে তাকিয়ে আছে। ব্যানার নাড়াচ্ছে আর এক দল বেবুনের মতো চিৎকার করছে। কামাল যে চারজনকে ব্রিজে রেখে গেছে তারাও উইং এর কাছে জড়ো হয়ে চপার দেখছে আর চিৎকার করছে! হ্যাজেলের নিঃশ্বাস আটকে গেল যেন। তাড়াতাড়ি বলল,

BanglaBook.org

দাঁড়াও, হেলিকপ্টার সূর্যের আলোর কাছ থেকে সরে এসেছে। ককপিট দেখা যাচেছ। সামনের সিটে দুজন লোক। পাইলট আর একজন প্যাসেঞ্জার, ডানদিকে প্যাসেঞ্জার, সাদা পাগড়ি আর স্বর্ণের হেডব্যান্ড। আমি নিশ্চিত এটা আদম!'

'অসংখ্য ধন্যাবাদ।' স্বস্তি পেল হেক্টর।

'এখন সবাই আমার কথা শোন। আমি ব্রিজে যাচ্ছি। যদি সবাই অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে আমি কোনো ঝামেলা ছাড়াই আটকে ফেলব তাদের। সেখান থেকে আমি জাজমেন্ট কল করব। প্যাডি আর তারিক। কার্গো ডেকে রেডি থাকো। ডেভ্ ও তৈরি থাকো। আমাদের শীঘ্রি তোমার বুশমাস্টার কাজে লাগবে।'

সবাই একমত হতেই হেক্টর হ্যাচের নিচে চলে গেল। মাত্র তিনজনের জায়গা হবে একবারে। অন্যরা ঠিক তাদের নিচেই জড়ো হলো। হেক্টর ট্রেঞ্চ নাইফ বের করে সকলকে থাম্বস্ আপ সাইন দেখিয়ে হ্যামার স্পর্শ করতেই এক ঝটকায় লক্রের সিংগল পিন খুলে হ্যাচ খুলে গেল। হেক্টর দ্রুত উঠে গেল লোকদের নিয়ে। ব্রিজের কোণায় দল বেঁধে আছে চার জলদস্যু। সবার মনোযোগ হেলিকপ্টারের দিকে। অ্যাটাক বোটে কমরেডদের মতো চিৎকার করছে। এতটাই মগ্ন যে পিছনে হ্যাচের শব্দও পায়নি। হেক্টর অর্ধেক এগোতেই একজন দস্যু পেছন ফিরে তাকাল। বিস্ময়ে যেন জমে গেল লোকটা। বোধবুদ্ধি ফিরে পাওয়ার আগে হেক্টর হাত দিয়ে ঘাড়ে কারাতের কোপ দিল। ডেকের ওপর বস্তার মতো পড়ে গেল লোকটা। হেক্টর ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্রিজ রেইলিং ধরে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকা সোমালিয়াকে কাবু করে ফেলল। হেক্টরের প্রথম ভিকটিমের ওপর পড়ে গেল লোকটা। ম্যাথার পেছেনে হেক্টরের ছুরির হাতলের বাড়ির ফলে ডিমের মতো ফুলে উঠেছে। হেক্টরের পিছনে আসা ম্যাকডাফ ভাইয়েরা বাকি দস্যু দুজনকে পরাস্থ করল। কিন্তু একটু ঝামেলা হয়ে গেল। একজন জলদস্যু ডেকের ওপর নিজের রক্তে হাত-পা ছুড়তে লাগল। শেষ জন হামাগুড়ি দিয়ে কম্পানিয়ওন ওয়েতে গিয়ে আরবিতে চিৎকার করে উঠল 'সাবধান! আবধান! অবিশ্বাসীরা এখানে!' পিঠের ছুরির ঘা থেকে সমানে রক্ত ঝড়ছে।

হেক্টর দৌড়ে এসে না ধরলে সিঁড়ি গিয়ে গড়িয়ে পড়ত লোকটা। হেক্টর দ্রুত ৯ এমএম পিস্তল বের করল হোলস্টার থেকে। ঠিক যেখানে চাইল সেখানেই গুলি লাগল। পারফেক্ট ব্রেইন শট্। দস্যুটার মাথা ঝাঁকি খেয়ে উঠল আর পুরো শরীর মনে হলো মাইক্রোওয়েভে রাখা চকোলেট। সিঁড়ির ওপর পড়ে মারা গেল। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ডে ঘটে গেল সবকিছু।

'তোমার গুলির আওয়াজ পেয়েছে তারা?' ট্রাউজারের পায়ে রক্তমাখা ছুরি মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল চিন্তিত ছোট স্কট।

BanglaBook.org

আমার সন্দেহ আছে বিদ্দো।' মাথা নাড়ল হেক্টর। 'হয়তো বাইরে একের ঝনঝনানিতে শুনতে পায়নি।' এরপর তাকিয়ে দেখল এখনো রক্তে পেট ঘষছে আরেক দস্যু। 'তোমার ভাইকে বলো শেষ করতে। তারপর ক্যাপ্টেন স্টামফোর্ড আর ওর ক্রুদের মুক্তি দাও।'

জ্যাকো আহত লোকটার ওপর ঝুকে দাড়ি টেনে ধরল। এরপর মাথা ঠেলে পিছনে নিয়ে গলায় ছুরি বসাল। হেক্টর ঘুরে ব্রিজের উইং-এ চলে গেল। পেছনে শুনতে পেল গার্গল করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল আরবটা। পরিষ্কার কাজ সারলো জ্যাকো।

ব্রিজ ক্যানোপির নিচে এসে কেউ যাতে তাকে দেখতে না পায় এমনভাবে আকাশে তাকিয়ে হেলিকপ্টার খুঁজতে লাগল হেক্টর। দেখতে পেল নিচু দিয়ে অতি ধীরে ট্যাংকারের কাছে এগিয়ে আসছে। সুন্দরভাবে স্টিলের ডেকে নেমে এলো মেশিনটা।

প্যাসেঞ্জার কেবিনের দরজা খুলে গেল। ডেকের ওপর নামল ঋজু দেহ। ধবধবে সাদা আলখেল্লা আর পাগড়ি মাথায় লম্বা একজন পুরুষ। লম্বা-কালো, দাড়ি। সাদা আলখেল্লার নিচে খনিকটা স্ফীত পেট। বাঁ হাতে ছোট কালো চামড়ার ব্রিফকেস। অন্য হাতে সম্ভাষণসুলভ ভঙ্গি করে এগিয়ে এলো কামাল আর তার লোকদের দিকে। সবাই হাঁটু গেড়ে বসে টেনে ধরল দুই বন্দিকে।

'অভিবাদন, মহান শেখ! চিৎকার করে উঠল কামাল। 'মহৎ যোদ্ধাদের যোদ্ধা পুত্র!' কার্গো ডেকে জড়ো হওয়া দস্যুদের যথেষ্ট ওপরে ব্রিজের ইউং'এ দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোনের রেডিওতে কথা বলে উঠল হেক্টর।

'প্যাডি, কোথায় তুমি?'

'আমি তারিকের সাথে, নাম্বার ওয়ান এনট্রি হ্যাচে!'

'হেলিকপ্টার ল্যান্ড করেছে। আদম নেমে এসেছে। কামাল কার্গো ডেকে। নাস্তিয়া আর ভিনসেন্ট ও তাদের সাথে। কামাল তাদরকে উপাহার হিসেবে প্রদান করবে আদমকে। কোনো পাহারা নেই তেমন। এই মুহূর্তেই তাদেরকে আঘাত করতে হবে। যাও প্যাডি! যাও! গো! গো!'

'রজার দ্যাট!' আনন্দে গেয়ে উঠল প্যাডি। 'হিয়ার উই গো!

হেক্টর নিচে কার্গো ডেকে তাকিয়ে শেষবারের মতো পুরো অবস্থা দেখে নিল। প্যাডির সাথে কথা চলাকালীন খুব কমই পরিবর্তন হয়েছে অবস্থা। শুধু আদমের পাইলট ককপিট থেকে মেন ফিউজিলাজোর কাছে এসেছে। আস্তে কারে হাতে ধরে রেখেছে অ্যাসল্ট রাইফেল। খুব দ্রুত এক নজরে দেখে নিল হেক্টর। কামাল আর আদমের দিকে বেশি মনোযোগ ছিল তার। এর পরই খেয়াল করল পাইলটকে। আবারও তাকাল। মনে হলো হার্ট খামচে ধরেছে কেউ।

BanglaBook.org

'না! এটা সম্ভব নয়। উথম্যান হেলিকপ্টার চালাতে জানে না। কিন্তু এটা সেই-ই। উথম্যান!'

ভাবতে ভাবতেই কামালের আদেশে ডেক থেকে তার দুজন লোক ঝাঁপ দিয়ে ভিনসেন্ট আর নাস্তিয়াকে দাঁড় করালো। আদমের সামনে ঠেলে দিল দুজনকে।

'এই যে মহান শেখ! আপনি যেভাবে আদেশ দিয়েছেন আমি শয়তান ক্রস আর বেশ্যাটাকে নিয়ে এসেছি।' আদম থেমে গিয়ে তাকিয়ে রইল বন্দিদ্বয়ের দিকে। পিছন থেকে বিড়বিড় করে উঠল উথম্যান ওয়াদ্দা। 'এটা ক্রস নয়! হ্যাজেল ব্যানক নয়! ফাঁদ পাতা হয়েছে শেখ। সাবধান! অবিশ্বাসীরা আঘাত হানবে।' সে আদম হেলিকপ্টারে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল না। খোলা দরজায় রাইফেল ছুঁড়ে খরগোশের মতো নিজেও সেধিয়ে গেল হেলিকপ্টারের পেটে। ইঞ্জিন চালু অবস্থায় নেমে এসেছিল সে। রোটর তাই অলসভাবে ঘুরছে। এখন পাইলটের সিটে বসে মাথা নিচু করে কন্ট্রোলে হাত দিয়ে ইঞ্জিন সচল করল। হেলিকপ্টার ডেক্ থেকে উড়ে বিচের দিকে নাক ঘুরিয়ে চলে গেল।

আদম এখনো ডেকে্র ওপর দৌড়াতে দৌড়াতে আরবিতে চিৎকার করছে, 'আমার জন্য অপেক্ষা করো উথম্যান! আমি আদেশ দিচ্ছি। আমাকে এখানে ক্রসের দয়ায় ফেলে যেও না!' উথম্যান একবারও মাথা তুলে তাকায়নি। পরিবর্তে মেশিনের নাক নিচু করে পানির একটু ওপর দিয়েই উড়ে চলে গেল।

হেক্টর বাকানো কিনার থেকে উথম্যানের মাথায় কয়েক ইঞ্চি দেখতে পেল মাত্র। মেশিন দ্রুত উড়ে গেল। টার্গেটে গুলি লাগানো আর আশা নেই। তারপরেও গুলি করল হেক্টর। দেখতে পেল কাজ হলো না এতে। হেলিকপ্টার সরাসরি বিচের দিকে এগিয়ে চলেছে। হেক্টর মাইক্রোফোনে চিৎকার করে উঠল।

'ডেভ্! ডেভ্! তোমার অস্ত্র বের করো। হেলিকপ্টারে গুলি করো। উথম্যান উড়ে যাচ্ছে। ওকে পালাতে দিও না। গুলি করো। ঈশ্বরের দোহাই গুলি করো!'

'রজার দ্যাট!' তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল ডেভ্। পায়ের নিচের ডেকে্ হেক্টর টের পেল কর্কশ শব্দে গোপন স্টিলের দরজা খুলে উন্মুক্ত হলো বুশমাস্টার কামানদ্বয়। কিন্তু ইতিমধ্যে ৭০০ গজ পার হয়ে গেছে হেলিকপ্টার। হেক্টর মন খারাপ করে তাকিয়ে রইল। শুনতে পেল ডেভ্ চিৎকার করে গানারদের নির্দেশ দিচ্ছে। এরপরই আলোর ঝলকানি আর গর্জন শোনা গেল। জোড়া কামান তিন রাউণ্ড শেল ছুড়লো উড়ন্ত মেশিনের দিকে। এর একটিই ছিল যথেষ্ট। হেক্টরের হৃদয় নেচে উঠল। ফিউজিলাজে স্টিলের বল আঘাত করায় নড়ে

BanglaBook.org

উঠল যন্ত্রদানব। পাইলট নির্ঘাত মারা গেছে। রোটর থেমে গেল। মেশিনের নাক নিচু হয়ে অসহায়ের মতো সমুদ্রের ওপর মুখ থুবড়ে পড়তে লাগাল।

এরপরই ঘটে গেল অলৌকিক ঘটনাটা। হেক্টর দেখতে পেল হেলিকপ্টারের নিয়ন্ত্রণ ফিরে এলো। অটো-রোটেশন শুরু হলো। হেক্টর চিৎকর করে ডেভ্‌কে নির্দেশ দিল গুলি চালিয়ে যাওয়ার। কোনো উত্তর নেই। কামানের বজ্রগর্জনে চাপা পড়ে গেল গলার স্বর। ডেভিড ইমবিস হেক্টরের আদেশ শোনেনি। এর বদলে টার্গেট বদলে চারপাশে ঘুরতে থাকা অ্যাটাক বোটের ওপর গুলি ছুড়ছে জোড়া বুশমাস্টার।

বাতাসে বিস্ফোরিত হচ্ছে ফ্রাগমেন্টেশন শেল্। কাঠের কাঠামো ভেঙে স্টিল বলের আঘাতে ডুবে যাচ্ছে দস্যুরা। বেঁচে যাওয়া বোটগুলো তীব্র গতিতে তীরের দিকে ছুটছে। হেলিকপ্টার এখনো অটো রোটেশন ভঙ্গিতে তীরের দিকে এগিয়ে যাচেছ। কিন্তু তারপরেও হেক্টর দেখতে পেল যে তীর থেকে খানিকটা দূরে পানির ওপর পড়েও গেল ফোয়ারার সৃষ্টি করে। কয়েক মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হয়ে রইল এটি। কিন্তু তারপরই ওপরে উঠে কাত হয়ে ভাসতে লাগল।

নিশ্চিতভাবে এমনকি উথম্যানের পক্ষেও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ভাবল হেক্টর। কিন্তু টপসাইড দরজা ধীরে ঘুরে গেল আর একটা মানব শরীর ফিজজিলাজ ধরে ঝুলে রইল। এত দূর থেকে চেহারা না দেখা গেলেও হেক্টর জানে এটা উথম্যান। হাত খালি। কেবিনে ফেলে এসেছে রাইফেল। যাই হোক রেঞ্জ ছয় সাত হাজার গজ। বেরেটা দিয়েও কাজ হবে না।

'এই বাঞ্চোত সাঁতার কাটতে পারে না আর পানিকে ভয় পায়।' কোনো কারণ ছাড়াই চিৎকার করে উঠল হেক্টর। তাকিয়ে দেখল ফিউজিলাজ থেকে মানব শরীরটা পানিতে পড়ে গেল। ভাবল এবার হয়তো উথম্যান ডুবে যাবে। কিন্তু না হাত পর্যন্ত ডুবলো মাত্র। অসহায়ের মতো হেক্টর তাকিয়ে দেখল এলোমেলো ভঙ্গিতে বিচে উঠে গেল উথম্যান।

হেক্টর কার্গো ডেকে নজর দিল। প্যাডি আর তারিকের যৌথ দল স্টার্ন টাওয়ারের নিচে দরজা দিয়ে বের হয়ে কামালের চারপাশে জড়ো হওয়া আরবিয়দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল দুই দলে। সংখ্যায় উভয় পক্ষ সমান। হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হলো। কেউই নিজের লোকের গায়ে লাগার ঘুর্কিতে গুলি করছে না।

হেক্টর দেখল প্যাডি নাস্তিয়াকে বের করে আনতে চাইল। কিন্তু আরবিয়রা ঝাঁপিয়ে পড়ায় নিজেকে বাঁচাতে হলো তার। পেছন থেকে নাস্তিয়ার গলার রশি ধরে টানতে লাগল কামাল। একই সাথে চিৎকার করে আদমকেও আরবিতে।

'এই, পথে শেখ। আমাকে অনুসরণ করুণ। হেলিকপ্টার আর নৌকাগুলো আমাদের ছেড়ে গেছে। আমার পিছনে আসুন!' প্যাডির একজন লোক

BanglaBook.org

আদমের আলখাল্লার এক প্রান্ত টেনে ধরতে চাইল। কিন্তু ড্যাগার বের করে চোখে আঘাত করল আদম। প্যাডির লোকটা আঙুলে কাপড় জড়িয়ে পড়ে গেল। আদম, কামাল আর নাস্তিয়ার পেছনে দৌড়ে গেল।

হেক্টর কার্গো ডেক্ থেকে অনেক উঁচুতে থাকায় বাধা দিতে পারল না। দেখতে চাইল কামাল কি করে। স্টার্ন টাওয়ারের কোণায় হ্যাচের কাছে এগিয়ে গেল কামাল। কামাল ভালো করেই জানে যে এখান দিয়ে ন্যাচারাল গ্যাস ট্যাংকের মাঝে সার্ভিস টানেলে যাওয়া যায়। মাত্র কয়েক দিন আগেই এখানে তল্লাশি করেছে কামাল। এ জায়গাকে নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করবে সে। হ্যাচওয়েথে রশি ধরে টেনে নিয়ে গেল নাস্তিয়াকে। আদম এলো তার পিছু। তারপর টেনে বোল্টেড হ্যাচ বন্ধ করে দিল।

'প্যাডি!' ব্যাটল রেডিওতে চিৎকার করে উঠল হেক্টর। দেখতে পেল ওপরের দিকে ব্রিজে তাকাল প্যাডি। কামাল আর আদম নাস্তিয়াকে পাম্প সার্ভিস টানেলে নিয়ে গেছে। কামালের কাছে রাইফেল আছে। কিন্তু আদমের কাছে শুধু একটা ড্যাগার। সার্ভিস টালেলের দুই মাথাতেই পাহারা বসাও। কামাল আর আদমের বের হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। নিচে ফাঁদে আটকা পড়েছে তারা। আমরা পরে তাদের সাথে বোঝা পড়া করব। কিন্তু প্রথমে এএভিগুলোকে উঠাও। তীরে পাঠিয়ে নাবিকদের উদ্ধার করো বন্দিত্ব থেকে। আমি সোনালি হংসের নিয়ন্ত্রণ ভার দিচ্ছি তোমাকে। তীরে যাচ্ছি উথম্যানের মোকাবিলা করতে।' কথা বললে বলতে ভারি দেহবর্ম অন্যান্য যন্ত্রপাতি খুলে রাখল হেক্টর। যেন সাঁতার কাটতে সমস্যা না হয়। সাথে রাখল শুধু ছুরি, ব্যাটল রেডিও আর ৯ এম এম বেরেটা পিস্তল। সবকিছুই কোমরের সাথে বাঁধা। চারপাশে তাকিয়ে জ্যাকো ম্যাকডাফ্‌কে খুঁজল।

'আমি তীরে যাচ্ছি জ্যাকো। দলের নেতৃত্ব দাও। এখানে আমাদের কাজ শেষ। নিচে গিয়ে প্যাডি ও কুইনের লোকদের সাথে যোগ দাও কার্গো ডেকে। গুডলাক্ জ্যাকো।' কথা বলতে বলতে পরবর্তী পদক্ষেপ নিল হেক্টর। বেশির ভাগ অ্যাটাক বোট ডেভ্ ইমবিসের গোলা এড়াতে প্রাণপণে ছুটছে। যাই হোক আরো কিছু চালাক জলদস্যু রয়ে গেছে যারা সোনালি হংসের কাঠামোকে দেহবর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। জাহাজের পাশে এতো লেপ্টে আছে তারা যে কামানের রেঞ্জে আসছে না। এই মুহূর্তে ঠিক ব্রিজের ইউং এ হেক্টর যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার নিচেই আছে একটা অ্যাটাক বোট। যদিও ব্রিজ থেকে পানিতে লাফিয়ে পড়াটা বেশ ভয়ের কিন্তু দ্বিধা করল না হেক্টর। ব্রিজের নেভিগেশন কনসোল পর্যন্ত পিছিয়ে এলো সে। বিন্দো ম্যাকডাফ্ মাত্রই মুক্ত করল সাইরিলকে। কনসোলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। এক নিমিষেই বুঝতে পারল যে সাইরিল কী করতে যাচ্ছে। শ্রদ্ধা ভরে বলে উঠল, 'ইউ হ্যাভ গট্ আ ফাইন পেয়ার অব বলস্ , মি. ক্রস।'

BanglaBook.org

'দেখো কে কথা বলছে!' সাইরিলের দিকে তাকিয়ে হাসল হেক্টর। তারপরই দৌড় লাগালো।

ব্রিজের উইংয়ে রেইলে গিয়ে নিজের টপ স্পিডে ঝাঁপ দিল। এত উচ্চতা থেকে মাথা দিয়ে পড়তে চায় না সে। বাতসে ঘুরে পিঠ দিয়ে পড়লে মেরুদণ্ড চকোলেটের মতো ভেঙে যাবে। তার পরিবর্তে বাতাসে ভেসে থাকার সময়টুকুতে নিজেকে পাকিয়ে বলের মতো গোল হয়ে গেল হাঁটু উঠে এলো বুকে। মাথা নিচু, দুই হাতের আঙুল গলার পেছনে একত্রে আটকে আছে। পতনের সাথে সাথে পাঁজরের খাঁচা ব্যথা করে উঠল। এরপরই পানিতে ভেসে উঠল সে। ফুসফুস থেকে মনে হলো সব বাতাস বেরিয়ে গেছে। পশ্চাদ্দেশ অসাড়। কামানের গোলা পাশে পড়ায় আবারও ডুবে গেল সে। নিচে থেকে তাকিয়ে ওপরে দেখতে পেল লম্বা বোটের ছায়া। নিঃশ্বাস নেওয়ার তাগাদায় এটা কাছে এগিয়ে গেল সে। অ্যাটাক বোটের পাশে উঁচু করল মাথা। গানওয়েলের পাশে হাত রেখে নিঃশ্বাস নিল বুক ভরে।

নৌকায় দুজন জলদস্যু ছিল। উলঙ্গ দস্যুদের উর্ধাঙ্গে কেবল সামান্য কাপড় আর পাগড়ি। অবাক হয়ে তাকাল হেক্টরের দিকে। একজন হাতে অ্যাসল্ট-রাইফেল নিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু অস্ত্র তোলার আগেই কাঁধ দিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিল হেক্টর। কিন্তু রাইফেলটাও পড়ে গেল অন্যজন তাড়াতাড়ি কন্ট্রোলে গিয়ে রূপালি-লাল ২০০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন আউটবোর্ড মোটর চালাতে গেল। কিন্তু দ্রুত করতে পারেনি। হেক্টর লাফ দিয়ে দু কদম হেঁটে ধরে ফেলল লোকটাকে। এরপর চিবুকে লাথি কষালে যেন ফুটবল। মানুষটার মাথা পেছন দিকে হেলে গেল। বিশাল আউটবোর্ড মটরের ওপরে পড়ে স্লিপ খেয়ে আবার নৌকার তলায় পড়ে মাছের মতো তড়পাতে লাগল। তার ওপর দাঁড়িয়ে পায়ের গোঁড়ালি দিয়ে আঘাত করল হেক্টর। পানির ওপরে মুখ দিয়ে পড়ল জলদস্যু। হেক্টর ঘুরে আউটবোর্ড মোটরের দিকে তাকাল। গিয়ার শিফট এনগেজ করে থ্রটল গ্রিপ ঘুরাল। সামনে এগোতে লাগল বোট।

ঠিক এই সময়ে ট্যাংকারের লম্বা পাশ দিয়ে ঝাঁপ দিল আরেকটা মানব শরীর। ঠিক লংবোটের সামনে পড়ল। পেছনে পড়ে যেতেই হেক্টর নিতে পারল তাকে। থ্রটল বন্ধ করে গিয়ার শিফট্‌কে লাথি মেরে নিউট্রাল করল। এরপর পানিতে তাকিয়ে রইল মানুষটার খোঁজে। নিচের থেকে সাঁতার কেটে উঠে পানির ওপর ভুস করে উঠল মাথা। বাতাসের জন্য ছটফট করছে।

'তারিক! তুমি গাধা নাকি। প্রপেলারে লেগে ছাতু হয়ে যেতে এখন।' তারিকের হাত ঘামছে বোটে উঠিয়ে আনল হেক্টর। এরপর আবারও বড়সড় আউটবোর্ড মটরের কাছে গিয়ে থ্রটল খুলে দিল। নৌকা পূর্ণ গতিতে এগিয়ে

চলল ডুবন্ত হেলিকপ্টারের দিকে। পেছনে তাকিয়ে সোনালি হংসের দিকে তাকাল। ভয়ার্ত চোখে দেখতে লাগল যে বুশমাস্টারের ব্যারেল তাদের ঘুরে যাচ্ছে।

মোটরের গর্জনে ছাপিয়ে তারিকের দিকে ফিরে চিৎকার করে উঠল হেক্টর তাড়াতাড়ি! উঠে দাঁড়িয়ে ডেভ্ ইমবিস্‌কে হাত নাড়ো। 'ও ভুল করে আমাদেরকে উড়িয়ে দেবে নয়তো।' তারিক ঝট করে দাঁড়িয়ে নৃত্যরত বোটের ওপর ব্যালান্স ঠিক রেখে মাথার ওপর দুই হাত নেড়ে নাচতে লাগল। তখনি কামানের নল ঘুরে গেল আর ডেভ্ বের হয়ে আসল পাশে। ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হেলমেট নাড়ল বাতাসে। এরপর আবারো ব্লাস্ট শিল্ডের পেছনে গিয়ে ডান দিকে এলোমেলোভাবে ঘুরতে থাকা অ্যাটাক বোটের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু করল। তারিক ক্রস করে হেক্টরের কাছে ফিরে এলো।

'কি হচ্ছে হেক্টর? আমি টানেলে থাকাকালীন শুনেছি হেলিকপ্টারে গুলি করেছে ডেভ্। উথম্যান ছিল এটাতে। প্যাডির সাথে কার্গো ডেকে উঠার সময় কোনো হেলিকপ্টার দেখিনি আর। যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম। এরপর শুনলাম আদম আর কামাল নাস্তিয়াকে নিচে নিয়ে গেছে। এই মাঝে অন্য জলদস্যুরাও পরাস্ত' হয়ে গেছে। তাই আমার থাকার আর কোনো কারণ নেই। বিশেষ করে আপনাকে যখন দেখলাম যে ঝাঁপ দিলেন পানিতে। আমি অবশ্যই আপনাকে অনুসরণ করব। উদ্বিগ্ন দেখাল তারিককে। 'আমি ঠিক কাজ করেছি হেক্টর?'

'সবসময়কার মতো সঠিক কাজটিই করেছ, তারিক।' আরবিতে উত্তর দিল হেক্টর।

'থ্যাঙ্ক ইউ হেক্টর। কিন্তু উথম্যান কোথায়? হেলিকপ্টারের কী হয়েছে? আমরা কোথায় যাচ্ছি?

'ডেভ্ গুলি করে নামিয়েছে এটাকে তীরের ধারে পড়ে চুরমার হয়ে গেছে। সামনে দেখাল হেক্টর। 'দেখো সামনে আবর্জনা ভাসছে।'

'ত্তি উথম্যান? ওর কী হয়েছে? 'ও বেঁচে গেছে। আমি দেখেছি তীরে উঠছে। ব্রিজ থেকে তাই লাফ দিয়েছি ওকে ধরার জন্য।'

'ভালোই হয়েছে আপনাকে অনুসরণ করেছি। আমার ওকে বেশি দরকার।' মোলায়েম স্বরে জানাল তারিক।

'আমি জানি।' মাথা নাড়াল হেক্টর। 'ও তোমার সম্পত্তি। আমরা একসাথে ওকে ধরবো কিন্তু প্রতিশোধ নেবে তুমি।'

'থ্যাঙ্ক উই হেক্টর। লম্বা শ্বাস ফেলে নিজেকে স্থির করল তারিক। 'ও একা? অস্ত্র আছে? আমাদের কারো কাছে রাইফেল নেই।'

'হ্যাঁ, উথম্যান একা। কার্গো ডেক থেকে আসার সময় সাথে রাইফেল ছিল। কিন্তু হেলিকপ্টার ভাঙার পরেও ওকে তীরে উঠতে দেখেছি আমি।

BanglaBook.org

যদিও অনেক দূরে মনে হয় না যে ওটা এখনো ওর কাছে আছে। সম্ভবত পানিতে পড়ে গিয়ে ভয় পেয়েছে। অস্ত্র সম্পর্কে ভুলে গেছে। একমাত্র চিন্তা ছিল শুকনো জায়গাতে উঠা। হেলিকপ্টার কেবিনে দ্রুত খুঁজে দেখতে হবে যদি তখনো ভাসতে থাকে পানিতে। '

ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল গতিতে উপসাগরে ছুটে যাচেছ তারা। পেছনে লম্বা ক্রিম রঙা ঢেউয়ের লাইন। তীরভূমি থেকেও আধ মাইল নিচে তাঁবুর সারি। হেক্টর উঠে দাঁড়িয়ে বালু তীর খুঁজলো দৃষ্টি দিয়ে তন্নতন্ন করে। কোনো লোকজন নেই। শুধু বালিয়াড়ি।

'আহত সিংহকে খোঁজার জন্য অনুকূল জায়গা নয়।' সিদ্ধান্ত নিল হেক্টর। উথম্যান যেকোনো বন্য জন্তুর মতোই ভয়ংকর। হেলিকপ্টারের কাছে এগিয়ে আসাতে গতি ধীর করল হেক্টর। বাতাস ভারি হয়ে আছে ফুয়েলের গন্ধে। তারিক ফিউজিলাজে চড়ে ভেতরে চোখ বুললো।

'এই তো এখানে!' ভেতরে অদৃশ্য হলো তারিক। সেকেণ্ডের বিরতিতেই বেরেটা অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে ফিরে এলো।

'অ্যামুনিশন?' জনতে চাইল হেক্টর।

'না।' উত্তর দিলে তারিক। 'শুধু ম্যাগাজিনের গুলো।'

'হয়তো বিশ রাউণ্ড। যদি আমাদের ভাগ্য ভালো হয়। এতেই কাজ হবে। চলো।

আবারো ধীরে বিচের দিকে এগিয়ে গেল বোট। হলুদ বালির ওপর উথম্যানর পদচিহ্ন দেখতে পেল দুজনেই। পানির কিনার থেকে উঠে প্রথম বালিয়াড়ির পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেছে। নৌকা নোঙর করে রাখা সময়টুকুও নষ্ট করল না তারা। হেক্টর মটর বন্ধ করল কিন্তু নৌকা ভাসছে। হাঁটু পানিতে লাফিয়ে নেমে হেক্টর ছুটলো আগে আগে, তারিক ছুটল পেছনে। প্রথম বালিয়াড়ির কাছে গিয়ে পদচিহ্ন আর নিজেদের অস্ত্র চেক্ করে দেখল।

'এই যে এটা রাখুন! তারিক বেরেটা এগিয়ে দিল।' আমার থেকে আপনার নিশানা ভালো। আমাকে আপনার পিস্তল দেন। অস্ত্র বিনিময় করল দুজনে। কিন্তু উভয় অস্ত্রই লবণ পানিতে ভিজে গেছে। ম্যাগাজিন থেকে যতটা সম্ভব পানি বের করে দিল। নিশ্চিত হয়ে নিল যে ব্যারেলে বালি অথবা অন্য কিছু লেগে নেই।

'এই-ই করতে পারি আমরা। যেকোনো পরিস্থিতিতে গুলি করার জন্য নকশা করা হয়েছে এগুলোর। হেক্টর জানাল। তুমি আগে তারিক। অনুসরণ তুমি ভালো পারো। আমি তোমার বাম পাশে থাকব। প্রথম বালিয়াড়ির ওপর

BanglaBook.org

উঠে দাঁড়াল দুজন। ওপাশে ঝোপঝাড়। তারিক হাঁটু গেড়ে বসে ঝোঁপের একপাশ পরীক্ষা করল। শুকনো বালু লেগে আছে এখনো। নিশ্চয়ই উথম্যান হেক্টরদেরকে বিচে নামতে দেখেছে। হেক্টরের চোখে পড়ল আরেকটা জিনিস কাছাকাছি একজোড়া স্যান্ডেল পরে আছে। এখনো ভেজা, একটার স্ট্রাপ ভেজা। উথম্যান তাই স্যান্ডেল ফেলে খালি পায়ে এগিয়েছে।

'ও বেশি দূর যেতে পারেনি। ফিসফিস করল তারিক। 'হয়তো এখন আমাদেরকে দেখছে।'

'সাবধানে যাও। রাইফেল হারালেও ওর কাছে সবসময় ছুরি থাকে।' সতর্ক করে দিল হেক্টর। একটু সময়ের জন্য উভয়ের মনে পড়ে গেল মরুদ্যানে পড়ে থাকা চার সঙ্গীর কথা। এরপরই সবকিছু মাথা থেকে তাড়িয়ে কাজে মনোযোগ দিল দুজনে। ওভারল্যাপিং ফর্মেশনে এগিয়ে গেল দুজনে। যতই ঘৃণা করুক যোদ্ধা হিসেবে উথম্যানকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। তাই কোন ভাবেই ছুরি ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া যাবে না ওকে।

কাঁটা ঝোপটা বেশ ঘন। যতটা কম শব্দ করা যায় এমনভাবে এগোচ্ছে তারা। প্রথম একশ গজ পৌছাতে সময় লাগল ছয় মিনিট দশ সেকেন্ড রিস্ট ওয়াচে দেখল হেক্টর। এখানে এসে উথম্যানের রেখে যাওয়া চিহ্ন দেখা গেল। তাই অসাবধানতার কোনো সুযোগ নেই। মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়বে উথম্যান। কিন্তু আর বেশি এগোয়নি সে। পদচিহ্ন এখনো আছে।

এখন ও জানে যে আমরা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব না। ভাবল হেক্টর। ও এখন ঘুরে আমাদের পেছনে আসবে। আস্তে করে আঙুল তুলল। তারিক তাকলো দ্রুত। চক্রাকার ভঙ্গি করে তাকে সাবধান করল হেক্টর। মাথা নাড়ল তারিক বিপদ বুঝতে পেরেছে। আবারো চলা হলো শুরু। আরো দুবার তাদের সামনে থেকে। নিঃশব্দে সরে গেল উথম্যান।

এখন ও ভাববে আমরা ক্লান্ত হয়ে যাব। এবার ও ফিরে আসবে পেছনে। হেক্টর সন্দেহের বসে নিজের কৌশল বদল করল। প্রতি বিশ কদমে থেকে মাটি পরীক্ষা করে দেখল যে প্রতি বার ফ্রেশ অ্যাঙ্গেলে ঘোরা শুরু হয়েছে। প্রতিটি গাছের শিকড়ের কাছে তাকিয়ে দেখল কোথায় ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে দেখল কোথায় ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে একটা মানুষ।

হঠাৎ করেই অদ্ভূত কিছু নজরে পড়ল তার। পুরো মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে রইল সে। ধীরে নড়ল জিনিসটা। উলঙ্গ মানুষ পা। একটা বাঁকানো শিকড়ের পেছনে। পায়ের সোল ধুলা মাখা গোলাপি বর্ণ। এর ওপরের ত্বক টোবাকো ব্রাউন। ঘাড়ের পেছনের চুল দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে। ঈশ্বরের দোহাই উথম্যান একেবারে কাছে! প্রায় তার ওপর উঠে যাচ্ছিল হেক্টর।

BanglaBook.org

হেক্টর কাছ থেকে পাঁচ পাও দূরে সেই আর। হেক্টর জানের শিকারী চিতার মতো ছুটতে পারে উথম্যান। প্রায় অনুভব করল নিজের ওপর উথম্যানের বাঁ পায়ের রগ ফুলে উঠল। হেক্টরের দিকে ছুটে আমার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে।

হেক্টর আস্তে করে নিচু হলো। কোলের কাছে রাইফেল। ব্রিচে বুলেট আছে। কিন্তু সে জানে হয়তো রাইফেলের হাতল কাঁধে তোলারও সুযোগ পাবে না। উথম্যান লাফ দেবে। হেক্টরকে গুলি করতে হবে হাত খুলে দ্রুত। উথম্যানের পা তার লক্ষ্য, কোলের কাছ থেকে রাইফেল না তুলেই কাজটা করতে হবে। ঠিকভাবে নিশানাও করতে পারছে না। নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ওপর ভরসা রাখতে হবে। যাই হোক ফায়ারিং রেঞ্জে শত শত ঘণ্টা কাটানোর ফসল তুলতে হবে আজ। একটু নড়ে উঠল হেক্টর। যেন ওপরে উঠতে যাচেছ। কিন্তু রাইফেলের ব্যারেল নড়ে উঠে, নিশানায় তাক করে গুলি করল হেক্টর। দেখতে পেল উথম্যানের গোড়ালি বিস্ফোরিত হয়ে বাতাসে ভাসলো হাড়ের কণা, রক্ত, চামড়া।

গুলিবিদ্ধ সিংহের মতো যন্ত্রণা কাতর চিৎকার করে উঠল উথম্যান। বের হয়ে এসেছে কাঁটাঝোঁপ থেকে। কিন্তু অথর্ব পায়ের কারণে এগোতে পারছে না তেমন। এক হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল ব্যথায়। ডান হাতে ধরা ছুরি দেখতে পেল হেক্টর। উথম্যানের চোখে হতাশা। জানে হেরে গেছে, তারপরও চেষ্টা করল এগিয়ে যাবে। এক পায়ে চেষ্টা করল এগিয়ে আসতে। কিন্তু হেক্টর উঠে দাঁড়িয়েছে। রাইফেলের হাল দিয়ে বাড়ি লাগাল উথম্যানের কনুইতে। কঠিন আঘাতে জয়েন্ট গুঁড়ো হয়ে গেল। এবার চিৎকার দিয়ে উঠল উথম্যান, অসাড় হাত থেকে ছুটে গেল ছুরি। বালির ওপর পড়ে গেল সে। পেছনে দাঁড়িয়ে আহত হাতের কবজি চেপে ধরল তারিক। মোচড় দিল। উথম্যানের ঘাড়ে জুতাসুদ্ধ পা দিয়ে চাপ দিল। বালিতে ডুবে গেল উথম্যানের মুখ। চোখ, নাক, মুখ সব ঢেকে গেল। নিঃশ্বাসের জন্য তড়পাতে লাগল উথম্যান।

'দাড়াও!' হেক্টর নির্দেশ দিল তারিককে।

'আপনি বলেছেন প্রতিশোধ নেব আমি। তারিক প্রতিবাদ করল। ঘৃণার চোটে হাপাচ্ছে সে।

'এটা তর জন্য বেশি ভালো আচরণ হয়ে যায়। তারিককে পিছিয়ে দিল হেক্টর। 'অনেক দ্রুত। এই জন্তুটা তোমার স্ত্রী-পুত্রকে পুড়িয়ে দিয়েছে।

আমাদের কমরেডদের হত্যা করেছে। জন্তুটার সাথে হাত মিলিয়ে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। পুরো হিসাব দিতে হবে এসব পাপের।' মাথা নাড়াল তারিক। পিস্তল তুলে উথম্যানের মাথার পেছনে মাজল ঠেকাল।

BanglaBook.org

'কোনো যোগ্য শাস্তি নেই। আমরা ওর সাথে যাই করি না কেন যথেষ্ট হবে না।' মাথার খুলিতে ঘষল পিস্তলের মাজল।

'তুমি আমার ঘরে আগুন দিয়েছো।' তারিক জানাতে লাগল। 'আমার ডালিয়া আর ছেলেটাকে জ্বালিয়েছো। পারলে অস্বীকার করো উথম্যান ওয়াদ্দা।' উথম্যান হাসতে চাইল কিন্তু চেষ্টা বিফলে গেল। মুখ থেকে থুতু করে বালি ফেলল।

'জ্বলন্ত শুয়োরের মতো রান্না হয়েছে তারা।' ফিসফিস করল উথম্যান।

'সেই গন্ধে আমোদ করেছি আমি।' ফুঁপিয়ে উঠল তারিক। গাল বেয়ে নেমে এলো অশ্রুজল। হেক্টরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,

'শুনেছেন! এই শায়তানের সাথে কি করতে পারি আমরা?'

'পানি।' আস্তে করে উত্তর দিল হেক্টর। সমুদ্রের পানিই কেবল পৃথিবীর বুক থেকে এ দাগ মুছে ফেলতে পারবে।' দুজনেই দেখতে পেল যে উথম্যানের চোখে ভয়ের ছায়া নেমে এলো। আনন্দিত হয়ে উঠল তারিক।

'আপনি একদম ঠিক বলেছেন। সমুদ্রের পানিই কেবল এ কাজ করতে পারবে। উঠো উথম্যান ওয়াদ্দা! পায়ের ওপর দাঁড়াও। তোমার শেষযাত্রা হবে বিচ্ থেকে সমুদ্র।' তারিক পিস্তল নিচু করে উথম্যানের কবজি আঁকড়ে ধরল ভাঙা কনুইয়ের জায়গায় দিল ভয়ংকর মোচড়। কাতড়াতে লাগল উথম্যান। তার ভয়ংকর প্রতিরোধ আর অদম্য সাহস উবে গেছে সবচেয়ে ভয়ের কথা শুনে।

'আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি তারিক। যদি তোমার কলজে শক্ত হয় তাহলে এখানেই তা করো। আমাকে গুলি করে হত্যা করো কাপুরুষ কোথাকার!'

'তোমার মনে হচ্ছে বেশ তাড়া আছে।' জানাল তারিক। 'তোমার অস্তিত্বের শেষ অংশ এটাই। তুমি তাই এর প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করবে। গলার কাছে নোনা ফলে, ফুসফুসে নোনা পানি, জ্বালা করে উঠবে চোখ।' আবারও ভাঙা হাতে চাপ দিল তারিক। চাপ সহ্য করতে পারছে না উথম্যান। উঠে দাঁড়াল সে। ভালো পায়ে চাইছে ভরসাম্য রক্ষা করতে। কিন্তু অন্য হাত ধরল হেক্টর। দুজনের মাঝখানে পড়ে গেল উথম্যান। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল বীচের দিকে তারিক আর হেক্টর অবশেষে বালিয়াড়ির ওপর থেকে চোখে পড়ল উপসাগর। সোনালি হংস এখনো আগের জায়গাতেই নোঙর করে আছে। কিন্তু বেশির ভাগ বেঁচে যাওয়া লংবোট তীরের কাছে ইতস্তত ভেসে বেড়াচ্ছে। সোনালি হংসের কামান মাঝেমাঝেই গর্জে উঠছে নিশানা পেলে। অন্য দিকে শহরের কাছ থেকেও আসছে গোলাগুলির আওয়াজ। কয়েকটা

BanglaBook.org

বিল্ডিং-এ আগুন জ্বলছে। ধোঁয়া উড়ে বেড়াচ্ছে চারপাশে। বিচের কাছে গড়াগড়ি খাচ্ছে তাদের রেখে যাওয়া লংবোট।

'আসো। উথম্যান।' আহত হাতে ভয়ংকর মোচড় দিল তারিক। 'আর বেশি দূরে নেই। উথম্যান হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ভয়ের চোটে দাঁতে দাঁত ঘষতে শুরু করেছে।

'না তারিক! আমাকে এখানে গুলি করো। শেষ করো। আমি তোমাকে কিছু একটা বলতে চাই। আমি তোমার পুত্রকে প্রথমে আগুনে ছুড়ে দিয়েছি। এরপর তোমার স্ত্রীকে নিয়ে মজা করেছি। প্রতিটি বারে তোমার কথাই স্মরণ করেছি আমি। এরপর ছুড়ে দিয়েছি আগুনে। লম্বা চুল জ্বলছিল মশালের মতো। এখন নিশ্চয়ই তুমি আমাকে গুলি করবে। যদি না করো তাহলে এই স্মৃতি সারাজীবন কাঁদাবে তোমাকে।' হতাশা ফুটে উঠল উথম্যানের কণ্ঠে। হেক্টর আরেকটা হাতে মোচড় দিতেই পেট ঘসে চলতে লাগল সে। হাঁটু পানিতে নেমে হেক্টর মুখ চেপে ধরল পানিতে। পেছনে গোঁড়ালি দুটো উঁচু করে ধরল। তারিখ কাঁধ ধরে মুখ চেপে রাখল পানির নিচে। উথম্যান চাইল নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখতে। বন্য পশুর মতো আতঙ্কে হাত পা নাড়াতে চাইল। ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়াতে মুখ খুলে গেল। রূপালি বুদবুদ উঠতে লাগল। কাশছে, পানি গিলছে, বমি করছে। প্রায় যখন মনে হলো ও মারা যাচ্ছে, হেক্টর পা ধরে তুলে বালির মাঝে ফেলে দিল। তারিক পিঠে ধাক্কা দিল। সমুদ্রের পানি আর বমি গলা দিয়ে উগরে দিল উথম্যান। সারা শরীর মুচড়ে কাশতে শুরু করল। আবারও বমি করল। ধীরে ধীরে পানি আর বমি বের হয়ে পরিষ্কার হলো ওর ফুসফুস। কিন্তু এতটাই দুর্বল যে কথা বলা বা বসার শক্তি নেই। হেক্টর আর তারিক তার দুই পাশে উবু হয়ে দেখতে লাগল।

'আপনি শুনেছেন কেমন করে গর্ব করছিল যা করেছে আমার ছেলে আর ডালিয়াকে নিয়ে?' ফিসফিস করল তারিক।

'আমি শুনেছি।'

'এর সাথে যথাযথ কিছু করতে হবে।' শুধু ডুবিয়ে মারা বড় বেশি দয়া হয়ে যাবে।'

'একটা উপায় আছে।' মাথা নাড়ল হেক্টর। 'লংবোটে একটা নোঙরের দড়ি আছে। রিং বোল্টের সাথে একপাশ আইকে অন্য প্রান্ত এখানে নিয়ে একপাশ আটকে অন্য প্রান্ত এখানে নিয়ে এসো।' তারিক কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে চাইছিল কিন্তু কিছু না বলে দৌড় দিল লংবোটে। ভেজা বালির ওপর টেনে আনল দড়িটা। তারিক পিঠের ওপর বসাতে উঠে বসার চেষ্টা করল উথম্যান। কিন্তু লাথি কষাল তারিক। তাকিয়ে রইল হেক্টরের দিকে।

BanglaBook.org

'কবজি দুটা একসাথে বাঁধো।' নির্দেশ দিল হেক্টর। উথম্যান আবারও চিৎকার কর উঠল। ভাঙা হাতে চাপ দিল তারিক। হেক্টর কবজিতে গিট্টু মেরে দিল রশি দিয়ে। মাংস কেটে বসে গেল দড়ি।

'তুমি এখন কি, বুঝতে পারছো উথম্যান ওয়াদ্দা?' প্রশ্ন করল হেক্টর সাথে সাথে আবার নিজেই উত্তর দিল। 'জীবন্ত টোপ।'

'আমি বুঝতে পারছি না।' স্বীকার করল তারিক। হেক্টর বর্ণনা দিল।

'বন্দি নৌকাগুলো মাসের পর মাস পরে আছে উপসাগরে। ভেতরে থাকা মানুষগুলো সব আবর্জনা মলমূত্র পানিতে ছুড়ে ফেলছি। ফলে শিকারের লোভে এসেছে হাঙ্গর- বড় বড় হাঙ্গর, টাইগার হাঙ্গর বেশির ভাগ, কিন্তু অন্যান্যগুলোও আছে- তামাটে তিমি, তিমি, জাম্বোজি হাঙ্গর।' হাসল তারিক। আতঙ্কের অন্ধকার ঘনালো উথম্যানের চোখে।

'তোমার প্রচুর রক্ত ঝড়ছে উথম্যান।' আহত পায়ে লাথি দিল হেক্টর।' জানো হাঙ্গর রক্তে আকৃষ্ট হয়? চলো মাছ ধরা যাক! ধাক্কা দিয়ে বালি থেকে পানিতে ফেলল লংবোটকে। নোঙরের দড়ির শেষ মাথায় যুদ্ধ করছে উথম্যান। যতোবারই হাঁটু গেড়ে বসার চেষ্টা করছে, তারিক দড়ি ধরে ঝাঁকুনি দেওয়াতে পড়ে যাচ্ছে। লংবোট পানিতে ভাসতেই লাফিয়ে বোটে উঠে মোটর চালু করল হেক্টর। আস্তে আস্তে থ্রটল খুলে দিল। উথম্যান বালির ওপর শুয়ে পড়ল। বোট টেনে আনছে তাকে। চিৎকার করছে ব্যথা আর ভয়ে।

তারিক ও ঝাঁপিয়ে পড়ে লং বোটে উঠে গান ওয়েলে বসাল। দুজনেই পিছনে ফিরে উথম্যানের দিকে তাকিয়ে রইল। রশি পানির নিচে নিয়ে গেলেও আবারও তিমি মাছের মতো ভেসে উঠে শ্বাস ফেলছে সে। নাকে-মুখে দিয়ে ঢুকে কানের পর্দা ফেটে গেছে। আতঙ্কের শেষ পর্যায়ে পৌছে গেলেও চিৎকার করতে পারছে না সে। পানি ভেসে যাচ্ছে রক্তে আর লংবোট গভীর পানিতে আসতেই প্রথম হাঙ্গরের পাখনা দেখা গেল। বিশাল পিঠের স্ট্রাইপ দেখতে পেল হেক্টর।

'উথম্যান, টাইগার হাঙ্গর আসছে তোমার পেছনে।' চিৎকার করে উঠল সে। বড় নয় তেমন-তিন মিটারের চেয়ে একটু ছোট। কিন্তু তোমাকে খাবলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

বেশি তাড়াহুড়া করল না হাঙ্গরটা। সাবধানে অনুসরণ করল উথম্যানকে। সবুজ পানিতে আলোড়ন তুলে এগিয়ে এলো আরেকটা বড় হাঙ্গর। একে অন্যকে তাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে দুটোই কামড় বসাল উথম্যানের ওপর। বড় হাঙ্গরটা চোয়াল ফাঁক করল, কামড় দিল উথম্যানের গুঁড়ো হয়ে যাওয়া গোঁড়ালিতে। কি ঘটছে বুঝতে পেরে চিৎকার করে উঠল উথম্যান। হাঙ্গরদ্বয়

BanglaBook.org

উথম্যানকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পানির নিচে। মোটর বন্ধ করে ঢেউয়ের ওপর ভাসতে লাগল হেক্টরের বোট্। চায়না হাঙ্গরদের কাজ শেষ হওয়ার আগে মৃত্যু হোক উথম্যানের। বেশিক্ষণ লাগল না অবশ্য। যতোবার ওপরে ভেসে এলো উথম্যান আগের চেয়ে দুর্বল হয়ে গেল গলা। চারপাশের পানি রাঙা হয়ে গেছে তার রক্তে। নিজের মাংসপিণ্ড চারপাশে নিয়ে ভেসে আছে উথম্যান। এরপর আবারও তলিয়ে গেল। আর দেখা গেল না তাকে। তারিক দড়ি ধরে টান দিতেই শেষ মাথা উঠে এলো উথম্যানের ছিন্ন হাতসহ। পানিতে ফেলে দিল ও দুটোকে তারিক। হেক্টরের পাশে গিয়ে বসল। স্বগর্জনে বোট ছুটলো সোনালি হংসের দিকে। খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। ইঞ্জিন ছাপিয়ে কথা বলে উঠল হেক্টরের স্বর।

'আমি আগে কখনো জানতে চাইনি, তোমার ছেলের নাম কী রেখেছিলে?

'তাবারি, ওর নাম ছিল তাবারি।'

'আমাদের যা করার ছিল করেছি। কিন্তু এতে কিছুই হবে না। তাই না।' চিন্তামগ্ন হয়ে গেল হেক্টর। 'প্রতিশোধ কখনোই তৃপ্তিমতো হয় না।' মাথা নেড়ে অন্য দিকে তাকাল তারিক। এমনকি হেক্টরকেও দেখাতে চায় না যে হৃদয়ের কতটা গহীনে সারা জীবন বয়ে বেড়াবে ডালিয়া আর তাবারির স্মৃতি।

সোনালি হংসের সুউচ্চ কাঠামোর নিচে এস লংবোটের স্টার্নে দাঁড়াল হেক্টর। কবজিতে পেঁচানো রয়েছে নোঙরের দড়ি। ভাবতে চেষ্টা করল এতক্ষণে কী কী ঘটতে পারে হংসের ভেতরে। দেখতে পেল স্যাম হান্টারের নেতৃত্বে তিনটি এএভি বিচ থেকে উঠে শহরের দিকে যাচ্ছে। দ্রুত রেগে গেল হেক্টর। এই সময়ের মাঝে তাদের ওখানে পৌঁছে ফিরেও আসার কথা। ব্যাটল রেডিওর মাইক্রোফোনে চিৎকার করে উঠল সে। কণ্ঠে রাগ স্পষ্ট ধরা পড়ল।

'স্যাম, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? শিডিউল থেকে প্রায় ঘণ্টাখানেক পিছিয়ে আছো।'

'বিচ্ থেকে ভারি মেশিন গানের গুলিতে একটা আংটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঠিক করতে সময় লেগেছে। সরি হেক্টর।

'ওকে। যাও। পশ্চাদ্দেশে হাত বুলানো বন্ধ করো। কানেকশন কেটে দিল হেক্টর। পানি কেটে তীরে উঠে গেল মেশিন তিনটি। চারপাশে বৃষ্টির মতো ঝড়ের পড়ছে হালকা অস্ত্রের গুলি। যাই হোক টার্গেটের হ্যাচ লক্ করা। গ্রামে ট্রেসার ছুড়ছে ৫০ ক্যালিবার ভারি মেশিনগান। এতে আরো অংশ নিল ডেভের বুশমাষ্টারের শেল। কিছু করোগেটেড টিনের তৈরি ঘরে ভেঙে গেল।

BanglaBook.org

জলদস্যুরা পড়িমড়ি করে ছুটল পিছনে পাহাড়ের দিকে। মাথার ওপর শার্পলে পড়ায় অনেকেই মারা গেল। তিনটা এএভি স্টিলের ট্র্যাক দিয়ে বালির ওপর দিয়ে গ্রামে ঢুকল বড় আর্মারিড মেশিনের তুলনায় রাস্তা সংকীর্ণ। তাই সবকিছু মাড়িয়ে এগিয়ে চলল এগুলো।

হেক্টর আর তারিক হংসের পাশে পৌঁছে দেখল আংটা এখনো ঝুলছে। নৌকা থেকে লাফ দিয়ে আংটা ধরল দুজনেই। ফ্যালকন রেডিওতে অপারেটরকে ডাকতেই কার্গো ডেকে তুলে নিল দুজনকে। প্যাডি অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য রেগে গেছে মনে হলো।

'কি হচ্ছে বলো আমাকে।' আদেশ দিল হেক্টর।

' কামালের সাথে আসা প্রতিটি দস্যুকে আটকে ফেলেছি আমরা। আটজন মৃত, ব্রিজে তুমি যে চারজনকে খতম করেছ ওরাসহ।'একটু থেমে গভীরভাবে দম নিল সে। 'আদম আর কামাল এখনো পাম্প সার্ভিস টানেলে। সাথে নাস্তিয়া। হ্যাজেল ইনফ্রারেড সেনসর দিয়ে ওদেরকে অনুসরণ করছে।' হেক্টর ব্যাটল রেডিওতে কথা বলে উঠল।

'হ্যাজেল ওরা এখন কোথায়?'

'হেক্টর ওরা দুই নাম্বার সেকশেনে। ফ্লো পাইপ ইন্টারসেকশনের পেছনে। গত বারো মিনিট ধরে কোন নড়াচড়া করছে না। অবাক হলো হেক্টর। জাহাজের সবচেয়ে দুঃসাধ্য জায়গা সার্ভিস টানেলে। ঠাসাঠাসি অবস্থা আর দম বন্ধ ভাব। পাম্পের শব্দে কানে তালা লেগে যায় আর বাতাসের ব্যবস্থাও তেমন নেই। অ্যাটাকারের চেয়ে ডিফেন্ডারের সুযোগ বেশি সোখানে। সবাই হেক্টরের দিকে তাকিয়ে আছে পরবর্তী নির্দেশের জন্য। এমনকি প্যাডিও কোনো পরামর্শ দিতে পারছে না যে তারা কিভাবে এগোবো। হেক্টর পুরো জায়গার ছবিটা ভাবতে চেষ্টা করল।

'ঠিক আছে!' অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। 'সিস্টেমে ঢোকার দুটি পথ আছে কেবল। প্যাডি দুদিকেই পাহারা বসিয়েছে, তাই না? মাথা নাড়ল প্যাডি। ঠিক আছে তো তাহলে আমরা একসাথে দুই দিক দিয়ে দুই দল নামবো। আদম আর কামালকে একসাথে ধরতে হবে। এক মাইলের কাছাকাছি টানেল আছে নিচে। তাদেরকে বের করা সহজ হবে না। যদি না... এক মুহূর্ত ভাবল হেক্টর।

'যদি না আবারও বলল একই কথা।'

'যদি না কী? উদ্বিগ্নস্বরে জানতে চাইল প্যাডি। কিন্তু সরাসরি উত্তর দিল না হেক্টর।

'আমার সাথে চলো, জলদি। কোন সময় নষ্ট করা যাবে না। আদেশ দিল হেক্টর। একেক বারে দুটো করে সিঁড়ি পার হয়ে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ব্রিজে

BanglaBook.org

উঠে গেল। প্যাডি উঠে এলো পেছনে। ব্রিজে অপেক্ষা করছে সাইরিল স্টমফোর্ড।

'মর্নিং, ক্যাপ্টেন।' অভিবাদন জানাল হেক্টর। জাহাজের নিয়ন্ত্রণ আবার ফিরে পেয়েছো পুরোপুরি?

'হ্যাঁ।' একান-ওকান হলো সাইরিলের হাসি। মুখে এখনো বেগুনি আর সবুজ দাগ যেখানে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করেছিল কামাল। 'ইঞ্জিন চালু আছে। একটা শিকলে নোঙর। তোমার অনুমতি পেলেই বসে যাবো।'

'কয়েকটা কাজ বাকি আছে, সাইরিল। প্যাডি আর আমাকে সার্ভিস টানেলের ফায়ার ফাইটিং সম্পর্কে জানাও।'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল যে আমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে তুমি যখন জেনেছ যে কামাল তার বসকে নিয়ে এখানে লুকিয়েছে।' উত্তর দিল সাইরিল। 'চার্ট রুমে চলো।' ব্রিজের পেছন দিকে এই চার্টরুম। হেক্টর জানে যে সোনালি হংসের কাঠামোর প্লান চার্ট টেবিলের নিচের ড্রয়ারে পড়ে আছে। হেক্টর আর প্যাডি ঝাঁপিয়ে পড়ে দেখতে লাগল। পাম্প সার্ভিস টানেলের আটটা কম্পার্টমেন্ট সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিল সাইরিল।

'প্রতিটা কম্পার্টমেন্ট ওয়াটার টাইট আর এয়ার টাইট দরজা দিয়ে আটকে দেওয়া যায়, তাই না?' হেক্টর উত্তর জানে কিন্তু প্যাডির সুবিধাতে আবারও জানতে চাইল। 'এ ছাড়াও তুমি ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কেটে চানেলের আলো বাতাস বন্ধ করে দিতে পারো।'

'হ্যাঁ।' নিশ্চয়তা দিল সাইরিল। 'ব্রিজ থেকে অপারেট করা যায় দরজাগুলো?' উত্তরে খোলা দরজার দিকে ইশারা করল সাইরিল। 'স্টারবোর্ড বাল্কহেডে কন্ট্রোল। নেভিগেশন কনসোলের ওপরে।'

'এখানে থেকে কি কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের ফ্লো নিয়ন্ত্রণ করা যায়?'

'হ্যাঁ!' সাইরিল আবারও মাথা নাড়ল। আমি একেবারে একটি কম্পার্টমেণ্ট বা সবগুলো একসাথে চালনা করতে পারি।

'কার্ব ডাই-অক্সাইড গ্যাস? জানতে চাইল প্যাডি। কি বলছো এসব?'

'ফায়ার কন্ট্রোল। ধোঁয়া উড়িয়ে নেবে।' উত্তর দিল হেক্টর। কিন্তু মানুষের জন্য বিষ। সাইরিলের দিকে তাকাল হেক্টর। ফায়ারফাইটিং যন্ত্রপাতি কোথায়?'

এক নম্বর লেভেলে। ফায়ারপ্রুফ স্যুট–

'আমাদের ওগুলো দরকার নেই।' হেক্টর বাধা দিল। অক্সিজেনে সেট?'

'ইয়াপ! ড্রায়েগার ক্লোজড-সার্কিট রি-ব্রিদারস। টক্সিক পরিবেশে চার ঘণ্টা লাইফ সাপোর্ট।

'নাইট ভিশন গগলস্?' জানতে চাইল হেক্টর।

BanglaBook.org

'এগুলোর ড্রায়েগারের তৈরি। ধোঁয়া বা ঘুটঘুটে অন্ধকারের মাঝেও দেখতে পাবে তুমি।'

'জাহাজে কয়টা আছে?'

'দুইটা মাত্র।'

'শিট! জানাল হেক্টর তো প্যাডি তাহলে শুধু তুমি আর আমি।'

'আমি জানিনা তোমার মাথায় কি আছে হেক্। কিন্তু যাইহোক, আমি এটা করবই, করব।'

'আমরা সবাই জানি যে তোমার মাঝে রাশান উত্তেজনা কাজ করছে। কিন্তু আমরা একত্রে যাবো প্যাডি।' আর কোনো তর্ক শুনতে চাইল না হেক্টর। ঠিক আছে সাইরিল।

এভাবেই কাজ হবে। আমি সামনের হ্যাচ দিয়ে টানেলে ঢুকবো। প্যাডি পেছনের হ্যাচ দিয়ে। নিচের ডেকে পৌঁছে অপেক্ষা করবে ও। আমি টানেলের মাঝে কিছু কাজ করব। তারপর তুমি সব টানেল কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস দিয়ে ভরে দেবে। তারপর পানি নিরোধক দরজা আটকে দেবে। সিচুয়েশন রুম থেকে মনিটর করবে হ্যাজেল। ও সব সময় আমাদেরকে শয়তানগুলোর অবস্থান জানাতে থাকবে।

'আমি অনেক আনন্দিত যে তোমরা নাস্তিয়ার কথা ভেবেছো। তোমরা সব মহৎপ্রাণ। 'বিদ্রুপাত্মক স্বরে বলে উঠল প্যাডি।' ও নিচে গ্যাসে ডুবে যাবে। ওর কোনো নিরাপত্তা নেই। ও কতক্ষণ বেঁচে থাকবে?'

'হ্যাজেলের কথা মতো আমরা ওর কাছাকাছি থাকব, তাড়াতাড়ি বের করে আনবো। ওকে। আমাদের সাথে বাড়তি অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে যাব।

'এটা আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো না। গ্যাস আঘাত করার পর আর কত সময় পাবে ও?'

'চেতনা হারানোর আগে চার-পাঁচ মিনিট।' আস্তে করে উত্তর দিল হেক্টর।

'আর...' জোর দিল প্যাডি।

'আর মৃত্যুর আগে আট বারো মিনিট।'

'তোমার গ্যাস রাখো হেক্টর ক্রস। আমার এসবের দরকার নেই।' আমাকে একা ভেতরে যেতে দাও। কামালের মোকাবিলা করব আমি। বিনা গ্যাসে বের করে আনব নাস্তিয়াকে।

সরি, প্যাডি। আমরা আমার কথা মতোই কাজ করব। শেষ আদেশ জানিয়ে দিল হেক্টর। কথা বলে এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। চলো যাওয়া যাক!

BanglaBook.org

ট্যাংকারের নোঙর চেইন এর কাছে এলো হেক্টর। তারিক তার পিছনে দাঁড়িয়ে অস্ত্র চেক্ করে দিল। বেরেটা পিস্তল, বাড়তি ম্যাগাজিন, ছুরি সবকিছু এমনভাবে রাখল তারিক যে চাইলেই পাবে হেক্টর।

কোমরে ছোট দুই-লিটার ইমারজেন্সি অক্সিজেন বটল আর বিল্ট ইন ফেইস মাস্ক নিয়ে নিয়েছে হেক্টর। বিশ মিনিট চমৎকার শ্বাস নিতে পারবে এর সাহায্যে যে কেউ। প্যাডির কাছে আছে আরেকটা সিলিন্ডার। তাদের যে কাউকে নাস্তিয়ার কাছে পৌঁছাতে হবে কার্বন ডাই-অক্সাইড ওকে নিকেশ করে দেওয়ার আগে।

প্রধান ড্রায়েগার রি-ব্রিদার বেশ বড় আর নাজুক। হেক্টর বা প্যাডি কেউই আগে ব্যবহার করেনি এটি। যাইহোক সাইরিলের একজন নাবিক এ যন্ত্র সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে আর হেক্টরদেরকে জানিয়ে দিল তার জ্ঞান। হেলমেট দেখে মনে হচ্ছে তারা নভোচারী। ইনফ্রারেড নাইট গগলস্ পরাতে আরো অদ্ভুত লাগল সব। হেলমেটের ভেতরে এক্সটেনশন মাইকে ফ্যালকন রেডিও লাগিয়ে দিল সাইরিল নাবিক।

'সবকিছু ঠিক আছে। স্যার হেক্টরকে জানাল নাবিক। ফেইস মাস্ক আটকানোর আগে অক্সিজেন ট্যাপ খুলতে ভুলবেন না। শুনে অবাক হবেন যে কত নভিস্ এটা ভুলে যায়।' মাথা নেড়ে হ্যাজেল কে ফোন করল হেক্টর।

'হ্যাজেল আমি এখন ফরোয়ার্ড হ্যাচের মাধ্যমে নিচে নামব।'

'হেক্টর আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি তোমাকে। সামনে সব নিরাপদ। টার্গেট এখনো দুই নাম্বার কম্পার্টমেন্টে থেমে আছে।'

'ধন্যবাদ, হ্যাজেল। সাইরিল তুমি আমাকে শুনতে পাচ্ছো।'

'লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার, হেক্টর।' 'ব্রিজ থেকে উত্তর দিল সাইরিল। প্যাডি তুমি?'

'তোমার কণ্ঠ আমার কাছে মধুবর্ষণ করছে হেক্।' অ্যাকশনের সম্ভাবনা আর নাস্তিয়াকে উদ্ধারের আশায় হালকা হয়ে উঠেছে প্যাডির ম্যুড।

'তোমার জায়গাতে থাকো, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি নড়তে বলছি।' স্টিলের মইতে চড়ে তারিক আর নাবিকের দিকে তাকিয়ে থাম্বস-আপ সাইন দেখাল হেক্টর। এরপর দ্রুত নেমে যেতে লাগল নিচে। চারপাশের স্টিলের গায়ে সবুজ রঙে সতর্কবার্তা আঁকা। হ্যাজেলের নিশ্চয়তা সত্ত্বেও হোলস্টার থেকে পিস্তল নিয়ে ডাবল হ্যান্ডেড গ্রিপ করে রাখল হেক্টর।

'ওকে সাইরিল। লাইট নিভিয়ে দাও।' যদিও সে নিজেই নির্দেশ দিয়েছে তারপরেও হঠাৎ নেমে আসা গাঢ় অন্ধকারে থমকে গিয়ে শ্বাস ফেলল হেক্টর। ইনফ্রারেড গগলস্ অন্ করতেই ধূসর-লাল আলো জ্বলে উঠল চারপাশে।

BanglaBook.org

'হ্যাজেল?' প্রশ্ন করল হেক্টর। 'কোনো পরিবর্তন নেই', হেক্টর। 'টার্গেট এখনো, দুই নাম্বার স্তরে আছে।' হেক্টর সরু টানেল ধরে নেমে যেতে লাগল। খুব দ্রুত হাঁটার প্রথম পানি নিরোধক দরজার কাছে পৌঁছাতে তার লাগল মাত্র চার মিনিট। সাইরিলকে ফোন করল।

'সাইরিল আমি ৮নং হ্যাচের কাছে। আমার পেছনে আটকে দাও দরজা।' হাইড্রোলিক হিস শব্দ করে আটকে গেল দরজা।

'তোমার পেছনের কম্পার্টমেন্টে গ্যাস ও ভরে দেব হেক্টর?' জানতে চাইল সাইরিল। না। 'বাধা দিল হেক্টর কম্পার্টমেন্টে কেউ নেই। কোনো লাভ হবে না গ্যাস দিয়ে।' আরো একটা বিশাল পাম্প পার হয়ে গেল সে। শব্দ হচ্ছে ক্রমাগত।

হেক্টর আরো আটটা বিশাল পাম্প আর চারটা হ্যাচ পার হলো। প্রতিবার হ্যাজেলের কাছে প্রশ্ন করে জানতে পারল টার্গেট ২নং কম্পার্টমেন্টে। ৪নং হ্যাচ পার হওয়ার পরে সাইরিল দরজা বন্ধ করল। কিন্তু ৩নং কম্পার্টমেন্টে পৌঁছানোর পর হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তন হলো। রেডিওতে হ্যাজেলের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ভেসে এলো।

'হেক্টর মাথা উঠাও! টার্গেট ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। দুজন বসে আছে। তৃতীয়জন উঠে তোমার দিকে এগিয়ে আসছে।' হেক্টর অবাক হয়ে গেল। কে আসছে? কামাল হতে পারে না। কখনোই তার বন্দি ছেড়ে একা যাবে না। একই কারণে নাস্তিয়াও নয়। কামাল তাকে ছাড়বে না। হাতে থাকল আর আদম। কতটা বন্য অস্থিরতার সে কামালকে ছেড়ে আসবে? সম্ভবত গাঢ় অন্ধকারে ওর নার্ভাস ব্রেকডাউন হচ্ছে। এই কারণেই হেক্টর সাইরিলকে আলো নিভিয়ে দিতে বলেছে।

'গুড!' জানাল হেক্টর।

'সাইরিল আমার পেছনের হ্যাচ আবার খুলে দাও! খোলার সাথে সাথে আগের কম্পার্টমেন্টে ফিরে এলো সে। ওকে সাইরিল। আমি ৪নং এ ফিরে এসেছি। হ্যাচ আটকে দাও।'

প্রায় ছয় মিনিট নিঃশব্দে অপেক্ষা করার পর হ্যাজেলের গলা পাওয়া গেল।

'হেক্টর' তৃতীয় জন তোমার জায়গায় পৌঁছে গেছে। তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো তার ওপাশে। হ্যাচ পরীক্ষা করছে, দরজা খোলার চেষ্টা করছে।'

'ওকে হ্যাজেল। আমি নিশ্চিত এটা আদম টিপ্পো টিপ। আমরা তাকে যেখানে চেয়েছি। সেখানে পেয়েছি। সাইরিল আদমের পেছনে হ্যাচ বন্ধ করে দাও আর আমাকে জানাও।' এক মিনিট পরে শোনা গেল সাইরিলের গলা।

BanglaBook.org

'হ্যাচ বন্ধ হেক্টর। আদম ৩নং কম্পার্টমেন্টে আটকে গেছে।'

'ওকে সাইরিল। কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়ো। লম্বা বিরতির পর ফিরে এলো সাইরিল।'

'পুরো কম্পার্টমেন্টে গ্যাস ভরতে একটু সময় লেগেছে।'

কেউই খানিকক্ষণ কথা বলল না। হ্যাজেল ফিরে এলো এরপর।

'কাজ হচ্ছে! আদম পেছনে চলে যেতে চাইছে। ভয় পেয়েছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড কাবু করে ফেলছে ওকে।'

'সাইরিল, হ্যাচ খুলে আমাকে ঢুকতে দাও।' হেক্টর অক্সিজেন ট্যাপ খুলে ফেইস মাস্ক পরে নিল। কার্বন ডাই-অক্সাই ভর্তি কম্পার্টমেন্টে ঢুকে আদমকে খুঁজতে লাগল।

গ্যাস তাকে হত্যা করার আগে আদমকে চায় সে। দেখতে পেল একটা গ্যাস পাম্পের কাছে নামাজে বসেছে। মুখ দেখার আগে সাদা আলখাল্লা চিনতে পারল সে। হেক্টর ওকে ঘুরাতে দেখল যে ইতিমধ্যে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে; কিন্তু ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলছে। বাম কবজিতে কালো চামড়ার ব্রিফকেস।

হেক্টর চেষ্টা করল খুলতে কিন্তু স্টেইনলেস স্টিলের চেইন। তালাও মজবুত। কাটিং টর্চ এনে খুলতে হবে। সময় নষ্ট করার উপায় নেই।

তাই হেক্টর আদমকে টেনে সবুজ গ্যাস পাইপ যেটা পুরো টানেল জুড়ে আছে, তার কাছে নিয়ে গেল।

পাইপের সাথে পা। ব্রিফকেস, কবজি গোঁড়ালি সব একত্রিত করে কেবল দিয়ে বেঁধে ফেলল। শিকে গাঁথা শুয়োরের মাংসের মতো আটকে গেল আদম।

'এটা তোমাকে আটকে রাখবে।' আস্তে করে জানিয়ে দুই লিটার অক্সিজেন সিলিন্ডার খুলে আদমের নাকে আর মুখে লাগিয়ে ট্যাপ খুলে দিল। হিসহিস করে অক্সিজেন যেতে লাগল আদমের মুখে। মাথার পেছনে স্ট্র্যাপ আটকে ফেইস মাস্ক বসিয়ে দিল ঠিকঠাক ভাবে। এরপর ডাকল সাইরিলকে।

'নিশ্চিত হওয়া গেল যে এগিয়ে আসা লোকটা আদম। আমি ওকে কবজা করেছি। এখনো অচেতন। কিন্তু আমি অক্সিজেন মাস্ক লাগিয়ে দিয়েছি। কয়েক মিনিটের মাঝেই চেতনা ফিরে পাবে। এই কম্পার্টমেন্টের আলো জ্বেলে ভেন্টিলেটর দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করে দাও। অক্সিজেনে পেতেই আদম চোখ খুলে গোঙ্গাতে চাইল হাত-পা ছুড়ে ছাড়া পেতে চাইছে। এরপরই দানবীয় ড্রায়েগার হেলমেট পরিহিত হেক্টরকে দেখে ভয়ে চিৎকার করতে লাগল।

চেষ্টা করল অক্সিজেন মাস্ক খুলে ফেলতে। হাত বাঁধা দেখতে পেয়ে ফোঁপাতে লাগল। আমি কোথায় কি হয়েছে আমার?'

BanglaBook.org

উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না হেক্টর। রিস্টওয়াচে আরো দশ মিনিট দেখে নিজের ফেইস মাস্ক খুলে বাতাস, পরীক্ষা করল। ভেন্টিলেটর দিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে যাচ্ছে বিষাক্ত গ্যাস।

আদমের মুখ থেকে অক্সিজেন মাস্ক খুলে সিলিন্ডার আবার নিজের বেল্টে আটকে রাখল। 'কে তুমি? আমার সাথে কী করতে যাচ্ছো?' তীক্ষ্ণ হলো আদমের কণ্ঠস্বর। 'এ ব্যাপারে আমরা পরে আলোচনা করব।' আদমের গোঁড়ালি আর কবজির বাঁধন চেক্ করে প্রমিজ করল হেক্টর।

'আমি জানি তুমি কে! খুনি হেক্টর ক্রস!' গোঙ্গানির পর্যায়ে চলে গেল আদমের কণ্ঠ। আমার পিতা আর পিতামহকে খুন করে এখন আমাকেও খুন করবে।'

'হ্যাঁ। এটা ঘটার সম্ভাবনাই বেশি।' উঠে দাঁড়িয়ে রেডিওতে সাইরিলকে ডাকল হেক্টর।

আদম নিরাপদ, জ্ঞান ফিরে এসেছে। ২নং কম্পার্টমেন্টের হ্যাচ খুলে দাও। কামাল আর নাস্তিয়ার খোঁজে যাবো এখন আমি। ভেতরে ঢোকার পর হ্যাচ আটকে দেবে।'

সামনের হ্যাচ খুলে গেল। হেক্টর ঢুকে গেল। এরপর থেকে হ্যাজেলকে ডাকল।

'হ্যাজেল কামাল কোথায়?'

'হেক্টর ও জায়গা ছেড়ে নড়েনি। তোমার ঠিক সামনেই। আমার মনে হয় কোনো নিরাপদ গর্ত মত জায়গায় লুকিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'তাহলে ঠিক আছে। ওর আশাভঙ্গ হবে না। ওকে সাইরিল দুটো হ্যাচ বন্ধ করে আমার আদেশ পেলেই কার্বন ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেবে। জানাল হেক্টর।

'রজার হেক্টর। কামালকে আটকে ফেলেছি বাক্সে। বের হওয়ার উপায় নেই।'

'প্যাডি শুনতে পাচ্ছো?'

'হ্যাঁ হেক্টর।'

'এগিয়ে এসে তোমার দিকে ২নং হ্যাচের কাছে অপেক্ষা করো। আমি আমার দিকে। সাইরিল গ্যাস ছাড়ছে। এরপর কামাল অচেতন হলেই দুজন আমরা একসাথে নাস্তিয়ার কাছে যাব।'

'তাড়াতাড়ি করতে হবে, ক্রস। আমার নারীর সাথে খেলছো তুমি।'

'ও একদম ঠিক থাকবে প্যাডি। ও অনেক শক্ত আর মারা যাবার পক্ষে একটু বেশিই তরুণ।'

'গাল-গল্প বন্ধ করো ক্রস চলো কাজে যাই।'

'হ্যাজেল, লাস্ট চেক্। টার্গেট কোথায়?'

BanglaBook.org

'হেক্টর। ওরা নড়েনি। এখনো কম্পার্টমেন্টের মাঝখানে। আমার ভালো ঠেকছে না। মনে হয় কামাল শেষ কোনো ফন্দি আটছে। তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। সাবধানে, মাই লাভ।'

'সাবধানতা আমার মিডল নেইম। আশ্বস্থ করল হেক্টর। কিন্তু, খানিকটা কার্বন-ডাই অক্সাইড দিলে কামাল সোজা হয়ে যাবে। গ্যাস ছাড়ো সাইরিল। 'রজার হেক্টর। আমি কার্বন ডাই-অক্সাইড সিলিন্ডার খুলছি।'

'প্যাডি আমরা ঠিক চার মিনিটের সময় ভেতরে যাবো। এই সময়ের মাঝে কামাল কাবু হয়ে যাবে।'

নিশ্চয়ই সাথে নাস্তিয়াও। তিক্ত স্বরে জানাল প্যাডি। হেক্টর যেন শুনতেই পেল না। রোলেক্স ঘড়ির লুমিনাস কাটার দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন গলা শোনা গেল।

'আমরা যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছি। কামাল আর নাস্তিয়াকে পর্দায় দেখা যাচ্ছে না।'

এটা অসম্ভব। টানেলের আই আর ফাংশন কাজ করছে না? হয়তো কামাল এটা খুঁজে পেয়ে বিচ্ছিন্ন করেছে। যখন সব ঠিকঠাক চলছে, তখনই সমস্যা আসে। ভাবল হেক্টর।

'হ্যাঁ, কিন্তু কামাল উধাও। কোনো পাত্তা নেই। তাড়াতাড়ি উত্তর দিল হ্যাজেল। হেকটরের মনে হলো পাগল হয়ে যাবে।

শিয়ালের মতো চিন্তা করো। নিজেকে বুঝালো হেক্টর। কামালের মতো চিন্তা করতে চেষ্টা করো। বাঞ্চোতটা কী করছে? ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হঠাৎ করেই উত্তর দিল হেক্টরকে। ব্যাটল রেডিওতে কথা বলল সে। প্যাডি, কামাল হয়তো গ্যাসের গন্ধ পেয়েছে। এতে ভুল করার কিছু নেই। সে জানে এটা কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর বাতাসের চেয়ে ভারি। জানে বাঁচতে হলে পালাতে হবে। কিন্তু কিভাবে? কয়েক সেকেন্ড থেমে উত্তর দিল।' দুই, নাম্বার বহির্গমন শ্যাফট্! বাঞ্চোতটা নির্ঘাত এর ওপরে উঠে গেছে, সাথে নাস্তিয়া। শ্যাফটে কোনো আই আর সেন্সর নেই। বাতাস এখানে আটকে গেছে। এ বাতাসে শ্বাস নিতে পারবে সে। নাস্তিয়া কাজ করছে শিল্ড হিসেবে।'

'আমাদেরকে এখনি ঢুকতে হবে ভেতরে হেক্টর। চিৎকার করে উঠল প্যাডি। আমাকে যেতে দাও! খ্রিষ্টের দোহাই যেতে দাও ওর কাছে।'

'তুমি ঠিক বলেছো প্যাডি। আমাদেরকে ভেতরে যেতে হবে!' তরতাজা স্বরে বলে উঠল হেক্টর। সাইরিল সব হ্যাচ খুলে দাও! গ্যাস বন্ধ করে কম্পার্টমেন্টের ভেন্টিলেটর খুলে দাও।' গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে হ্যাজেলকে ডাকল।

BanglaBook.org

'হ্যাজেল ডাক্তার পাঠাও নিচে। কেউ একজন আহত হবে।'

'ডাক্তারের সাথে আমিও আসছি। জানাল হ্যাজেল। হেক্টর ভাবল বাধা দেবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে জানে কোনো কাজ হবে। হ্যাচ খুলে গেছে, ওকে যেতে হবে। সাবধানতার কোনো সময় নেই। সঠিকভাবে জানে কামাল কোথায় আছে। কম্পার্টমেন্টের মাঝখান থেকে উঠে গেছে। বর্হিগমন শ্যাফট্। দুই মিনিটে পৌঁছে গেল সে। আবারও ডাকল প্যাডিকে।

প্যাডি, গ্যাস পাম্পের পেছনে কাভার নাও। তারপর আমাকে জানাও। একসাথে কাজ করতে হবে। আমার সাথে লোন রেঞ্জার খেলো না।'

প্যাডি কোন উত্তর দিল না। হেক্টর দেখতে পেল ওর ঠিক সামনেই গ্যাস পাম্পের এক অংশ নড়ে উঠল। হেক্টর পাম্পের নিচে হাঁটু গেড়ে হাতে পিস্তল নিল।

'ওকে প্যাডি' ঠিক আছো?

'নরম স্বরে জানতে চাইল হেক্টর।

'একদম!'

'সাইরিল, শুনতে পাচ্ছো?'

'ইয়েস, হেক্টর।'

'আমি পাঁচ গুণলেই সব বাতি জ্বেলে দেবে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, লাইটস!'

অন্ধকার চিরে দিল বৈদ্যুতিক আলো। বহিগমন শ্যাফটের ওপর ১৮০ ওয়াট বাল্ব। কামাল আর নাস্তিয়ার পেছন দিক দেখা যাচ্ছে। সংকীর্ণ স্টিল ল্যান্ডিংয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আছে কামাল। নাস্তিয়া ওর নিচে সামনে দুই হাত বাঁধা। গলায়ও একটা দড়ি। কামালের এক হাতে দড়ির এক মাথা। অপর হাতে অটোমেটিক রাইফেল। নিচের দিকে তাক্ করা। হেক্টর আর প্যাডিকে দেখা মাত্র এক হাতে গুলি করতে লাগল।

বন্ধ জায়গায় মনে হলো কানে তালা লেগে যাবে। ভারি গ্যাস পাইপ আর স্টিলে কাঠামোর লেগে পেছনে গেল বুলেট। রাইফেল থামতেই উঁকি ঝুঁকি দিল হেক্টর। কামালকে গুলি করার কোন উপায় নেই। নাস্তিয়ার শরীর প্রায় পুরো ঢেকে রেখেছে কামালকে। কিন্তু তারপরেও কিভাবে যেন কামালের হাতে থাকা দড়ির এক অংশ নাস্তিয়া নিজের কবজির সাথে পেঁচিয়ে ব্যালান্স করছে নিজেকে সিঁড়ির ওপর। এক নজরেই বুঝে ফেললেন নাস্তিয়ার প্ল্যান। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অদ্ভুতভাবে চিৎকার করে উঠল নাস্তিয়া।

'আমাকে ধরো বাবু।' এরপর পেছনে হেলে টান দিল রশি ধরে কামালের হাত থেকে ছিটকে এলো দড়ি, পড়ে গেল কামাল। পাগলের মতো এটা-ওটা ধরে নিজের ব্যালান্স রক্ষার চেষ্টা করছে।

BanglaBook.org

'এই বাবুটা আবার কে?' ভাবতে চেষ্টা করল হেক্টর। ভাবতে ভাবতেই দেখতে পেল প্যাডি গ্যাস পাম্পের পিছন থেকে এসে শ্যাফেটের নিচে দাঁড়িয়ে আছে দুই হাত তুলে। শরীরকে বলের মতো গোল করে ত্রিশ ফিট নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল নাস্তিয়া। হাড়গোড় ভেঙে যাবে নির্ঘাত। কিন্তু না বাতাসে ছো মেরে ওকে ধরে ফেলল প্যাডি। স্টিলের ডেকে পড়ে গেল দুজন।

নিজের শরীরে পুরো ভার নিল প্যাডি। হাড় ভাঙার শব্দ শুনতে পেল যেন হেক্টর। কিন্তু নাস্তিয়াকে ছাড়েনি প্যাডি। বুকের কাছে ঠিকই আগলে ধরে আছে।

হেক্টর ওদের দিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করল না। পুরো মনোযোগ কামালের দিকে।

হেক্টরের বেরেটার প্রথম গুলি ঠিক কামালের পায়ের নিচে স্টিলের সিঁড়িতে লাগল। বাড়ি খেয়ে দুই পায়ের ফাঁকে উঠে কামালের পেটে ঢুকে গেল। পুরো শরীর নড়ে উঠল তার বজ্রমুষ্টিতে সিঁড়ি চেপে ধরলেও রাইফেল পড়ে গেল হাত থেকে এরপর দ্রুত পরপর তিনটা গুলি করল হেক্টর। প্রতিটি বিদ্ধ করে গেল মাংস হাড় আর পেশি। আস্তে করে আঙুর ছেড়ে হেক্টরের পাশ দিয়ে আলখাল্লা উড়িয়ে ডেকের ওপর পড়ল কামাল।

নিচু হয়ে মাথায় আরো দুটি গুলি করল হেক্টর। অবশেষে তাকাল নাস্তিয়া তার প্যাডির দিকে।

টানেলে এখনো একটু একটু কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস রয়ে গেছে। নাস্তিয়ার ক্ষতি হতে পারে। পাশে হাঁটু গেড়ে বসে নাস্তিয়ার মুখে-নাকে অক্সিজেন ম্যাস্ক লাগিয়ে ট্যাপ খুলে দিল হেক্টর।

প্যাডিকে দেখো আগে! জানাল নাস্তিয়া প্যাডি উঠে বসার চেষ্টা করলেও পারছে না। একটা কাঁধ অদ্ভুতভাবে ঝুলে আছে।

কলার বোন গেছে আর হয়তো দুচারটা পাঁজরের হাড় ভাবল হেক্টর। কিন্তু ব্রেইন ড্যামেজ হয়নি তো? এরপর উচ্চস্বরে বলল, 'চলো বাবু। মেয়েটা বলছে তোমাকে দেখতে।'

'এই কয়দিনে তুমি অনেক দূর এগিয়ে গেছো ক্রস।'

প্যাডি শাসন করতে চাইলেও ঠিক পারল না। ব্যথ্যা আর আবেগে দুমড়ে-মুছড়ে আছে চেহারা। নাস্তিয়া তাকাল তার দিকে।

'মোটেই ব্রেইন ড্যামেজ হয়নি। পিস্তলের মতোই হট সে! হাসিমুখে বলল হেক্টর। মাইক নিল হাতে, এখন সকলে শোন! কামাল শেষ উথম্যান ওয়াদ্দাও। আদম বন্দি। প্যাডির কয়েকটা হাড় ভেঙেছে। কিন্তু ও শক্ত, ডাক্তার ঠিক করে দেবে। প্রধান বিষয় আমি আর নাস্তিয়া পুরো ঠিক আছি। তো কোন চিন্তা নেই!'

BanglaBook.org

হেক্টর আর হ্যাজেল এক সাথে সোনালি হংসের ব্রিজের উইং এ দাঁড়িয়ে আছে। হাত দিয়ে ধরে রেখেছে হ্যাজেলকে। বুকে হেলান দিয়েছে সে।

নিঃশব্দে দেখছে বন্দি সামুদ্রিক নাবিকদের বহনকারী শেষ নৌকাটা বিচ্ ছেড়ে আসল। স্যাম হান্টারের দল মাত্র মুক্তি দিয়েছে তাদের। উপসাগরে নিজ নিজ জাহাজে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বন্দিত্ব থেকে উদ্ধার পাওয়া নাবিকদের।

স্যামের লোকেরা পুরো শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে যেন কোনো বিধবা বা অনাথ না পড়ে থাকে। এ ব্যাপারে হ্যাজেল আদেশ দিয়েছে। ইতিমধ্যে উপসাগরের বেশির ভাগ ছিনতাই করা জাহাজ সেসব নাবিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আটটির অবস্থা বেশ খারাপ। এত বছর ধরে নোঙর করে থাকায় জং ধরে গেছে ইঞ্জিন আর কাঠামোতে। ফলে সমুদ্রযাত্রার মতো অবস্থায় নেই আর। হেক্টর আদেশ দিয়েছে এগুলোকে ডুবিয়ে দিতে। জলদস্যুদের এ সামান্যটুকুও দিতে চায় না সে। সি-কক্ খুলে দেওয়ার ফলে বেশির ভাগ ডুবে গেছে। কয়েকটা লম্বা হয়ে ডুবে যাওয়ায় অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে। স্যাম হান্টারের এ এভি'র দল ফিরে আসতে শুরু করেছে হংসে। নিরবতা ভাঙলো হ্যাজেল।

'তো ডার্লিং কাজ শেষ হয়েছে।' ফিস ফিসের মতো শোনালো তার গলা।

'প্রায়ই কিন্তু একেবারে শেষ হয়নি। আরেকটা কাজ দেখতে হবে। হেক্টর উত্তর দিল। তাকাল হ্যাজেল।

'আমি জানি, কোথায় সে? জাহাজের গোপন অংশে আটকে রেখেছে তারিক।'

'আমাদের এ কাজ এখনি শেষ করতে হবে। আমি সহ্য করতে পারছি না।'

'সমুদ্রে গিয়ে এ কাজ, করব আমরা। কিন্তু ধৈর্য্য হারালে চলবে না, কায়লা আর গ্রেসের জন্য আমরা এটা করব। আমি জানি, আবার হ্যাজেলের বুকে মাথা রাখল, হ্যাজেল। ওদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া কেউই শান্তি পাবো না। কখন করব এ কাজ ডার্লিং?'

আজ সন্ধ্যায় যাত্রা শুরু করব। আগামীকাল প্রভাতে সমাধা হবে সব। স্থল ভূমি চোখের আড়ালে গেল।

'তুমি আর আমি? আর কেউ না? হ্যাজেল জানতে চাইল মোলায়েম স্বরে। অন্যরাও কষ্ট ভোগ করেছে। তারিক প্যাডি নাস্তিয়া মনে করিয়ে দিল হেক্টর।

'খুব ভালো, কিন্তু করতে হবে আমার। আমার পবিত্র দায়িত্ব এটা।'

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। চ্যানেলে শুধু প্রয়োজনীয় আলোটুকু আছে। সোনালি হংস পথ দেখিয়ে খোলা সমুদ্রে বের করে আনল অদ্ভুত একটা জাহাজের কনভয়।

BanglaBook.org

রাতের বেলা দক্ষিণ-পূর্বে যাত্রা করল সকলে। পরের দিন সকালবেলা তখনো আলো ফোটেনি স্নান সেরে পরিষ্কার কাপড় পরল হ্যাজেল আর হেক্টর। মাস্টার স্যুইটের কিচেনে দাঁড়িয়ে কথা না বলে দুজনেই কড়া কালো কফি খেল এক মগ করে। ঠিক পাঁচটা বাজে দরজায় নক্ করল তারিক। দরজা খুলে দিল হেক্টর।

সবকিছু তৈরি। জানাল তারিক।

'ধন্যবাদ বন্ধু', হেক্টর রুমের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল বিছানার ওপর বসে আছে হ্যাজেল। হেক্টরের দিকে তাকাল। এত নীল আর দেখেনি হেক্টর। ঠাণ্ডা আর সূর্যের আলো হীন, যেন আর্কটিক সমুদ্রে।

'হ্যাঁ?' জানতে চাইল হ্যাজেল।

'হ্যাঁ!' হাত ধরে হ্যাজেলকে দাঁড় করাতে চাইল হেক্টর। লিফ্ট করে নিচ তলায় নেমে এলো। দরজা খুলে স্টার্ন ডেকে বের হয়ে এলো দুজনে। ডেকের একটা অংশ ভারি তার পুলিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। তারিক সামনে এগিয়ে ক্যানভাসের একটা মাথা তুলে ধরল। হেক্টররা ভেতরে ঢোকার পর আবার বন্ধ করে দিল প্যাডি আর নাস্তিয়া অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। ফোল্ডিং ক্যানভাস চেয়ারে বসে আছে প্যাডি বুকে সার্জিকাল টেপ বাধা বাঁ হাত স্লিং-এ ঝুলছে। নাস্তিয়া পাশে দাঁড়িয়ে আছে, এক হাত হালকাভাবে ফেলে রেখেছে প্যাডির কাঁধে। প্যাডির অন্য পাশে গিয়ে দাঁড়াল হ্যাজেল আর হেক্টর। হেক্টর তাকাল তারিকের দিকে।

'নিয়ে এসো আদমকে।' আদেশ দিল সে। তারিক ক্যানভাস থেকে বাইরে গিয়ে প্রায় সাথে সাথে ফিরে এলো পেছনে ক্রস বো'র দুজন লোক। মাঝখানে আদম। ভয়ে পা যেন প্যারালাইজড্ হয়ে গেছে আদমের। প্রহরীরা তাকে অর্ধেক টেনে আর অর্ধেক বহন করে নিয়ে আসছে। হ্যাজেলের সামনে এনে ফেলা হলো তাকে। হেক্টর মাথা নাড়তেই লোক দুজন বাইরে গিয়ে পাহারা দিতে লাগল।

হ্যাজেল আর হেক্টরের সামনে হাঁটু গেড়ে আছে আদম। গাঢ় চোখে আতঙ্ক। কবজিতে এখনো কালো ব্রিফকেস। দুই হাত দিয়ে বুকের সাথে ধরে রেখেছে অ্যাটাচে কেস্।

'ওর কাছে এখনো কেসটা রয়ে গেছে কেন?' নিয়ে যাও এটা আদেশ দিল হেক্টর।

চেইনে কম্বিনেশন লক্ আছে। উত্তর দিত তারিক। 'ও এটা দিচ্ছে না।'

কবজি থেকে ওর হাত কেটে ফেলো, তারিক। শিকল আপনিই খসে পড়বে। 'জানাল হেক্টর।' তোমার ট্রেঞ্চ নাইফ ব্যবহার করো। তারিক এসে

BanglaBook.org

আদমের সামনে দাঁড়াল। ছুরি বের করে আদমের হাত ধরল। আদম এত জোরে চিৎকার করতে লাগল যেন শূয়োর ছানার গলা কাটা হচ্ছে।

না! ছুরি ব্যবহার করো না। আমি কেস দিচ্ছি তোমাকে। কোলের ওপর রেখে কাঁপা কাঁপা হাতে কম্বিনেশন লক্ ঘোরাতে লাগল আদম। দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় কবজি থেকে খুলে এলো চেইন। হামাগুড়ি দিয়ে হেক্টরের দিকে এগিয়ে দিল ব্রিফকেস।

'তুমি আর আমি একটা চুক্তি করতে পারি।' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল আদম।

আমি জানি তুমি এক কথার মানুষ হেক্টর ক্রস। এই ছোট্ট ব্যাগের ভেতর সারা বিশ্বের ছাব্বিশটি ব্যাংকে ছড়িয়ে থাকা প্রায় দুই বিলিয়ন ডলারের ইন্টারনেট ব্যাংক কোড আর পাসওয়ার্ড আছে। আমরা এটা ভাগ করে নিতে পারি। আমাকে মুক্তি দাও আর অর্ধেক অর্থ পেয়ে যাবে।'

'এই অর্থ তোমার নয় আদম। যাদের জাহাজ আর জিনিস ছিনতাই করেছো এটা তাদের।'

'তাহলে তুমি সব নিয়ে যাও।' অনুনয় করল আদম 'শুধু আমাকে যেতে দাও।'

হ্যাঁ! আমি এর সবটুকু নেবো আদম। মাথা নেড়ে বলল হেক্টর।

'আর তোমাকে ইবলিশের কাছে পাঠাবো। তোমার জন্য অপেক্ষা করছে সে। ওর কাছ থেকে কেস্ নিয়ে নাও তারিক। আদম আঁতকে উঠে ধস্তাধস্তি শুরু করল। তারিক ছুরি বের করে মাথায় ধরল আদমের। তাড়াতাড়ি চেইন ছেড়ে দিয়ে দুই হাতে মাথা চেপে ধরল আদম। তারিক হেক্টরকে দিয়ে দিল কেস্। একপাশে রেখে দিয়ে পায়ের কাছে পড়ে থাকা শয়তানের দিকে নজর দিল হেক্টর।

আদম তোমার আদেশে অসংখ্য ছিনতাই-ধর্ষণ আর হত্যা হয়েছে। এমনকি শরিয়াহ আইন যেটার নামে তুমি এগুলো করো, সে মোতাবেক ও এগুলো জঘন্য অপরাধ। তোমার কোনো মওকুফ নেই। যাই হোক একজন হতভাগ্যের নাম কায়লা ব্যানক। নৃশংসভাবে তার সম্ভ্রমহানি আর খুন করেছো। সবশেষে গ্রেস নেলসনকে ও তোমার আদেশে খুন করা হয়েছে। এরপর ছিন্ন মস্তকদ্বয় হ্যাজেলকে পাঠিয়েছে হাস্যকর মেসেজ সহযোগে। হ্যাজেল ক্রস, কায়লা ব্যানকের মাতা আর গ্রেস নেলসনের কন্যা তোমার সামনে এখন। ক্ষমা চাও।'

মাথা উঠিয়ে হ্যাজেলের দিকে তাকাল আদম। তারিকের ছুরির খোঁচায় রক্ত গড়াচ্ছে চিবুক দিয়ে। সাদা আলখাল্লায় চোখের জল আর রক্ত মিশে গেছে।

BanglaBook.org

ধীরস্বরে বলতে লাগল হেক্টর, 'কায়লা ব্যানকের মা দাঁড়িয়ে আছে তোমার সামনে। শরীয়াহ্ আইন মোতাবেক তোমার কাছে জীবনের বিনিময়ে জীবন চায় সে।'

'প্লিজ! দুহাত জড়ো করে ভিক্ষুকের মতো হ্যাজেলের দিকে তাকাল আদম।'

'এটা আমার দায়িত্ব ছিল। আল্লাহ এবং পূর্বপুরুষদের প্রতি আমার দায়িত্ব পালন করেছি আমি প্লিজ বুঝতে চেষ্টা করুন। প্লিজ দয়া করুন।' হেক্টর তারিকের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। তারিকের পায়ের কাছে ক্যানভাস চাদর পড়ে আছে। ডেকে বিছিয়ে দিল এটা। এরপর ক্রস বো'র দুজন লোক ভারি বালির বস্তা নিয়ে এলো। চাদরের মাঝখানে রাখা হলো।

'আদম, চাদরের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ো বালির ব্যাগের ওপর মাথা দিয়ে।' আদেশ দিল হেক্টর।

'না!' মুখে কথা জড়িয়ে গেল আদমের। 'আমি তোমাকে অর্থ দিয়েছি। শরীয়াহ আইন মোতাবেক রক্তের ঋণ শোধ করেছি। তুমিও জানো এটা। তুমি অবশ্যই আমাকে ছেড়ে দেবে।'

নিজের বেল্ট থেকে পিস্তল নিল হেক্টর। গ্রিপ টেপে হ্যাজেলের হাতে ধরিয়ে দিল। চেম্বার ঘুরালো হ্যাজেল, ডেকে তাক করল মাজল। আদমের কাছে এগিয়ে গেল হেক্টর। গোঙ্গানি দিতে লাগল আদম। দয়া! আমাকে দয়া ভিক্ষা করো।'

আদমের একটা কবজি ধরে মোচড় দিয়ে হাত পেছনে নিয়ে আদমকে দাঁড় করালো হেক্টর। ক্যানভাস চাদরের ওপর নিয়ে জোর করে পেট দিয়ে শুইয়ে দিল।

মাথা রাখো বালির বস্তার ওপরে।' আদেশ দিল হেক্টর।

খুলিতে ঢোকার পর বুলেট আটকে দেবে এ বস্তা। এরপর তোমাকে সমুদ্রে নিয়ে ডুবে যাবে।'

চিৎকার করতে লাগল আদম। চিৎকার বস্তার মাঝে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত মুখ চেপে ধরে রাখল হেক্টর। এরপর তাকাল হ্যাজেলের দিকে। তুমি তৈরি? জানতে চাইলে মাথা নাড়ল হ্যাজেল। নিঃশব্দে কাঁদছে সে। উঠে দাঁড়িয়ে হেক্টরের পাশে দাঁড়াল। পিস্তল তাক্ করল আদমের মাথায়। কিন্তু কাঁপতে থাকায় নিশানা সরে যাচ্ছে। মাথা নাড়তে নাড়তে ডুবে। যাওয়া মানুষের মতো নিঃশ্বাস ফেলছে হ্যাজেল।

হাত তুলে আকাশে তাক্ করল মাজল। নাস্তিয়া প্যাডির কাছ থেকে সরে এগিয়ে এলো হ্যাজেলের কাঁধে হাত রেখে বলল।

BanglaBook.org

'আমি এটা তোমার হয়ে করে দিচ্ছি, হ্যাজেল।

এই ব্যাপারে প্রশিক্ষণ, আছে আমার, তোমার নেই।'

কিন্তু মাথা নাড়ল হ্যাজেল।

'না, এটা আমার ঈশ্বর। মা আর কায়লার প্রতি আমার দায়িত্ব।' ফিসফিস করল সে।

আবারো পিস্তল নামিয়ে আদমের মাথায় পেছনে তাক্ করল সে। হঠাৎ করেই পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠল হাত। একটুও ফোঁপাচ্ছে না সে। একটা মাত্র গুলি করল। এরপর আর কোনো শব্দ নেই। ইঞ্জিনের মৃদু গর্জন শোনা যাচ্ছে কেবল।

হেক্টর হ্যাজেলের হাত থেকে পিস্তল নিয়ে ম্যাগাজিন বের করে আনল। স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে জানাল এখন শেষ হয়েছে সব। ভালোভাবেই শেষ হয়েছে। গ্রেস আর কায়লা মুক্ত হয়েছে আর আমরাও।'

হেক্টরের বুকে মুখ লুকোল হ্যাজেল। তারিক আর দুজন প্রহরী এগিয়ে এলো সামনে। আদম আর বালির বস্তাসহ ক্যানভাসের চাদর রোল করে নাইলনের কর্ড দিয়ে পেঁচিয়ে ভালোভাবে বেঁধে ফেলল। এরপর স্টান রেইলে নিয়ে জাহাজের পাশের সাদা ঢেউয়ে ফেলে দিল। মুহূর্তের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল ক্যানভাসের রোল্।

ভৌগোলিক সীমারেখার বাইশে ত্রিশ নটিক্যাল মাইলে এসে ইউএসএস ম্যানিলা বে আবার উদয় হলো দৃশ্যপটে।

'সোনালি হংস, ম্যানিলা বে থেকে বলছি। ক্যাপ্টেন সাইরিল স্টামফোর্ড আছেন?'

'হাই দেয়ার অ্যান্ডি। সাইরিল স্টামফোর্ড বলছি।'

'আবার আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগছে স্যার। এডেন উপসাগরে খানিকটা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বলে রিপোর্ট এসেছে। বিশেষ করে গানডঙ্গা বে নামক জায়গায়।' 'বলো অ্যান্ডি! আমি অবাক হচ্ছি শুনে।'

'ওয়েল' স্যার। যেহেতু আপনি কোন অনাবশ্যক ব্যাপারে জড়িত ছিলেন না। আমি খানিকটা চিন্তায় ছিলাম আপনার জন্যে খানিক অ্যান্ডি জানাল, 'আপনি তো দেখি পুরো একটা বহর নিয়ে যাত্রা করছেন?'

'মজার ব্যাপার আন্ডি। যেভাবে তারা আমার লেজে লেগে আছে মনে হয় পথ ভুলে গেছে।'

BanglaBook.org

'কয়টা জাহাজ স্যার?'

'শেষবার শুনেছিলাম' উনিশটা।

'এডেন উপসাগরে যে কোন জাহাজের সাহায্যার্থে এগিয়ে যাবার নির্দেশ আছে আমার ওপর।

'তাহলে আমি ওদের দায়িত্ব তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। এরপর আমি আমার পথে যাবো।

'শেষবার যখন কথা বরে ছিলাম আপনি বোধহয় জানিয়ে ছিলেন সৌদি আরবে জেদ্দায় যাবার কথা। অ্যান্ডি। আমার মালিকেরা বিকঠাক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। এখন আমি উত্তমাশা অন্তরীপে চলেছি।'

মনে হচ্ছে তাহলে গনডঙ্গা বেতে ঘটা ঘটনা অতিরঞ্জিত হয়েছে। শেষ স্যাটেলাইট রিপোর্টে দেখা গেছে যে উপসাগর পুরো খালি।'

'শুধু বলার জন্য বলছি অ্যান্ডি' যা শুনবে তাই বিশ্বাস করবে না।

তাহলে আপনার ছেলে ববি?

'ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন, অ্যান্ডি রবিনস!'

'শান্ত সাগর, নির্মল বাতাস, আংকেল সাইরিল!'

বিস্তর তর্ক-বিতর্কেকের পর হ্যাজেল, হেক্টর আর প্যাডি মিলে ঠিক করল যে সোনালি হংস থেকে বাড়তি যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলতে হবে। ফলে বুশমাষ্টার কামানদ্বয়কে গোপন জায়গা থেকে গোলা-বারুদসহ মাস্কারিন বেসিনের পাঁচ হাজার ফুট পানির নিচে ফেলে দেওয়া হলো।

তিনটা এএভিও কামানদ্বয়ের পথ অনুসরণ করে সি-কক খোলা অবস্থায় আশ্রয় নিল সমুদ্রের তলদেশে।

সবকিছু ঠিক হওয়ার পরে দার-এস-সালাম বন্দরে থামল সোনালি হংস। ফেরিতে করে পার হলো ১৪৬ জন পুরুষ। প্রতিটি আরোহী সাধারণ নাগরিকের মতো কাপড় পরে হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশনের মোটাসোটা ক্যাশিয়ার চেক্ নিল সঙ্গে। দার এস সালাম বিমানবন্দরে বার্নি আর বিশালদেহী নেলা ভোসলু ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল হারকিউলিস নিয়ে। গন্তব্য কাতার। সেখান থেকে বাণিজ্যিক ফ্লাইটে সবাই নিজ নিজ কাজে চলে গেল। প্যাডির অবস্থা এখনো ভ্রমণ অনুকূল না হওয়াতে স্বেচ্ছ সেবক রাশান নার্সসহ রয়ে গেল জাহাজে। কেপ টাউন পর্যন্ত একত্রে গেল সবাই।

BanglaBook.org

এখানে অপেক্ষা করছে বিবিজে। এটা প্যাডি আর নাস্তিয়াকে মস্কো নামিয়ে দিল। কেন না নাস্তিয়ার মায়ের অনুমোদন দরকার দুজনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।

হেক্টর আর হ্যাজেল সপ্তাহ খানেক কাটাল ডানকেড এস্টেটে। চোখ দেখল আংকেল জনের সাম্প্রতিক আয়োজন। যখন আংকেল জানতে পারল যে হ্যাজেল নিজ হাতে সব সমাধা করেছে, স্বস্তি পেল জন। মস্কো থেকে ফিরে হ্যাজেল আর হেক্টরকে হিউস্টন নিয়ে গেল বিবিজে।

বাড়ি ফেরার পথে দুজনে মিলে আলোচনা করল যে আদম টিপ্লো টিপের অ্যাটাচে কেস নিয়ে কী করা যায়। অবশেষে দুজনে মিলে ঠিক করল সে যদি অ্যাটাচে কেসে সত্যিই পাসওয়ার্ড আর ইউজার নেইম পাওয়া যায় আর এর মাধ্যমে ওরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ফান্ড তুলতে পারে, তাইলে এ অর্থ সত্যিকার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। প্রথমে সুইজারল্যান্ডের একটা নাম্বার খুলল তারা। এরপর হেক্টর অন-লাইনে গিয়ে চোস্ত আরবিতে আদমের অ্যাকাউন্টের ইউজার নেইম আর পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে খুলল সেন্ট্রাল ব্যাংক অব দ্য রিপাবলিক অব ইরান অ্যাকাউন্ট।

'শিট! কাজ হয়েছে।' এত দ্রুত ফাইল খুলে গেল যে অবাক হয়ে গেল হেক্টর।

'এমন করো না, ডার্লি। ব্যাড লাক্ ধেয়ে আসবে, জানাল হ্যাজেল।

হেক্টর ব্যালান্স এ ক্লিক করল। 'তোমার ধারণা ৮৫৭ মিলিয়ন ইউ এস ডলার ব্যাড লাক্?'

'হবে, যদি না সুইস ব্যাংকে ট্রান্সফার করতে না পারো।'

'নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রার্থনা করো। নির্দেশ টাইপ করল হেক্টর।' 'এই তো পেয়ে গেছি!' সাবমিট বাটনে চাপ দিল হেক্টর। বিজয়ীর হাসি হাসল।

'কাজ হয়েছে।! অর্থ ট্রান্সফার হয়ে গেছে।'

'চেক্ করে দেখ।' হ্যাজেল পরামর্শ দিল। তারাতাড়ি সুইচ অ্যাকাউন্ট চেক্ করল হেক্টর।

'এসেছে! হেসে উঠল হেক্টর। উঠে হ্যাজেলকে জড়িয়ে ধরে রুমে ঘুরল দুই পাক।

'ঠিক আছে। সিরিয়াস হও।' থামাল হ্যাজেল। 'বাকিগুলোও নিয়ে এসো।' আবারও কম্পিউটারের সামনের বসে ঝাড়া তিন ঘণ্টা কাজ শেষে হা করে তাকিয়ে রইল পর্দার দিকে।

'সব ফুটো করে ফেলেছি!' নাটকীয় স্বরে জানাল হেক্টর। 'সব নিয়ে এসেছি। শেষ ডলারটা পর্যন্ত। প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার।'

'ওকে! এগিয়ে যাও বাছা। আমি ভুল বলেছি। গুড লাক্ ধেয়ে এসেছে।'

BanglaBook.org

'ফ্রিজে একটা বোয়েডার খ্রিস্টাল শ্যাম্পেন আছে। কী বলো? খুলবো নাকি?'

'আমার মনে হয় খুলতেই হবে।' একমত হলো হ্যাজেল। একে অন্যের সাথে টোস্ট করে পরের কাজে মন দিল।

'রাইট! মন্তব্য করল হ্যাজেল। 'আদমের অ্যাকাউন্টে অর্থ প্রেরকের নাম আছে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। ব্যাংক স্টেটমেন্টে আছে।'

'অ্যাকাউন্ট নাম্বার ও?' জানতে চাইল হ্যাজেল।

'সবটুকু না। গনডঙ্গা বেত অভিযানের খরচ দেওয়া হবে ব্যানক অয়েলকে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু হিসাব রাখতে হবে। আমরা জলদস্যুর অর্থে ভাগ বসাতে পারি না। আইন ভঙ্গ হয়েছে ইতিমধ্যেই।'

'ব্যানক অয়েলের খরটা পরিশোধের জন্য আমি আবু জারাতে প্রিন্স মোহাম্মদের সাথে কথা বলব। অয়েল রয়্যাল্টির পথে অর্থ কাজে লাগানো যাবে।'

'সে করতে রাজি হবে এ কাজ?'

'আমাদের জন্য নয়। ছোট্ট কমিশনের জন্য।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল হেক্টর। 'প্রধানমন্ত্রী আর খনিমন্ত্রী ছাড়াও আর্মি ও পুলিশ ফোর্সেরও প্রধান সে। আবু জারার সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্নর। প্রিন্স বললে বিনা দ্বিধায় কাজ করবে লোকেরা।'

হাসল হ্যাজেল। 'আমার মতোই মনে হচ্ছে তাকে। কিন্তু অন্যদের কাছে কিভাবে অর্থ পৌঁছাবো?'

'তোমার হাতে বিশ্বাসযোগ্য উকিল আছে?

'পুরো এক প্ল্যাটুন পাবে। একমত হলো হ্যাভেল।

'তোমার পছন্দের ল-ইয়ার সবার সাথে পৃথকভাবে গোপন ঐকমত্যে পৌঁছাবে। ব্যাখ্যা করবে যে তার ক্লায়েন্ট জলদস্যুদের সাথে সমঝোতা করে রিফান্ডের ব্যবস্থা করেছে। যদি তারা গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে অর্থ ফেরৎ পাবে। সবাই ঝাঁপ দিয়ে পড়বে দেখো।'

ঠিকই বলেছে হেক্টর; প্রিন্স মোহাম্মদ সব সব রাস্তা করে দিয়েছে ব্যানকের জন্য। এ ছাড়া জাহাজ মালিক আর ইনস্যুরেন্স কম্পানি অলিম্পিক অ্যাথলেটের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এসব কিছুর মাঝেই সময় বের করে মস্কোতে প্যাডি আর নাস্তিয়া ভোরোনোভার বিয়েতে যোগ দিয়েছে হ্যাজেল আর হেক্টর।

BanglaBook.org

পথিমধ্যে তাইওয়ান থেকে তুলে নিয়েছে সাইরিল স্টামফোর্ডকে। আনুষ্ঠানিকভাবে জলোযানের ফুল টাইম ক্যাপ্টেন হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সাইরিলকে। নাস্তিয়া বিশেষভাবে হ্যাজেলকে জানিয়েছে যেন সাইরিল বিয়েতে আসে। হেক্টর ভেবে পেল না কেন দুই নারী মিলে সাইরিলের নিমন্ত্রণ সম্পর্কে কড়া নির্দেশ দিয়েছে। পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল যখন নাস্তিয়া ওর মায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে সাইরিলকে। গালিনা ভোরোনোভা সাতান্ন বছর বয়সী লম্বা ঋজু দেহের নারী; যার লম্বা চুলে রূপালি রং লেগেছে সামান্য। এক নজরেই বোঝা গেল নাস্তিয়া কেমন করে এত সুন্দরী হয়েছে।

সাইরিল আর গালিনা করমর্দন করল।

'আপনি জাহাজের ক্যাপ্টেন। বেশ রোমান্টিক!' চমৎকার ইংরেজিতে জানাল গালিনা। দুর্বোধ্য কিছু একটা বিড়বিড় করল সাইরিল। ফ্যাকাসে দেখাল তাকে। মনে হলো গালিনাকে দেখে তার পা টলছে। হ্যাজেল হেক্টরের হাতে চাপ দিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠলে, 'বিঙ্গো!' নাস্তিয়া আর হ্যাজেল স্বস্তিকর দৃষ্টি বিনিময় করল দুজনে।

ক্যাথেড্রাল অব খ্রাইস্টে বিয়ের অনুষ্ঠানের পর নাস্তিয়ার হাতে ক্রস বো সিকিউরিটির অ্যাপয়েন্টমেন্ট তুলে দিল হ্যাজেল। কম্পানির নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ ডিরেকটর নিযুক্ত হয়েছে নাস্তিয়া। হেক্টর আর হ্যাজেল হিউস্টনে ফিরে এলেও সাইরিল ছুটি পেয়ে গেল। আরো তিন মাস লাগবে আইওয়ানে হংসের মেরামত ঠিক হতে। এই সময়ে সাইরিল নিজেও ঠিক জানে না কেন থেকে গেল মস্কোতে।'

হিউস্টনে পর্বত সমান কাজ পড়ে আছে হ্যাজেল আর হেক্টরের জন্য। এর মাঝে আছে ব্যানক অয়েলের এজিএম ও প্রশান্ত মহাসাগরের মাবিয়ানা ট্রেঞ্চে ডিপ ওয়াটার ড্রিলিং সম্পর্কে জাপানি প্রতিনিধি দলের উদ্বেগ। তাই প্রায় মাস খানেক পর সময় বের হলো কলোরাডো র‍্যাঞ্চে আমার।

প্রথম দিন সকালে নাশতার পর স্পাই গ্লাস মাউন্টেনে স্মৃতিসৌধের কাছে দরোজায় স্বাগত জানাল বৃদ্ধ টম।

'তারা আমাকে জানিয়েছে যে আপনারা আসছেন, মিস হ্যাজেল আর মিস্টার হেক্টর। তাই আমি ফুল এনে রেখেছি। সবসময়কার মতো অরাম লিলি। মিস্টার হেনরির জন্য আর রোজেস মিস ক্যামিলার জন্য।'

'তুমি অনেক ভালো, টম।' দরজা থেকে দেখা গেল হ্যাজেল গিয়ে ফুল সাজিয়ে রাখছে। শেষ হতেই ডাকল হেক্টরকে। বেগুনি ভেলভেট কুশনে

BanglaBook.org

পাশাপাশি বসল দুজনে। কায়লার মাথার কাছে। 'প্রার্থনা করার ব্যাপারে আমি তেমন দক্ষ নই।' ভদ্রভাবে জানাল হেক্টর।

'আমি জানি। এ ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও। উত্তর দিল হ্যাজেল। সেই ভালো পারে এটা। হেক্টরের চোখে পানি এসে গেল হ্যাজেলের প্রার্থনা শুনতে শুনতে।

দুই ঘণ্টার খানিক আগে আবার লনে ফিরে এলো দুজনে। পাথরের বেঞ্চে বসল একত্রে। হ্যাজেলের নাকে এসে পড়ল ছোট্ট তুষার কণা। মুছে ফেলল হ্যাজেল।

'এ বছর শীত তাড়াতাড়ি আসেছে।' জানাল সে। 'ডিকি আমাকে জানিয়েছে হাঁসের দল এখনি দক্ষিণে যেতে শুরু করেছে।'

'কায়লা আর হেনরিও ওদের সাথে গেছে।' একমত হলো হেক্টর। 'আজ তো দেখা গেল না।' ফিরে স্মৃতি সৌধের দিকে তাকাল।

'তোমারও তাই মনে হচ্ছে?'

'ওরা আর ফিরে আসবে না। হ্যাজেল। চিরতরে চলে গেছে। শুধু তাদের স্মৃতি রয়ে যাবে আমাদের কাছে।'

'আমি জানি।'

'দুঃখ পেয়োনা, ডার্লিং।'

'আমি দুঃখ পাচ্ছি না। ভালই লাগছে। অবশেষে মুক্তি দিতে পেরেছি ওদের। 'হেক্টরের কাছে এসে বসল হ্যাজেল। হাত দিয়ে ধরল হেক্টর। হেক্টর। সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে চারপাশে।

'হেক্টর?' ডাকল হ্যাজেল।

'আমি এখানেই আছি।' উত্তর দিল হেক্টর। 'তোমাকে ছাড়া কোথাও যাবার পরিকল্পনা নেই।'

'এই মাসে পিল নেওয়া বন্ধ করেছি আমি।'

'গুড গড্। কেন করেছো এমনটা?' অবাক হয়ে গেল হেক্টর।

'আমি আবার বেবি চাই। এটাই আমরা শেষ সুযোগ। বয়সে চল্লিশের ওপরে। দেরি হয়ে যাবে নয় তো। এখনি নিতে হবে বেবি। তোমার অংশ ধারণ করতে চাই আমি। আমাদের ভালোবাসা পূর্ণতা পাবে। ওহ! ডার্লিং, বুঝতে পারছো না? কায়লার শূন্যস্থান পূরণের জন্য কাউকে দরকার। তুমি ও কী চাও না?'

'হেল! হ্যাঁ! অবশ্যই।' জানাল হেক্টর।

'তো আমার ওপর রাগ করোনি?'

BanglaBook.org

'হেল! নাহ! উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাজেলের সামনে গিয়ে ওর দুই হাত ধরে দাঁড় করল হেক্টর।

'চলো, আমার সাথে!'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা? জানতে চাইল হ্যাজেল।'

'পিতৃভূমিতে, আর কোথায়? কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে।' হাতে হাত ধরে হাসতে হাসতে স্পাই গ্লাস মাউন্টেন থেকে দুজনে নেমে এলো গিটার লেকের বাড়িতে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG